ভজন সন্দর্ভ

চতুর্থ খণ্ড

শ্রীভক্তিবিলাস ভারতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

ভজন সন্দর্ভ

চতুর্থ বেষ্ঠ

এই বেষ্ঠে অভিধেয়তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও তপস্যাদির সহিত ভক্তির বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব নানা শাস্ত্র ও মহাজন বাক্যের দ্বারা সুদৃঢ় ও সুসূক্ষ্ম বিচারে বিশ্লেষণ ও সমালোচনা মূলে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

ভক্তির সম্বন্ধে বিভিন্ন অঙ্গ, লক্ষণ, মাহাত্ম্য, প্রকার ভেদাদি সুবৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষিত হইয়াছে। বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদির প্রমাণ বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের ভক্তির বিচার, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু সম্পূর্ণ, ভক্তিসন্দর্ভের প্রতিপাদ্য বিষয়, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রমাণবাক্য ও শ্রীমাধুর্য্য-কাদম্বিনী সম্পূর্ণ ইহাতে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ-পার্ষদপ্রবর ওঁবিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের

অনুকম্পিত

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম—পি, এন, মিত্র ব্রিকফিল্ড রোড, কলিকাতা—৫৩।

শ্রীরূপানুগ, ভজনাশ্রম, পোঃ—শ্রী মায়াপুর, ঈশোদ্যান, হুলোরঘাট, নদীয়া।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ—৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার—৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬।

মহেশ লাইব্রেরী—২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা—১২।

আনুকূল্য—[illegible] ([illegible] টাকা মাত্র)

শ্রীগোবর্দ্ধনার্চ্চন তিথি

৫ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার ১৩৭৫। আনুকূ ২[illegible].০০

ইং ২২ অক্টোবর ১৯৬৮।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীরূপানুগভজনাশ্রম, পি, এন, মিত্র ব্রিকফিল্ড রোড, কলিকাতা-৫৩ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীমদন মোহন চৌধুরী কর্ত্তৃক শ্রীদামোদর প্রেস, ৫২এ কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

বিষয় জ্ঞাপনী :—

প্রথম বিলাস—১-৩১। অভিধেয় বিচার—২-৩। কর্ম্ম—৩-৬। জ্ঞান ও যোগ বিচার—৬-১৪। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ সম্বন্ধে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিবৃতি—১৫-২০। কর্ম্ম জ্ঞান ও যোগাদি সম্বন্ধে প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের সিদ্ধান্ত—২১-৩১।

দ্বিতীয় বিলাস—৩১-৪১। অভিধেয়-ভক্তি—৩১-৩২। ভক্তি সম্বন্ধে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্ত (বৃহদ্ভাগবতামৃতে)—৩২-৩৬। নাম সংকীর্ত্তন (ঐ)—৩৬-৪১।

তৃতীয় বিলাস—৪১-৬২। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর অভিধেয় বিচার ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—পূর্ববিভাগ ভক্তিরস—৪১-৪৩। দ্বিতীয়লহরী—সাধনভক্তি, বৈধীভক্তির অধিকারী—৪৪-৪৭। সাধন ভক্তির চতুঃষষ্ঠী অঙ্গসমূহ—৪৭-৫৬। রাগানুগা, রাগাত্মিকাভক্তি, শত্রুর গতি, কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা—৫৬-৫৮। তৃতীয় লহরী—ভাবভক্তি, সাধনভিনিবেশজ, ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানেসদারুচি, কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি, কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি, রত্যাভাস—৫৯-৬২। চতুর্থ লহরী—প্রেমভক্তি—৬২।

চতুর্থ বিলাস—৬৩-১০৬। দক্ষিণ প্রথমলহরী সামান্য ভগবদ্ভক্তিরস, বিভাব, শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষষ্টিগুণ—৬৩-৭৪। ধীরোদাত্তাদি চতুর্বিধ প্রকার—৭৪-৭৫। শোভাদি সদ্গুণ—৭৫-৭৬। সিদ্ধ—৭৬-৭৭। উদ্দীপন—৭৭-৮১। দক্ষিণ দ্বিতীয়লহরী—সাত্ত্বিক অনুভাব—৮১-৮৬। দক্ষিণ চতুর্থ লহরী—ব্যাভিচারী—৮৬-৯৮। ভাবসন্ধি, শাবল্য, শান্তি—৯৯। দক্ষিণ পঞ্চম—স্থায়ীভাব, শান্তাদি পঞ্চ মুখ্যরতি—১০০-১০১। গৌণীরতি—১০১-১০৬।

পঞ্চম বিলাস—১০৬-১২৮। পশ্চিম বিভাগ—প্রথম লহরী শান্ত ভক্তিরস—১০৬-১০৮। দ্বিতীয় ঐ লহরী—প্রীতিভক্তিরস—১৯৮-১১৬। ঐ তৃতীয় লহরী—প্রেয়োভক্তিরস—১১৬-১২২। ঐ চতুর্থ লহরী—বৎসলভক্তি-রস—১২২-১২৬। ঐ পঞ্চম লহরী—মধুরভক্তিরস—১২৬-১২৮।

ষষ্ঠ বিলাস—১২৮-১৪৪। উত্তর বিভাগ প্রথম লহরী হাস্যভক্তিরস—১২৮-১২৯। ঐ দ্বিতীয় অদ্ভুতভক্তিরস—১২৯-১৩০। ঐ তৃতীয় বীরভক্তিরস—১৩০-১৩৩। ঐ চতুর্থ করুণভক্তিরস—১৩৩। ঐ পঞ্চম রৌদ্র ভক্তিরস—১৩৩-১৩৫। ঐ ষষ্ঠ ভয়ানক ভক্তিরস—১৩৫-১৩৬। ঐ সপ্তম বীভৎসভক্তিরস—১৩৬। ঐ অষ্টম রসসকলের মৈত্রী, বৈর ও স্থিতি—১৩৬-১৪১। ঐ নবম রসাভাস—১৪১-১৪৪।

সপ্তম বিলাস—১৪৪-১৫৬। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বিবৃতি—১৪৪-১৫৪। উপদেশামৃত—১৫৪-১৫৬।

অষ্টম বিলাস—১৫৬-১৬২। ভক্তিসন্দর্ভের প্রতিপাদ্য বিষয়—১৫৬-১৫৯। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর অভিধেয় বিচার—১৬০-১৬২।

নবম বিলাস—১৬২-১৮০। মাধুর্য্যকাদম্বিনী—১৬২-১৮০।

মুদ্রণ শোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	২	ব্যাখায়	রাখায়	১৬	২১	স্বরূপগতি	স্বরূপগত
৪১	২০	লহরী	বিভাগ	৪২	৩৫	হইক	হউক
৬১	৭	সদ্বাসনা না	সদ্বাসনা	৬৪	১১	রুচি	রুচির
৬৭	৩২	সালঙ্কৃতা	সালঙ্কৃতা	৬৯	২৩	সদগুণ্যে	সাদগুণ্যে
৬৯	৩৫	স্তুতি	স্তুতি	৭১	১৭	সান্দাজ	সান্দ্রাঙ্গ
৭৪	৩	গম্ভীরত্বাদি	গম্ভীরাদি	৭৪	১৭	কৈশর	কৈশোর
৭৬	২৩	তাহাদের হইলেও	হইলেও তাহাদের	৭৬	২৭	অবলাদিনের	অবলাদিগের
৮৮	৬	নৃত্যাজ্য	নৃত্যাঙ্গ	৮৮	১৬	বৃষ্টি	বৃষ্ণি
৯০	১০	শক্র	শত্রু	১০০	১১	সাধাণ	সাধারণ
১১১	২২	আমর্ষ	অমর্ষ	১১৬	১৬	বরণে	ধারণে
১২১	২৯	বররূপ	বরূথপ	১২২	২০	ষম	যম
১৩৩	৩০	উৎকতা	উৎকটতা	১৪২	৩৫	অবেত্র	অনেকত্র
১৬০	১৭	হৈছে	যৈছে	১৬৮	৩০	অভিসুখের	ভক্তিসুখের
১৭৮	১১	পর্য্যার	পর্য্যায়	১৮০	৯	প্রাণও	প্রাণও

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

ভজন সন্দর্ভ*

চতুর্থ বেদ্য

অভিধেয় বিলাস অধ্যায়

প্রথম বিলাস

নিকুঞ্জযূনো রতিকেলিসিদ্ধ্যৈ যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতিদাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

রূপানুগাচ যা ভক্তিস্তস্যাঃ মূর্ত্তঃ শ্রীবিগ্রহঃ। যস্যানুগ্রহলেশেণ লভতে ভক্তিসম্মণিঃ॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবী-দয়িত হে জগদ্গুরো। স্ফুরতু নিয়তং ভক্তিসিদ্ধান্তঃ হৃদয়ে মম॥
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং তং করুণার্ণবম্। কলাবপ্যতিগূঢ়েয়ং ভক্তির্যেন প্রকাশিতা॥

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ। শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥

শিমুলিয়ার ভক্ত চতুষ্টয় শ্রীগুরুদেবের আদেশ লইয়া রথযাত্রা দর্শন করিতে শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশমত টোটা-গোপীনাথে চলিলেন। সাধু সঙ্গে হরি কথাই তাঁহাদের সাধ্য-সাধন হইয়াছে। মণিহারা ফণিনীর ন্যায় ব্যাকুল হইয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীজগন্নাথ দেবের কৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে টোটা-গোপীনাথে পৌঁছিলেন। যাঁহাদের হৃদয়ে ব্যাকুলতা প্রকাশিত হইয়াছে, শ্রীভগবান্ তাঁহাদের অনুকূল। টোটা-গোপীনাথে শ্রীমন্দিরের সন্মুখে যাইয়া শ্রীমন্দিরের সম্মুখ দরজায় প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, উত্তর দিকের প্রস্তরাসনে (বেঞ্চে) এক সৌম্যমূর্ত্তি অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে বসিয়া শ্রীমালিকায় শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার চক্ষে অবিরত অশ্রুধারা প্রবাহিত, সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত। মধ্যে মধ্যে হা শচীনন্দন! হা গৌরহরি! বলিতেছেন। তাঁহারা দেখিয়াই বুঝিলেন, এই তাঁহাদের হৃদয়নিধি বৈষ্ণব-ঠাকুর। তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া তাঁহার পাদ-পদ্মতলে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার বাহ্য-স্ফূর্ত্তি হইয়া দেখিলেন—চারিজন তাঁহার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ পতিত রহিয়াছেন। তিনি উঠিয়া তাঁহাদিগকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কাহারা? তোমাদের পরিচয় কি?' তখন ভক্ত চতুষ্টয় বলিলেন, 'প্রভো, আমরা নিতান্ত অপদার্থ হতভাগা, কাঙ্গাল; আমাদের দুর্লভ-মানব-জনম বৃথা কাটিয়া গেল, আমাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়া উদ্ধার করুন; আপনারা ব্যতীত আমাদের আর কেহ নাই'! এই বলিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীনবদ্বীপবাসী ও শ্রীবাসঅঙ্গনের শ্রীঅদ্বৈত দাস কর্ত্তৃক প্রেরিত বলিয়া জানাইলেন। তখন শ্রীগিরিধারী-দাস বাবাজী মহারাজ—''তোমরা আমার শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির ধামবাসী'' বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে ভূমে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে সুস্থির হইয়া বসিলেন, সমস্ত পরিচয় ও শ্রীল অদ্বৈত দাসের প্রেরিত জানিয়া তাঁহাদিগকে প্রেমালিঙ্গণ করিয়া বসাইলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে শ্রীবাসঅঙ্গনে সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথা তাঁহারা শ্রবণ করিয়াছেন, জানিতে পারিলেন। তখন শ্রীল গিরিধারী দাস বাবাজী মহারাজ বলিতে লাগিলেন এক্ষণে অভিধেয় বিচার শ্রবণ করা আবশ্যক।

---

* গূঢ়ার্থস্য প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠতা তথা।
নানার্থবত্ত্বং বেদ্যত্বং সন্দর্ভঃ কথ্যতে বুধৈঃ॥

'ভগবান্ কি বস্তু, জীব কি পদার্থ ও জগৎই বা কি, এইরূপ সুষ্ঠু প্রশ্নোত্তর হইতে সম্বন্ধজ্ঞান উদয় হয়। সম্বন্ধজ্ঞান-লব্ধ জীবের কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাকে 'অভিধেয়' বা সাধনতত্ত্ব কহে। জড়-দেহে আত্মবোধনিবন্ধন যাহারা সর্ব্বদা বাহ্য-বিষয় ভোগে প্রমত্ত তাহাদিগকে কদাচারী বা যথেচ্ছাচারী বলে। কদাচারিগণ প্রবৃত্তিমার্গাবলম্বী ও মায়ার দণ্ড্য। যাবৎ না তাহারা মায়াকর্ত্তৃক উপর্য্যুপরি দুঃখাবর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহারা স্বেচ্ছাচারমূলক প্রবৃত্তি মার্গকে সঙ্কোচ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। যেকালে তাহারা ক্রমান্বয় নিদারুণ দুঃখে নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, সেই সময় তাহারা নিজ মলিন-বুদ্ধি-দ্বারা প্রতিকারের সুষ্ঠু উপায় স্থির করিতে অক্ষম হইয়া তাহা শিক্ষার জন্য অন্যের নিকট গমন করে। এইরূপ শিক্ষার্থিগণের অধিকারানুসারে শাস্ত্রে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি নামক পন্থা কথিত আছে।

যে সমুদয় মনুষ্য ভোগাসক্তিকে একবারে পরিত্যাগ করিতে অপারগ, তাহাদের স্বেচ্ছাচারকে কথঞ্চিৎ দমন করিবার অভিপ্রায়ে পুণ্যজনক কর্ম্মকাণ্ডের শিক্ষা দেওয়া হয়। দেহান্তে স্বর্গাদি সুখ-ভোগের প্রলোভন থাকায় কর্ম্মিগণ অধিকাংশ সময় দেবতার আরাধনায় নিযুক্ত থাকে এবং তৎফলে তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় ঐহিক-ভোগার্থে পূর্ণমাত্রায় ব্যস্ত থাকিতে পারে না। এই কর্ম্মপন্থার দ্বারা বিষয়াসক্ত জীব অত্যন্তিক শুদ্ধিলাভ করিতে অসমর্থ, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে,—(১২।৩।৪৮) "বিদ্যাতপঃপ্রাণ-নিরোধমৈত্রী, তীর্থাভিষেকব্রতদানজপ্যৈঃ। নাত্যন্ত-শুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা, যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে॥" অর্থাৎ—ভগবান্ শ্রীহরি হৃদয়স্থ হইলে অন্তরাত্মা যেরূপ বিশুদ্ধি লাভ করে, দেবতারাধন, তপস্যা, প্রাণায়াম, প্রাণিহিতাকাঙ্খা, তীর্থস্নান, ব্রত, দান এবং জপ দ্বারা তাদৃশ বিশুদ্ধিলাভ হয় না। ঐহিক ভোগপ্রবণতাকে শিথিল করিয়া কর্ম্মিগণ দেহান্তে যে স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হয়, পুণ্যক্ষয়ে তাহা হইতে কালপ্রভাবে পতন ঘটে ও পুনরায় তাহারা দৃশ্যমান জগতে আসিয়া ঐহিকভোগে প্রমত্ত হয়, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১০।২৬)—"তাবৎ সমোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে। ক্ষীণে পুণ্যে পতত্যর্ব্বাগ-নিচ্ছন্ কালচালিতঃ॥" অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত তাঁহার পুণ্যক্ষয় না হয়, সে পর্য্যন্ত তিনি স্বর্গে আরোহণ লাভ করেন। কিন্তু পুণ্য শেষ হইলেই তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কালপ্রেরিত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

কর্ম্ম-পন্থার এবম্বিধ দুর্গতির কথা শুনিয়া যে সকল ব্যক্তি ঐহিক বা স্বর্গাদিলভ্য তুচ্ছভোগবাদের পক্ষপাতী হন না, তাঁহারা ত্যাগ-পন্থাকে আশ্রয় করিয়া অদ্বয়-জ্ঞান লাভের জন্য যত্নশীল হন। ইঁহাদিগকে ত্যাগী কহে। ত্যাগিগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত। অদ্বয়জ্ঞানকে তত্ত্ব কহে। সেই তত্ত্বকে কেহ ব্রহ্ম, কেহ পরমাত্মা ও কেহ ভগবান্ শব্দের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উল্লেখ করেন। যে ধারণা হইতে জড়-জ্ঞান তিরস্কৃত হইলে বুদ্ধি সুমার্জ্জিত হয় ও সেই নির্ম্মল বুদ্ধিতে তত্ত্ব বা অদ্বয়-জ্ঞান-বিকশিত হইতে থাকে, যাঁহার প্রথম প্রতীতি চিন্মাত্র ব্রহ্ম, দ্বিতীয় প্রতীতি চিদ্‌বিস্তাররূপ পরমাত্মা ও তৃতীয় প্রতীতি চিদ্‌বিলাসরূপ ভগবান্।

জ্ঞানিগণ কেবল মাত্র চিৎ বা সম্বিৎশক্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয় এবং ব্যতিরেকভাবে চিন্তা করা হেতু বাহ্যজগতের নাম রূপকে রজ্জু-সর্পবৎ কাল্পনিক ও কল্পনা নিরস্ত হইলে, জগৎ বিশুদ্ধ, কেবল চিন্মাত্র, প্রত্যক্ (অর্থাৎ নিজ চিৎ-সত্তার প্রতি চেষ্টাবান্), সম্যাগ্‌স্থিত, সত্য, পূর্ণ, অনাদি অনন্ত, সত্ত্বাদিগুণশূন্য, নিত্য ও অব্যয় ব্রহ্মরূপে উপলব্ধ হয়—এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন। সন্ধিনী ও হ্লাদিনীরূপা শক্তিদ্বয়ের অনুশীলন না করায় তাঁহাদিগের ক্রিয়া স্তব্ধীভূত হইয়া থাকে, যাহার ফলে জ্ঞানিগণের নিকট নিজেদের, ব্রহ্মের ও অন্যান্য তত্ত্বের সত্ত্বা বা ক্রিয়া শীলতার কোন প্রকার জ্ঞান প্রকটিত হয় না ও প্রকট না হওয়ায় তাঁহারা নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্ত্বার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। যেহেতু আপনাদিগকে ব্রহ্ম বলিয়া বিবেচনা করেন, তন্নিমিত্ত তাঁহারা ধ্যাতা-ধ্যেয় বা সেব্য-সেবক ভাবোচিত সাধনার পরিবর্ত্তে "নেতি নেতি" বিচারকে সাধনাঙ্গ বলিয়া স্থির করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন।

যোগিগণ সম্বিৎ ও সন্ধিনী-রূপাশক্তিদ্বয়ের অনুশীলনকারী। সত্তাপ্রকাশিনী সন্ধিনীশক্তিকে ক্রিয়াবতী ব্যাখ্যায়, ব্যতিরেকমুখে ধ্যান করিতে যাইয়া, বাহ্যজগতে ওতঃপ্রোতরূপে স্থিত নিরাকার, নিষ্ক্রিয়, বৃহৎ চিৎ-সত্তা, বিশুদ্ধ, প্রত্যক্‌দশাবস্থ, সম্যক্‌স্থিত, সত্যপূর্ণ, অনাদি, অনন্ত সত্ত্বাদিগুণশূন্য, নিত্য ও অব্যয় পরমাত্মা এবং অন্যান্য পদার্থসমূহ তাঁহারই অংশ ও তাঁহাতেই অবস্থিত ইত্যাকার ধারণাবদ্ধ হইয়া যায়। ইহাদিগের মতে বাহ্যাকার সমূহের ধারণা অবিদ্যাজাত ও ধ্যানযোগ দ্বারা পরমাত্মাতে নিজ অংশরূপ অবস্থানকে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইলে অবিদ্যা বীজ ধ্বংস হইয়া যাইবে। যেহেতু ইহারা আপনাদিগকে অংশ ও পরমাত্মাকে অংশী বলিয়া বিশ্বাস করেন, তন্নিমিত্ত বিচারপন্থার পরিবর্ত্তে, ধ্যান যোগই ইঁহাদের অবলম্বনীয়।

ভক্তগণ সৎ, চিৎ ও আনন্দ (হ্লাদিনী) রূপা শক্তিত্রয়ের অনুশীলনে রত হন ও তৎফলে তাঁহারা ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবান্‌কে পরতত্ত্ব বলিয়া অবগত হইয়া থাকেন।

কর্ম্মঃ—দেহ বা মন ফলভোক্তা অভিমান করিয়া যাহা কিছু করিয়া থাকে তাহাই কর্ম্ম। কর্ম্ম সাধারণতঃ দুই প্রকার—নিষ্কাম ও সকাম। নিষ্কাম কর্ম্ম—সাত্ত্বিক, সকামকর্ম্ম—রাজসিক বা তামসিক। জ্ঞান পাঁচ প্রকার—(১) ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞান (অক্ষজজ্ঞান), (২) নৈতিকজ্ঞান, (৩) ঈশ্বরজ্ঞান, (৪) ব্রহ্মজ্ঞান ও (৫) শুদ্ধজ্ঞান। ইন্দ্রিয়ার্থ জ্ঞানকে (Emperie knowledge) বলা যায়। ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞানে, জগতের মঙ্গলামঙ্গল বিচার করিয়া কোনও একটী নীতিতত্ত্বকে যোগ করিলেই নৈতিকজ্ঞানের উদয় হয়। নৈতিকজ্ঞানে নামমাত্র ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য বিচার আছে। নৈতিক-জ্ঞানে শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক জীবিতাবস্থায় ও মরণান্তে যশঃ ও অপযশের বিচার অবলম্বনে উদ্ভূত। নরযুক্তি যখন সৃষ্টি কৌশলাদি দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া কোনও একজন শক্তিমান্ শ্রেষ্ঠতত্ত্বকে স্বীকার করিতে বাধ্য হয় এবং কৃতজ্ঞতামূলে তাঁহাকে পূজা করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করে তখনই ঈশ্বর জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হয়। এই জ্ঞানে জীবের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপবোধ (সম্বন্ধ-জ্ঞান) নাই।

শ্রীগীতার তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্ম-প্রশংসা আছে কিন্তু সেই কর্ম্ম যদি বিষ্ণুর জন্য কৃত না হয়, তাহা হইলে উহার দ্বারা কর্ম্মবন্ধন সৃষ্টি করে। যথা (গীতা ৩।৯) "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ" "যজ্ঞ শব্দে বিষ্ণু (যজ্ঞোবৈ বিষ্ণুরিতিশ্রুতেঃ) বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে কর্ম্মই আচরণ করা কর্ত্তব্য নতুবা কর্ম্মকে বন্ধন বলিয়া জানিবে।" নারদপঞ্চরাত্রেও উক্ত হইয়াছে "হে নারদ, হরিকে উদ্দেশ করিয়া যে ক্রিয়া হয়, তাহাই কনিষ্ঠ অধিকারীর যাজিত ভক্তি, উহা ক্রমে পরাভক্তিতে পরিণত হয়।" আরও বলিলেন "লৌকিকীই হউক, বৈদিকী হউক, হে মুনে, হরিসেবানুকূল কর্ম্ম, ভক্তীচ্ছু মধ্যমাধিকারিগণ করিয়া থাকেন। অম্বরীষাদি উত্তমাধিকারিগণ সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত, কৃষ্ণপরত্ব এবং অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞানকর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত নির্ম্মলহৃদয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশের হরিমন্দির মার্জ্জনাদি কার্য্যাদি করিয়া থাকেন।" শ্রীলশ্রীজীব গোস্বামিপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে—সাক্ষা-দ্ভক্তির নির্গুণত্ব বলিবার জন্য ভগবদর্পিত কর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকলগুলির সগুণত্ব একটী শ্লোকে বলিতেছেন—'হে উদ্ধব, আপনাকে দাস অভিমান করিয়া ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে যে নিষ্কাম অর্পণ, তাহাই সাত্ত্বিক অর্পণ। নিজের ফললাভ সঙ্কল্প বা উদ্দেশ্য করিয়া যে কর্ম্মার্পণ তাহা রাজস। প্রাণিহিংসা দম্ভমাৎসর্য্যাদি কৃত যে কর্ম্মার্পণ তাহা তামস্। সাত্ত্বিক অর্পণই হউক, আর রাজস তামসিক অর্পণই হউক সকলই ত্রিগুণান্তর্গত কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবদ্ভক্তি—নির্গুণ। কনিষ্ঠাধিকারী ভক্ত দাসাভিমানে যে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ করেন, তাহা সাত্ত্বিক হইলেও সাক্ষাৎ শুদ্ধাভক্তি নহে। আর অনেক সময় নির্ব্বেদব্রহ্মানুসন্ধান তৎপর ও কৈবল্যেচ্ছু ব্যক্তিগণ চিত্তশুদ্ধ্যাদি ফললাভের জন্য কর্ম্মাদি করিয়া তাহার নিষ্কামতা প্রতিপাদন করিবার জন্য যে ভগবদর্পণের 'ছুতা' প্রদর্শন করেন, তাহা রাজস কর্ম্মার্পণ। উহা দ্বারা হরিতোষণ বা জীবাত্মার স্বরূপবৃত্তি উদ্বুদ্ধ হয় না; উহাতে আত্মবিনাশরূপ অমঙ্গল ঘটে। আজকাল অনেকেই এই রাজস কর্ম্মার্পণকে নিষ্কামকর্ম্ম বলিয়া বাজারে চালাইতেছেন।

প্রাণিহিংসা দম্ভ মাৎসর্য্যাদিকৃত যজ্ঞাদিতে কর্ম্মার্পণ তাহাই তামসিক ইহার উদ্দেশ্য হরিতোষণ নহে ভগবান্‌কে 'বেগার' দিয়া আত্মসুখ সংগ্রহের চেষ্টা মাত্র। আজকালকার অক্ষজবাদী সম্প্রদায়ের অনেকের ধারণা কর্ম্ম করিতে করিতে ভক্তি উদিত হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমদ্ভাগবত এক বাক্যে তাহা নিষেধ করিয়াছেন—"কর্ম্মনিন্দা কর্ম্মত্যাগ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে। কর্ম্ম হইতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥" (চৈঃ চঃ মঃ ৯)। শ্রীমদ্ভাগবত (১১।১১।৩২)—"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥" গীতা (১৮।৬৬)—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" অসৎ কর্ম্ম হইতে সৎকর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাদৃশ কর্ম্মদ্বারা কৃষ্ণে প্রেমভক্তি উদিত হইতে পারে না। কর্ম্ম জীবের সুখ বা দুঃখপ্রাপ্তির কারণ। তৎফলে ভক্তি উদয়ের সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণের সুখপ্রাপ্তির জন্য সেবাই—ভক্তি। শ্রুতিও কর্ম্মনিন্দা করিয়াছেন, :—"ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে ধ্রুবং কর্ম্মভিঃ (কঠ ২।১০)" "প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ (মুণ্ডক ১।২।৭)।" পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ, নাস্ত্যকৃতঃকৃতেন, তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরু-মেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ (মুণ্ডক ১।২।১২)।"

'উচ্ছৃঙ্খল' অসৎ কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিকে সৎকর্ম্মে প্রণোদিত করিয়া পরে তাহার মতি পরিবর্ত্তনের জন্যই শাস্ত্রে কর্ম্মের ব্যবস্থা, শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৩।৪৫-৪৭ বলেন—"কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম বলিয়া যে বিতর্ক হয় তাহাও বেদবাদ। বেদ ঈশ্বর স্বয়ং, সুতরাং যতই বুদ্ধি প্রকাশ করুন্ পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ তাহাতে মোহপ্রাপ্ত হন। বেদ স্বয়ং পরোক্ষবাদ, ইহা মূঢ়লোকের পক্ষে অনুশাসন। কর্ম্মমোক্ষ তাৎপর্য্যেই কর্ম্ম অনুজ্ঞাত হইয়াছে। পীড়িত লোককে রোগনিবারণের জন্য যেরূপ ঔষধ বিধান করা হয়, সেইরূপ কর্ম্মরূপ পীড়ার জন্যই কর্ম্মবিধান। অজ্ঞ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যদি বেদোক্ত কর্ম্মাচরণ না করে তাহা হইলে সে বিকর্ম্মের ফলে অধর্ম্মরূপ মৃত্যুর দ্বারা মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। আবার কর্ম্মফলে আসক্তি না করিয়া এবং ঈশ্বরে ঐ কর্ম্ম অর্পণপূর্ব্বক যিনি বেদোক্ত কর্ম্মাচরণ করেন, তিনি কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি লাভ করেন। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিই কর্ম্মের প্রকৃত ফল, অন্য যে ফলশ্রুতি তাহা কেবল নৈষ্কর্ম্মকর্ম্মে রুচি উৎপাদনার্থ উক্ত হইয়াছে। গীতা ৩।২৬—"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং"। কর্ম্মসঙ্গী অজ্ঞপুরুষকে কর্ম্মের তাৎপর্য্য যে ভক্ত্যুৎপাদক জ্ঞান তাহা বলিলে সে শ্রদ্ধার সহিত তাহাতে আগ্রহ প্রকাশ করিবে না; এইজন্য সহসা কর্ম্মজড়তা ত্যাগ করিবার উপদেশ দেওয়া উচিত নহে। কারণ তাহা হইলে সে সৎকর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া পড়িবে। কিন্তু এই উপদেশ অসমর্থ উপদেষ্টার প্রতি, যাঁহারা ভক্তি উপদেশ করেন তাঁহাদের পক্ষে এ উপদেশ নয়, যেহেতু ভক্তি-সম্বন্ধে অন্তঃকরণশুদ্ধি পর্য্যন্ত অপেক্ষা নাই। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।৯।৫৭):—"স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি। ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ।" যিনি স্বয়ং আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয় স্বয়ং অবগত আছেন এইরূপ বিদ্বান্ পুরুষ কখনও অজ্ঞকেও কর্ম্মের বিষয় উপদেশ করেন না। রোগী কুপথ্য অভিলাষ করিলেই সাধুবৈদ্য কখনও তাহা প্রদান করেন না। কারণ কর্ম্মযোগের ফল অভয় নহে যথা শ্রীভগবান্ কহিলেন —"হে উদ্ধব! বর্ণাশ্রমরূপ কর্ম্মযোগে অভয় ফল নাই। যাজ্ঞিক অর্থাৎ গৃহমেধীয় যজ্ঞ-পরায়ণ ব্যক্তি যজ্ঞদ্বারা দেবতাগণকে যজন করিয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হন। তথায় কর্ম্মফলানুসারে দেবতাদিগের ন্যায় দিব্যভোগ্য সমূহ ভোগ করিতে থাকেন।" "কর্ম্মিগণ যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম ফলে স্বর্গলাভ করে। তথায় প্রভূত সুখভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করে। এইরূপ কামকামী ব্যক্তিগণ বেদত্রয়ীর অনুগত হইয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতে থাকে। (গীঃ ৯।২১)।" অধিকার নির্ণয়ে :—ভাঃ ১১।২০।৭—নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু। তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগশ্চ কামিনাম্॥" অর্থাৎ যাহাদের কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে নির্ব্বেদ জন্মিয়াছে, তাহারা জ্ঞানযোগের অধিকারী, আর যাহাদের কর্ম্মভোগ বাসনা দূর হয় নাই, সেই সকল কামিগণই কর্ম্মযোগের

অধিকারী। আবার ভাঃ ১১।২০।৯ শ্লোকে—যে কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মফল ভোগে বিরক্তি না হয়, অথবা ভক্তিমার্গে ভগবানের কথায় শ্রদ্ধা না জন্মে, তৎকাল পর্য্যন্তই কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। ত্যাগী বা ভগবদ্ভক্তের কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। যে ব্যক্তির যাহাতে অধিকার, তাহাই তিনি করিবেন। স্বীয় স্বীয় অধিকারে যে নিষ্ঠা তাহারই নাম গুণ। অধিকার-নিষ্ঠা পরিত্যাগের নাম দোষ। এইটাই গুণ ও দোষের নির্ণয় (ভাঃ ১১।২১।২)। (গীতাঃ ৩।৩৫)—নিজ অধিকারোচিত বেদোক্ত ধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত না হইলে তদধিকারীর পক্ষে তাহাই ভাল। পরধর্ম্ম উত্তমরূপে আচরিত হইলেও ভীতিজনক। কেননা অধিকারোচিত ধর্ম্ম পালন করিতে করিতে যদি পতন হয়, তবে অমঙ্গলজনক হয় না কিন্তু পরধর্ম্ম কোন অবস্থাতেই নির্ভয় নহে।

পূর্ব্বে যে নৈষ্কর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে সেই নৈষ্কর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞান উপাধিনিবর্ত্তক হইলেও যদি সর্ব্বাত্মা অচ্যুত হইতে চ্যুত হয় তবে কোনও সুফল প্রসব করে না। গোময় যেরূপ পবিত্রতা সাধন করে, যণ্ডবিষ্ঠা সেরূপ করে না, তদ্রূপ কর্ম্মবীরগণের অনুষ্ঠিত নশ্বর কর্ম্ম নিজ আসুরিক বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পন্ন করিলেও তাহা ভগবদ্বিমুখ চেষ্টা হওয়ায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। যথা (ভাঃ ১।৫।১২)—"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্। কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥" অর্থাৎ কামনাময় কর্ম্মহীন ব্রহ্মজ্ঞান উপাধি নিবর্ত্তক হইলেও অচ্যুতভাব অর্থাৎ ভক্তিবিরহিত হইলে শোভা পায় না। তখন স্বভাবতঃ অভদ্র যে কর্ম্ম তাহা নিষ্কাম হইলেও ঈশ্বরে সমর্পিত অর্থাৎ হরি তোষণে নিযুক্ত না হইলে কিরূপে শোভা পাইবে? শ্রীমদ্ভাগবত (৩।২৩।৫৬) শ্লোকে পুনরায় বলিয়াছেন—নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে। ন তীর্থ পাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥ যাহার কর্ম্ম ধর্ম্মের জন্য অনুষ্ঠিত না হয়, যাহার ধর্ম্ম বিরাগপর জ্ঞানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হয়, যাহার বৈরাগ্য পূর্ণ সম্বিৎ বিকাশ ভগবৎ পাদপদ্ম সেবায় নিযুক্ত না হয় সে ব্যক্তি জীবন্মৃত। সুতরাং আধুনিক জগতে যে বন্যা, দুর্ভিক্ষ-দমন, দরিদ্রকে নারায়ণ (?) জ্ঞানে বদ্ধ-জীবের দেহসেবা প্রভৃতি বা দেশ, সমাজ উদ্ধার প্রভৃতি কার্য্যকে নিষ্কাম জানিয়া বা নিঃস্বার্থপর কর্ম্ম বলিয়া অতাত্ত্বিকগণ প্রতিপাদন করিতেছেন, তাহা অচ্যুতভাব অর্থাৎ হরিতোষণপর নহে বলিয়া জীবনরহিত প্রাকৃত চেষ্টা মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৫।৩২-৩৫) নারদ ঋষি ব্যাসদেবকে বলিতেছেন—"সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর ভগবানে যে কর্ম্ম সমর্পিত হয়, এতাদৃশ কর্ম্মই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ তাপ নিবর্ত্তক বা উপশমকারক বলিয়া কথিত হইয়াছে। যে যে দ্রব্য ভোজনে প্রাণিগণের যে যে রোগ জন্মে কেবল সেই সব রোগোৎপাদক দ্রব্য সেবন করিলে কখনও সেই সেই রোগের উপশম হয় না, কিন্তু ঐ সব রোগজনক ঘৃতাদি দ্রব্য অন্যদ্রব্য বা ঔষধের সহিত রসায়ন যোগে মিশ্রিত হইলে তৎসেবন ফলেই সেই রোগ নিবৃত্ত হয়। সেইরূপ মানবগণের নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্মসমূহ সংসারবন্ধনের কারণ কিন্তু সেই সকল কর্ম্মই ঈশ্বরে সমর্পিত হইলে ভগবদ্বিমুখ অহংবুদ্ধি বিনাশে সমর্থ হয়। হরিতোষণের জন্য যে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহাই ভক্তি। যে স্থলে কর্ম্ম কেবল শুদ্ধভক্তির সেবায় কৃত হয় তখন তাহার কর্ম্মত্ব দূর হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছে (ভাঃ ১।২।৮--১০)—ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ। নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্। ইত্যাদি॥ অর্থাৎ যদি মানবগণের বর্ণাশ্রম পালনরূপ স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াও, তাহা শ্রীভগবান্ ও ভাগবতের মহিমা শ্রবণ-কীর্ত্তনে আসক্তিরূপা রুচি উৎপাদন না করে, তবে ঐরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান নিশ্চয়ই বৃথা শ্রম মাত্র।" "বৈরাগ্য বা আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত যে নৈষ্কর্ম্য ধর্ম্ম, তাহার ফল ত্রৈবর্গিক অর্থ নহে। আপবর্গিক ধর্ম্মের যে অব্যভিচারী অর্থ তাহার ফলে বিষয়ভোগ বিহিত হয় নাই। বিষয়ভোগের ফল ইন্দ্রিয়তর্পণ নহে। যতদিনই জীবন থাকে ততদিনই কামের ফল অর্থাৎ কামের সেবা করা যায়। অতএব ভগবত্তত্ত্ব জিজ্ঞাসাই জীবনের মুখ্য প্রয়োজন। নিত্যনৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা এ জগতে যে স্বর্গাদিলাভ প্রসিদ্ধ আছে, তাহা প্রয়োজন নহে।

বেদে কর্ম্ম নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায় যথা (মুণ্ডক ১।২।৭--৯) "যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যাহা অনুষ্ঠিত হয় নাই, তাদৃশ যজ্ঞরূপ প্লব (তরণী) ভবসমুদ্র উত্তরণের নিমিত্ত দৃঢ় নহে। কেননা, ঐ সকল যজ্ঞমধ্যে অষ্টাদশ পুরুষোক্ত কর্ম্ম ভগবদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া উহা অপকৃষ্ট। যে সকল অবিবেকি ব্যক্তি উহাকেই চরম কল্যাণ লাভের উপায় মনে করিয়া উহাতেই আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। 'যাহারা অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া আপনাদিগকে বিবেকী ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই সকল বিপথগামী অজ্ঞ ব্যক্তি অন্ধ ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত অপর অন্ধের ন্যায় বিপন্ন হইয়া থাকে।' অজ্ঞ ব্যক্তিগণ বহুবিধ অবিদ্যার মধ্যে থাকিয়াই 'আমরা কৃতার্থ হইয়াছি'—এইরূপ অভিমান করে,—যেহেতু তাহারা কর্ম্মী, কর্ম্মে অনুরাগ বশতঃ প্রকৃত তত্ত্বে অনভিজ্ঞ। এই জন্যই তাহারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া কর্ম্ম ফলে যে স্বর্গাদিলোক লাভ করে, পুণ্যক্ষয় হইলে সেই স্থান হইতে চ্যুত হয়।"

(গীতায় ৯।২৩) যথা—শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতার পূজা কর্ম্মেরই অঙ্গ বিশেষ। তাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তদীয় ভক্ত ও সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বজীবকে উপদেশ দিয়াছেন—যাহারা স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবতার উপাসনা করে, হে কৌন্তেয়! তাহারা অবিধিপূর্ব্বক আমাকেই উপাসনা করিয়া থাকে। 'অবিধি' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাদৃশ উপাসনা দ্বারা ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ নিত্য ফললাভ হয় না, সুতরাং তাহা অনিত্য কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত তুচ্ছ ফলপ্রদ।

জ্ঞান ও যোগ বিচার ঃ—মায়া-মুগ্ধ অবস্থায় চক্ষু-কর্ণাদি জড়েন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহ্য-বিষয় হইতে যে জাতীয় অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় তাহাকে জড়, অক্ষজ, ইন্দ্রিয়জ বা প্রাকৃত জ্ঞান কহে।—অক্ষজ-জ্ঞানের বিপরীত লক্ষণান্বিত আর এক প্রকার জ্ঞান আছে; যাহাকে চিৎ, অপ্রাকৃত, অধোক্ষজ বা অদ্বয়জ্ঞান বলা যায়। কোন প্রকার জড়েন্দ্রিয়ের সাহায্যে অধোক্ষজ জ্ঞান লভ্য নহে। সুকৃতির আতিশয্যে যখন সংসার-দশার ক্ষয়োন্মুখ কাল উপস্থিত হয়, সেই সময়ে ভগবৎ ইচ্ছানুসারে সদ্গুরুর চরণাশ্রয় লাভ ও তাঁহার কৃপায় শিষ্য-হৃদয়ে অধোক্ষজ জ্ঞান উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। অধোক্ষজ-জ্ঞানরূপ সূর্য্যের প্রখর তেজে প্রাকৃত-জ্ঞান খদ্যোতের ক্ষীণ আলোকবৎ প্রভাহীন হয় ও তাহার প্রাবল্য চিরতরে সুপ্ত হইয়া যায়। অজ্ঞ মানবকুল পৃথিবীতে জন্মলাভ করিবার পর প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রামের সাহায্যে এবং আত্মীয়, সুহৃদ, প্রতিবেশী, বিভিন্ন শিক্ষকসমূহের সহায়তায় প্রাকৃত-জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। এতৎ দ্বারা অপ্রাকৃতজ্ঞান লাভ অসম্ভব জানিয়া পরম-কারুণিক ও সর্ব্বজীবৈক-সুহৃদ শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকট করিয়াছিলেন। তাহাই শ্রৌত পরম্পরায় অদ্যাপিও কোন মহাজনের হৃদয়ে প্রকাশিত আছে এবং তিনিই শ্রোত্রীয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্য বা সদ্গুরু পদ বাচ্য। এইরূপ সদ্গুরুর নিকট যাইয়া কায়-মনোবাক্যে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা যে ব্যক্তি গুহ্য অধোক্ষজজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তিনি প্রাকৃত-জ্ঞাননিষ্ঠ পরাক্স্রোত পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রত্যক্‌ গতিবিশিষ্ট হন ও অক্ষজচেষ্টা-জাত আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন।

প্রাকৃতজ্ঞানে ত্রিতাপ আনয়নকারী হেয় ক্ষণিকসুখপ্রদ দুঃখাদি অনিত্য পদার্থসমূহ পরস্পর সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও অসম্বন্ধভাবে অবভাসিত হয় ও নাস্তিক্য বুদ্ধি উৎপন্ন করে। অধোক্ষজ জ্ঞানোদয়ে তাহারাই পুনঃ ভেদাভেদ ভাবে এক নিত্য, অখণ্ড, অদ্বিতীয়, বিমলানন্দপ্রদ, পরমোপাদেয়, সর্ব্বশক্তিমান ভগবত্তত্ত্বকে প্রকাশ করিয়া থাকে। ভীতির কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে আমরা দেখিতে পাই যে খণ্ডাকারে দৃশ্যমান চেতনাচেতন পদার্থ-সমূহের বাহ্য-আকারগুলির বাস্তব সত্তা নাই। যেহেতু অধোক্ষজ জ্ঞানের উদয়ে সেই সেই বাহ্য আকারসমূহ দর্শনযোগ্য হয় না, তজ্জন্য তাহাদিগকে নশ্বর, প্রতীতিকালমাত্র স্থায়ী বা তৎকালিক সত্য কহে। জন্ম-স্থিতিভঙ্গের ভাব যাহাতে অন্বিত (অর্থাৎ যাহা অজরামরভাবশূন্য) তাহা নশ্বর শব্দ বাচ্য। এবম্প্রকার

নশ্বর ধর্ম্ম অন্বিত থাকা হেতু—(১) বহুপরিশ্রম লব্ধ বাহ্য পদার্থসমূহ কালপ্রভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, ইত্যাকার ধারণা বদ্ধজীবের বা প্রাকৃত-জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে লুক্কায়িত থাকিয়া ভীতির ভাব উৎপন্ন করে ; (২) দ্রব্য নষ্ট হইলে অভাব বোধ জন্মে, (৩) অভাব হইতে দুঃখের উৎপত্তি হয়, (৪) অভাব ও দুঃখ মোচনার্থে নষ্টদ্রব্যের তুল্যজাতীয় অন্য পদার্থলাভের জন্য বাসনা জাগিয়া উঠে এবং (৫) বাসনা হইতে পুনঃ সংসার চক্র প্রবাহিত হইতে থাকে।

নিত্যবস্তু এক ও অদ্বিতীয়। তজ্জন্য তদভিমুখী গতিও একাত্মক। নশ্বর পদার্থের নানাত্ব থাকা হেতু তদভিমুখী গতি বহু শাখা প্রশাখা সমন্বিত ; তথাহি গীতায়—"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥" এক বস্তুর ধ্বংসে প্রাকৃতজ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিসকল একাধিক বাহ্য পদার্থে আসক্ত হইয়া যখন সকল পদার্থই ধ্বংস হইতে থাকে তখন ভীষণ দুঃখে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। এই নির্ব্বিঘ্ন ভূমিকায় অবস্থান কালে সৎসঙ্গের প্রভাবে অধোক্ষজ জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে পরক্গতিও ত্রিতাপের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। বাধাবিঘ্নরহিত বিমল নিত্যানন্দ একমাত্র অধোক্ষজ জ্ঞানেই সুপ্রতিষ্ঠিত। মায়াদেবী স্থূল-সূক্ষ্ম জড় দেহদ্বয় দ্বারা বিমুখ জীবের জ্ঞানশক্তিকে আবৃত করিয়া ছয়প্রকার অসৎ ধারণার দ্বারা তাহাদিগের বুদ্ধিকে কলুষিত করিয়া সংসারচক্রে ঘুরাইতে থাকে। অসৎধারণাষটক যথা—(১) একমাত্র সেব্য অখণ্ড পরতত্ত্বানুভূতিকে আবৃত করিয়া তৎস্থলে অসংখ্য খণ্ড খণ্ড চেতন জীব-জড় দৃশ্যাদির অনুভূতি সংস্থাপন। (২) জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়ও দেহে আত্মবোধ-বিধান। (৩) শক্তিজাতীয়ত্ব হেতু সেবকতত্ত্ব জীবে সেবা বা ভোক্তৃভাব-সংস্থাপন। (৪) জড়-দৃশ্যাদিকে ভোগ্যবুদ্ধি করণ। (৫) প্রত্যেক পদার্থের সহিত তাহার নাম-রূপ-গুণ-ক্রিয়ার পার্থক্য সংস্থাপন এবং নামরূপগুণাদির মধ্যে পরস্পর ভেদ দর্শন। (৬) অবাস্তব বস্তুতে বাস্তব বস্তু বোধ বিধান।

অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় পরাশক্তিকে শক্তিমত্তত্ত্ব ভগবান্ হইতে পৃথকাকারে উপলব্ধি করা যায় না। তত্ত্বতঃ অভিন্ন হইলেও শক্তিমানের ইচ্ছানুসারে যখন ক্রিয়াবতী হইয়া থাকেন, তখন শক্তিমানকে সেব্য ও শক্তিকে সেবকতত্ত্ব বলিয়া স্থির করিতে হয়। শক্তিমত্তত্ত্ব ব্যতীত বস্তন্তর না থাকায় শক্তির যাবতীয় কার্য্য শক্তিমানের প্রীতিবিধানার্থে কৃত হয় প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং চিৎ ও অচিৎ জগৎ ও অসংখ্য জীবরূপে পরিণতা অচিন্ত্য-পরাশক্তির কার্য্যে ভগবৎ প্রীতি সাধন ব্যতীত অন্যত্র কোন কোন অবান্তর উদ্দেশ্য নিহিত থাকিতে পারে না। প্রাকৃতজ্ঞানে বিমোহিত ব্যক্তিসকল তত্ত্বজ্ঞানাভাবে আপনাদিগকে শক্তিজাতীয়তত্ত্ব বলিয়া বুঝিতে পারে না এবং অযথারূপে শক্তিমত্তত্ত্ব বিবেচনা করিয়া স্বস্বার্থরূপ অবান্তর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতে প্রমত্ত হয়। অধোক্ষজ জ্ঞান লাভে কৃতার্থ ব্যক্তি উক্ত মায়াকৃত ছয় প্রকার জ্ঞান ও তদুৎপন্ন অন্যান্য কুসংস্কার সমূহকে ঘৃণিত ও নিত্যানন্দপ্রাপ্তির বাধক জানিয়া তাহাদিগকে হৃদয়ে স্থান দিতে চাহিবেন না।

অজ্ঞ প্রাকৃত জ্ঞানাভিমানী মনে করে, ভগবান্ যখন সকলের স্রষ্টা ও তাঁহার কেহ স্রষ্টা নাই, তখন তাঁহার আর নামকরণ কে করিবে, অতএব তাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট নাম হইতে পারে না। তাহাদের মতে নাম যখন একটী স্মরণ করিবার সঙ্কেতমাত্র, তখন কোন একটী শব্দের সহ ভগবদ্ভাব যোজনা করিয়া তৎসাহায্যে তাঁহার স্মরণরূপ কার্য্য নির্ব্বিবাদে চলিতে পারে। তদুত্তরে—নামকরণ প্রথা সমাজকে কে শিক্ষা দিয়াছে ? উহা মানবগণ নিজশক্তি বলে উদ্ভাবন করিয়া থাকেন বলিলে, সেই শক্তি যাঁহার অংশ তাঁহাতে নিশ্চয়ই পূর্ণতা বর্ত্তমান এবং সেই অংশীরূপা পূর্ণাশক্তিতেই ভগবানের ঐশ্বর্য্যপর শ্রীনারায়ণাদিনাম, মাধুর্য্যপর শ্রীকৃষ্ণনাম ও অন্যান্য ভাব-ব্যঞ্জক গোবিন্দ মধুসূদনাদি নামসমূহ নিত্যাবস্থিত ও তত্তৎ শ্রীনামাদ্রির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া অন্য কোন প্রকার মানববুদ্ধিপ্রসূত নামের শরণাপন্ন হইলে ভগবানের শ্রীকৃষ্ণাদিমূর্ত্তির সাক্ষাৎ লাভ করা সম্ভবপর নহে। পুত্রকে

যখন পিতার নাম রাখিতে কোন প্রাকৃতজ্ঞানাভিজ্ঞ ব্যক্তি দেখেন নাই, তখন মানবগণ কর্ত্তৃক যে স্রষ্টা ভগবানের শ্রীকৃষ্ণাদি নাম রাখা হইয়াছে'—ইহা দুর্বুদ্ধিতা মাত্র।

সাকারত্ব :—আবার পুত্র-দর্শনে স্থির হয় যে তাহার জন্মদাতা পিতা নিশ্চয়ই নিরাকার নহে—মূর্ত্তপদার্থ। এবম্প্রকার প্রাকৃত-অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও ভ্রান্তবুদ্ধি আধ্যক্ষিক-জ্ঞানী পরিদৃশ্যমাণ আকৃতি ও বিস্তৃতিযুক্ত পদার্থসমন্বিত জগৎ শূন্য বা নিরাকার পরতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে কি প্রকারে বলিতে পারেন? যে অচিন্ত্যশক্তি হইতে জীব সমূহ চিদচিদ্ জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কর্ত্তৃকই যে ভগবানের দিব্য ভুবনমোহন শ্রীমূর্ত্তি সমূহ নিত্য প্রকটিত আছে অধোক্ষজজ্ঞানী প্রত্যেক ভক্তই তাহা বিশ্বাস করেন এবং ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। যাঁহারা শাস্ত্রীয় উক্তি ও যুক্তি সত্ত্বেও প্রাকৃত জ্ঞানের মোহে মুগ্ধ হইয়া ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি স্বীকার করেন না, তাঁহারা ভগবচ্চরণে অপরাধী।

জড়জগৎটী চিজ্জগতের ছায়ারূপ। জড়বিশ্বে যেরূপ নানা প্রকার নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়া দর্শনযোগ্য, চিজ্জগতেও সেইরূপ বিবিধ প্রকার নাম, গুণ ও লীলা দৃষ্ট হয়। যাহা চিজ্জগতে নিত্য ও উপাদেয়, তাহা জড়জগতে বিকৃত, অনিত্য ও হেয়। জীবের শুদ্ধ চিৎকণ স্বরূপে স্বতন্ত্রতার ভাব বর্ত্তমান। প্রাকৃত-জ্ঞানাভিমানী সেই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার দ্বারা ভোগাসক্ত হইয়া সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতেছেন। স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারে চিজ্জগতের ভাবে বিভাবিত হইতে পারা যাইবে। প্রাকৃত বুদ্ধির দ্বারা যে ভালবাসা স্থাপন করা যায়, তাহার মূলে স্বার্থপরতা লুকায়িত থাকে।

ভগবানই একমাত্র সেব্য, ভোক্তা, কর্ত্তা ও পালয়িতা। প্রাকৃত-জ্ঞান-দুষ্ট জ্ঞানী নিজেকে সেব্য, ভোক্তা, কর্ত্তা ও পালয়িতা মনে করিয়া বহু চেষ্টা দ্বারাও ইচ্ছানুরূপ ফল পান না। কারণানুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, সকল প্রাণীর একজন কর্ত্তা ও পালয়িতা আছেন এবং শাস্ত্রে তাঁহাকে ঈশ্বর শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে সকল কার্য্য সাধিত হইতেছে। অতএব নিজ স্বার্থে যত্ন না করিয়া ঈশ্বরেচ্ছায় যখন যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া তাঁহার সন্তোষার্থে কায়, মন ও বাক্যকে নিযুক্ত রাখাই কর্ত্তব্য।

শ্রীজীব গোস্বামী পাদ ভক্তি সন্দর্ভে—কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিতন্তু যৎ। প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্॥ (ভাঃ ১১।২৫।২৩) কৈবল্য অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত শুদ্ধ জীবের অভেদ প্রতিপাদক জ্ঞান সাত্ত্বিক। কারণ সাত্ত্বিক চিত্তে প্রথমতঃ শুদ্ধ সূক্ষ্ম-জীব-চৈতন্য প্রকাশিত হয়, তৎপর চিৎএর একাকারত্ব ও অভেদ জ্ঞানে সেই সত্ত্বপ্রধান চিত্তে শুদ্ধ পূর্ণ চৈতন্যও অনুভূত হয়। সেইজন্য সত্ত্বগুণেরই সেস্থলে কারণত্বের বাহুল্যবশতঃ সাত্ত্বিকতা। গীতা (১৪।১৭) সত্ত্ব হইতে জ্ঞান সঞ্জাত হয় বলিয়াছেন। বৈকল্পিক অর্থাৎ দেহাদি বিষয়ে প্রবৃত্তিময় জ্ঞান—রাজসজ্ঞান প্রাকৃত অর্থাৎ অনভিজ্ঞ বালকমূকাদির জ্ঞান-সদৃশ জ্ঞান তামস এবং মন্নিষ্ঠ (কৃষ্ণনিষ্ঠ) জ্ঞানই নির্গুণ। (ভাঃ ৬।১৪।২—৩)। শুদ্ধসত্ত্ব দেবগণের এবং অমলাত্ম ঋষিগণের মুকুন্দ (মুক্তিসুখ কুৎসিত বোধ হয় যে প্রেমানন্দ হইতে, তাহা দান করেন যিনি)-পাদপদ্মে প্রায়ই ভক্তি উৎপন্ন হয় না। হে মহামুনে, কোটি কোটি সিদ্ধ মুক্তগণের মধ্যেও প্রশান্তাত্মা নারায়ণ পরায়ণ ভক্ত সুদুর্ল্লভ। অতএব সত্ত্বগুণ ভগবদ্জ্ঞানের কারণ নহে। "কৃষ্ণ ভক্তি জন্ম মূল হয় সাধুসঙ্গ।" অন্যাভিলাষ কর্ম্মজ্ঞান যোগাদিতে অনাসক্ত স্বর্গ ও মোক্ষে তুল্যার্থদর্শী (ভাঃ ৬।১৭।২৩) নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের সঙ্গ প্রভাবেই নিত্যসিদ্ধ ভগদ্জ্ঞানের উদয় হয়। শ্রীজীবপাদ আরও বলিয়াছেন—সগুণ-দেবাদিতে বাস্তবিক ভগবৎ কৃপা হয় না কিন্তু শ্রীমৎ প্রহ্লাদাদি বৈষ্ণবেই ভগবৎ কৃপা প্রতিপন্ন হওয়ায় মহদ্গণের নির্গুণত্ব অভিব্যক্ত হওয়ায় তাঁহাদের সঙ্গের নির্গুণত্ব পরিস্ফুট হইল। (ভাঃ ১১।২৫।২৯)

"সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থন্তু রাজসম্। তামসং মোহ দৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ং॥" এ স্থলে

ভগবৎ সুখ বা ভগবজ্‌জ্ঞানের নির্গুণত্ব কথিত হইয়াছে। পুনঃ (ভাঃ ৮।২৪।৩৮) "মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্‌। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি।" যদি বল "পরব্রহ্ম-নামে কথিত আমার মহিমা তোমার প্রশ্নোত্তরে যাহা বিবৃত করিয়াছি, আমার অনুগ্রহ বলে তুমি তাহা হৃদয়ে অবগত হও—শ্রীমৎস্যদেবের এই বাক্য দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানও শ্রীভগবদনুগ্রহ হইতে উৎপন্ন হয় শুনা যায়, তবে ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপে সগুণ হইল" তদুত্তরে বলা যায় যে, দ্বিবিধ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। তন্মধ্যে ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গপ্রভাবে এক প্রকার এবং ব্রহ্মোপাসকগণের ভক্তি ব্যতীত স্বতন্ত্রতা নিবন্ধন অন্য প্রকার। ভগবদুপাসকগণ ভগবচ্ছক্তিরূপা ভক্তি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ে কতকটা ভেদবিচার অবলম্বন করেন। সেই ব্রহ্মজ্ঞান আবার, "জ্ঞানমিশ্রভক্তের ব্রহ্মানুভূতিক্রমে আত্মা প্রসন্ন হইলে শোক বা আকাঙ্ক্ষা থাকে না" এই গীতাবাক্যে এবং "আত্মারাম মুনিগণ নির্গ্রন্থ হইয়াও ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন" ইত্যাদি ভাগবতবাক্যে ভগবানের পরাভক্তির পরিকরস্বরূপ সিদ্ধ হইল কিন্তু ব্রহ্মোপাসকগণ পূর্ব্ববৎ অভেদভাবেই ব্রহ্মজ্ঞানকে গ্রহণ করেন।

সনৎকুমার অনন্ত-দেবকে বলিতেছেন—"হরিকথাকুশল রসজ্ঞ জনগণ ভগবানের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া আপনার অনুগ্রহে মোক্ষনামক পদবীও আদর করেন না, স্বর্গাদি লাভ—যাহাতে ভয় নিহিত আছে, তাহা ত' দূরের কথা। এইরূপ কথিতরীতি অনুসারে অপরলোক তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞানফলকে আত্যন্তিক মনে করিলেও পরমবিদ্বৎগণ তাহাকে অনাদর করিয়াছেন; এবং স্বর্গ "মোক্ষ ও নরকে ভক্তগণ সমদর্শী" এই বাক্যে ব্রহ্মজ্ঞান ফল বা মোক্ষ ভক্তিবিরুদ্ধ এবং হেয় বলিয়া ভগবানের অনুগ্রহের আভাস মাত্র। নিজ বুদ্ধি অনুসারে প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিলে তাহা বুদ্ধি-কল্পিত হওয়ায় সগুণই জানিতে হইবে। কৈবল্যজ্ঞানেরও তদ্রূপ স্বগুণত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। যথা—"কৈবল্য-জ্ঞানের গুণসম্বন্ধহেতু জন্ম স্বীকৃত হইতেছে। যদি বল পুরুষের অন্তর্বাহ্য ইন্দ্রিয়-নিচয় গুণময় এবং তদ্ভূত জ্ঞানক্রিয়ার কি প্রকারে নির্গুণত্ব সিদ্ধ হয়? তদুত্তরে বলা যায় যে, জ্ঞানশক্তি বা ক্রিয়াশক্তি কখনই ত্রিগুণাত্মক জড়ের ধর্ম্ম নহে। আবার দেবতাবিষ্ট পুরুষের ন্যায় চিদ্রূপ জীবের ঈশ্বরাধীনত্ব-প্রযুক্ত স্বীয় প্রাধান্য না থাকায় জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি জীবের স্বায়ত্তীকৃত ধর্ম্ম নহে। সেইহেতু জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি পরমাত্মার ধর্ম্ম সুতরাং পরমাত্মার নির্গুণত্বহেতু ঐ উভয়শক্তিরই নির্গুণত্ব সিদ্ধ হইল। আরও উক্ত হইয়াছে "দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সকল ভগবানের যে অংশদ্বারা বিদ্ধ হইয়া কর্ম্মে বিচরণ করে, তিনি পরমাত্মা নামে কথিত।" বৃহদারণ্যকেও "ওহে, সেই বস্তু প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ, মনের মন। তাহা ব্যতীত কোন কার্য্যই অনুষ্ঠিত হয় না।" এইরূপ হইলে সেই জ্ঞান ও ক্রিয়া-শক্তিদ্বয় ত্রৈগুণ্যকার্য্যপ্রাধান্যবশতঃ গুণময়স্বরূপ বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু তচ্ছক্তিদ্বয় পরমেশ্বরের প্রাধান্য-দ্বারা স্বতঃই গুণাতীতা। তাহা শ্রীশুকদেব ভাঃ ৮।৯ দেবতাগণের অমৃতপান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"মানবগণ দেহ ও পুত্রাদির নিমিত্ত ধনপ্রাণ কায়মনোবাক্যাদিদ্বারা যে যে কর্ম্ম করে, তাহা অদ্বয়জ্ঞান হইতে ভেদ-বুদ্ধিতে অর্থাৎ জড়ানুগত্যে অনুষ্ঠিত হওয়ায় মূল পরিত্যাগ করিয়া শাখা সেচনের ন্যায় ব্যর্থ হয়। কিন্তু অদ্বয়জ্ঞান হইতে অভিন্ন দৃষ্টিতে অর্থাৎ একমাত্র হরির আনুগত্য-বুদ্ধিতে ঐ সব ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সকলই সফল হয়। মূলনিষেচনে যেরূপ স্কন্ধশাখাদি নিষেচিত হয়, তদ্রূপ ঈশ্বর হরিকে উদ্দেশ করিয়া কার্য্য করিলে অর্থাৎ হরিসেবা করিলেই সকল সফল হয়। "পৃথকত্ব" শব্দে পরমাত্মা ব্যতীত অন্য বস্তুর আশ্রয়ত্ব অর্থাৎ জড়ানুগত্য। "অপৃথক্ত্ব" শব্দে একমাত্র হরির আনুগত্য। অতএব, জ্ঞান-ক্রিয়াত্মিকা হরিভক্তির নির্গুণত্ব যুক্তিযুক্তই। বিশেষতঃ গুণসম্বন্ধহেতু ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি হওয়ার ন্যায় গুণসম্বন্ধহেতু ভক্তির উৎপত্তি স্বীকৃত নহে। এইহেতু প্রীত্যুৎপাদক গুণসমূহদ্বারা ভক্তির উদাহরণ প্রদত্ত হইবে। কিন্তু শ্রীকপিলদেব ভক্তির যে নির্গুণ সগুণাবস্থার কথা বলিয়াছেন, তাহা মানবের

অন্তকরণ গুণসমুহমাত্র, তৎসমুদয় ভক্তির পরিচায়করূপে স্থিত। অতএব সিদ্ধান্তিত হইল যে ব্রহ্মজ্ঞান বা কৈবল্যজ্ঞান সগুণ ; শুদ্ধজ্ঞানরূপা ভক্তিই নির্গুণ।

অদ্বয়জ্ঞানই ভগবানের স্বরূপ। তাহার ত্রিবিধ প্রতীতি। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্। তিন অবস্থায় তিনটী নাম হইয়াছে। 'অদ্বয়জ্ঞান' শব্দে নির্ব্বিশেষ-অদ্বৈতবাদ নহে। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে শুদ্ধভগবজ্জ্ঞানেরই প্রশংসা এবং নির্ব্বিশেষজ্ঞানের নিন্দা শ্রুত হয়। যথা (ভাঃ ২।৩।১২)—"যখন জ্ঞান গুণোর্ম্মিচক্র হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় অর্থাৎ নির্গুণ সম্বন্ধ-জ্ঞান উদিত হয়, তখনই আত্মা প্রসন্ন হয় এবং গুণসঙ্গরহিত হইয়া আত্মা কেবল চিন্ময়স্বরূপে প্রকাশ পায়। তখন কৈবল্যসম্মত নির্গুণ ভক্তিযোগ উদিত হয়, অতএব এইরূপ নির্বৃতি কোন্ পুরুষ হরিকথায় রতি না করিবেন ?" শ্রীমদ্ভাগবতে ১।২।৭ শ্লোকে আরও বলিয়াছেন—অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে পরধর্ম্মানুষ্ঠানে ভক্তি উদয় করিবার চেষ্টারূপ ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইলে শীঘ্র নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ বিষয়ভোগত্যাগ এবং মোক্ষাভিসন্ধিবিরহিত অহৈতুক শুদ্ধ অদ্বয়জ্ঞান উদয় করায়। "জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতং"—শ্রবনকীর্ত্তনাদিরূপ ভক্তিযুক্ত যে ভাগবতজ্ঞান, সেই জ্ঞান নিশ্চয়ই ভগবৎ সন্তোষজনক কর্ম্মের অব্যভিচারী ফল।

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে সৃষ্টির প্রারম্ভে চতুঃশ্লোকীর দ্বারা বিজ্ঞানসহিত (সরহস্য) পরমগুহ্য ভগবজ্জ্ঞান উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ভাঃ ২।৯।৩০—বিজ্ঞান ও রহস্য (প্রেমভক্তি) সহিত আমার পরমগুহ্য জ্ঞান তোমাকে বলিতেছি। কারণ আমার জ্ঞান আমি ব্যতীত আর কাহারও দেওয়ার অধিকার নাই। অতএব তুমি সেই অধোক্ষজ জ্ঞান গ্রহন কর। সুতরাং অতীন্দ্রিয় ভগবজ্জ্ঞান অধিরোহবাদমূলে প্রতিষ্ঠিত। আরোহবাদমূলে জ্ঞান নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, সর্ব্বত্রই উহার নিন্দা শ্রুত হয়। যথা ভাঃ ১০।১৪।৩—"নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞানে প্রযত্ন সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগপূর্ব্বক যাঁহারা সাধুমুখবিগলিত আপনার কথা শ্রবণ করেন এবং সাধুপথে স্থিত হইয়া কায়মনোবাক্যে আপনার শরণাগত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ত্রৈলোক্য মধ্যে আপনি দুর্ল্লভ হইয়াও তাঁহাদের নিকট সুলভ হইয়া পড়েন।" গীতার সপ্তম অধ্যায়ে—তাঁহার শরণাগত ভক্তই একমাত্র দুষ্পারা দৈবী মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন ; কিন্তু মূঢ় কর্ম্মজড়, নিরীশ্বর-নৈতিক বা কল্পিত ঈশ্বরবাদী পণ্ডিতাভিমানী, মায়ার দ্বারা অপহৃতজ্ঞান সাংখ্যবাদী বা প্রকৃতিবাদী এবং নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র-বাদী ইহারা কখনও ভগবানের শ্রীচরণে শরণাপন্ন হন না। চারিপ্রকার সুকৃতিমান্ লোক ভগবান্‌কে ভজনা করেন—গজেন্দ্রাদির ন্যায় আর্ত্ত, শৌনকাদির ন্যায় জিজ্ঞাসু, ধ্রুবাদির ন্যায় অর্থার্থী, শুকদেবাদির ন্যায় জ্ঞানী—এই চারিপ্রকার অধিকারীর মধ্যে এক ভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানিভক্তই আমার অত্যন্ত প্রিয়। তাহার কারণ, অন্যান্য সকলে সকাম ; জ্ঞানী নিষ্কাম। অন্যান্য ব্যক্তির জড় প্রতীতি প্রবল, ভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানীর জড়প্রতীতি রহিত হইয়াছে। যেমন শুকদেবাদি মুনিগণ ব্যাসদেবাদি ভগবদ্ভক্তগণের কৃপায় ভগবানের শ্রীচরণে ভক্তিবিশিষ্ট হন। "বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥" আর্ত্তাদি ত্রিবিধ ভক্ত বহু জন্ম ধরিয়া বিষয় সুখ ভোগ করিতে করিতে উহাতে বীতস্পৃহ হইলে সাধুগণের নিকটে ভগবানের স্বরূপ-জ্ঞানবিশিষ্ট হন এবং সম্বন্ধজ্ঞান উদিত হইলে তাঁহারা ভগবানের শ্রীচরণে প্রপন্ন হন। যিনি যত ভগবানের শ্রীচরণে শরণাগত, তাঁহার তত দ্বিতীয়াভিনিবেশরূপ মায়িক দর্শন তিরোহিত হয়। তিনি অদ্বয়জ্ঞানযুক্ত হইয়া মহাভাগবত অবস্থা লাভ করেন। তখন "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণস্ফূরে।" "নবযোগীশ্বর জন্ম হইতে সাধক-জ্ঞানী। বিধি শিব নারদমুখে কৃষ্ণগুণ শুনি॥ গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ভজন॥" কিন্তু যে সকল ব্যক্তি শুকদেবাদির ন্যায় ভগবৎচরণে প্রপত্তিবিশিষ্ট না হইয়া ভগবানের নিত্য নাম-রূপ-গুণ-

লীলায় অনাদরপূর্ব্বক ভগবানের শ্রীচরণ পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধনবলে পরম পদের নিকটে উপস্থিত হইয়াও সেই স্থান হইতে অধঃপতিত হইয়া যান। (ভাঃ ১০।২।৩২)।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃতে বলিয়াছেন—"জ্ঞানং হানিকরং তত্তচ্ছাদিতং তন্নষাতিতাং॥" ইহার টীকায় শ্রীলজীবপাদ লিখিয়াছেন—জ্ঞান সর্ব্বদাই শুদ্ধজীবের স্বাভাবিক বৃত্তি—ভক্তির হানিকর। কেবল শুষ্কজ্ঞানচর্চ্চায় আত্মতত্ত্ববোধই পরম ফল মনে করিয়া ভক্তিরসে অপ্রবৃত্তি করায়। অদ্বৈতাত্ম তত্ত্ববোধাদি পরিবর্জ্জন করিয়া যখন জ্ঞান ভগবদীয়ত্ব অর্থাৎ আমি ভগবৎসম্বন্ধি সচ্চিদানন্দ বস্তু এইরূপ বুদ্ধির উদয় করায় তখনই জ্ঞান ভক্তিদ্বারা শোভিত হয়। চতুঃসন ও শ্রীশুকদেবাদি জ্ঞানিগণের ব্রহ্মজ্ঞানোপলব্ধি এইরূপ ভক্তিদ্বারায় সুশোভিত হইয়াছিল। যথা—"জন্ম হইতে শুক সনকাদি ব্রহ্মময়। কৃষ্ণ গুণাকৃষ্ট হৈয়া কৃষ্ণেরে ভজয়॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২৪)। অতএব শুদ্ধ ভগবজ্জ্ঞানই জীবের আশ্রয়ণীয়—আত্মবিনাশকারী নির্ব্বিশেষজ্ঞান সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য।

কেহ কেহ বলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীউদ্ধবকে এবং গীতায় শ্রীঅর্জ্জুনকে ভগবান্ কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি—এই চারটীকেই মঙ্গল লাভের পথ বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। (ভাঃ ১১।২০।৬—৮) যথা—"মনুষ্যকুলের মঙ্গল বিধানের জন্য অধিকারভেদে আমি জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি—এই ত্রিবিধ যোগ উপদেশ করিয়াছি—এতদ্ভিন্ন অন্য কোন উপায় কোন স্থলে উক্ত হয় নাই। এই যোগত্রয়ের মধ্যে দুঃখবুদ্ধিপ্রযুক্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে বিরক্ত অতএব তৎসাধনভূত লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম পরিত্যাগকারী ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞানযোগই অভীষ্ট ফল প্রদান করে এবং কর্ম্মে ও কর্ম্মফলে দুঃখবুদ্ধিশূন্য অতএব কর্ম্ম ও তৎফলে বিরাগ-শূন্য ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মযোগই অভীষ্টপ্রদ হয়। কোনও পরম স্বতন্ত্র অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মাদির অপেক্ষা শূন্য ভগবদ্ভক্তের কৃপাজাত সৌভাগ্যের উদয়ে আমার কথাদিতে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তি যদি উপরি উক্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে বিরত জ্ঞানিগণের ন্যায় অত্যন্ত নির্ব্বিণ্ণ অথবা কামী কর্ম্মিগণের ন্যায় কর্ম্মে ও কর্ম্মফলে আসক্ত চিত্ত না হন, তবে তাঁহার পক্ষেই ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হয়। এই শ্রীভগবদ্বাক্য ধীরচিত্তে বিচার করিলে দেখা যায় যে, তিনি কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনটী যোগকেই (উপায়) মঙ্গললাভের উপায় বলিলেও 'কর্ম্ম' ও 'জ্ঞানকে' সাম্বন্ধিক অর্থাৎ যোগ্যতানুযায়ী মঙ্গলবিধানের উপায় বলিয়াছেন—অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞান দ্বারা জীবের নিত্য ও চরম মঙ্গল লাভ হয় না। সৎকর্ম্ম দ্বারা সময় সময় অত্যন্ত কুকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম-আসক্ত ব্যক্তিগণের কুকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম প্রবৃত্তি সঙ্কোচিত হইতে পারে—এই জন্য অসৎকর্ম্মের তুলনায় সৎকর্ম্ম মঙ্গল লাভের উপায়। এই জন্য শ্রীভগবান্ বলিলেন "কর্ম্মযোগশ্চ কামিনাং"—কামিদিগের পক্ষে কর্ম্মযোগ শ্রেয়ঃ। সৎকর্ম্ম দ্বারা অত্যন্ত আসক্ত কামি-ব্যক্তিগণের সাম্বন্ধিক মঙ্গল কখনও কখনও লাভ হইতে পারে এই জন্যই কর্ম্মকেও একটী উপায় বলিয়াছেন—কিন্তু কর্ম্ম কখনও আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ লাভের উপায় নহে—উহার দ্বারা আবার অনেক সময় কর্ম্মবন্ধনও হয় ; যথা (গীতা ৩।৯)—'হরিতোষনার্থ নিষ্কাম-কর্ম্মকে যজ্ঞের বলে, সেই যজ্ঞ উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য সমুদয় কর্ম্মই কর্ম্ম-বন্ধন বলিয়া জানিবে'। 'জ্ঞান' দ্বারাও জীবের সাম্বন্ধিক মঙ্গল লাভ হয়—নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না। যাহারা কর্ম্ম-ফলে নির্ব্বিণ্ণ সেই সকল অধিকারির পক্ষেই 'জ্ঞানযোগ' ব্যবস্থা। 'কর্ম্মের' বিপরীত বা ব্যতিরেক বিচার লইয়াই 'জ্ঞান'-বাদ। কর্ম্মবাদী বলিলেন খুব অশ্বমেধ যজ্ঞ কর, দান কর, কামিনী কাঞ্চন, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি লাভের জন্য শক্তির আরাধনা করিয়া বল—"ধনং দেহি রূপবতী ভার্য্যাং দেহি, দ্বিষো জহি যশো দেহি" ইত্যাদি। জ্ঞানবাদী তাহারই বিরুদ্ধপক্ষ হইয়া বলিলেন—"মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং" "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ", "করধৃত-কম্পিত শোভিত দণ্ডং তদপি ন মুঞ্চত্যাশা ভাণ্ডং" ইত্যাদি। যাহারা এইরূপ কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে বিরক্ত তাহাদেরই সাম্বন্ধিক শ্রেয়ঃ লাভের জন্য জ্ঞানযোগ ; কিন্তু তাহার দ্বারা চরম মঙ্গল লাভ হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৪) বলেন—

"শ্রেয়ঃ পথই তোমাতে অহৈতুকী ভক্তি। যে সকল লোক তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিরহিত নির্ব্বিশেষ কেবলজ্ঞান লাভের জন্য বহুবিধ ক্লেশাদি করিয়া থাকেন, স্থূলতুষকে পেষণ করিলে যেরূপ চাউল পাওয়া যায় না কেবল ক্লেশ মাত্র সার হয়, ঐ সকল লোকের অবস্থাও তদ্রূপই হইয়া থাকে।" (চৈঃ চঃ মঃ ২২)। "কেবল জ্ঞান 'মুক্তি' দিতে নারে ভক্তি বিনে। কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে॥ জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে। বস্তুতঃ বুদ্ধি 'শুদ্ধ' নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥" শ্রীমদ্ভাগবতে:—আমার কথা শ্রবণাদিতে যাঁহার শ্রদ্ধা উদয় হইয়াছে, তাঁহারই আত্যন্তিক মঙ্গলোদয় হইয়াছে। কর্ম্মের প্রয়োজন কেবল কর্ম্মফলে নির্ব্বেদের জন্য, কর্ম্মফলে নির্ব্বিণ্ণ ব্যক্তির আর কর্ম্মে প্রয়োজন নাই। পরেই আবার বলিতেছেন—"কর্ম্মের উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ। নিষিদ্ধ কর্ম্মত্যাগী শুদ্ধচিত্ত স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে রত ব্যক্তি ইহলোকে বর্ত্তমান থাকিয়া বিশুদ্ধজ্ঞান লাভ করে। 'যদৃচ্ছয়া' এই শব্দের দ্বারা কেবলজ্ঞান হইতেও ভক্তির দুর্ল্লভত্ব প্রতিপাদন করিয়া বলিতেছেন যে, ভাগ্যবশতঃ শুদ্ধ (অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিতে অনাসক্ত) ভক্তসঙ্গ লাভ হইলে আমার ভক্তিযোগ লাভ হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে—শাস্ত্রে কর্ম্ম বা জ্ঞানের স্বতন্ত্র কোনই মূল্য প্রদান করেন নাই। উহারা স্বতন্ত্র পথে চলিলেই ক্ষয়িষ্ণু ভুক্তি বা অধঃপতন ও আত্মবিনাশ অবশ্যম্ভাবী। (ভাঃ ১০।২৪।২৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু ভক্তির অধিকারী ঐ প্রকার ভোগকামি কর্ম্মীর ন্যায় কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে আসক্ত নহেন, আবার জ্ঞানিগণের ন্যায় বিরক্তও নহেন। আবার জ্ঞানিগণের সঙ্গপ্রভাবে 'মৎকথাদৌ' ভগবানের কথাদিতে 'জাতশ্রদ্ধ' হইয়াছেন। কিঞ্চিৎ পরেই ভগবান্ আবার উদ্ধবকে বলিতেছেন—"জ্ঞান ও বৈরাগ্য অপেক্ষা ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠতা নিবন্ধন আমাতে ভক্তিযুক্ত এবং মদগতচিত্ত ভক্তিযোগীর (গীতা ৬।৪৭) ইহলোকে কর্ম্মত' দূরের কথা, জ্ঞান ও বৈরাগ্যও প্রায়ই মঙ্গলপ্রদ হয় না। স্বধর্ম্মাচরণাদি কর্ম্ম। আত্মা অনাত্মাদি তত্ত্ববোধই জ্ঞান। বিষয়াদি বিতৃষ্ণাই বৈরাগ্য। কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদিতে যাঁহাদের আসক্তি আছে তাঁহারা একমাত্র কৃষ্ণকে অপেক্ষা করেন না, তাঁহারা নিরপেক্ষাভক্তির সামর্থ্য কিছু কম আছে মনে করিয়া কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দ্বারা উহা পূরণ করিতে অভিলাষী। ইহারা ভগবানের কৃপায় অবিশ্বাসী, একান্ত শরণাগত নহেন। সুতরাং ইহাদের শুদ্ধভক্তি সিদ্ধ হয় না। এখন ভক্তির সর্ব্বশক্তিমত্তা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া বলিতেছেন যে "যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, জ্ঞান দ্বারা, বৈরাগ্য দ্বারা, যোগ দ্বারা, ত্যাগধর্ম্ম দ্বারা বা অন্যতীর্থ ও ব্রতাদি দ্বারা যাহা কিছু লাভ হয় না তাহা সকলই একমাত্র আমাতে ভক্তিযোগদ্বারা আমার ভক্ত অতি সহজে লাভ করিতে পারেন। যদ্যপি আমার ভক্তের কোনও বাঞ্ছা নাই, তথাপি আমার ভজন পরিপুষ্টির জন্য যদি চিত্রকেতু প্রভৃতির ন্যায় স্বর্গ, মোক্ষ বা তদতিরিক্ত বৈকুণ্ঠধাম প্রভৃতি প্রার্থনা করেন, তাহা হইলেও তিনি তাহা পাইতে পারেন। আমার ঐকান্তিক ধীর ও সাধুভক্তগণকে আমি শ্রেষ্ঠ যোগিগণ-বাঞ্ছিত কৈবল্য বা জ্ঞানিগণ-বাঞ্ছিত মুক্তিপদ প্রদান করিলেও তাঁহারা তাহা অভিলাষ করেন না। যেহেতু ফলান্তরাভিসন্ধানশূন্য জ্ঞানবৈরাগ্যাদিতে সর্ব্বতোভাবে অপেক্ষাশূন্য নিষ্কাম পুরুষেরই মদীয় ভক্তি লাভ হয়। অতএব ভক্তি ব্যতীত সাধনান্তর বা ফলান্তর অপেক্ষা রহিতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল এবং পণ্ডিতগণ তাহাকেই "নিঃশ্রেয়স" অর্থাৎ নিশ্চিত চরমমঙ্গল বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এইজন্য গীতার 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা' শ্লোকে (১৮।৫৪) গুহ্য 'ব্রহ্মজ্ঞান'—(যদি ভক্তি উদ্দেশক হয় নতুবা উহার কোনও মূল্য নাই)—"মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্" "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং" শ্লোকে (১৮।৬১) গুহ্যতর পরমাত্মজ্ঞান বলিয়া অবশেষে প্রিয় ভক্ত অর্জ্জুনকে "মন্মনাভব মদ্ভক্তঃ" শ্লোকে (১৮।৬৫-৬৬) "সর্ব্বগুহ্যতম" 'পরম বাক্য' তাঁহার 'হিতের' জন্য বলিয়াছিলেন। "পূর্ব্ব আজ্ঞা বেদ ধর্ম্ম কর্ম্ম যোগ জ্ঞান। সব সাধি অবশেষে আজ্ঞা বলবান্॥ এই আজ্ঞা বলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়। সর্ব্ব কর্ম্ম

ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয়॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২২)। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন শিক্ষায় কর্ম্মকাণ্ডকে 'ভীমরুল বরুলীর' 'মত যন্ত্রনাদায়ক, নির্ব্বিশেষ জ্ঞানমার্গকে অজাগরের ন্যায় শুদ্ধ জীবসত্ত্বা গ্রাসকারী এবং যোগমার্গকে যক্ষের ন্যায় বিভূতি প্রভৃতির দ্বারা প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া পরিণামে আত্মবিনাশ সাধনকারী বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। "বাপের ধন আছে জ্ঞানে, ধন নাহি পায়। সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায়॥ 'এই স্থানে আছে ধন' যদি 'দক্ষিণে' খুদিবে। 'ভীমরুল, বরুলী' উঠিবে ধন না পাইবে॥ 'পশ্চিমে' খুদিলে, তাঁহা 'যক্ষ' এক হয়। সে বিঘ্ন করিবে,—ধনে হাত না পড়য়॥ 'উত্তরে' খুদিলে আছে 'কৃষ্ণ অজগরে'। ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে॥ পূর্ব্বদিকে তাতে মাটী অল্প খুদিতে। ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥ ঐছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'। 'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি'॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০)

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ শ্রীউপদেশামৃতের ১০ম শ্লোকে কর্ম্মী জ্ঞানী ও ভক্তের তারতম্য অতি সুন্দরভাবে বিচার করিয়াছেন—"কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিনস্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ। তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোপি সা রাধিকা প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয় সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥" অসৎকর্ম্মনিরত উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি অপেক্ষা সৎকর্ম্মনিরত পুণ্যবান্ কর্ম্মী ভাল। সর্ব্বপ্রকার সৎকর্ম্মনিরত পুণ্যবান্ কর্ম্মী হইতে গুণত্রয়বর্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞানী শ্রীভগবানের ব্রহ্মাখ্য অসম্যক্ প্রতীতির সাম্মুখ্যহেতু হরির প্রিয়, আবার জ্ঞানবিমুক্ত ভক্তিপ্রধান সনকাদি শুদ্ধভক্ত শ্রীকৃষ্ণের আরও অধিক প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার শুদ্ধভক্তগণ অপেক্ষা প্রেমৈকনিষ্ঠ নারদাদি শুদ্ধভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়, তাঁহাদের অপেক্ষা কৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের আরও অধিকতর প্রিয়, ব্রজললনাগণ অপেক্ষাও শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্তপ্রিয় তাঁহা হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম আর কেহই নাই। সুতরাং সেই শ্রীমতী রাধারাণীর চরণাশ্রয়ের জন্যই মাধুর্য্যরসের রসিক ভক্তগণ লালায়িত হন। রাধাদাস্য লাভ করিতে হইলে আবার শ্রীগৌরনিত্যানন্দের দাস্য আবশ্যক। সুতরাং যাঁহাদের রাধাদাস্যে চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে তাঁহারা কি আর তুচ্ছ কর্ম্ম জ্ঞানাদিতে আসক্ত হইতে পারেন? "কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্জ্ঞানাবলম্বকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরায় রামানন্দ সংবাদে বলা হইয়াছে-- 'মুক্তি, ভুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাঁহা দোঁহার গতি?' 'স্থাবরদেহ, দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি॥' অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে। রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে॥ অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান। কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্॥ অন্যত্র--'প্রভু কহে,--কর্ম্মী, জ্ঞানী, দুই ভক্তিহীন।' 'ধর্ম্মাচারী-মধ্যে বহুত 'কর্ম্মনিষ্ঠ'। কোটি-কর্ম্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ॥ কোটিজ্ঞানী-মধ্যে হয় একজন 'মুক্ত'॥ কোটিমুক্ত-মধ্যে 'দুর্ল্লভ' এক কৃষ্ণভক্ত॥ কৃষ্ণভক্ত--নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী, সকলি 'অশান্ত'॥ "যুক্তবৈরাগ্য স্থিতি সব শিখাইল। শুষ্কবৈরাগ্য-জ্ঞান সব নিষেধিল॥" 'শুষ্কজ্ঞানে জীবন্মুক্ত' অপরাধে অধো মজে॥" শুষ্ক-ব্রহ্মেতে নাহি কৃষ্ণের 'সম্বন্ধ'। সর্ব্ব-লোক নিন্দা করে, নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের উপরিউক্ত উক্তি-সমূহে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির বিষয় পরিষ্কাররূপে বিবৃত হইয়াছে। চৈঃ চঃ মঃ ২৪— অন্তর্য্যামী-উপাসকে 'আত্মারাম' কয়। সেই আত্মারাম যোগীর দুই ভেদ হয়॥ সগর্ভ, নিগর্ভ,—এই হয় দুই ভেদ। এক এক তিন ভেদে ছয় বিভেদ॥ "যোগারুরুক্ষু, যোগারূঢ়, প্রাপ্তসিদ্ধি আর। এই তিন ভেদে হয় ছয় প্রকার॥ এই ছয় যোগী সাধুসঙ্গাদি-হেতু পাঞা। কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হঞা॥'" সগর্ভ-যোগী,—যাহারা উপাস্যের রূপ-ধ্যানাদি অবলম্বনপর যোগী; এবং নিগর্ভ-যোগী,—শূন্যধ্যানাদিপর অবলম্বনরহিত যোগী। ছয় বিভেদ, (১) সগর্ভ-যোগারুরুক্ষু, (২) নিগর্ভ-যোগারুরুক্ষু, (৩) সগর্ভ-যোগরূঢ়, (৪) নিগর্ভ-যোগরূঢ়, (৫) সগর্ভ-প্রাপ্তসিদ্ধি, (৬) নিগর্ভ-প্রাপ্তসিদ্ধি। (শ্রীভাঃ ২।২।৮)—কোন কোন যোগী স্বীয় দেহস্থিত প্রাদেশমাত্র-হৃদয়মধ্যে চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ক্ষীরোদশায়ী পুরুষকে ধারণা-দ্বারা স্মরণ

করিয়া থাকেন,—ইহাই 'সগর্ভ' যোগীর লক্ষণ॥ (ভাঃ ৩।২৮।৩৪)—এইরূপে ভগবান্ হরিতে লব্ধভাব হইয়া ভক্তিদ্বারা হৃদয় দ্রব এবং আনন্দভরে পুলকাদি উৎপন্ন হয়, উৎকণ্ঠা-হেতু আনন্দ-বাষ্পকলার দ্বারা মুহুর্মুহুঃ পীড্যমান (আনন্দে নিমজ্জমান) হইতে থাকে, তখন বড়িশের (মাছধরা কাঁটার) ন্যায় ধ্যানযুক্ত চিত্ত (ধ্যেয়বস্তুর ধারণা হইতে) অল্প অল্প করিয়া বাহির করিয়া ফেলে,—ইহাই 'নিগর্ভ' যোগীর উদাহরণ। (গীতা ৬।৩-৪)—যাঁহার যোগে আরোহণ করিবার ইচ্ছা, তিনি আরুরুক্ষু ; সেই আরুরুক্ষু মুনির যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়ামরূপ কর্ম্মই 'কারণ'। যোগারূঢ় ব্যক্তির ধ্যানধারনাপ্রত্যাহাররূপ শমই 'কারণ'। ইন্দ্রিয়ার্থ কর্ম্মেতে যখন আসক্তি থাকে না, তখন সকল সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগী 'সমাধিযুক্ত' বা 'যোগারূঢ়' হন। (চৈঃ চঃ মঃ ২৪)—এই সব শান্ত যবে ভজে ভগবান্। 'শান্ত' ভক্ত করি' তবে কহি তাঁর নাম॥ 'আত্মা' শব্দে 'মন' কহে, মনে যেই রমে। সাধুসঙ্গে সেই ভজে শ্রীকৃষ্ণচরণে॥ (ভাঃ ১০।৮৭।১৮)—ঋষিগণের সম্প্রদায়মার্গে যাঁহারা কর্ম্মযোগে উদর অর্থাৎ মণিপুরস্থ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা (অর্থাৎ 'শার্করাক্ষ' ঋষিগণ)—কূর্পদৃক্ অর্থাৎ স্থূলদৃষ্টি, এবং আরুণি-ঋষিগণ (সম্প্রদায়ভুক্ত ঋষিগণ নাড়ীসমূহের প্রসরণ-স্থান দহরে অর্থাৎ) হৃদয়াকাশে (সূক্ষ্ম ব্রহ্মের) উপাসনা করেন। হে অনন্ত, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট, শিরোগত (মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া হৃদয়মধ্য হইতে মস্তক, ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত প্রত্যুদ্গত সহস্রদল-পদ্মস্বরূপ) তোমার (উপলব্ধিক্ষেত্র সুষম্না-নামক পরমশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্ম্ময়) ধামে উঠিয়া যোগিগণ আর কৃতান্তমুখে সংসারে পতিত হন না। ইত্যাদি বাক্যে ভক্তিই সার্ব্বভৌম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয় হইতেছে।

আবার যোগের ফল—'বিভূতি' যেমন অনিত্য বলিয়া অগ্রাহ্য। শুদ্ধজ্ঞান ফলানুভবকারী পুরুষের নিকট কৈবল্য ফলও তদ্রূপ তুচ্ছ। অনেক শাস্ত্রে সালোক্য, সার্ষ্টি ও সামীপ্যকে ঈশ্বরজ্ঞান-জনিত ফল বলিয়াছেন। এই সকলও বাস্তবিক ফল নয়, যেহেতু তৎদ্বারা ভগবতসেবাই চরম ফল স্বরূপে হইয়া থাকে।

চিত্তবৃত্তির নিরোধকেই পতঞ্জলীঋষি 'যোগ' সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। অষ্টাঙ্গযোগ-নিষ্ঠ ব্যক্তিই যোগী। যোগী সাধারণতঃ দুই প্রকার, হঠযোগী ও রাজযোগী। হঠযোগিগণ দৈহিক প্রক্রিয়ায় আসক্ত, সিদ্ধি বা বিভূতি লাভ তাহাদের মৃগ্য। রাজযোগিগণের ঈশ্বর সাযুজ্যই প্রয়োজন। শ্রীগীতায় ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে রাজযোগিগণের বিষয়ে আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। পাতঞ্জল দর্শনের সাধনকাণ্ডের সূত্রে দেখা যায়। এ বিষয় 'দর্শন' বিষয়ের আলোচনায় বিস্তৃতভাবে দেখান হইয়াছে। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির মধ্যে একমাত্র ভক্তিই অভিধেয় ইহা নির্ণীত হইল।

কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি সাধন—ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করিলে অভীষ্ট ফলদান করিতে পারে না ; ইহা গীতা, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র হইতে সুষ্ঠুভাবে জানা যায়। কিন্তু ভক্তি অন্য নিরপেক্ষ হইয়া আভাসের দ্বারাই কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির প্রাপ্য যাবতীয় ফল অনায়াসেই প্রদান করিতে পারেন এবং স্বয়ং পরমফল যে 'প্রেম' তাহা দান করেন। কর্ম্ম—সন্ন্যাস ও ভোগ-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত, তাহার পর নহে ; যোগ—সিদ্ধি পর্য্যন্ত এবং সাংখ্য—আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত, তাহার পরে উহাদের প্রয়োজন নাই। জ্ঞান-সাধন—মুক্তিকাল-পর্য্যন্ত, সুতরাং উহারও নিত্যতা নাই। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত নিত্যসিদ্ধদেহে ভগবদ্ধামে নবনবায়মান বিচিত্রতার সহিত ভক্তির নিত্যকাল অনুষ্ঠান করেন। সকল অবস্থায়ই ভক্তির যোগ্যতা যথা—গর্ভে—প্রহ্লাদাদির, বাল্যে—ধ্রুবাদির, যৌবনে—অম্বরীষাদির, বার্দ্ধক্যে—যযাতি প্রভৃতির, দেহত্যাগ কালে—অজামিলাদির এবং স্বর্গগতাবস্থায়—চিত্রকেতু প্রভৃতির ভক্তিতে অধিকার দেখা যায়। নৃসিংহপুরাণোক্তি হইতে—নরকে অবস্থান কালেও হরিভজনে অধিকারের কথা জানা যায়। ভক্তির 'সার্ব্বত্রিকতা' স্বতঃসিদ্ধ। সদাচারী, দুরাচারী, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, বিরক্ত, আসক্ত, মুমুক্ষু, মুক্ত, সাধক, সিদ্ধ, পার্ষদতাপ্রাপ্ত ও নিত্যপার্ষদ—সর্ব্বপাত্র নির্ব্বিশেষে ভক্তির অধিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, কীট-পতঙ্গ,

পশু-পক্ষী প্রভৃতিও ভক্তিপ্রভাবে ঊর্দ্ধগতি এমন কি বৈকুণ্ঠ গতিলাভ করিতে পারে। ভক্তি—সকলদেশে ও সকল অধিকারীতে এবং সকল সময়ে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। অতএব ভক্তি সনাতন।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ সম্বন্ধে ঠাকুর ভক্তি বিনোদের বিবৃতি

কর্ম্মিগণ কেবল কৃষ্ণ-প্রসাদ অনুসন্ধান করেন না। যদিও বাহিরে কৃষ্ণকে সম্মান করেন, তথাপি তাঁহাদের মূল তাৎপর্য্য,—যাহাতে কোনপ্রকার প্রাকৃত সুখ-লাভ হয়। স্বার্থপর কর্ম্মকেই 'কর্ম্ম' বলে। (সঃ তোঃ ১১।১১)। বিষ্ণুকে যজ্ঞেশ্বর বলিয়া ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতি শুভকর্ম্ম কৃত হইলেও সেই সেই কর্ম্মে সাক্ষাৎ চিৎপ্রবৃত্তি নাই (হঃ চিঃ)।

সকল-জীবই পূর্ব্ব-সংস্কারানুসারে স্বভাব লাভ করিয়া থাকেন; সেই স্বভাবানুসারেই জীবের চেষ্টার উদয় হয়,—ইহাকেই 'অদৃষ্ট' বা 'কর্ম্মফল' বলে। পূর্ব্বকল্পে তিনি যে-সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তদনুসারেই তাহার স্বভাব চেষ্টা হয় (ব্রঃ সং ৫।২৩)। কর্ম্মের কাম্যফল নিরসন দ্বারা কেবল ভগবৎপ্রীত্যর্থে অর্পিত হইলে সেই কর্ম্ম ভক্তিশোধিত হয়। মোক্ষে বিতৃষ্ণা উৎপাদন পূর্ব্বক ভগবতসেবাদিতে রাগোৎপত্তির দ্বারা বৈরাগ্যের ভক্তি-শোধিত অবস্থা হয়। অদ্বৈতাত্মতত্ত্ব-বোধাদি ত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞান যখন ভগবদীয়ত্ব-বুদ্ধি উৎপত্তি করে, তখন জ্ঞান ভক্তিদ্বারা শোধিত হয়। (বৃঃ ভাঃ)

নাস্তিকদিগের ঘটনার ন্যায় আস্তিকদিগের ভাগ্য অবিচারিত নয়। জীবের ভাগ্য—জীবেরই কর্ম্মানুসারে বিচারিত ফলবিশেষ। জীব যে কার্য্যটী করেন, তাহাতে তাহার মূল-কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বকালেই থাকে, প্রকৃতি সেই কার্য্যের যে সাহায্য করেন, তাহাতে তাহার গৌণকর্ত্তৃত্ব এবং ফলদান-বিষয়ে ঈশ্বরের অনুসঙ্গ-কর্ত্তৃত্ব। জীব স্বেচ্ছাক্রমে অবিদ্যাভিনিবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মূল কর্ত্তৃত্ব কখনও লোপ হয় না। অবিদ্যা-প্রবেশের পর জীব যত কর্ম্ম করেন, সে-সকলই ফলোন্মুখ হইলে 'ভাগ্য' নামে অভিহিত হয় (শ্রীমঃ শিঃ)।

'কৃষ্ণের দাস আমি' এই কথা ভুলিয়া যাওয়ার নামই 'অবিদ্যা'; সেই অবিদ্যা জড়কালের মধ্যে আরম্ভ হয় নাই—তটস্থ সন্ধিস্থলে জীবের সেই কর্ম্মমূল উদিত হইয়াছিল। অতএব জড়কালে কর্ম্মের আদি পাওয়া যায় না, সুতরাং কর্ম্ম—অনাদি। কৃষ্ণপ্রসাদ-লাভের জন্য যদি কেহ কর্ম্ম করেন, তবে সেই কর্ম্মের নামই ভক্তি, আর যে কর্ম্ম প্রাকৃত ফল বা বহির্ম্মুখজ্ঞান দান করে, সেই কর্ম্মই ভগবদ্বিমুখ। কর্ম্মের স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে তিনটী অবস্থা হয়—অর্থাৎ নিষ্কাম, কর্ম্মার্পণ ও কর্ম্মযোগাবস্থা। ঐ তিন অবস্থা অতিক্রম করিলে কর্ম্মের স্বরূপ পরি-বর্ত্তিত হইয়া পরিচর্য্যারূপ ভক্তি হইয়া পড়ে (মঃ শিঃ)। কর্ম্মভুক্তিফলে জীবকে বসাইয়া নিরস্ত হয়। বৈরাগ্য ও বিবেক প্রায়ই অভেদ ব্রহ্মজ্ঞানে জীবকে প্রোথিত করিয়া রাখে; ব্রহ্মজ্ঞান প্রায়ই জীবকে ভগবচ্চরণ হইতে বঞ্চিত করে, এইজন্যই ইহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি বলা যায় না (জৈঃ ধঃ ১৭)।

স্বসুখপ্রয়োজক কর্ম্মসঙ্গতিতে যাঁহারা বদ্ধ হইয়া পড়েন, তাঁহারা কর্ম্মকেই প্রধান জানিয়া ভগবান্‌কেও "কর্ম্মাঙ্গ" বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের ফলও নিত্য-লক্ষণে লক্ষিত হয় না। তাঁহাদের সঙ্গতি নির্দ্দোষ নয়; তাঁহাদের জীবনে ভগবানের সাধন-স্ফূর্ত্তি নাই—বিধির অধীনতাই সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। তাঁহাদিগকে কর্ম্মী বলে (চৈঃ শিঃ)।

যাহা দ্বারা মানবগণের রোগের উৎপত্তি হয়, তাহাই রোগ-নিবারণের জন্য ব্যবস্থা করিলে রোগ কখনও ভাল হয় না। কর্ম্মকাণ্ড সমস্তই জীবের সংসার-রোগের হেতু; তাহা নিষ্কামভাবেই হউক বা ঈশ্বরার্পিত ভাবেই হউক, কখনও সংসারক্ষয়রূপ ফল উৎপাদন করিবে না। কর্ম্মকে কেবল জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের উপায়রূপে গ্রহণ করিয়া পরে অর্থাৎ ভক্তিস্বরূপে কল্পিত করিতে পারিলেই কর্ম্মস্বরূপ-বিনাশের সম্ভাবনা হয়। ভগবৎ পরিতোষো-পযোগী কর্ম্মমাত্র স্বীকার করিলে এবং ভক্তির অধীন সম্বন্ধ জ্ঞানকে স্বীকার করিলে সকল কর্ম্মই ভক্তিযোগ হইয়া পড়ে। সেই ভক্তিযোগগত কৃষ্ণসংসারাশ্রিত কর্ম্ম সকল করিয়া ভগবৎশিক্ষাক্রমে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের-গুণ-

নামাদি স্মরণ ও গান করাই সর্ব্বশাস্ত্রের অভিধেয় (শ্রীমঃ শিঃ ১০)। বৈষ্ণবের সাধনভক্তি কেবল সিদ্ধভক্তির উদয় করাইবার জন্য। অবৈষ্ণবের সেই সকল অঙ্গসাধনে দুইটি তাৎপর্য্য আছে অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষ। সাধনক্রিয়ার আকার-ভেদ দেখা যায় না, কিন্তু-নিষ্ঠা-ভেদ মূল। কর্ম্মাঙ্গে কৃষ্ণের পূজা করিয়া চিত্তশোধনও মুক্তি অথবা রোগশান্তি বা পার্থিব ফল পাইয়া থাকে। ভক্ত্যঙ্গে সেই পূজার দ্বারা কেবল কৃষ্ণনামে রতি উৎপত্তি করায়। কর্ম্মীদিগের একাদশী-ব্রতে পাপ নষ্ট হয়, কিন্তু ভক্তদিগের একাদশী ব্রতের দ্বারা হরিভক্তি বৃদ্ধি হয় (জৈঃ ধঃ ৫)।

বহির্ম্মুখ সংসার ও বৈষ্ণবসংসারে কেবলমাত্র একটি নিষ্ঠা-ভেদ-আছে, আকৃতি-ভেদ-নাই। বহির্ম্মুখ ব্যক্তিরাও বিবাহ করে; অর্থ-সংগ্রহ করে এবং সন্তানাদি উৎপাদন করে; কিন্তু তাহাদের নিষ্ঠা এই যে, সেই সমস্ত কার্য্যদ্বারা তাহারা জগতের সুখ বৃদ্ধি করিবে বা জগদন্তর্গত নিজের সুখলাভ করিবে। বৈষ্ণবগণ সেই সমস্ত কার্য্য তাহাদের ন্যায় অনুষ্ঠান করিয়াও সেই সব কার্য্যফল আত্মসাৎ করেন না, ভগবানের দাস্য বলিয়া করিয়া থাকেন। চরমে বৈষ্ণবগণ সন্তোষ লাভ করেন, কিন্তু বহির্ম্মুখগণ উচ্চাভিলাষ বা ভুক্তিমুক্তি স্পৃহা জনিত কাম বা ক্রোধের বশীভূত হইয়া শান্তিহীন হইয়া পড়েন (চৈঃ শিঃ ৩।২)। কর্ম্মাভিমান ও জ্ঞানাভিমান হইতেই ভক্তসাধুদিগের চরণে অপরাধ হয়; সুতরাং সাধুনিন্দারূপ নামাপরাধ আসিয়া অভক্তের হৃদয়ে বাসা করে (সঃ তোঃ)।

পাপ-পুণ্য, উভয়ই সাম্বন্ধিক; আত্মার স্বরূপ গত নয়। যে কর্ম্ম বা বাসনা সাম্বন্ধিকরূপে আত্মার স্বরূপ-প্রাপ্তির সাহায্য করিলেও করিতে পারে তাহাই পুণ্য; এবং যদ্দারা সে সাহায্যের সম্ভাবনা নাই, তাহাই পাপ। অত্যন্ত পশুভাবাপন্ন পুরুষের পক্ষে বিবাহবিধিদ্বারা স্ত্রীসংসর্গ স্বীকার করাই পুণ্য (কৃঃ সং)।

তীর্থযাত্রার দ্বারা মানবগণ অনেকটা পাবিত্র্য লাভ করেন। যদিও সাধুসঙ্গই তীর্থযাত্রার চরম উদ্দেশ্য, তথাপি তীর্থগত সকল লোকই আপনাদের চিত্তে আপনাদিগকে পবিত্র বলিয়া মনে করেন; তেহেতু তদ্দারা পূর্ব্বপাপবৃত্তি অনেকটা তিরোহিত হয় (চৈঃ শিঃ ২।২)। ন্যায়, দয়া, সত্য, পবিত্রতা, আর্জ্জব ও প্রীতি— ইহারা স্বরূপগত পুণ্য। ইহাদিগকে স্বরূপগতি পুণ্য এইজন্য বলি, যেহেতু ঐ সকল পুণ্য জীবের স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বকালে তাহার অলঙ্কারস্বরূপে থাকে। বদ্ধাবস্থায় কিয়ৎপরিমাণে স্থূল হইয়া 'পুণ্য' নাম প্রাপ্ত হয়,—এই মাত্র। আর সমস্ত পুণ্যই সম্বন্ধগত, যেহেতু তাহারা জীবের জড়সম্বন্ধ বশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে; সিদ্ধাবস্থায় তাহাদের প্রয়োজন নাই (চৈঃ শিঃ ২।২৩)।

কৃষ্ণভক্তি যখন আত্মার স্বরূপ ও স্বধর্ম্মালোচনারূপ কার্য্যবিশেষ হইয়াছে, তখন যে আধারে তাহা লক্ষিত হয়, সে আধারে সমস্ত পাপপুণ্যরূপ সাম্বন্ধিক অবস্থায় মূল-স্বরূপ অবিদ্যা ক্রমশঃ ভ্রষ্ট হইয়া সম্পূর্ণ লোপ পাইতেছে; মাঝে মাঝে যদিও ভ্রষ্ট 'কই-মৎস্যে'র ন্যায় হঠাৎ পাপবাসনা বা পাপ উদ্গত হয়, তাহা সহসা ক্রিয়াবতী ভক্তির দ্বারা প্রশমিত হইয়া পড়ে (কৃঃ সং ১০।২)।

প্রায়শ্চিত্ত তিনপ্রকার—কর্ম্ম-প্রায়শ্চিত্ত, জ্ঞান-প্রায়শ্চিত্ত ও ভক্তি-প্রায়শ্চিত্ত। কৃষ্ণানুস্মরণ-কার্য্যই ভক্তিপ্রায়শ্চিত্ত; অতএব ভক্তিই ভক্তিপ্রায়শ্চিত্ত। ভক্তদিগের প্রায়শ্চিত্ত-প্রয়াসে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। অনুতাপকার্য্য দ্বারা জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্ত হয়। জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্ত-ক্রমে পাপ ও পাপবীজ অর্থাৎ বাসনার নাশ হয়, কিন্তু ভক্তি ব্যতীত অবিদ্যার নাশ হয় না। চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি কর্ম্ম-প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ প্রশমিত হয়, কিন্তু পাপবীজ বাসনা, পাপ ও তদ্বাসনার মূল অবিদ্যা পূর্ব্ববৎ থাকে। অতিসূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা এই প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব বুঝিতে হইবে (কৃঃ সং ১০।২)। কিছুদিন ম্লেচ্ছ সংসর্গ করিয়া যাহারা পবিত্র বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ করতঃ ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী হয়, তাহারা বিজ্ঞানসিদ্ধ সদাচারের বিরুদ্ধাচরণ করতঃ পতিত হইয়া পড়ে;

তাহারাও প্রায়শ্চিত্তার্হ (চৈঃ শিঃ ২।৫)। দুর্জ্জাতিত্বদোষ—প্রারব্ধকর্ম্ম, তাহা ভগবন্নামোচ্চারণে দূর হয় (জৈঃ ধঃ ৬)। চিত্তশুদ্ধির যে-সমস্ত উপায় আছে, তন্মধ্যে বিষ্ণুস্মরণই প্রধান। পাপচিত্তকে শোধন করিবার জন্যই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। তন্মধ্যে চান্দ্রায়ণাদি-কর্ম্মরূপ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপকর্ম্ম পাপীকে পরিত্যাগ করে; কিন্তু পাপের মূল যে পাপবাসনা, তাহা যায় না। অনুতাপরূপ জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্ত কৃত হইলে পাপবাসনা দূর হয়; কিন্তু পাপবীজ যে ঈশ্বরবৈমুখ্য, তাহা কেবল হরিস্মৃতিদ্বারাই দূরীভূত হয় (চৈঃ শিঃ ২।২)।

অপাবিত্র্য—শারীরিক ও মানসিক-ভেদে, দ্বিবিধ। শারীরিক হউক, বা মানসিক হউক, অপাবিত্র্য তিন প্রকার—দেশগত, কালগত ও পাত্রগত অপাবিত্র্য। অপবিত্র দেশে গমন করিলে দেশগত অপাবিত্র্য ঘটে—সেই দেশবাসীদিগের অশুদ্ধাচরণ-বশতঃই সেই-সেই-দেশের অপাবিত্র্য ঘটিয়া থাকে। এই জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রে অকারণ ম্লেচ্ছদেশে গমন বা বাস করিলে দেশগত অপাবিত্র্য হয়, এরূপ বিচার দৃষ্ট হয়। দেশ-জ্ঞান-লাভ, অন্যদেশের মঙ্গলবিধানের জন্য দুষ্ট লোকের হস্ত হইতে সেই দেশকে যুদ্ধ বা কৌশলদ্বারা উদ্ধার বা ধর্ম্মপ্রচার—এই প্রকার কার্য্যানুরোধে ম্লেচ্ছদেশ-গমনে কোন নিষেধ নাই। সেই দেশের ক্ষুদ্র বিদ্যার ব্যবহার বা ধর্মশিক্ষা করিবার জন্য অথবা সেই দেশের লোকের সহিত সহবাস করিবার অভিপ্রায়ে ম্লেচ্ছদেশে গমন করিলে আর্য্যজাতির অবনতি হয়। সেই দোষ যাঁহাকে স্পর্শ করে, তিনি প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়া পড়েন (চৈঃ শিঃ ২।৫)।

ভ্রম ও মাৎসর্য্যদ্বারা চিত্তের অপাবিত্র্য হয়; তাহা দূর করা কর্ত্তব্য। (চৈঃ শিঃ ২।৫)। জগৎ কর্ম্মক্ষেত্র, তথায় পরমেশ্বরের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠানে তাঁহার প্রিয় হইলে ইহার ফলে সুখলাভ হয়। তাহা না করিলে সেই সুখের ব্যাঘাত জন্য প্রত্যবায় হয়—এই বিচার আসে। তদুত্তরে—জগতের যত কিছু মঙ্গলকার্য্য, তাহা কেবল ভক্ত কর্ত্তৃকই হইয়া থাকে। বিজ্ঞান, শিল্প, কারু ও নীতি যতদূর উন্নত করা যায়, ভক্তগণের তাহাতে বিরোধ নাই। কারণ, তদ্দ্বারা ভক্তি-অনুশীলনের-অনেক সুবিধাই হয়। ভক্তগণ বৈরাগী নহেন, অনুরাগী। সমস্ত কর্ম্মই ভগবৎসাম্মুখ্য স্বীকার করুক। কর্ম্মসকলের অবান্তর ফল যে স্বার্থসুখ, তাহা দ্বারা কর্ম্মসকল চালিত না হউক। কার্য্য সম্বন্ধে কর্ম্মীর ও ভক্তের জীবনে কিছুমাত্র ভেদ নাই। ভেদ এই যে, কর্ম্মী কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারা কার্য্য করে, ভগবদ্দাস্যভাব মিশ্রিত করিয়া কার্য্য করে না। কোন সময়ে ভক্তের বিরক্তিক্রমে কর্ম্মচেষ্টা খর্ব্বিত হয়। তাহাও কর্ম্মীর কোন অবস্থায় কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম লাভের সদৃশ। কর্ম্মী নিরর্থক বিশ্রাম করে, ভক্ত ভগবদ্ভক্তিক্রমে কর্ম্ম হইতে অবসর ল'ন। জগৎ কর্ম্মীর পক্ষে কর্ম্মক্ষেত্র, ভক্তের পক্ষে ভক্তিসাধনক্ষেত্র। কর্ম্মীর অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্ম বহির্ম্মুখ, যেহেতু ভগবানের জন্য কৃত হয় না। তাহারা সেশ্বরনৈতিক বা কর্ম্মী। ভগবানের জন্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান-কারী ভক্ত। সেশ্বরনৈতিক ও ভগবদ্ভক্তের জীবনে কার্য্যসকল অনেক স্থলেই একই প্রকার, কেবল নিষ্ঠাভেদে তাঁহাদের প্রকৃতিভেদ হইয়াছে। যে সেশ্বরনৈতিক কেবল কর্ম্মজড় অর্থাৎ জড়াতীত বস্তুকে লক্ষ্য করে না, সে নিতান্ত হেয়। ঈশ্বর মানিলেও তাহার ঈশ্বরের স্বরূপবোধ ও জীবের গতিবোধ নাই। তাহাদের কর্ম্মচক্র হইতে উদ্ধার নাই। যে সকল সেশ্বরনৈতিক জড়জগৎকে অকিঞ্চিৎকর জানিয়া চিজ্জগতের আশা করেন, তাঁহারা জড়কর্ম্মবদ্ধ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তিনটী উপায় স্থির করিয়া থাকেন। যথা—(১) জড়কর্ম্মাভ্যাসকে ক্রমশঃ লঘু করিয়া চিত্তত্ত্বে অবস্থিত হওয়া। (২) চিৎস্বরূপ বিষ্ণুতে কর্ম্মার্পণ করা। সমস্ত কর্ম্ম করিবার সময় বিষ্ণুপ্রীতি সঙ্কল্প করা এবং কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে তাহা শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করা। (৩) যে কর্ম্ম না করিলে নয়, তাহাতে সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণভক্তিকে মিশ্রিত করা। যাহা না করিলেও দেহযাত্রানির্ব্বাহ হয়, তাহা পরিত্যাগ করা।

যাঁহারা প্রথম উপায় অবলম্বন করেন, তাঁহারা তাপস বা যোগী। তাপসেরা অনেক কষ্ট সহকারে কর্ম্মগ্রন্থি শিথিল করিতে চাহে। বৈদিক পঞ্চাগ্নি বিদ্যা ও নিদিধ্যাসন বৈদিক যোগতাপসদিগের প্রক্রিয়া।

অষ্টাঙ্গযোগ, ষড়াঙ্গযোগ, দত্তাত্রেয়ীযোগ ও গোরক্ষনাথীযোগ প্রভৃতি অনেক প্রকার যোগ প্রস্তাবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তন্ত্রোক্ত হঠযোগ ও পাতঞ্জলোক্ত রাজযোগ জগতে অনেকটা আদৃত হইয়াছে। পাতঞ্জল দর্শনের অষ্টাঙ্গযোগ সর্ব্বপ্রধান। ঐ যোগের তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মবদ্ধ জীব আদৌ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটী যম অভ্যাস করিবে এবং শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান এইরূপ পাঁচটী নিয়ম অভ্যাস করিবে; তৎদ্বারা অসৎকর্ম্ম পরিত্যক্ত ও সৎকর্ম্ম অভ্যস্ত হইলে, আসন অভ্যাস ও পরে প্রাণায়াম অভ্যাস করতঃ জিতশ্বাস হইবে। জিতশ্বাস হইয়া বিষ্ণুমূর্ত্তির ধ্যান, পরে ধারণা করিবে। সমস্ত বিষয়-নিবৃত্তিরূপ প্রত্যাহার ধ্যানের পূর্ব্বেই করিবে। পরে চিত্ত নিশ্চল হইলে সমাধি করিবে। এই প্রক্রিয়ার মূল তাৎপর্য্য এই যে, অভ্যাসক্রমে কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মশূন্য হইবে। ইহাতে অনেক বিলম্ব ও ব্যাঘাত হয়।

যাঁহারা দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করেন, তাঁহারা মনে করেন যে, চিত্ত যে বিষয়ে অনুরক্ত, তাহার আলোচনা করিবার সময় প্রথমে বিষ্ণুপ্রীতিকামনা ও শেষে কৃষ্ণার্পণ কর্ত্তব্য। এই ব্যাপারটী স্বভাববিরুদ্ধ-কার্য্য। বিষয়রাগ দ্বারা চালিত চিত্ত কি স্বভাবতঃ বিষ্ণুপ্রীতিকাম সঙ্কল্প করিতে পারে? যদি লোক-রক্ষার জন্যই ঐ সঙ্কল্প করে, তবে চিত্তের নিজ কার্য্য বলিয়া তাহা পরিগণিত হয় না এবং তাহা কেবল মনকে 'চোকঠার' করা হয় এই মাত্র। ভাবী জন্মে প্রচুর অন্ন প্রাপ্তির আশায় যে সব স্ত্রীলোক অন্নপূর্ণা পূজা করে, তাহাদের বিষ্ণুপ্রীতি কাম বলিয়া সংকল্প কেবল বাক্য মাত্র। এইরূপ সঙ্কল্পবিধি ও অর্পণবিধি যে কর্ম্মবন্ধ হইতে জীবকে মুক্ত করিতে সমর্থ নয়, তাহা বলা বাহুল্য। তৃতীয় উপায়টী সমীচীন। যেহেতু চিত্তের যে বিষয় প্রতি রাগ তাহার অনুকূলে কার্য্য হয়। চিত্ত সুখাদ্যে অনুরক্ত, সুখাদ্যই ভগবৎ-প্রসাদরূপে গৃহীত হইলে ভগবদ্ভাবের প্রভূত অনুশীলন ও বিষয়রাগ এককালেই কার্য্য করিতে লাগিল। ইহাতে উচ্চরসের আস্বাদন-ক্রমে নীচ রাগ অতি অল্পদিনের মধ্যেই উচ্চরসে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। ইহাকেই গৌণী-ভক্তি বলিয়া কর্ম্মকে পৃথক্ করিয়া দেওয়া হয়। ফলে কর্ম্ম সত্ত্বেও কর্ম্মের সত্তালোপ ইহাতেই স্বভাবতঃ সম্ভব। সমস্ত শারীরিক ও মানসিক কার্য্য যখন এই প্রবৃত্তিক্রমে কৃত হয়, তখন কর্ম্ম গৌণী-ভক্তিরূপ দাসীত্বে বৃত হইয়া মুখ্যভক্তিকে সর্ব্বতোভাবে সেবা করে। সেশ্বরনৈতিকের মধ্যে যাহার এই প্রবৃত্তি প্রবল হয়, তাঁহারই জীবন অন্তর্ম্মুখি। অপর সমস্ত সেশ্বরনৈতিকের জীবন বহির্ম্মুখ। (চৈঃ শিঃ)

জ্ঞান :—জ্ঞানও সাত্ত্বিক কর্ম্মবিশেষ। জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গের মধ্যে পরিগণিত নয়; যেহেতু তাহারা চিত্তের কাঠিন্য উৎপত্তি করে; কিন্তু ভক্তি সুকুমার স্বভাবা, অতএব ভক্তি হইতে যে জ্ঞান ও বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তাহাই স্বীকৃত (জৈঃ ধঃ ২০)।

সমস্ত ভৌতিক জ্ঞান একত্র করিলে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহাকে 'প্রাকৃত-জ্ঞান' বলা যায়। সেই প্রাকৃত-জ্ঞানের অবিকৃত মূল-জ্ঞানকে 'অপ্রাকৃত জ্ঞান' বলা যায়। বিকৃত-অবস্থায় 'অপ্রাকৃত-জ্ঞানই' 'প্রাকৃত-জ্ঞান'। সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব—সমস্তই প্রাকৃত। সেই জ্ঞান সমাধিযোগে লুপ্ত হইয়া অবিকৃত-জ্ঞানকে উদয় করায়, তজ্জ্ঞানের নামই—'বিজ্ঞান'। যতক্ষণ জিজ্ঞাসা আছে, ততক্ষণ অবিদ্যার খেলা। অবিদ্যা-নিবৃত্তির সহিত বিজ্ঞানরূপ চিজ্জ্ঞানের উদয়। এতদূর জ্ঞান লাভ করিয়া আস্বাদন-কালে ভক্তি উদয় হয়। অতএব যেই জ্ঞান, সেই ভক্তি (সঃ তোঃ ১১।১০)।

বৈষ্ণব-মহাত্মাগণ স্থানে স্থানে যে জ্ঞানকে নিন্দা করেন, তাহা শুদ্ধজ্ঞান নহে। যে-স্থলে জড়ীয় জ্ঞানের দ্বারা অচিন্ত্য পরমার্থের বিচার করা যায়, সেই স্থানেই জ্ঞানের নিন্দা। একজন চোরকে লক্ষ্য করিয়া যদি বলা যায় যে, মানুষ কি 'পাজি', তখন মনুষ্য-মাত্রকেই পাজি বলা হয় না, কেবল চোরকেই 'পাজি' বলা যায়। (সঃ তোঃ ১১।১০)।

ভাবভক্তি ও শুদ্ধ জ্ঞানের ঐক্য-বিবেচনাতেই অশুদ্ধ জ্ঞানসকলকে 'জ্ঞান' বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে 'জ্ঞানে'র নিন্দা শুনা যায়। শুদ্ধজ্ঞানকে 'জ্ঞানকাণ্ড' বলে না। (চৈঃ শিঃ ৫।৩)।

চৈতন্য দ্বিবিধ—প্রত্যক্ ও পরাক্ চৈতন্য। যখন বৈষ্ণবের প্রেমাবেশ হয়, সে-সময় যাহা উদিত হয়, তাহাই প্রত্যক্ চৈতন্য অর্থাৎ অন্তরঙ্গ জ্ঞান ; যে-সময় পুনরায় প্রেমাবেশ ভঙ্গ হয়, তখন জড়জগতে দৃষ্টি পড়ে এবং পরাক্ চৈতন্যের উদয় হয়। পরাক্ চৈতন্যকে 'চিৎ' বলি না, কিন্তু 'চিদাভাস' বলি। (প্রেঃ প্রঃ ৯)।

মানবের জ্ঞান অতি ক্ষুদ্র। সেই জ্ঞানে পরমেশ্বরের শক্তি ও লীলা পরিমাণ করিতে গেলে নিতান্ত ভ্রমে পড়িতে হয়। (সঃ তোঃ ৮।৪)। ব্রহ্মজ্ঞানটী ঈশ্বরজ্ঞানেরই একটী উপশাখা মাত্র। (চৈঃ শিঃ ৫।৩)। 'কৈবল্য' ও 'ব্রহ্মলয়'—মায়িক জগৎ ও চিজ্জগতের মধ্য-সীমা (ব্রঃ সঃ ৫।৩৪)।

কৃষ্ণপ্রসাদ ব্যতীত যাঁহারা কেবল চিন্তার দ্বারাই গোলোকে গমনাদি চেষ্টা করেন, তাঁহাদের নিবারক দশদিকে দশটি নৈরাশ্যরূপ শূল রহিয়াছে। যোগমার্গে বা জ্ঞানমার্গে আসিতে গেলে সেই দশটি শূলে বিদ্ধ হইয়া দাম্ভিক লোকগণ পরাহত হন (ব্রঃ সং ৫।৫।)

স্বার্থবিনাশরূপ নির্ব্বিশেষ জ্ঞানসঙ্গতিতে যাঁহারা বদ্ধ হইয়া পড়েন, তাঁহারা আত্মনাশকে উদ্দেশ করিয়া ফল্গুবৈরাগ্য আচরণ করেন। তাঁহাদের না এ জগতে প্রতিষ্ঠা হইল, না পরে কোন সিদ্ধতত্ত্ব লাভ হইল ; পরন্তু কতকগুলি ব্যতিরেক চিন্তা লইয়াই তাঁহাদের জীবনটা বৃথা অপব্যয়িত হইল। ইহাদিগকে জ্ঞানকাণ্ডী বলে। (চৈঃ শিঃ ৮।)

কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড, অমৃত বলিয়া যেবা খায়। নানা যোনি ভ্রমণ করে, কদর্য্য ভক্ষণ করে, তার জন্ম ছারে খারে যায়॥ (নঃ ঠাঃ প্রাঃ)

ভগবদ্ভক্তগণই সাধু এবং ভগবদ্বিদ্বেষীগণই অসুর। সাধুত্বে ও অসুরত্বে যেরূপ সর্ব্বদা বৈপরীত্য-ধর্ম্ম আছে, তাহাদের সাধন ও সাধ্য-বিষয়েও সেইরূপ বৈপরীত্য-ভাব থাকা আবশ্যক। অসুরদের সাধুবিদ্বেষ ও গো-বিপ্র-হননই—সাধন এবং মোক্ষই—সাধ্য। ভক্তদিগের ভক্তিই সাধন এবং প্রেমই সাধ্য। যাহারা সেই মোক্ষের প্রয়াসী, তাহারা অসাধুদিগের ন্যায় কেবল জ্ঞান-চেষ্টারূপ অসাধু সাধনকে আশ্রয় করে। (বৃঃ ভাঃ)।

যোগ-ব্রতাদি—যোগ 'এক' বই দুই নয়। 'যোগ'—একটী সোপানময় মার্গবিশেষ। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ঐ সোপানের প্রথম ক্রম ; তাহাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সংযুক্ত হইয়া দ্বিতীয় ক্রমরূপ 'জ্ঞানযোগ' হয় ; তাহাতে পুনরায় ঈশ্বর চিন্তারূপ ধ্যান যুক্ত হইয়া 'অষ্টাঙ্গ-যোগ' রূপ তৃতীয় ক্রম হয় ; তাহাতে ভগবৎ প্রীতি সংযুক্ত হইলে 'ভক্তিযোগ' রূপ চতুর্থ ক্রম হয়। ঐ সমস্ত ক্রম-সংযুক্ত হইয়া যে মহৎ সোপান, তাহারই নাম—'যোগ' (গীঃ রঃ রঃ ভাঃ ৬।৪৭)। কর্ম্মযোগ, জ্ঞান ও তত্তৎপন্থার অবান্তর প্রকার-সমূহের ভক্তি উদ্দেশ না থাকিলে কোনপ্রকার ফল দিবারই শক্তি-মাত্র নাই। চরমে কৃষ্ণভক্তির উদ্দেশ থাকিলেই তাহারা কথঞ্চিৎ গৌণ-ফল প্রদান করে (চৈঃ শিঃ ১।৬)।

শাক্ত ও শৈব-তন্ত্রসকলে এবং ঐসকল তন্ত্র হইতে হঠযোগদীপিকা, যোগচিন্তামণি প্রভৃতি যে-সকল গ্রন্থ হইয়াছে, ঐ সমস্ত গ্রন্থে হঠযোগ বর্ণিত আছে (প্রেঃ প্রঃ ৩)।

দার্শনিক ও পৌরাণিক পণ্ডিতেরা যে-যোগ অভ্যাস করেন, তাহার নাম—'রাজযোগ' এবং তান্ত্রিক-পণ্ডিতেরা যে-যোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার নাম—'হঠযোগ'। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি—এই অষ্টাঙ্গ যোগ। ইহা অভ্যাস করিলে আত্মা শান্তি লাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু ঐ সকল প্রক্রিয়া-ক্রমে কোন কোন অবস্থায় সাধক কাম ও লোভের বশীভূত হইয়া চরমফল শান্তি পর্য্যন্ত না গিয়া অবান্তর ফল বিভূতি ভোগ করিতে করিতে পতিত হয়। কিন্তু কৃষ্ণসেবাক্রমে কোন অবান্তর ফলের আশঙ্কা না থাকায় কৃষ্ণ-সেবকের পক্ষে শান্তি নিশ্চিতরূপে লব্ধ হয়। এবম্বিধ হঠযোগের সাধনা করিলে মনুষ্য অনেক আশ্চর্য্য-

জনক কার্য্য করিতে পারে ; তাহা ফল-দর্শনে বিশ্বাস করা যায়। মুদ্রাসাধনে এত প্রকার শক্তির উদয় হয় যে, সাধক আর অগ্রসর হইতে পারে না।

ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা প্রভৃতি চিন্তা ও কার্য্যসকল যদিও রাগোদয়-ফলের উদ্দেশ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে এবং বহুজনকর্ত্তৃক সাধিত হয় বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট রাগের আলোচনা নাই। তজ্জন্যই যোগীরা প্রায়ই বিভূতিপ্রিয় হইয়া চরমে রাগলাভ করেন না। পক্ষান্তরে বৈষ্ণবসাধনই উৎকৃষ্ট। দেখুন, সাধন-মাত্রই কর্ম্মবিশেষ। মনুষ্য-জীবনে যে-সকল কর্ম্ম আবশ্যক, তাহাতে রাগের কার্য্য হউক এবং পরমার্থের জন্য কার্য্য-সকলে কেবল চিন্তা ও পরিশ্রম হউক,—যাঁহাদের এরূপ চেষ্টা, তাঁহারা কি বৈকুণ্ঠ-রাগের উদয় করিতে শীঘ্র সমর্থ হইতে পারেন ? জীবন হইতে বৈকুণ্ঠ-রাগের চেষ্টাসকলকে পৃথক্ রাখিতে গেলে সাধককে একদিকে বিষয়রাগে টানিবে এবং অন্যদিকে বৈকুণ্ঠ-চিন্তা লইয়া যাইতে থাকিবে।

সমাধিই রাজযোগের মূল-অঙ্গ। সমাধি প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রথমে যম, পরে নিয়ম, পরে আসন, পরে প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার, পরে ধ্যান ও ধারণা ;—এই কয়েক অঙ্গের সাধনা করিতে হয়। রাজযোগে সমাধি-অবস্থায় প্রকৃতির অতীত তত্ত্বের উপলব্ধি হয়, সেই অবস্থায় বিশুদ্ধ প্রেমের আস্বাদন আছে। সেই বিষয়টি বাক্যের দ্বারা বলা যায় না (প্রেঃ প্রঃ)।

যোগ ও ভক্তিমার্গের প্রভেদ এই যে, যোগমার্গে কষায় অর্থাৎ আত্মার উপাধির নিবৃত্তি-পূর্ব্বক সমাধিকালে আত্মার স্বধর্ম্ম অর্থাৎ প্রেমকে উদ্দীপ্ত করায়। তাহাতে আশঙ্কা এই যে, উপাধি-নিবৃত্তির চেষ্টা করিতে করিতে অনেক কাল যায় এবং স্থল-বিশেষে চরম ফল হইবার পূর্ব্বেই কোন-না-কোন ক্ষুদ্র ফলে আবদ্ধ হইয়া ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে ভক্তিমার্গে প্রেমেরই সাক্ষাৎ আলোচনা আছে। ভক্তি—প্রেমতত্ত্বের অনুশীলন মাত্র, যে-স্থলে সকল-কার্য্যই চরম-ফলের অনুশীলন, সে-স্থলে অবান্তর ক্ষুদ্র ফলের আশঙ্কা নাই। সাধনই—ফল এবং ফলই—সাধন।

যোগমার্গে যে ভৌতিক জগতের উপর আধিপত্য ঘটে, সেও ঔপাধিক ফল-মাত্র, তাহাতে চরম ফলের সাধকতা দূরে থাকুক, কখনও কখনও বাধকতা লক্ষিত হয়। যোগমার্গে পদে-পদে ব্যাঘাত আছে। আদৌ যম-নিয়মের সাধনকালে ধার্ম্মিকতারূপ ফলের উদয় হয়, তাহাতে এবং তাহার ক্ষুদ্রফলে অবস্থিত হইয়া অনেকেই ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হন, আর প্রেমরূপ-ফল-সাধনে প্রবৃত্ত হন না।

পরতত্ত্বে প্রেমের আলোচনাই ভক্তিমার্গ ; তাহাতে অনুরাগ যত গাঢ় হয়, ইন্দ্রিয়চেষ্টা স্বভাবতঃ ততই খর্ব্ব হইয়া পড়ে (প্রেঃ প্রঃ)।

প্রাতঃস্নান, পরিক্রম, সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রভৃতি ব্যায়াম-সম্বন্ধীয় শারীরিক ব্রত। কোন কোন ধাতু প্রকুপিত হইলে শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা উপস্থিত হয় ; তন্নিবারণার্থ দর্শ, পৌর্ণমাসী, সোমবার প্রভৃতি ব্রতের ব্যবস্থা আছে। সেই সেই নির্দ্দিষ্ট দিবসে আহার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তন ও উপবাস ইত্যাদি ইন্দ্রিয়-সংযম-পূর্ব্বক ঈশ্বরচিন্তা করাই শ্রেয়োরূপে নির্দ্দিষ্ট। চব্বিশটী একাদশী ও জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ছয়টী জয়ন্তীব্রতই মাসব্রত ; কেবল পরমার্থ-চেষ্টাই ঐ সকল ব্রতের মূল উদ্দেশ্য।

চাতুর্ম্মাস্য, দর্শ, পৌর্ণমাসী প্রভৃতি শারীরিক ব্রত পালন করিতে করিতে বৈরাগ্যের অভ্যাস হয়। আদৌ শয়ন-ভোজনাদি সম্বন্ধে সুখাভিলাষ ক্রমশঃ ত্যাগ করত শেষে সমস্ত সুখাভিলাষ ছাড়িয়া কেবল জীবনধারণ-মাত্র বিষয় স্বীকার করার অভ্যাস যখন পূর্ণ হয়, তখন বৈরাগ্য অভ্যস্ত হয়। (চৈঃ শিঃ ২।২)।

তাপসেরা অনেক কষ্ট-সহকারে কর্ম্মগ্রন্থি শিথিল করিতে চাহে। বৈদিক-পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা, নিদিধ্যাসন ও বৈদিক যোগাদি—তাপসদিগের প্রক্রিয়া। অষ্টাঙ্গযোগ, ষড়ঙ্গযোগ, দত্তাত্রেয়ীযোগ ও গোরক্ষনাথীযোগ

প্রভৃতি অনেক প্রকার যোগ প্রস্তাবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তন্ত্রোক্ত হঠযোগ ও পাতঞ্জলোক্ত রাজযোগ জগতে অনেকটা আদৃত হইয়াছে। (চৈঃ শিঃ)।

[কর্ম্মজ্ঞান ও যোগাদি সম্বন্ধে প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের সিদ্ধান্ত]

বাস্তব বিজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক, নতুবা প্রত্যেক ব্যাপারে গোলমাল ক'রে ফেল্‌বে। বস্ ধাতু অস্ত্যর্থে—তুন প্রত্যয় ক'রে 'বস্তু'-শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যে জিনিষটা নিজেকে রাখতে পারে—আত্মসংরক্ষণ করতে পারে—যা কালক্ষোভ্য ন'য়, তা'ই বস্তু। যদিও বস্তুজ্ঞান লাভ করি বস্তুশক্তি হ'তে, তথাপি উভয়ের পার্থক্য আছে। 'বস্তুশক্তি' ও 'বস্তু'—এক নয়, আবার 'বস্তু' হ'তে পৃথকও নয়—যুগপৎ ভেদ ও অভেদ। ইহজগতে বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে শক্তি লুপ্ত হয়। শক্তি-দ্বারা কেবল কার্য্য হয় না, বস্তুর আবশ্যক হয়। উদাহরণ—শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিচারে স্ত্রীজাতির পুরুষের সংযোগে সন্তান-উৎপত্তি হয়। দুইটি স্ত্রীর সংযোগে বা কেবল শক্তি দ্বারা সন্তান উৎপত্তি হয় না। বস্তুতে শক্তি নিহিত আছে। শক্তি একটা স্বতন্ত্র জিনিষ নয়। যাহাতে শক্তি আছে, সেই জিনিষটাই বস্তু। বস্তু অনেক নয়, কিন্তু শক্তি বিবিধ। যথা শ্বেতাশ্বতর—"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ॥" জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া এই তিন প্রকার শক্তি বস্তুতে আছে। পৃথিবীতে যে বস্তু দেখি, সে জিনিষটা আমাদের চেতনধর্ম্ম থাকার দরুণ কোন সময় অস্তিত্ব সংরক্ষণ করে এবং কোন সময় অস্তিত্ব সংরক্ষণ করতে পারে না—দেখ্‌তে পাই। বস্তু জিনিষটা—এক, শক্তি—বহু। যেখানে অনেকত্বকে 'বস্তু' ব'লে প্রতীতি হচ্ছে, সেখানে কেবল শক্তির দ্বারা লক্ষিত হ'চ্ছে। কোন একটী শক্তির পরিচয়ে যদি বস্তুকে লক্ষ্য করা যায় এবং অন্যান্য শক্তিকে পরিহার করা হয়, তা'হলে বস্তুর অখণ্ডত্ব দর্শন হয় না। বস্তু পরিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেলে বস্তুর অংশ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল। তাকে বস্তু বল্‌লে বস্তুর আংশিক ভাব প্রকাশিত হয়। "অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন।" অদ্বয়জ্ঞান হচ্ছে—বস্তু। যে জিনিষটী খণ্ড প্রকৃতির কারণ, সেই জিনিষটিকে শুদ্ধ বস্তু-সংজ্ঞা দেওয়া যায় না।

বস্তু যেখানে পরিচ্ছিন্ন, ভগ্ন বা বিভক্ত হয়েছে, বলা হচ্ছে, সেখানে বস্তু খণ্ডশক্তি-পরিচয়ে পরিচিত। যেখানে বস্তুর পরিচ্ছেদ হয়েছে, সেখানে শক্তির বিবেক তা'র উপর আশ্রয় করার দরুণ বস্তুর একত্ব-দর্শন নষ্ট ক'রেছে—বস্তু বল্‌লে যা বুঝায়, তা'র পূর্ণতা রক্ষিত হচ্ছে না। এজন্য পূর্ণতার অভাবকে আমরা 'অবস্তু' বলি। পূর্ণবস্তুর সম্বন্ধে বাস্তব, আর অপূর্ণ বস্তুর সম্বন্ধে অবাস্তব।

ব্রহ্মের নিঃশক্তিক বিচার কোন কোন মতবাদিগণ স্থাপন করতে চান "ধন" ও "ঋণ" "+"ও "—" factorise কর্‌তে হ'লে যেমন বৃদ্ধি ক'রে নিতে হয়, পরে subtract ক'রে নেওয়া হয়; যেমন মকরধ্বজ প্রস্তুত কর্‌বার প্রণালী—পূর্ব্বে স্বর্ণের সমাবেশ করে পরে স্বর্ণটা বের ক'রে নেওয়া হয়; বস্তুর যে যোগ্যতা আছে, তা' খানিকটা দিয়ে পরে বের করে নেওয়া হয়, সেরকম বিচারটা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে—নিঃশক্তিক বিচারে।

গুণজাত জগতে কতকটা জিনিষ 'ধন' করা হয়, কতকটা 'ঋণ' করা হয়। কর্ম্মবাদের বিচারে কোন ব্যক্তি বল্‌বেন—আমি উত্তমর্ণ হ'ব, কেউ বা বল্‌বেন—আমি অধমর্ণ হ'ব। ধারটা নেওয়া মানে—ধারটা শোধ করব। পশু বিনাশ ক'রে আমরা শরীরের যে মঙ্গল করতে যাই, তাতে আমরা পাই—যে পশুকে আমরা সংহার করি, সেই পশুটী আবার আমাদিগকে সংহার করবে। কর্ম্মবাদটা এরূপ Bartering System এর উপর চল্‌ছে; কর্ম্মবাদিগণ নিজেরা মনে করেন—সমর্থ, সাধু; অথচ তাঁ'রা পরাপেক্ষা-যুক্ত। তাঁরা মনে কর্‌তে পারেন, তাঁদের Canine teeth আছে মাংস ভোজনের জন্য। কিন্তু যা'দের মাংস খাওয়া হচ্ছে—যা'দের শরীর হ'তে যতটা মাংস নেওয়া হচ্ছে, সুদে আসলে তা'দের দেনা পরিশোধ করতে হ'বে—সব ফেরৎ দিতে হবে। কর্ম্ম-জগতের বিধি এই প্রকার। টাকা ধার নেওয়া গেল; ধারত' শোধ দিতেই হ'বে. তা'ছাড়া সঙ্গে আরও কিছু

সুদ দিতে হ'বে। যৌবনের জোয়ারের সময় শরীরের শক্তি সামর্থ্য থাকে, বৃদ্ধকালের ভাটায় সে সব চলে যায়। শরীরটাকে শোধ দিয়ে—ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। ইংরাজীতে মৃত্যুর একটি প্রতিবাক্য আছে—"Paying debt to nature."

নিত্যানিত্য বিবেক যাঁ'দের উদিত হয় নাই, তাঁ'রা এরূপ বিচারে পতিত হন—'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি'। যে বস্তু রক্ষা করা যায় না, তা' অবস্তু। তা'র সহিত অবাস্তব ধারণা আছে। যা' for the time being কাজ চলার মত। যদি অপরিবর্ত্তনশীল হ'ত, তা' হ'লে 'বস্তু' বলতাম। কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডের ভেতরে যে জিনিষটার অস্তিত্ব দেখা যায় সেটা বুদ্বুদের মত জিনিষ। তা'র খানিকক্ষণ floatation আছে মাত্র, কচুক্ষণ পরে ফেটে যায়।

বাস্তব-জ্ঞান বা বাস্তব-বিজ্ঞান অবস্তু বা বস্তু-বিষয়ের পার্থক্য নিরূপণ করে। যা'রা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যের দাস্য করে, তা'রা কখনও বাস্তব-বিজ্ঞানে অধিকার লাভ করতে পারবে না। বাস্তব-বিজ্ঞানে অধিকার লাভ করতে হ'লে কামক্রোধাদিকে খুব ক'রে কমিয়ে আনতে হবে।

যেখানে শক্তির বিবাদমান ক্রিয়া, সেখানে জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গের ক্রিয়া। যেখানে শক্তি ব্যভিচারিণী হয় নাই, সেখানে প্রেমধর্ম্মের ব্যাঘাত হয় না। অবাস্তব বস্তু পরস্পর বিবাদমান হ'য়ে আত্ম-বিনাশের পথে প্রলোভনের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে। অবস্তু সম্বন্ধে যে ধর্ম্ম আছে, তা'রা সকলেই অবাস্তব। কেবল চেতন-বিজ্ঞানে অন্য বস্তুর সহিত সান্নিধ্য বা মিশ্রণ হয় না।

খণ্ড বস্তুতে যে ধর্ম্ম আছে তাহা খণ্ডের পরিমাণানুসারে প্রদত্ত হ'য়েছে। এক বস্তুতেই সকল ধর্ম্ম পূর্ণ-ভাবে পাওয়া যায় না। যেমন রুদ্র-দেবে সংহারের অস্তিত্ব, ব্রহ্মায় প্রজা-সৃষ্টি শক্তির অস্তিত্ব,—এই দুইটী বিষ্ণু-কর্ত্তৃক প্রদত্ত শক্তিদ্বয়। এক আধিকারিক দেবতাতে যে শক্তি আছে, আর এক আধিকারিক দেবতাতে সেই শক্তির অভাব। কিন্তু বিষ্ণুর স্থিতি-সম্বন্ধে যখন বিচার, তখন বস্তুর বিচার, বস্তু—মায়ার বিচার বা আধিকারিকগণের খণ্ডশক্তির বিচার নয়। যখন জন্ম-ভঙ্গের বিচার হয়, তখন বস্তু-মায়ার বিচার। আমরা তখন ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী জগজ্জননী বলি। যে জিনিষটা চেতনের ভাবকে আবৃত ক'রে অচেতনের ভাবটা আনিয়ে দিচ্ছে—খণ্ডভাবের প্রচার করছে, সেই জিনিষটা যে শক্তির দ্বারা হচ্ছে, সেখানে harmonising শক্তি নাই সেখানে একটী Rupturing Potency এর fountain head trace করা যেতে পারবে যা কেবল 'অব্যভিচারিণী ভক্তি' নহে—যা' শক্তিতে শক্তিতে সংঘর্ষ করাচ্ছে। এইরূপ ধারণা শক্তির বিচার পোষণ করতে করতে আরোহ-বাদী ব্রহ্মের-নিঃশক্তিত্ব বিচার করেন। 'বড়' আর 'ছোট'—'বৈকুণ্ঠ' আর 'মায়া' ব'লে দুটো কথা হয়েছে। মেপে-নেওয়া-ধর্ম্ম যে যে শক্তিতে এসে পড়েছে, সেখানে মায়ার তাণ্ডব-নৃত্যে লঘুত্বের বিচারই গুরুত্বের বিবর্ত্ত উৎপাদন করছে। "দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল এই মন্দ—এই সব ভ্রম॥" 'সঙ্কল্প' ও 'বিকল্প' যেখানেই হয়, সেখানেই 'মনোধর্ম্ম'। একটা গ্রহণ করা হচ্ছে আর একটা নাকচ করা যাচ্ছে। মন একতৎ-পরতা হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন তাৎপর্য্যপরতায় বিক্ষিপ্ত হয়। জন্ম, সাময়িক স্থিতি ও ভঙ্গময় এই জগৎ যে শক্তির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে ; যে শক্তি বিবর্ত্তটি ধারণ ক'রে লোককে ভ্রমোৎপাদন করায় সেই শক্তিই 'মায়া'। সেই 'মায়া' হ'তে পার পাবার একটি মাত্র উপায় গীতা আবিষ্কার ক'রেছেন। গীতা বহু উপায়ের কথা বলেন নাই—মনোধর্ম্মের 'যত মত, তত পথে'র কথা বলেন নাই—মনোধর্ম্মেরই বহুমত বহুপথ। আর আত্মধর্ম্মের রাজকীয় পথ, অব্যর্থ উপায়—একটী মাত্র। তা' ভগবানের বাণীতে প্রকাশিত—তা' শরণাগতির পথ,—তা' প্রপত্তির পথ—তা কেবলা ভক্তির পথ। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া-মেতাং তরন্তি তে।"

মায়া বহুরূপিণী হ'য়ে বিভিন্ন শক্তি প্রয়োগ ক'রছে—যদ্দ্বারা মায়া—আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি প্রয়োগ করছে। সেই বৃত্তিতে জীবের বস্তুর বাস্তবজ্ঞান আবৃত। এই মায়ার হাত হ'তে উদ্ধারলাভ করবার জন্য একমাত্র কৃষ্ণেরই শরণ গ্রহণ করা ব্যতীত আর অন্য কোন পন্থা নাই—'নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' আরোহবাদী বহু হ'তে একের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। সাংখ্য চব্বিশটি তত্ত্ব লক্ষ্য করছেন। পৃথিবী থেকে তিনি বিচারটাকে Start দিয়েছেন—যা' তিনি প্রত্যক্ষ জ্ঞানে দেখ্তে পান। প্রত্যক্ষকে অবলম্বন করে যে অনুমান হচ্ছে, তাই তাঁ'র ভিত্তি-সম্বল। তাই তাঁ'র শক্তি। অনেকের বিচারে বিশ্বে বহুদেবী-বাদ উপস্থিত হ'য়েছে। "অসদ্ অকরণাৎ, উপাদান-গ্রহণাৎ সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ।" জল থেকে 'দই' হ'তে পারে না, দুধ থেকেই 'দই' হয়। খণ্ডরাজ্যের সব জিনিষে সব নেই। লোহা আগুনে থাক্‌লে উত্তপ্ত হয়, তখন অপরকে পোড়াতে পারে; কিন্তু লোহার নিজের দাহিকা-শক্তি নাই। যত পার্থিব ব্যাপার বুদ্বুদের ন্যায় অভ্যুদয়ের নিশান নিয়ে মাথা উচু ক'রে দাঁড়াচ্ছে, সব থেমে যা'বে। যখন বস্তু বিকার প্রদর্শন করে, তখনই তা'র স্বরূপটী ফুটে উঠে অর্থাৎ 'বস্তু', না 'অবস্তু' ধরা পড়ে।

অপরা প্রকৃতি—প্র+কৃতি; যা' দ্বারা ভগবানের বহিরঙ্গ শক্তির ইচ্ছা প্রকৃষ্টরূপে স্থানপ্রাপ্ত হয়—বহিরঙ্গা শক্তির ইচ্ছা যেখানে কৃতিত্ব লাভ করে—নশ্বর অপ্রয়োজনীয় অভাবযুক্ত ব্যাপার-সমূহ প্রসূত করবার জন্য যে শক্তি আছে, সেই শক্তি—স্বরূপ-শক্তির ছায়া-সদৃশ। যেমন একটী মানুষের ছায়া পুকুরের জলে পড়েছে। ছায়াতে মানুষের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু ছায়াটা—জিনিষটা নয়।

ভগবান্—চেতন-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। তা'র বিপরীত বস্তু—চেতনের অভাবের জ্ঞাপক। ছায়াটাকে ঠিক সেই জিনিষটার মত দেখি। চুণ-গোলাকে 'দুধ' মনে করি—শ্যামা-ঘাসকে 'ধান' মনে করি। তখন analogy deceptive হয়। আমাদের বর্ত্তমান বহিঃপ্রজ্ঞা-প্রতারিত চক্ষু-দ্বারা বস্তু দর্শন করায় অবাস্তব বিজ্ঞানকে বহু মানন করছি—বস্তুতঃ অজ্ঞানকেই বিজ্ঞান বল্‌ছি—আলেয়ার পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছি।

প্রতিফলিত ব্যাপারটাকে বাস্তব বস্তু জ্ঞান করা কর্ত্তব্য নয়। শ্রীমদ্ভাগবতে বলেছেন—"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র" ইত্যাদি। শ্রীমদ্ভাগবত হ'তে অবাস্তব বিজ্ঞানের অধ্যাপক পার্থক্য লাভ ক'রেছে। অবিজ্ঞাত বস্তুকে যদি জান্‌তে না পারা যায়, তা' হ'লে ভ্রমযুক্ত জ্ঞান থাকা-কালে অবাস্তব বস্তুকে বস্তু ব'লে মনে করবার চেষ্টা হয়।

আমরা অধনকে 'ধন' জ্ঞান করছি। এই অবস্থা বাস্তব সত্য-বিষয়ে পূর্ণজ্ঞানের অভাব-জন্য। আমাদের স্বাস্থ্য পুনরায় লাভ হ'লে আমরা জান্‌ব,—ব্যারামের সময় আমরা কিরূপ প্রলাপ বক্‌ছিলাম! for the time being যে-টা আমাদিগকে suit করছে, সেটা সর্ব্বদা আমাদের সঙ্গে থাকবে না। Infant class এর জ্ঞানের সঙ্গে Post-graduate class এর জ্ঞানের তুলনা করলে আমরা বুঝতে পারি যে, জ্ঞানটা কিরূপ পরিবর্দ্ধিত হ'য়েছে। Paralysis হ'লে আমাদের যোগ্যতাও হঠাৎ বিনষ্ট হ'য়ে যায়। পরজন্মে অন্যত্র Posted হ'লে এ জন্মের সঞ্চিত জ্ঞানের অকর্ম্মণ্যতা সাধিত হয়।

"মুক্ত্যৈ যঃ প্রস্তরত্বায় শাস্ত্রমূচে মহামুনিঃ।" পাথরের ন্যায় অনুভূতি-রাহিত্য অচিন্মাত্রবাদীর কাম্য। প্রকৃতিকে প্রসূতি-জ্ঞান করার প্রণালী—মূর্খতা। নিরীশ্বর সাংখ্যের বিচারের সহিত নির্ব্বিশেষ-বিচারের আন্তরিক সহানুভূতি আছে—বাইরের দিকে একটা আপাত-পার্থক্যের প্রহেলিকা থাক্‌লেও তা'রা পরস্পর আত্মীয়।

আগস্ত কোমতের Positivism 'বাস্তব-বিজ্ঞান' নহে। ঐরূপ বাস্তবতা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য নয়। উহা বস্তুতঃ অবাস্তব দর্শন। আধ্যক্ষিক দার্শনিক মত ভারতীয়ই হউক, আর অভারতীয়ই হউক, অবাস্তব-বিচারের অসুবিধার মধ্যে প'ড়ে গিয়েছে। যাঁ'রা আমিত্বের প্রাপ্য ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-মাত্র বুঝেছেন, তাঁ'রা

অবাস্তব বস্তু-জ্ঞানে আবদ্ধ হ'লেন। বাস্তব-বস্তুবিজ্ঞান উদিত হ'লে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদিকে সাধনের ক্রম ব'লে আমরা গ্রহণ করি না। আর অবাস্তব-বস্তুজ্ঞানে এই জগতের চিন্তাস্রোত নিয়ে ধর্ম্মার্থ-কাম-সেবা এবং মোক্ষকে প্রয়োজন জ্ঞান ক'রে Start করি। বুভুক্ষু-সম্প্রদায়—ধর্ম্মার্থ-কাম আর মুমুক্ষু-সম্প্রদায়—ধর্ম্মার্থ-কাম পরিত্যাগ ক'রে বা ধর্ম্মার্থ-কামকে ভোগ করতে করতে মুক্তিভোগকামী। এই প্রবৃত্তি যে-কাল পর্য্যন্ত থাকে, সে-কাল পর্য্যন্ত আমরা অবাস্তব বিজ্ঞানে আবদ্ধ।

সম্পূর্ণভাবে অপ্রতিহত কৈবল্য হচ্ছে—প্রেমা। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবাই—প্রেমা। তা'তে অমঙ্গলের কোন কথাই নেই। বাস্তব বস্তু জান্‌তে হ'বে। বস্তুর শক্তি কত রকম জান্‌তে হ'বে। অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা,—এই উভয় শক্তির বিক্রম না জান্‌লে তাটস্থা শক্তি অজ্ঞানাবৃত হ'য়ে অবাস্তব বস্তুকেই বাস্তব বস্তু ব'লে মনে করে।

ভুক্তি মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ 'শ্রীচৈতন্যের সেবা কর্‌ব না'—এই বিচার প্রবল হ'লে ভুক্তিরূপ ডাইনী আমাদের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়। তখন পঞ্চক্লেশে আমাদিগকে আবদ্ধ করে। তখন আমরা একবার বুভুক্ষার, আর একবার মুমুক্ষার ফুটবল হ'য়ে পড়ি। যে জিনিষটা আমাদের জানা উচিত ছিল, সে জিনিষটা না জেনে আমরা অভাবগ্রস্ত জিনিষটাকে জান্‌তে চাচ্ছি। অবাস্তব বস্তুতে বস্তু ভ্রমই—বিবর্ত্ত। যে বিষয়ে আমরা কামলুব্ধ হ'য়ে দৌড়াচ্ছি, সেই জিনিষটা পেলেই আমাদের সুবিধা হ'য়ে যাবে—এরূপ ভোগোন্মুখতা অবাস্তব-বস্তু-বিজ্ঞান হ'তে উদিত হয়। ডাসা বৈরাগী হওয়াটাকেই আমাদের প্রচ্ছন্ন- ভোগের সুযোগ মনে কর্‌ছি। আমাদের নানাভাবে ambitious করিয়ে মায়াদেবী আমাদিগকে ভোগী করাচ্ছে। এজন্য বুদ্ধিমান্ লোক বুভুক্ষা ও মুমুক্ষাকে 'ডাইনী' বলেছেন।

ভগবদ্‌বস্তুকে আমি deprive কর্‌ব—কলা দেখিয়ে দিব—আমার সুবিধা ক'রে নিব; কিন্তু জানি না, কি ক'রে সুবিধা হয়। ত্রিপুটী বিনষ্ট হ'য়ে গেলে আমার সুবিধা হ'বে মনে কর্‌ছি। 'চিন্মাত্র' হ'য়ে যা'ব আমি! আমার নিত্য চিদ্‌বিশেষ আমি চাই না,—যেহেতু, অচিদ্-বিশেষ আমাকে 'জুজু' দেখিয়ে দিচ্ছে। সেই জুজুর ভয়ে আমি ভীত। যে ছায়াগুলো আমি সংগ্রহ ক'রেছি, সেই ছায়াগুলো আমার পকেটে করে রাখ্‌তে হ'বে—মরে গেলে সব ছায়াগুলো রেখে যাব। এই হাতে ক'রে রেখেছি যে টাকা, তা' ছেড়ে চ'লে যেতে হ'বে। যে জ্ঞানটুকু বিশ্ব হতে সংগ্রহ করেছি, তা' ছেড়ে চলে যেতে হ'বে। আমি এই সৌর-জগতে Posted হ'ব, না কোথায় Posted হ'ব, জানিনা; কারণ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড। যে-সব জিনিষকে আমি সম্পত্তিবোধে গ্রহণ করেছি ও কর্‌ছি, সেই সকল সম্পত্তি নষ্ট হ'য়ে যায়—এ প্রত্যক্ষ দেখছি। খানিকক্ষণের জন্য অর্জ্জন—অর্জ্জিত দ্রব্যকেও আবার হস্তান্তরিত কর্‌তে হয়। অবাস্তব-বিচারে ব্যস্ত আমি—বস্তুর ছায়ায় ব্যস্ত আমি—বস্তুর প্রতি ব্যস্ত নহি। অভাবগ্রস্ত যে আমি দ্রব্য-সংগ্রহ কর্‌বার জন্য প্রস্তুত—পুণ্য-সংগ্রহ করবার জন্য প্রস্তুত—আমার সেই সকল যত্ন কেবল আমার aggrandisement এর জন্য—আমার দাড়ে ছোলা দাও—আমি পাখী। কিন্তু আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণ কয় মিনিটের জন্য? এই ইন্দ্রিয়ও থাক্‌বে না—তৃপ্তিও থাক্‌বে না। 'স্বর্গ' (Paradise) 'বিহিস্তা' আমাকে ভবিষ্যতে সুখ দিবে, ইহা কেবল ভোগা-দেওয়া-বুদ্ধি। ইহ-জগতে আমি ভোগ চাই না—আমি কেবল 'বুঁদ' হ'য়ে যা'ব—আমার মুক্তির জন্য যে ইচ্ছা, তাহাও অবাস্তব। ব্রহ্ম-সাযুজ্য তত অপরাধজনক নয়, ঈশ্বর-সাযুজ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরাধজনক। ব্রহ্ম—কেবল জ্ঞান-মাত্র। সেটা Virtually cessation of conception and Perception.

সুখের প্রার্থী আমরা সকলেই। সুখের মধ্যে কোনরূপ দুঃখ এসে উপস্থিত না হয়, এজন্যই আমরা ব্যস্ত। ভুক্তি-মুক্তিতে থাকা মানে ডাইনীর হাতে থাকা। 'মুক্তি' ব'লে যে জিনিষটা অহংগ্রহোপাসক বিচার করেন, সে জিনিষটা অশ্বডিম্ববৎ। Impersonalist দের মুক্তি—বিকারের মধ্যে মুক্তিকে স্থাপন করা;

কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, —"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" স্বরূপে অবস্থান করা মানে— ভক্তিতে অবস্থিত থাকা। 'অনিত্য' কখনও 'নিত্য' হ'তে পারে না; 'নিত্য' কখনও 'অনিত্য' হ'তে পারে না। 'নিত্য' ও 'অনিত্য' যদি কোথাও একস্থানে থাকে, সেটা হচ্ছে—তটস্থাবস্থা।

ভক্তির সুখ-সমুদ্র কি প্রকারে উদিত হ'বে—যদি ধর্ম্মার্থ-কাম চরম কল্যাণের বস্তু ব'লে বিবেচিত হয়? যে প্রীতিকর ধর্ম্ম বর্ত্তমানে আমাদের নিকট পরম অপ্রীতিকর ব্যাপার, তা'কে বাধা দিবার জন্য যত প্রকার কঠিন শুষ্ক তর্কশাস্ত্রের কথাগুলি, তা'র মূল্য কতটুকু? ভুক্তি-মুক্তি-কামীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা দুরাকাঙ্ক্ষা স্মরণ ক'রে ভগবদ্ভক্ত হাস্য সম্বরণ করতে পারেন না। কিন্তু তাঁহারা অনেক সময় হাস্য করেন না ব'লে ভুক্তি-মুক্তি-কামী মনে করেন যে, ভগবদ্ভক্তগণের বুদ্ধি কম।

যে ভক্তির কথা বলা হচ্ছে, সেই ব্যাপারটা কি? আমি কর্ত্তা, আমি কর্ম্ম করে আমার মন-গড়া ভাল ক'রে নিব,—এটা হলো—কর্ম্মকাণ্ড। এতে যথেচ্ছাচারিতা বা সৎকর্ম্ম-প্রবৃত্তি আছে। সকলেই কর্ম্মী—কেহ পাপিষ্ঠ, কেহ পুণ্যবান্। ভক্তি পরিবর্ত্তনশীল বস্তু নয়।

অধোক্ষজ-কৃষ্ণজ্ঞানাতীত যে জ্ঞানের কল্পনা—তা 'অভক্তি'। কৃষ্ণজ্ঞান ভক্তির অনুকূল। যিনি যে পরিমাণ সেবা করেন, তিনি অপ্রাকৃত কৃষ্ণজ্ঞানে ততদূর সমৃদ্ধ হন। শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রীগৌর-সুন্দরের নিকট ভক্তির সংজ্ঞা শুনেছিলেন :—'অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা'॥ ইহাই অবিমিশ্রা বা শুদ্ধাভক্তির সংজ্ঞা। "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং"—এটাই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। কেহ বল্‌ছেন,—নারায়ণের অনুশীলন, বিষ্ণুর অনুশীলনই 'উত্তমা ভক্তি', কেহ বা বিষ্ণুপর্য্যায় পরিত্যাগ ক'রে স্বতন্ত্র দেবতাভক্তি, পিতৃভক্তি, দেশভক্তি প্রভৃতিতে 'ভক্তি'-সংজ্ঞার সংযোগ করছেন। অবিদ্বদ্রূঢ়িতে যত প্রকার ভক্তির উদাহরণ বা সংজ্ঞা, তা 'ভক্তি' পদবাচ্য নয়। কেবলা ভক্তি—সর্ব্বোত্তমা ভক্তি, একমাত্র কৃষ্ণানুশীলন। সঙ্কীর্ণ রতিজাত নারায়ণ-ভক্তি, বিষ্ণুভক্তি প্রভৃতি 'ভক্তি'-পদ-বাচ্য; কিন্তু তা' 'উত্তমা ভক্তি' নহে। কৃষ্ণের অন্যান্য অবতারের প্রতি ভক্তিতে ভক্তির পরিমাণ কম হ'য়ে যায়—ভক্তির পূর্ণপ্রগ্রহ পরিমুক্ত হয় না। বিষ্ণু-পর্য্যায়ে যে-সকল বস্তু, তা' কৃষ্ণেতর ন'ন, এক মূল দীপ হ'তে অপর বহু দীপ প্রজ্জ্বলিত এইমাত্র। আর দেবতার বিচার বিষ্ণু হ'তে অন্য স্তরে স্থাপিত। বিষ্ণুর অবতার-সমূহ—মায়াগ্রস্ত ন'ন, তাঁ'রা সকলেই মায়াধীশ।

যাহা মায়ার দ্বারা আবৃত, তাহাকে বিষ্ণু ব'লে কল্পনা করা ও তাহাতে 'ভক্তি'র আরোপ করা—বিষ্ণু-বিদ্বেষ; যেমন—'দরিদ্রনারায়ণ' প্রভৃতি কল্পিত শব্দ—চেতনধর্ম্মে মহাপরাধ—অবাস্তব জ্ঞানের দ্বারা বিদ্ধ হওয়ার অবস্থা। 'কৃষ্ণ'-ব্যতীত—'বিষ্ণু'-ব্যতীত অন্য বস্তুতে ঈশ্বরজ্ঞান—একটা ভয়াবহ ব্যাধি-বিশেষ।

ভগবত্তার পুরুষোত্তমত্ব (personality of god-head) নষ্ট করব—এই দুর্ব্বুদ্ধিটা চেতনের বৃত্তিটা নষ্ট করবার দুরাশা; চেতনের বৃত্তিটার অপব্যবহার যদি কেহ করেন, তা' তিনি করতে পারেন। কিন্তু অনুকূলভাবে কৃষ্ণের অনুশীলন করা আমাদের দরকার। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির বিচার থাক্‌লেও জ্ঞানের দ্বারা আবৃত হ'য়ে যাচ্ছে—আত্মার কেবলা অপ্রতিহতা বৃত্তি। কেবলা ভক্তি আত্মার বৃত্তি—unalloyed function of the soul—জ্ঞানটা বিপরীত জাতীয় বস্তু। জ্ঞান হচ্ছে—নিজ-কর্ত্তৃক সেবাপরতা, ভক্তি—সেবাপর আত্মচেষ্টা। জ্ঞান যদি নিজ বাহাদুরী—সুবিধা লাভাশায় ভগবদ্ভক্তকে আক্রমণ করে, তবে সেই জিনিষটা পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হয়ে যায়। কর্ম্মাবরণ বা জ্ঞানাবরণ থাকা-কালে 'ভক্তি' ভেজাল বা বিপরীত জিনিষের সহিত মিশ্রিত র'য়েছে। রামানন্দি-সম্প্রদায়ে বিদ্ধাভক্তির বিচার। রামের উপা-সনা—রামের প্রতি ভক্তি ক'রেও ফল-কালে একীভূত হওয়ার জন্য চেষ্টা। শ্রীরামানুচার্য্যের ভাষ্য তাঁ'রা

আলোচনা করেন না। অযোধ্যাবাসী রামানন্দী-সম্প্রদায় রামানুজীয় বিচার হ'তে পৃথক্। কোন কোন রামানুজীয়ও এখন রামানন্দীর বিচার গ্রহণ কর্ছেন। তাঁরা লক্ষ্মীনারায়ণের পূজার পরিবর্ত্তে সীতা-রামের পূজা এবং যোগবাশিষ্ঠ পড়্‌তে গিয়ে শঙ্করের বিচারে প্রবেশ কর্ছেন। কেহ কেহ পঞ্চোপাসক হয়েও পড়্‌ছেন—দেবান্তর পূজা কর্ছেন। শ্রীরামানুজাচার্য্যের বিচার তা' নয়। অন্য দেবতার পূজা করতে গেলে তা'তে অন্যাভিলাষ এসে উপস্থিত হয়—অব্যাভিচারিণী ভক্তি বিনষ্ট হয়। স্বতন্ত্র দেবতান্তরপূজা ভক্তি নহে-অন্যাভিলাষ-ময়ী অভক্তি? অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপঃ, ব্রত প্রভৃতি আবরণ রহিত অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনই—ভজন। অন্যাভিলাষীর ঐহিক ফললাভ, কর্ম্মীর পারলৌকিক নশ্বর-ফললাভ, নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসুর জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃত্বাভাব জন্য স্বরূপ-নির্ব্বাণ-চেষ্টা প্রভৃতি সাধ্য বস্তুর-ভগবৎ প্রেমের সহিত তুলনা হয় না। ভগবৎ প্রেমা যাঁহার নিকট সাধ্যবস্তুরূপে নিত্যকাল পরিদৃষ্ট হইবার পরিবর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল সাধ্য-বিচার—প্রাপঞ্চিক বা ঔপাধিক অজ্ঞানের সহিত সমশ্রেণীস্থ সাধ্যের উদ্দেশে সাধকের চেষ্টার নামই 'সাধন'। সাধকের স্বরূপ-জ্ঞানের অন্তর্গত বর্ত্তমান প্রপঞ্চ ও পঞ্চকোষাবৃত, সুতরাং এই আবরণ পঞ্চকের উন্মোচন সাধিত না হইলে সাধ্য-ভূমিকার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। আবার সাধ্য-বস্তুকে প্রপঞ্চান্তর্গত করিবার ভ্রান্তি উপস্থিত হইলে সাধ্যাভি-ধেয়ের প্রতি অবিচারিত বিধান পরিলক্ষিত হয়। এজন্য সাধনকালীন ভক্তের অনর্থনিবৃত্তিচেষ্টা কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া সাধারণের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইলেও সাধনভক্তি কেবলমাত্র ঔপাধিক-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট মনোনিগ্রহ-লক্ষণাত্মক ব্যাপার মাত্র নহে। উহা নিরুপাধিকা-সেবা-প্রবৃত্তিস্বরূপা ও তৎফলে গৌণভাবে দ্বিতীয়াভিনিবেশজ-অতদ্বস্তুর সংসর্গরহিত মনোনিগ্রহ লক্ষণাত্মিকা।

প্রপঞ্চে উদিত সকল আচার্য্যই ভগবদ্ বস্তুকে 'সম্বন্ধ' ভগবৎসেবাকে 'অভিধেয়' এবং ভগবৎ প্রীতিকেই 'ফল' রূপে বর্ণন করিয়াছেন, তবে তাঁহাদের অধস্তনগণ সেই সকল কথায় অন্যাভিলাষ-মিশ্রা, কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞান-মিশ্রা সেবাকে সাধনাত্মক অভিধেয়রূপে গ্রহণ করায় ফলকালে নিত্যভক্তির অধিষ্ঠান বিস্মৃত হইবার ছলনা দেখাইয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে আত্মার নির্ম্মলাবৃত্তি 'ভক্তি' আচ্ছাদিত হওয়ায় শ্রীব্যাসদেবের নিজ-গুরূপদেশের সহিত উহা অমিল হইয়া পড়ে। কালপ্রভাবে বেদসিদ্ধান্তের প্রতিকূলে যে চতুর্দ্দশ-প্রকার প্রবল মতবাদ কলিকালে প্রচারিত হইয়াছিল, উহাদের কথা শ্রীসায়ন-মাধব 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে' উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে

এই— ১। বেদ বিদ্বেষী, অন্যাভিলাষী, আধ্যাত্মিক গুণোপাসক নাস্তিক চার্ব্বাক-সম্প্রদায়। ২। ক্ষণিকবাদী গুণোপাসক নাস্তিক তার্কিক বৌদ্ধ-সম্প্রদায়। ৩। স্যাদবাদী গুণোপাসক তার্কিক জৈন আর্হত-সম্প্রদায়। ৪। নিরীশ্বর নির্গুণাত্মবাদী তার্কিক সাংখ্যবাদী কপিল-সম্প্রদায়। ৫। সেশ্বর নির্গুণাত্মবাদী তার্কিক পাতঞ্জল-সম্প্রদায়। ৬। চিজ্জড়সমন্বয়বাদী শ্রৌতব্রুব কেবলাদ্বৈত-বিচারপর (হরিবিমুখ) শাঙ্কর-সম্প্রদায়। ৭। বাক্যার্থবেদী শ্রৌতব্রুব সগুণোপাসক মীমাংসক-সম্প্রদায়। (৮) উৎপত্তি-সাধনাদৃষ্টবাদী শব্দপ্রমাণান্তরানঙ্গীকারী সগুণোপাসক নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়। (৯) উপত্তিসাধনাদৃষ্টবাদী শব্দপ্রমাণান্তরাঙ্গীকারী সগুণোপাসক বৈশেশিক-সম্প্রদায়। (১০) পদার্থবেদী শ্রৌতব্রুব সগুণোপাসক বৈয়াকরণ সম্প্রদায়। (১১) নিরস্ততর্ক ভোগ-সাধনাদৃষ্টবাদী জীবন্মুক্ত-বিচারপর সগুণোপাসক শৈব রসেশ্বর-সম্প্রদায়। (১২) ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী বিদেহমুক্তিবাদী আত্মৈক্যবাদী সগুণোপাসক প্রত্যভিজ্ঞ-সম্প্রদায়। (১৩) ভোগ সাধনাদৃষ্টবাদী, আত্মভেদবাদী বিদেহমুক্তিবাদী কর্ম্মানপেক্ষ ঈশ্বরবাদী সগুণোপাসক নকুলীশ পাশুপত শৈব-সম্প্রদায়। (১৪) ভোগসাধনাদৃষ্ট-বাদী বিদেহমুক্তিবাদী আত্মভেদবাদী কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরবাদী সগুণোপাসক শৈব-সম্প্রদায়।

হঠযোগ, রাজযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ব্রত-তপস্যা-যোগ প্রভৃতি অভক্তিযোগ—ইহারা

'ভজন'-পদ বাচ্য ন'হে। (শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।১৪।২০)—ন সোধয়তি মাং যোগো ন 'সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম'ইত্যাদি। যোগ-পন্থায় কৃত্রিমরূপে কখনই মন স্থায়ীভাবে নিয়মিত হইতে পারে না,—যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ। মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥ (ভাঃ ১।৬।৩৬) অনুক্ষণ মুকুন্দসেবা দ্বারা কামাদি-রিপু-বশীভূত অশান্ত মন যেমন সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগ-মার্গ অবলম্বন ক'রে তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না। এবং ভা ১০।৫১।৬০ শ্লোকে—অভক্তগণ প্রণায়ামাদি ক'রে চিত্তকে নিরোধ ক'রে থাকেন, কিন্তু তা'-দ্বারা তাঁদের চিত্ত বিষয়মলশূন্য হয় না ব'লে আবার বিষয়াভিমুখী হ'য়ে পড়ে। ভাঃ ১১।২৯।২—প্রায়ই দেখা যায়, যে-সকল যোগী যোগমার্গে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করবার চেষ্টা করেন, তাঁ'রা মনোনিগ্রহ-বিষয়ে ব্যাকুল হ'য়ে ক্লেশ পেয়ে থাকেন, কারণ তা' দ্বারা তাঁদের মনোনিগ্রহ হয় না। কর্ম্মের দ্বারা কখনই আত্যন্তিক চিত্তশুদ্ধি হ'তে পারে না। যথা ভা ৬।১।১১ শ্লোকে—পাপাচরণ সমূহ কর্ম্ম; আবার চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তসমূহও কর্ম্ম। অতএব কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্ম সমূলে উচ্ছেদ করা যায় না; কারণ ঐ সকল প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্মের অধিকারিগণ সকলেই অবিদ্যাগ্রস্ত পুরুষ। তাহাদের অবিদ্যা বিধ্বংস না হওয়ায় প্রায়শ্চিত্তদ্বারা একবার পাপক্ষয় হইলেও সংস্কার বশতঃ পুনঃ পুনঃ পাপান্তরেরই অঙ্কুরোদ্গম হইয়া থাকে। অবিদ্যানিহর্ত্তকত্ব-হেতু ভগবদ্-জ্ঞানই-একমাত্র প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত। ভাঃ ৬।১।১৮—মদ্য কুম্ভ জলে ধৌত করিলে যেরূপ পবিত্র হয় না; তদ্রূপ নারায়ণ পরাঙ্মুখ হইয়া প্রায়শ্চিত্তাদি আচরণ করিলে পবিত্র হওয়া যায় না। (নামাপরাধই হয়)। মুণ্ডক ১।২।৯—অজ্ঞব্যক্তিগণ বহুবিধ অবিদ্যার মধ্যে থাকিয়াই, 'আমরা কৃতার্থ হইয়াছি',—এইরূপ মনে করে। যেহেতু তাহারা কর্ম্মী, কর্ম্মে অনুরাগবশতঃ প্রকৃততত্ত্বে অনভিজ্ঞ। এই জন্যই তাহারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া কর্ম্মফলে যে স্বর্গাদি লোক লাভ করে, পুণ্যক্ষয় হইলে সেই স্থান হইতে চ্যুতহয়। এবং চৈঃ চঃ—"কর্ম্মনিন্দা' কর্ম্মত্যাগ, সর্ব্বশাস্ত্রে কহে, কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥" হরিকথা শ্রবণ ব্যতীত কখনও কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপঃ-ব্রতাদি দ্বারা আত্যন্তিক চিত্তশুদ্ধি হ'তে পারে না।

জ্ঞান সাধনায় চিত্ত প্রশান্তি বা আত্মারামতা লাভ হইলেও হরিকথা শ্রবণ—কীর্ত্তনানুশীলন ব্যতীত এইরূপ আত্মারামতা অধঃপতনেরই কারণ হয়ে থাকে।

'মা যা='যা'হা নহে'—'মায়া'। আর 'যাহা হয়, তাহা ভগবান্, Positive something. ভগবদ্রাহিত্য বা Negative Idea—'মায়া'। Positive Personal God এর সঙ্গে মায়ার ধারণা-সংযোগেই অহংগ্রহোপাসনা। আমি যে সময় আমাকে ভগবানের সেবক ব'লে বুঝ্‌তে পারি, তখনই মায়ার সেবায় আচ্ছন্ন হই না। আর যতক্ষণ ভগবৎ সেবকাভিমানে প্রতিষ্ঠিত না হই, যতক্ষণ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবীপ্রতিষ্ঠা না আসে, ততক্ষণ যোষারূপে জগৎ দেখি, তখন আর 'ঈশাবাস্য' জগৎ দর্শন হয় না। তখন প্রভুত্ব ব'লে একটা মেজাজ মাথায় ঢুকে পড়ে। পরহিংসারত হ'য়ে ছাগল, মুরগী, মাছ মার্‌তে যাই অথবা নদীর জল, গাছের ফল, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ কর্‌তে ধাবিত হই। যখন বিজ্ঞান উপস্থিত হ'বে, তখনই বুঝ্‌তে পার্‌বো। ইন্দ্রিয়গুলি delegated Power (প্রতিনিধি অধিকারে ন্যস্তশক্তি) মাত্র। আমার ভোগের প্রবৃত্তি—দুর্ব্বুদ্ধি কেটে যেতে পারে একমাত্র দিব্য-জ্ঞানের দ্বারা। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ—মদ-মাৎসর্য্যে গর্ব্বিত Professor class এর (প্রচারক শ্রেণীর) নিকট যাব না; তা'হলে কখনই দিব্যজ্ঞান লাভ কর্‌তে পার্‌বো না। আমার যে স্বভাব, তাহা এই বিকৃত প্রতিফলিত জগতে এসে ভুলে গিয়েছি।

ভগবান্‌কে যে মুহূর্ত্তে ভুলে যাবো, সেইমুহূর্ত্তেই আমি একজন অভ্যুদয়বাদী বা সংগ্রহকারী হ'য়ে পড়ি। আমি তখন ভূমি, বিদ্যা, অর্থ প্রভৃতি অপস্বার্থপূরক প্রাকৃতদ্রব্য-সংগ্রহের জন্য আমার মনঃ প্রাণ ঢেলে দিই।

তা' হ'লে improper use হ'বে এবং আমার নিজ চেতনধর্ম্মের অসদ্ব্যবহার এবং তাহাতে অসদ্বিচার এসে যাবে; তখন আমি অধিরোহবাদী হ'য়ে জগতের বস্তু-সংগ্রহে ব্যস্ত হ'ব। 'অধিরোহবাদ' বল্‌তে রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধবার নীতি। ইহা শ্রীমদ্ভাগবত পরিত্যাগ করতে বল্‌ছেন। একটা হ'চ্ছে লণ্ঠন যোগাড় ক'রে গায়ের জোরে রাত্রে সূর্য্য দেখ্‌তে যাওয়ার চেষ্টা, আর একটা হচ্ছে অরুণোদয়ের সাধনা ক'রে সূর্য্যরশ্মিতে সূর্য্য দেখা। প্রেয়ঃকামী হ'লেই আমাদের আরোহবাদী হ'তে হ'বে,—জ্ঞানের প্রয়াস, যোগের প্রয়াস, কর্ম্মের প্রয়াস করতে হ'বে। আরোহবাদের চেষ্টাটা সর্ব্বদাই অসম্পূর্ণ থাক্‌বে। বিশ বছরের সভ্যতা-অভিজ্ঞতা একশো বছরের সভ্যতা-অভিজ্ঞতার কাছে ক্ষুদ্র মনে হ'বে আবার দুশো বছরের কাছে আরও অসম্পূর্ণ ও ভুল-ভ্রান্তিপূর্ণ প্রমাণিত হ'বে, হাজার বছরের কাছে পূর্ব্বের অভিজ্ঞতা একেবারে বাতিল হ'য়ে পড়্‌তে পারে। কাজেই আরোহবাদের রাস্তা বুদ্ধিমান ব্যক্তি অনুসরণ করেন না।

যতদিন আমাদের নিজের শক্তির উপর—নিজের আত্মম্ভরিতার উপর—নিজের অভিজ্ঞানের উপর নির্ভর করবার বুদ্ধি থাকে, ততদিন মানুষ ভগবচ্চরণে প্রপন্ন হ'তে পারে না। প্রপত্তি বা শরণগতি বুদ্ধি না আসা পর্য্যন্ত আমরা আরোহবাদকে বহুমানন ক'রে থাকি। যখন নিজের ধার-করা-শক্তির ক্ষুদ্রতা—নিজের আত্মম্ভরিতার অকিঞ্চিৎকরতা—নিজের চেষ্টার ব্যর্থতা বুঝ্‌তে পারি, তখনই আমরা শরণাগত হ'য়ে অবরোহবাদ স্বীকার করি। যতক্ষণ জীব মদমত্ত গজেন্দ্রের ন্যায় নিজের ক্ষুদ্র অহমিকাকে বড় মনে করে—তা'র উপর অহমিকা থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত সে আরোহবাদকে বহুমানন করে; যখন তা'র চিত্তে ভগবদাশ্রয়ত্বের মহিমা উদিত হয়, তখন প্রপত্তি বা অবরোহবাদে তা'র চিত্ত ধাবিত হয়। সাধুগণ প্রপত্তির কথাই ব'লে থাকেন। তাঁ'রা অধিরোহবাদের উপদেশ দেন না। যিনি যত বড়ই হউন না কেন, অধিরোহবাদকে মঙ্গলের পথ মনে কর্‌লে তাঁ'র পতন অবশ্যম্ভাবী। কৃষ্ণই সর্ব্বাশ্রয়, অন্যাশ্রয়বুদ্ধি কখনও আমাদিগকে রক্ষা করতে পারে না,—"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মগণেরই—কর্ম্মকাণ্ডীয় বুদ্ধি, তা'রা অভ্যুদয়বাদী—তা'রাই আরোহবাদী, আর মোক্ষবাদী জ্ঞানিযোগিগণ নিজের চেষ্টায় উঁচু হ'তে চান। "জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি" মানে। জ্ঞানী ব্রহ্ম হ'তে চা'ন। ক্ষুদ্রের বড় হওয়ার পিপাসার নামই—আরোহবাদ। যোগী দু'চার—পাঁচ হাত উঁচু হ'তে চা'ন,—বিভূতি বা কৈবল্য লাভ কর্‌তে চান—এ সকলই আরোহ চেষ্টা। এ'তে জীব 'আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়॥" আমরা যে যেখানে আছি, সেখান থেকে আরোহবাদী জ্ঞানী হওয়ার যত্ন না ক'রে—আরোহবাদী-কর্ম্মী-যোগী হওয়ার দুর্ব্বুদ্ধি না ক'রে—বুভুক্ষা ও মুমুক্ষাদ্বারা তাড়িত না হ'য়ে যদি কায়মনোবাক্যে প্রপন্ন হ'য়ে সাধুর কথা শ্রবণ করি, তা'হলেই অজিত আমাদের কাছে জিত হ'বেন। যতটা পণ্ডিত আছি বা মূর্খ আছি—যে যেখানে আছি, সেখানে থাকা কালেই সাধুদিগের মুখ-দ্বারে অবতীর্ণ বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে আমারা পরিচ্ছিন্ন ভূমিকায় অর্থাৎ কুণ্ঠ-রাজ্যে বাস ক'র্‌ছি, আমরা যদি এখানে আমাদের mental spaculation নিয়ে শাস্ত্র বিচার করতে আরম্ভ করি, তা'হলে আমরা বঞ্চিত হ'ব। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষার দ্বারা তাড়িত হ'য়ে শাস্ত্র আলোচনা করা মানে—শাস্ত্রকে আমাদের অধীন ক'রে ফেল্‌তে চাওয়া, কিন্তু শাস্ত্র—সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—কৃষ্ণের অবতার। তিনি ব'ল্‌ছেন,—"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥" মায়ার প্রভু হওয়ার জন্য যে চেষ্টা, সেটা—কর্ম্মকাণ্ড। প্রভুত্ব-মদমত্ত হ'য়ে যে উপদেশ লাভ করবার অভিনয় করি তা'তে আমরা বঞ্চিত হই। শাস্ত্র আমাদের কাছে প্রকাশিত হ'ন না, শাস্ত্র শরণাগতের কাছেই প্রকাশিত হন, "যস্য দেবে পরাভক্তির্যথাদেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" যাঁ'র ভগবানে উত্তমা ভক্তি, পরা ভক্তি অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিশূন্যা অহৈতুকী ভক্তি আছে, আবার যেমন ভগবানে, তেমনি শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধভক্তি আছে,

তাঁর কাছেই শ্রুতির মর্ম্মার্থ প্রকাশ পেয়ে থাকে।

যখন অদ্বয়জ্ঞান উপস্থিত হয়, তখন সংঘর্ষ ব'লে কোন কথা এসে উপস্থিত হয় না। মায়া কৃষ্ণেরই শক্তি, কৃষ্ণকে নির্দ্দেশ ক'রে। কৃষ্ণকে 'মায়া' বলা যায় না অথচ 'মায়া' কৃষ্ণ ছাড়া অন্য বস্তু নয়। ভগবান্ একটি, আর মায়া আর একটি, এই দুটো জিনিষ নয়। 'মায়া' ভগবানের বাইরের অঙ্গের একটা শক্তি। শ্রীধরস্বামী টীকায় বল্‌ছেন,—'তদপাশ্রয়াং ঈশ্বরাশ্রয়াং তদধীনাং মায়াঞ্চাপশ্যৎ'। জীব পূর্ণপুরুষের শক্তি—স্বয়ং পূর্ণপুরুষ নহে। পূর্ণপুরুষ কখনও মায়ার দ্বারা অভিভূত হ'ন না, যেহেতু পূর্ণপুরুষের অধীনা—'মায়া'—"মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।"

যারা দরিদ্রতাকেই 'নারায়ণত্ব' বলে, তারা নারায়ণের মায়ায় আচ্ছন্ন হ'য়ে কর্ম্মকাণ্ডী হ'য়ে পড়ে—ভগবৎ সেবা হ'তে বিচ্যুত হয়। নারায়ণ কখনও মায়া-বশীভূত হন না—লক্ষ্মীপতি নারায়ণ কখনও 'দরিদ্র' হ'ন না—ব্রহ্ম কখনও মায়ার ফাঁদে পড়ে কাঁদেন না ; এ সকল কথা শ্রীচৈতন্যদেব খুব ভাল ক'রে জানিয়েছেন। ক্ষুদ্র জীবই কৃষ্ণবিস্মৃতিফলে আপনাকে কখনও দরিদ্র, কখনও রাজা, কখনও প্রজা, কখনও বুভুক্ষু, কখনও মুমুক্ষু, কখনও যোগী, তপস্বী মনে করে, অণুচিৎ জীবেরই মায়া-দ্বারা অভিভূত হ'বার যোগ্যতা। নারায়ণ দরিদ্র হ'ন, ব্রহ্ম মায়ার ফাঁদে প'ড়ে কাঁদেন—এই সকল কল্পিত দুষ্টমত নিরাস করবার জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত ব'ল্‌ছেন,—তা' নয়, ঐ পূর্ণপুরুষ কৃষ্ণের বিস্মৃতি-ফলে জীব মায়ায় আচ্ছন্ন হ'য়ে "আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্। পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।" জীব 'পর' হয়েও অনর্থকে বহুমানন করে। আমি ধনী, আমি দরিদ্র ইত্যাদি জ্ঞানই অনর্থ বা স্বরূপ-বিস্মৃতি। 'পর' অর্থে—গুণত্রয়ের ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব হ'য়েও মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা-বৃত্তি-দ্বারা আবদ্ধ হ'য়ে জীব আপনাকে দরিদ্রাদি বিচার করে ; সুতরাং এটা নারায়ণের দরিদ্রতা-প্রাপ্তি নয়, জীবের কৃষ্ণ-বিস্মৃতি ফলস্বরূপ মায়া-কবলিত হ'য়ে অনর্থের বহুমানন। যা'রা নারায়ণের দরিদ্রত্ব কল্পনা করে, তা'রা অনর্থ-গ্রস্ত জীব। তাই ভাগবত ব'লেছেন—এই অনর্থ-ব্যাধি উপশমের মহৌষধি—অধোক্ষজে সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগ—অক্ষজ-বস্তুর সেবায় প্রবৃত্ত হওয়া কৈতব মাত্র। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি বুভুক্ষা ও মুমুক্ষারূপ কৈতবধর্ম্মের আশ্রিত হ'য়ে কখনও ভগবানের সেবা লাভ করা যায় না। কর্ম্মাবৃত, জ্ঞানাবৃত, যোগাবৃত, তপস্যাবৃত—বিদ্ধাভক্তি ; সাক্ষাদ্ভক্তি-যোগ নহে ; সুতরাং উহা—অধোক্ষজের পাদপদ্ম স্পর্শ ক'রতে পারে না। কাজেই অধোক্ষজে সাক্ষাদ্ভক্তি-যোগ না হওয়া পর্য্যন্ত অনর্থেরও উপশম হয় না, অনর্থের উপশম না হওয়ার দরুন অনর্থগ্রস্ত জীব নানা প্রলাপ ব'কে থাকে—নারায়ণের দরিদ্রত্ব দর্শন করে। কেবল ভক্তি বা সেবা প্রবৃত্তির দ্বারা approaching tendency নিয়ে কান দু'টোকে সর্ব্বদা সাধুর কাছে খাড়া ক'রে রাখ্‌লে একমাত্র সে-জগতের বস্তুর খবর পাওয়া যায়। বিষ্ণু-পরতত্ত্বকে ইতর-দেব-সমান্যে কল্পনা করা অনর্থ-ব্যারামীর একটী স্বভাব, তাই সুচিকিৎসক শ্রীব্যাসদেব তাঁর নিদান গ্রন্থে সাবধান ক'রেছেন—

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বু-বুদ্ধিঃ। শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল কলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধির্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥"

যে ব্যক্তি পূজার বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণব-গুরুতে মরণশীল মানববুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে জলবুদ্ধি, সকল কল্মষবিনাশী বিষ্ণু-নাম-মন্ত্রে শব্দসামান্যবুদ্ধি, এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহ সমবুদ্ধি করে, সে নারকী।

যাদের বাস্তব সত্যে সুদৃঢ় আদর নাই, তা'রা বল্‌বে, বৈষ্ণব-শাস্ত্রে বিষ্ণুকে বড় ক'রে তুলেছেন, শৈব শাস্ত্রে শিবকে বড় ক'রে বলা হ'য়েছে, শাক্তগণ শক্তিকেই সবচেয়ে বড় ব'লেছেন, গাণপত্যগণ গণপতিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব'লেছেন, সৌরগণ সূর্য্যকে শ্রেষ্ঠ ব'লছেন, সুতরাং সবাই সমান। যে যার দেবতাকে বড় ক'রে সাজিয়েছে।

বেদশাস্ত্রে অগ্নি, বায়ু, বরুণ, বিষ্ণু--সকলেরই যখন কথা আছে, তখন বিষ্ণু ইতর দেবতাগণেরই সমপর্য্যায়ভুক্ত—এরূপ কথা বাস্তব সত্যে বা অদ্বয়জ্ঞানে বিশ্বাসের অভাব হ'তেই অনর্থ যুক্ত ব্যক্তির বিচারে এসে উপস্থিত হয় ; এটা একটা সন্দেহবাদ। এ সব অভিজ্ঞতাবাদ হ'তে প্রসূত সন্দেহবাদ অথবা অজ্ঞেয়তাবাদএর প্রকার-ভেদ। এদের বাস্তব সত্যের প্রতি আদর নাই—মুখে আদর দেখালেও কার্য্যতঃ নাই। এ সকল নাস্তিকতার প্রকার ভেদ মাত্র। বাস্তব-সত্যাশ্রয়িগণ—নির্ম্মৎসর, তাঁ'রা বলেন,—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥" কৃষ্ণই—অখিল-রসামৃতসিন্ধু। পাঁচ প্রকার রসে তত্তন্নিত্য রসিক ভক্তগণের অনুগত হ'য়ে তাঁ'র সেবা কর্‌তে হ'বে। এ সকল উপলব্ধি যিনি করিয়ে দেন, তিনিই দিব্যজ্ঞান প্রদাতা শ্রীগুরুদেব ; সেই গুরুদেবের নিকটই উপনীত হ'তে হ'বে। হরিকথা বা ভাগবত, গুরু-বৈষ্ণবের নিকট শ্রবণ কর্‌তে হ'বে। কেবল অনুস্বার-বিসর্গ-ওয়ালা ব্যক্তির নিকট নহে—পরোপদেশে পণ্ডিতের নিকট নহে। আচারণশীল মহাভাগবতের নিকট।

যোগী ও ভক্তের সাধন-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটী উপমা দেওয়া যাইতে পারে—কোন ব্যক্তি প্রবীন লোকের কথায় অবাধ্য হইয়া কাষ্ঠ আহরণার্থ হিংস্রজন্তুসঙ্কুল বনে প্রবেশ করিতেছে। প্রবীনের উপদেশের বিরুদ্ধে কাষ্ঠসংগ্রহকারীর যুক্তি এই যে—বন হইতেই ত' বৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিয়া যষ্টি নির্ম্মাণপূর্ব্বক ব্যাঘ্রের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে। কিন্তু তাহার বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া যষ্টি নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বেই একটী ব্যাঘ্র আক্রমণ করিল। অষ্টাঙ্গযোগী আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়চেষ্টা দ্বারা বাধা লাভ করিতে পারেন, সুতরাং পরে যে সিদ্ধিলাভের কল্পনা করিতেছেন, তাহা সঙ্কল্প সিদ্ধির ঐরূপ ব্যাঘাতকর। ইন্দ্রিয় সংযম করিবার পূর্ব্বেই যদি কোন রিপু-ব্যাঘ্র তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলেন, তবে তাঁহার সিদ্ধির স্বপ্নের কোন মূল্যই থাকিল না।

কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ ইন্দ্রিয় সংযম করিবার পর সেবার পথে প্রবেশ করেন না। তিনি বাহ্য প্রদেশ হইতে কোন বস্তু সংগ্রহ করিয়া রিপু দমন বা সিদ্ধি লাভের স্বপ্ন দেখেন না। তাঁহার রিপুদমনের অস্ত্র অব্যর্থ ; অমোঘ ও পিস্তলের ন্যায় সর্ব্বদা প্রস্তুত। ভগবদ্ভক্তের ভগবৎসেবারূপ উপায়-উপেয় সিদ্ধ বস্তু হইতে ভিন্ন নহে। ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত নিষ্কপট সেবাপথে চলিতে চলিতে অনায়াসে আনুষঙ্গিকভাবেই তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত হয়, সেজন্য তাঁহার অষ্টাঙ্গযোগী প্রভৃতির ন্যায় পৃথগ্ ভাবে চেষ্টা করিতে হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—যমাদি অষ্টাঙ্গযোগপথ মুহুর্মুহুঃ বিপদসঙ্কুল, কিন্তু অভিন্ন উপায়োপেয় ভগবৎসেবা-দ্বারা যেরূপ সাক্ষাদ্ভাবে কার্ম্মাদি প্রবল বিক্রম প্রকাশ না করিয়া শান্ত হয়, সেরূপ যোগাদিসাধন-দ্বারা ফললাভ ঘটিতে পারে না।

মায়াবদ্ধ আধ্যক্ষিক কর্ম্মী ও জ্ঞানীর পক্ষে মায়াতীত বাস্তব বস্তু লাভে অসামর্থ্য—উদাহরণস্বরূপ দেখা যায়, দুইটি গুলিখোর নদীর পারে বসিয়া নেশায় মস্‌গুল। এমন সময় তাহাদের টিকা ধরাইবার দরকার হইল। তাহারা দেখিতে পাইল, তাহারা যে পারে বসিয়াছে, তাহার বিপরীত তটে একটি নৌকার মধ্যে প্রদীপ জ্বলিতেছে। নেশায় মত্ত ব্যক্তিদ্বয়ের একজন অপর পারে বসিয়াই টীকায় আগুন ধরাইবার জন্য টীকাটি ধরিয়া রাখিল। নেশায় মত্ত ব্যক্তি জানে না যে তাহার টীকা ও নৌকার অগ্নির মধ্যে একটী বিস্তৃত নদী ব্যবধান রহিয়াছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথমোক্ত ব্যক্তির টীকা ধরিতেছে না দেখিয়া আর একটু হাত বাড়াইয়া সেই পারেতেই টীকাটী ধরিয়া রাখিয়া মনে করিল যে তাহার টীকায় নিশ্চয়ই আগুন ধরিবে। এই দৃষ্টান্তে নির্ব্বেদ-জ্ঞানী ও ভোগী-কর্ম্মীর সিদ্ধিলাভের স্বপ্নের নিরর্থকতা প্রদর্শিত হইতেছে। আধ্যক্ষিক বিচারের নেশায় মুগ্ধ হইয়া নির্ব্বেদ-জ্ঞানী—সঙ্কুচিত হস্ত বৈরাগ্যবান্ ত্যাগী কথিত দৃষ্টান্তের পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির ন্যায় বিরজা-ব্যবহিত প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে বসিয়াই ব্রহ্মলোকের জ্যোতির্ম্ময় অগ্নিতে তাহার টীকা ধরাইতে চাহিতেছে :

আর ত্রয়ীয় মধুপুষ্পিত বাক্যের নেশায় মসগুল হইয়া ফলভোগী কর্ম্মী তাহার হাতটী মহাবিস্তারশীল আড়ম্বর-পূর্ণ অনুষ্ঠানের প্রতি বিস্তারিত করিয়া কর্ম্মকাণ্ডের অগ্নিতে টীকা ধরাইবার বিবর্ত্তকে অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় বলিয়া মনে করিতেছে। কিন্তু সপ্তজিহ্বাবতী শ্রীনামসংকীর্ত্তনাগ্নির স্পর্শলাভ করিতে পারিতেছে না। আর অহৈতুকী নিষ্কপট ভগবদ্ভক্ত সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনাগ্নির সংস্পর্শ পাইয়া অনায়াসে সিদ্ধি শিরোমণি লাভ করিতেছেন।

অন্যদেবতা যাজীর অবৈধ উপায় অবলম্বনে বৃথা পরিশ্রম-মাত্র-সারের উদাহরণ যথা—জনৈক পঞ্চ বা বহুদেবতাযাজক যে-কোন একটী দেবতাকে স্বতন্ত্র-পরমেশ্বর কল্পনা করিয়া পূজার অভিনয় করিতেছে, তাহা বৃক্ষের মূলদেশে জল প্রদান না করিয়া বৃক্ষের শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় জল সেচনের ন্যায় অবিধি-পূর্ব্বক চেষ্টা মাত্র। তাহাতে বৃক্ষ ফলমূলাদির সহিত শুষ্ক হইয়া যায়। অর্থাৎ অকৈতব ভগবদ্ভক্তি বিশুষ্ক হয়। পঞ্চো-পাসক যে কর্ম্মফল বাধ্য বিষ্ণুর পূজার অভিনয় দেখান, তাহাও বৈষ্ণবের বিষ্ণু-পূজা হইতে পৃথক্ ও অবিধি-পূর্ব্বক বিষ্ণুপূজা। পঞ্চোপাসকের বিষ্ণু—কল্পিত প্রতীকবিশেষ ও ক্ষণভঙ্গুর; তাহাদের উপাসনাও ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু বৈষ্ণবের বিষ্ণু, নিত্যসচ্চিদানন্দময়বিগ্রহ—একমাত্র অদ্বিতীয় পরাৎপরতত্ত্ব। সেই নিত্যউপাস্য বিষ্ণুর উপাসক ও উপাসনা নিত্য।

গণেশ—বিঘ্নবিনাশকার্য্যরূপ অধিকারপ্রাপ্ত গণেশ—তত্তদধিকারী-জনেরই উপাস্য; এমন কি তিনি উপাস্য সগুণ-ব্রহ্ম বলিয়া পঞ্চদেবতার মধ্যে পর্য্যন্ত পদলাভ করিয়াছেন। সেই গণেশ—একটী শক্ত্যাবিষ্ট আধিকারিক দেবতা, শ্রীগোবিন্দের কৃপায়ই তাঁহার সমস্ত মহিমা। (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৫০)

শ্রীনৃসিংহ—নৃসিংহদেব—ভক্তিবিঘ্নবিনাশক, আর তাঁহারই ছায়ারূপ অভক্তি বা ভোগের বিঘ্ন-বিনাশের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দেবতা—গণেশ। যাহারা জাগতিক ভোগের উপকরণ সংগ্রহে সিদ্ধিলাভ করিতে চা'ন, তাহারা গণেশের উপাসক। জগতের গণসমষ্টি জাগতিক ভোগের বিঘ্ন-বিনাশের জন্যই সাধনা ও তপস্যা করেন। জগতের গণসমষ্টি অর্থকামী; অর্থ—ভোগসাধক সর্ব্বোৎকৃষ্ট যন্ত্র—এজন্য গণসমষ্টির ঈশ্বর—গণেশ। বৈশ্যভাবাপন্ন জগৎ গণেশের (গণমতের নায়কের) উপাসনাকেই বহুমানন করেন; কিন্তু এই গণেশের কুম্ভযুগলের উপর তদীয় পরমেশ্বর ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেব জীবের কৃষ্ণবহির্ম্মুখতারূপ গণমতের প্রতি বহুমানন-প্রবৃত্তিকে নিরাশ করিয়া তদীয় চিন্ময় পদযুগল স্থাপন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।২।৩৩ শ্লোকে এই ব্রহ্ম সংহিতার ৫।৫০ শ্লোকের সামঞ্জস্য দেখা যায়।

দ্বিতীয় বিলাস

অভিধেয়—ভক্তি

'ভক্তি' শব্দে সেবা বুঝাইয়া থাকে। 'ভক্তি'-শব্দ সেবাভিধায়ী। ভজ্ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ। তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিশব্দেন ভূয়সী॥ শাণ্ডিল্যসূত্রে ভক্তি শব্দে ভগবানে পরানুরক্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ভক্তিশব্দের নিম্নলিখিত অর্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন—অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্। হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥ অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বিষয় অভিলাষশূন্য, নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপজ্ঞান (সম্বন্ধজ্ঞান নহে)। স্মৃত্যাদ্যুক্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম (ভজনীয় বস্তুর পরিচর্য্যাদি নহে কারণ ভজনার্থে ভগবদনুশীলন) এবং আদি শব্দে বৈরাগ্যযোগ সাংখ্যাভ্যাস প্রভৃতি দ্বারা অনাচ্ছাদিত, আনুকূল্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণানুশীলন (ব্রহ্মানুশীলন, পরমাত্মানুশীলন, সগুণ দেবতানুশীলন নহে, যেহেতু তত্তদনুশীলনে নিত্য সেবা নাই তত্তৎস্থানের সেবাই সেবার প্রয়োজন নহে ভক্তিই উপায় ও উপেয় নহে) তাহাই উত্তমা ভক্তি। সমস্ত ভেদাবরণ পরিশূণ্য কৃষ্ণেতর অন্যাভিলাষিতা বর্জ্জিত কৃষ্ণসৈবেকতাৎপর্য্যবিশিষ্ট কর্ম্মাবরণ-জ্ঞানবিমোহনাদি উপাধিরূপ-মল-নির্ম্মুক্ত সেবোন্মুখেন্দ্রিয়-দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়াধিপ শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলনকে ভক্তি বলে।

ভাঃ তৃতীয় স্কন্ধে "মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে। মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥ লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্। অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥" অর্থাৎ আমার গুণ-শ্রবণমাত্র সর্ব্বচিত্তনিবাসী যে আমি, আমাতে সমুদ্রপ্রবিষ্ট গঙ্গাজলপ্রবাহের ন্যায় যে মনের অবিচ্ছিন্না অবস্থার উদয় হয়, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ; পুরুষোত্তমস্বরূপ আমাতে সেই ভক্তি অহৈতুকী ও অব্যবহিতা। অহৈতুকী—হেতুরহিতা, স্বতঃসিদ্ধা, (ফলানুসন্ধান রহিতা)। অব্যবহিতা—ব্যবধান বা অবাস্তব ফলানুসন্ধান-রহিতা (দেহদ্রবিনজনতালোভপাষণ্ডত্বাদি ব্যবধান-বিবর্জ্জিতা)। এই শুদ্ধা, নির্গুণা, কেবলা, উত্তমা ভক্তি সর্ব্ব প্রধান অভিধেয়রূপে নির্ণীত হইয়াছে। কঠ ১।২।২—শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তিধীরঃ। শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সোবৃণীতে প্রেয়োমন্দো যোগক্ষেমান্ বৃণীতে॥ অর্থাৎ শ্রেয় ও প্রেয়—এই দুইটীই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু ধীর ব্যক্তি ঐ দুইটির তত্ত্ব সম্যগ রূপে অবগত হইয়া একটি—মুক্তির কারণ, অপরটি বন্ধনের কারণ, এইরূপ বিচার করেন। তাঁহারা প্রেয়ঃ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়কে বরণ করেন। আর বিবেকহীন মন্দ-ব্যক্তি যোগ অর্থাৎ অলব্ধবস্তুর লাভ ও ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধবস্তুর সংরক্ষণ এতদুভয়াত্মক প্রেয়ঃকে প্রার্থনা করেন। সেই শ্রেয়ঃ পথই ভক্তি।

শ্রুতিতে ভক্তিমাহাত্ম্য যথা—(৩।৩।৫৩ সূত্রের মাধ্বভাষ্য-ধৃত মাঠর শ্রুতি-বচন):—ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী॥ অর্থাৎ ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান। সেই পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ। ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। ওঁ অমৃতস্বরূপা চ॥ ৯॥ ভক্তি অমৃতস্বরূপিণী॥ ওঁ যল্লব্ধা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতীভবতি তৃপ্তো ভবতি॥ ১০॥ অর্থাৎ সেই ভক্তিকে প্রাপ্ত হইয়া জীব সিদ্ধ হন, অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন, এবং আত্মতৃপ্ত হন॥ ১০॥

ওঁ যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিৎ বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি॥ (নারদ-সূত্র ১।৪-৫) অর্থাৎ ভক্তিলাভ করিলে জীবের কোন বিষয়বাসনা, শোক, দ্বেষ এবং ভগবদিতর কর্ম্মে উৎসাহ থাকে না। ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে, গৃণানো হব্যদাতয়ে। নি হোতা সৎসি বর্হিষি। (সাম ১।১।১)। অগ্নে (হে অগ্রনায়ক গোপীজনবল্লভ!) বীতয়ে (আমাদের প্রদত্ত অন্ন গ্রহণার্থ) হব্যদাতয়ে (এবং শরণাগতের প্রতি নিজানুগ্রহরূপ ঘৃত প্রদান করিতে) আয়াহি (আগমন করুন)। [ঐ প্রকারে আগমন পূর্ব্বক] গৃণানঃ (আমাদিগ-কর্ত্তৃক স্তুত) [ও] হোতা (প্রপন্নগণের প্রতি আহ্বানকারী হইয়া) বর্হিষি (হৃদয়রূপ বৃন্দাবনে আস্তৃত কুশাসনে) নিষৎসি (উপবেশন করুন)।

ভক্তি সম্বন্ধে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্ত (বৃহদ্ভাগবতামৃতে)

যদি বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে মন্ত্রজপাদি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া নবপ্রকার সপ্রেমভক্তির অনুষ্ঠান কর। অতএব ভাগবতাদি শাস্ত্রের সেবা অর্থাৎ অনুশীলন কর, নিত্যই ভগবানের লীলাকথা শ্রবণ কর। প্রণয়ভরে সেই লীলা কর্ণবিবরে প্রবেশিত হইলেই সদ্যঃ ভগবানের পদ-প্রদানে সমর্থ হয়। শ্রীশুক দ্বাদশস্কন্ধে বলিয়াছেন,—"সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষোর্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য। লীলাকথারসনিষেবনমন্তরেণ পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদাবার্দ্দিতস্য॥" (ভাঃ ১২।৪।৩৯) অর্থাৎ বিবিধ দুঃখ-দাবানলপীড়িত, অতিদুস্তর সংসার সাগরের পরপার-গমনাভিলাষী ব্যক্তির ভগবান্ পুরুষোত্তমের লীলাকথা-রস (কর্ণপুটে) সেবন ব্যতীত এই ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার আর অন্য কোন উপায় নাই। এবং "পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্। পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥" (ভাঃ ২।২।৩৭) অর্থাৎ যাঁহারা স্বীয় উপাস্য-স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরির ও তদীয় ভক্তবৃন্দের কথামৃত শ্রবণপুটে সংস্থাপিত করিয়া পান করেন, তাঁহারা বিষয়-দূষিত অন্তঃকরণকে পবিত্র করেন এবং শ্রীভগবানের পাদপদ্মসমীপে উপনীত হন।

সেই নব প্রকার ভক্তি মধ্যে যে কোন একটী দ্বারা ভুক্তিমুক্তিরূপ সাধ্য সকলের শ্রেষ্ঠতম বৈকুণ্ঠলোক লাভ করা যায়। নবপ্রকার ভক্তির প্রত্যেকটিই জ্ঞান-কর্ম্মাদি সাধনের শ্রেষ্ঠ। সুধীগণ নিশ্চয় করিয়াছেন যে, মহৎ সাধন দ্বারাই মহৎফল লাভ হইয়া থাকে। যথা, ব্রহ্মপুরাণে—"দীক্ষামাত্রেণ কৃষ্ণস্য নরামোক্ষং লভন্তি বৈ। কিং পুনর্যে সদাভক্ত্যা পূজয়ন্ত্যচ্যুতং নরাঃ।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দীক্ষাগ্রহণ মাত্রেই যখন মানব মোক্ষলাভ করেন, তখন যাঁহারা ভক্তিসহকারে শ্রীঅচ্যুতের সেবা করেন তাঁহাদের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? এ স্থলে মোক্ষ শব্দের অর্থ কৃষ্ণ, কারণ মোক্ষয়তি অর্থাৎ যিনি মোক্ষ প্রদান করেন তিনিই মোক্ষ। বৈকুণ্ঠলোক ভিন্ন আর আর যে সকল মহাফল বলিয়া কথিত হয়, সারাসার-বিবেকচতুর ভক্তিরসিক মহদ্গণ তাহাদিগকে তুচ্ছ বলিয়াই গণনা করিয়া থাকেন।

যদ্যপি নববিধ ভক্তির যে কোন একটি দ্বারাই বৈকুণ্ঠলোক লাভ করা যায়, তথাপি রসজ্ঞগণ বিচিত্র ভক্তি-রসমাধুর্য্যলোভে সমগ্র ভক্তিরই সুখে অনুষ্ঠান করেন। নববিধ ভক্তির যে কোন একটি অনুষ্ঠান করিলেই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেম স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়া থাকে। তথাপি সেই ভক্তি প্রেমসহকারেই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, কারণ প্রেমসংযুক্ত ভক্তিবলেই বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির বিরোধী অন্যান্য ফলবিষয়ক অভিলাষ নষ্ট হইয়া যায়। উক্ত অভিলাষই হৃদয়ের রোগস্বরূপ। কারণ হৃদয়ে কামনা উপস্থিত হইলেই বিবিধ চিন্তাজ্বর উপস্থিত হয়। কামনার ফলভোগ হইলেও বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তিবিষয়ে মহান্ বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ কামনাই অনর্থ জনক। প্রেমোদ্গম হইলে কামনা লীন হয়, কামনা লীন হইলে স্বতঃই পরমসুখের-সঞ্চার হইয়া থাকে। যদি বল এতাদৃশী ভক্তি যত্র তত্র লাভ করা যাইতে পারে, তবে কি জন্য বৈকুণ্ঠলোকের অপেক্ষা করিতে হইবে? তদুত্তরে—এতাদৃশী ভক্তি যে যে স্থানে লাভ করা যায়, সেই সেই স্থানই বৈকুণ্ঠ এবং সেই সেই স্থানে সেই প্রভু বিরাজ করেন। যথা—"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ"॥ তাহা হইলেও শ্রীভগবান্ বিচিত্র সৌন্দর্য্যগুণ, লীলামাধুর্য্য সহকারে অন্যত্র সর্ব্বদা সাক্ষাৎ দৃষ্ট হয়েন না, এই জন্যই ভক্তগণ বৈকুণ্ঠ-লোকের অপেক্ষা করেন। বৈকুণ্ঠলোকস্থ ভক্তিসদৃশী প্রেমপরিপাকযুক্ত-ভক্তি অন্যত্র কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ, বৈকুণ্ঠলোকে বহু বহু তাদৃশ ভক্তিনিষ্ঠ লোক বাস করেন, অন্যত্র সেরূপ নাই; বৈকুণ্ঠে কালাদিকৃত বিঘ্ন নাই, অন্যত্র বহু বহু ভক্তিবিঘ্ন, অতএব তথায় তত্রত্য নিত্য সহজ প্রেমরসিক সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ অনন্ত ভক্তগণের সংসর্গ লাভ সহজে হইয়া থাকে।

ভক্তি নিজ ইন্দ্রিয় মন শরীরের ব্যাপার-রূপা নহে। সেইরূপ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি শ্রোত্রবাগিন্দ্রিয়ের, স্মরণাদি মনের, বন্দনাদি কায়ার ব্যাপার রূপ নহে, কারণ ঐ ভক্তিকে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অবিষয় এবং গুণাতীতা, নিত্যা, সত্যা ও ঘনানন্দরূপা বলিয়াই জানিবে। সেই ভক্তি একরূপা হইয়াও কৃষ্ণের অনুগ্রহ বলে অন্তরঙ্গ ভক্ত সকলের প্রীত্যর্থে সচ্চিদানন্দস্বরূপা শুদ্ধজীবতত্ত্বে বহুরূপে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। ইন্দ্রিয় সকল ইন্দ্রিয়ার্থই অধিকার করে, এইরূপ বিবেক দ্বারা জীবতত্ত্ব, বিশুদ্ধ দেহ ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধ হইতে পৃথক্ হইলেই অপ্রাকৃত হরিপদ অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠলোক লাভ করা যায়, তখন ভক্তি সপরিবারে বিলাস করেন।

যদি ভক্তির বিধিবর্গ ইন্দ্রিয়ব্যাপাররূপ হয়, তবে জ্ঞানদ্বারা কায়েন্দ্রিয়চেষ্টা হইতে আত্মা শোধিত হইলে উক্ত ভক্তিবিধিবর্গও প্রাকৃত অন্যান্য কর্ম্ম ও নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মসকলের ন্যায় আত্ম-সঙ্গত হইতে পারে না। অর্থাৎ জ্ঞানীগণ আত্মা হইতে পঞ্চকোষ-বিচারাদি দ্বারা স্থূল ও অস্থূল যাবতীয় প্রাকৃত পদার্থের অপসারণ করিয়া থাকেন, ভক্তিবিধিবর্গ প্রাকৃত পদার্থের অন্তর্গত হইলে উহারাও তখন অবশ্যই আত্মা হইতে বিবেক দ্বারা অপসারিত হইবে। কারণ ইন্দ্রিয়ার্থ ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে। যদি বল অন্যান্য কর্ম্মের ন্যায় ভক্তিও আত্মধর্ম্ম না হউক, ক্ষতি কি? এইরূপ ইষ্টাপত্তি হইতে পারে না, কারণ আত্মা ভগবদ্ভক্তিরূপ কর্ম্ম হইতে বিবিক্ত

হইলে বৈকুণ্ঠলোকে কি প্রকারে গমন করিবে? ভক্ত্যসমবেত আত্মা বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির অযোগ্য, কিন্তু নৈষ্কর্ম্যত্বহেতু মুক্তি লাভ করিবারই যোগ্য। বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইতে হইলে অবশ্যই ভক্তি সংগ্রহ করিতে হয়। অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠলোক প্রাকৃত কারণে লাভ করা যায় না, সুতরাং অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির কারণ ভক্তি—প্রাকৃত হইতে পারে না।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, যেমন স্বধর্ম্মাচরণাদি কর্ম্ম, সেইরূপ ভক্তিও কর্ম্মবিশেষ, অতএব পরমশ্রেয়োলাভে আত্মার কর্ম্মহীনতার মত ভক্তি-হীনতারও গ্রাহ্যতা। এই মতের অনুবাদ অনুসারে কোন কোন স্থলে ভক্তি-কর্ম্ম এইরূপ প্রয়োগও দেখা যায়, অতএব এক্ষণে এই সকল বিরোধের মীমাংসা করিতেছেন। কেহ কেহ আরও বলিয়া থাকেন, "চিত্তশোধক সর্ব্বসৎকর্ম্ম মধ্যে ভগবদ্ভক্তিই শ্রেষ্ঠ" "ইহাই মীমাংসাপর সাধুবর্গের সম্মতি"। কোন কোন স্থলে ভক্তিকে যে কর্ম্ম বলা হইয়াছে তাহা বহির্দৃষ্টি অনুসারেই জানিতে হইবে; তত্ত্ব বিচার করিয়া বলা হয় নাই। যেমন বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তবৃন্দের সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ সকল দেহ বলিয়াই কথিত হয়, তদ্রূপ ভক্তি ও কর্ম্ম ভিন্ন হইলেও তাহাতে কর্ম্মত্ব আরোপিত হইয়া থাকে। যেমন এক 'দেহ'-শব্দদ্বারা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ও প্রাকৃত পাঞ্চভৌতিকদেহ উভয়ই কথিত হয় এবং এক 'মণি' শব্দ দ্বারা চিন্তামণি ও কাচমণি কথিত হয়, এক 'সত্ত্ব' শব্দ দ্বারা প্রকৃতির গুণ বিশেষ ও পরব্রহ্ম কথিত হয়, সেইরূপ এক কর্ম্মশব্দ দ্বারা স্বধর্ম্মাচরণাদি ও ভক্তি বহির্দৃষ্টি দ্বারাই কর্ম্ম বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে।

বৈকুণ্ঠবাসী হউন কিম্বা অন্য কোন স্থানে বাস করুন, ভক্ত সকলের যথোপযুক্ত সচ্চিদানন্দরূপ দেহ স্বপ্রকাশই হইয়া থাকে। ভক্তির স্ফূর্ত্তি হইলে পাঞ্চভৌতিক দেহও সচ্চিদানন্দরূপই হইয়া থাকে, অথবা ভগবানের কারুণ্যশক্তিবিশেষেই সচ্চিদানন্দরূপতা স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। বৈকুণ্ঠপার্ষদগণ প্রাকৃত সমুদয় স্পর্শ না করিয়াও অবিরত বহুপ্রকার ভক্তি বিস্তার করিবার জন্য সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করেন।

নবীন সেবক অর্থাৎ প্রথম প্রবর্ত্তমান ভক্ত সকলের প্রীতিভরে সম্যক্ প্রবৃত্তির নিমিত্ত সেই ভক্তি, নিজ নিজ ইন্দ্রিয়ব্যাপাররূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অহো! আমার কর্ণ-জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়গণ ভগবন্নাম গ্রহণ করিতেছে! এই বলিয়া প্রবর্ত্তকগণ উৎসাহভরে কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে থাকেন। ভক্তিনিষ্ঠ মহদ্গণ ভক্তিকে নিজ আয়ত্ত বলিয়া গণনা করেন না, প্রভুর মহাপ্রসাদ বলিয়াই অনুভব করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্‌ভগবৎ-পাদপদ্মের অপেক্ষা করিতে হইলে, নামসংকীর্ত্তনবহুলা কর্ম্মজ্ঞানাদ্যমিশ্রা ভক্তি আচরণ করিতে হইবে। নাম-সংকীর্ত্তনবহুল ভক্তিপ্রভাবে শীঘ্রই প্রেমরূপ সম্পৎ উদিত হইবে। সেই প্রেমসম্পদ্‌বলেই সুখে বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণ দর্শন হইয়া থাকে। ভাঃ ৩।১৫।২৫ যথা—যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা দূরেযমাহ্যুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ। ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগবৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ॥ অর্থাৎ শ্রীহরি সর্ব্ব দেবতাগণের শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা সেই শ্রীহরির সেবা-প্রভাবে শমনভয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, (অথবা, যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগক্রিয়াকে তুচ্ছ করিয়াছেন), যাঁহারা কারুণ্যাদি গুণযুক্ত এবং পরস্পর শ্রীহরির সুমঙ্গল নামরূপগুণলীলা-বর্ণনে অনুরাগনিবন্ধন যাঁহাদের অঙ্গে পুলকাদি বিকার প্রকটিত হয়, তাঁহারা আমাদিগের (ব্রহ্মলোকাদির) উপরিস্থিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া থাকেন।

স্মরণই প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধনোত্তম, কীর্ত্তন সাধনোত্তম নহে, ইহা পিপ্পলায়নাদি বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার রহস্য এই—অচেতন একমাত্র বাগিন্দ্রিয়ে কীর্ত্তনাত্মিকা ভক্তি শীঘ্রই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়বর্গের অধিপ, পরম চঞ্চল, অনর্থশত উৎপাদনক্ষম পরম দুর্ব্বশ মন, বহুপ্রয়াসে বশীভূত ও শোধিত হইলে যে স্মরণাত্মিকা ভক্তির আবির্ভাব হয়, তাহাই সর্ব্বপ্রকার ভক্তি মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মনের প্রবলতা সম্বন্ধে ভিক্ষু শ্রীভাগবতের একাদশে (১১।২৩।৪৭ ও ৪৫) বর্ণনা করিয়াছেন। "মনোবশেঽন্যে হ্যভবন্ স্ম দেবা মনশ্চ নান্যস্য বশং সমেতি। ভীষ্মো হি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্ যুঞ্জ্যাদ্বশে তং স হি দেবদেবঃ॥ দানং স্বধর্ম্মো নিয়মো যমশ্চ শ্রুতঞ্চ কর্ম্মাণি চ সদ্‌ব্রতানি। সর্ব্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ পরো হি যোগো মনসঃ সমাধিঃ"॥

অর্থাৎ 'অন্য দেবগণ এই মনের বশীভূত, কিন্তু মন কাহারও বশীভূত হয় না, যেহেতু এই মন বলবান্ হইতেও মহাবলশালী এবং যোগিগণেরও ভয়ঙ্কর; অতএব যিনি এই মনকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়বিজয়ী হইয়া থাকেন।" "দান, নিত্য-নৈমিত্তিক স্বধর্ম্ম, যম, নিয়ম, শাস্ত্রশ্রবণ, সদ্‌ব্রতসমূহ এবং সৎকর্ম্মরাশি—এই সমস্ত মনোনিগ্রহরূপ ফললাভের জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মনোনিগ্রহই পরম-যোগরূপে কথিত হইয়াছে।" (ভাঃ ১১।২৩।৪৭, ৪৫)

আমাদের মতে চঞ্চলস্বভাব হৃদয়মাত্রস্থায়ী স্ফূর্ত্তিমতী স্মৃতি হইতে কীর্ত্তনই উৎকৃষ্টতম। কারণ কীর্ত্তন বাগিন্দ্রিয়ে নৃত্য করে এবং বাগিন্দ্রিয়যুক্ত মনেতেও বিহার করে। পরিশেষে কীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণেন্দ্রিয়কেও কৃতার্থ করিয়া থাকে। কীর্ত্তনের মহিমা অধিক কি বর্ণনা করিব? সেই কীর্ত্তন আত্মার ন্যায় নিজসেবক শ্রোতৃবর্গকেও উপকৃত করিয়া থাকেন। স্মরণের এতাদৃশ ক্ষমতা নাই। কারণ চঞ্চল মনকে স্থির করাই দুঃসাধ্য, সেই চঞ্চল মনে স্মরণও সম্যগ্‌রূপে সিদ্ধ হয় না। পরাশর বলিয়াছেন, 'যস্মিন্ন্যস্তমতি ন যাতি নরকং স্বর্গোঽপি যচ্চিন্তনে। বিঘ্নো যত্র নিবেশিতাত্মমনসো ব্রাহ্মোঽপিলোকোঽল্পকঃ।। মুক্তিং চেতসি যঃ স্থিতোঽমলধিয়াং পুংসাং দদাত্যব্যয়ঃ। কিং চিত্রং যদঘং প্রযাতি বিলয়ং তত্রাচ্যুতে'॥ 'ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্'। (পঃ পুঃ উঃ খঃ ৪২ অঃ)

অর্থঃ—যাঁহাতে মনোনিবেশ করিলে পুরুষ নরকগামী হয় না, স্বর্গসুখও যাঁহার ধ্যানে বিঘ্নরূপে অনুভূত হয়, যাঁহার প্রতি আত্মমনোনিবেশ করিলে পুরুষগণের পক্ষে ব্রহ্মলোকও ক্ষুদ্ররূপে নির্ণীত হয় এবং যিনি নির্ম্মলচিত্ত পুরুষগণের চিত্তস্থিত হইয়া মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, সেই শ্রীহরির কীর্ত্তন হইতে সমস্ত পাপ যে বিনষ্ট হইবে এ বিষয়ে আশ্চর্য্য কি? সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞানুষ্ঠান, দ্বাপরে পরিচর্য্যা-দ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে একমাত্র হরিনাম-কীর্ত্তনে অনায়াসে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।

অন্তরিন্দ্রিয় ও বাহেন্দ্রিয় সকলের চালক বাগিন্দ্রিয় যদি সংযত হয়, অর্থাৎ মৌনাভ্যাস হয় তবেই চিত্ত স্থির হয়, চিত্ত স্থির হইলেই ভগবৎস্মৃতি হইয়া থাকে। অতএব জানা গেল কীর্ত্তনও স্মৃতির অনুকূল অঙ্গবিশেষ এবং স্মৃতিই ভক্তি সকলের চূড়ামণি। প্রভুর ধ্যানরত ভক্তগণ এইরূপই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু বুদ্ধিপূর্ব্বক ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বতোভাবে প্রভুর স্ফূর্ত্তি বিশেষের পরিপাকই ধ্যান, ঈশ্বর আছেন, "আমি সেই ঈশ্বরের দাস" এই রূপে ঈশ্বর-সহ সম্বন্ধই স্মৃতি। ধ্যানবেগ বশতঃ সংকীর্ত্তন স্পর্শন দর্শনাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তিবর্গ চিত্তবৃত্তিতে অন্তর্ভূত হইয়া যায়, সুতরাং কীর্ত্তন হইতে ধ্যানই শ্রেষ্ঠ হইল, ইহা সত্য। যাহাতে যাঁহার প্রীতি ও যে-প্রকারে সুখোৎপত্তি হয়, সেই ভক্তিরসিকের পক্ষে তাহাই শ্রেষ্ঠতম সাধন এবং তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, এমন কি তাহাকেই সাধ্যরূপে গণনা করাও কর্ত্তব্য।

সংকীর্ত্তন হইতে ধ্যানে সুখবর্দ্ধিত হয় এবং ধ্যান হইতে সংকীর্ত্তন-মাধুরী-সুখ বর্দ্ধিত হয়। আমরা উক্ত "উভয়কেই উভয়ের বর্দ্ধক" বলিয়া অনুভব করি ও এই উভয়ই পরস্পর অভিন্ন ইহাও অবগত আছি। ধ্যান সংকীর্ত্তনের ন্যায়ই সুখপ্রদ। কারণ যে ব্যক্তি যে কোন একটি বস্তুর প্রত্যাশায় চিত্ত সন্নিবেশ করিয়াছেন, সেই বস্তুটিকে চিত্তে যথেষ্ট অনুভব করিলেও শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। যেমন জ্বররোগার্ত্ত ব্যক্তি মনে মনেও যদি শীতল জল পান করে, তথাপি তাহার তৃষ্ণাদূর ও সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে। "নিবেদ্য দুঃখং সুখিনো ভবন্তি" অর্থাৎ দুঃখ বর্ণনা করিয়া সুখ লাভ হয়, এই ন্যায়ানুসারে যদিও অভীষ্টবস্তুর সংকীর্ত্তনে সুখলাভ হইতে পারে, তথাপি মানসিক সমস্ত অর্থের বাক্যের দ্বারা গ্রহণ হইতে পারে না। যদি বা কোন প্রকারে শক্তি লাভ হয়, তথাপি কোন কোন গোপ্যবিষয়ের সংকীর্ত্তনে নির্জ্জনে একাকীও লজ্জা বোধ হয়। নির্জ্জন ও একাকীত্ব না হইলে ধ্যান কদাচ সিদ্ধ হয় না বটে, কিন্তু নির্জ্জনে হউক অথবা বহুলোকের মধ্যেই

হউক সংকীর্ত্তন উভয়ত্রই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে, অর্থাৎ ধ্যানসিদ্ধি বিঘ্নবহুলা বলিয়া ও কীর্ত্তনসিদ্ধি সরলা বলিয়া জানিতে হইবে।

নামসংকীর্ত্তন :—বেদ পুরাণাদি পাঠ, কথা ও গীতস্তুতি, ইত্যাদি রূপে নানা প্রকার সংকীর্ত্তন মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম সংকীর্ত্তনই মুখ্য। কারণ নাম সংকীর্ত্তনই ঝটিতি প্রেমসম্পত্তির উৎপাদনে সমর্থ, অতএব উহাই ভক্তিমধ্যে শ্রেষ্ঠতম, পণ্ডিতগণ এই রূপই নিশ্চয় করিয়াছেন। জিহ্বা দ্বারা প্রেমের সহিত ভঙ্গিক্রমে আত্মপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণনামামৃত যাহা সেবন করা যায়, সেই নামামৃত সেবনের তুলনা নাই, কেই বা তাহার মহত্ব বর্ণন করিবে। যদিও সকল প্রকার ভগবন্নামের মহিমা সমান, তথাপি স্বপ্রিয় নামেরই সংকীর্ত্তনে সুখে ও ঝটিতি স্বার্থলাভ হইয়া থাকে। "সহস্র নামভিস্তুল্যং রাম নাম বরাননে"। বিচিত্ররুচি লোকসকলের ক্রমশ: সকল নামেতেই প্রীতি জন্মিলে ক্রমে সকল নামই প্রিয় বলিয়া গণিত হইবে। নামামৃত একটি ইন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বীয় মধুররসে সমগ্র ইন্দ্রিয়গণকেই প্লাবিত করিয়া থাকে।

নিজের ও শ্রোতার হর্ষপ্রদ নাম সংকীর্ত্তন সাক্ষাদ্রূপে বাগিন্দ্রিয়েই উদিত হইয়া থাকে। অতএব ধ্যান হইতে নাম সংকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের নাম সংকীর্ত্তনই পরমাকর্ষক মন্ত্রের ন্যায় প্রেমসম্পত্তির বলিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সাধন। "শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণের্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোক। গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ"। (ভাঃ ১১।২।৩৯)। যাঁহাদের অর্থ ভগবানের জন্ম ও লীলাসূচক এমন যে নামসমূহ, ঐ সকল নাম ও লীলা অনন্ত, সমগ্রভাবে কেহ জানিতে অসমর্থ। এজন্য লোকপ্রসিদ্ধ যে নাম সমূহ সংকীর্ত্তিত হয়, সেই সকলই শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া স্পৃহাশূন্য হইয়া বিচরণ করিবে। এবং (১১।২।৪০) "এবংব্রত: স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা-জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়তীতি॥" কৃষ্ণসেবাব্রত পুরুষ অবশ-চিত্ত হইয়া স্বীয় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তনে জাতানুরাগবশতঃ শ্লথ হৃদয় হন; উন্মত্তের ন্যায় অপেক্ষাশূণ্য হইয়া কখন হাস্য, রোদন, চীৎকার, গান ও নৃত্যাদি করেন।

নামসংকীর্ত্তনের মহিমা অধিক কি আর বর্ণনা করিব? ভক্তিরসিকগণ নাম সংকীর্ত্তনকেই ভক্তির ফল বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন, কারণ নামসংকীর্ত্তনই অব্যর্থ প্রেম সম্পত্তি উৎপাদন করিয়া থাকে, তজ্জন্য নাম সংকীর্ত্তনকেই সাধ্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। কোন রসজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন, নাম সংকীর্ত্তনই কৃষ্ণ-প্রেমভরের উৎকৃষ্ট লক্ষণ, কারণ নিজের সেই ইষ্টনাম সংকীর্ত্তন হৃদয়ের আবেগের সহিত প্রেমেরই ভরে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। অতএব নাম সংকীর্ত্তন ও প্রেমের কার্য্য-কারণতাসম্বন্ধহেতু অভেদই সিদ্ধ হইল।

বর্ষাকালে মেঘ বিনা চাতক সকলের আর্ত্তনাদের ন্যায়, এবং রাত্রিকালে পতিবিয়োগে চক্রবাকী ও কুররী সকলের ন্যায়, ভক্তসকল প্রেমভরে বিরহ যাতনায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া নাম সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন অর্থাৎ বিরহ ব্যথিত হইয়া বিচিত্র মধুরগাথা প্রবন্ধে ভগবানের নাম সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন "সিদ্ধস্য লক্ষণং যৎস্যাৎ সাধনং সাধকস্য তদিতি ন্যায়াৎ॥" অর্থাৎ 'সিদ্ধের লক্ষণ সাধকেই লক্ষিত হয়' এই ন্যায়ানুসারে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন স্ফুট নামসংকীর্ত্তনে লোকশঙ্কা শরীরদৌর্ব্বল্য প্রভৃতি বহু বহু ঘটিতে পারে, কিন্তু অন্তশ্চিন্তনে অর্থাৎ ধ্যানে কোনরূপ বিঘ্ন শঙ্কা নাই। কিন্তু বিচিত্র লীলার সাগরস্বরূপ প্রভুর স্ফূরিত বিচিত্র প্রসাদ হইতেই সেই বিচিত্র সংকীর্ত্তন মাধুরী স্ফূরিত হইতে থাকে। নিজ পৌরুষবলে ঐ মাধুরী কদাচ সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ ভগবদিচ্ছাবলেই নামসংকীর্ত্তনমাধুরী লাভ করা যায়, সুতরাং ভগবৎপ্রসাদে কুশাগ্রেও বিঘ্ন ঘটে না। সর্ব্বদা ভগন্নামপর উপাসকগণের ভোগোন্মুখ (প্রারব্ধভোগ) পাপ সকল তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং শুভফলজনক পুণ্যই অবশিষ্ট থাকে। প্রারব্ধ নাশ ও তাহার অবস্থিতি উপাসকগণের ইচ্ছাধীন। হরিভক্তি সুধোদয়ে "কর্ম্ম চক্রস্য যৎ প্রোক্তমবিলঙ্ঘ্য সুরাসুরৈঃ।

মদ্ভক্তিপ্রবলৈর্মত্ত্যৈর্বিদ্ধি লক্ষিতমেবতদিতি” ইতর অর্থাৎ উপাসকভিন্নগণ কদাচিৎ কোন প্রকারে নাম সংকীর্ত্তন করিলে তাঁহাদের অবশ্যভোগ্য প্রারব্ধ কর্ম্ম অবশিষ্ট থাকে।

যদি বল ভরতাদি উপাসকগণেরও ভোগোন্মুখ কর্ম্মক্ষয় কি জন্য হয় নাই? তদুত্তরে—হরিনাম সেবক মহাশয়গণ, “সুগোপ্য ভক্তিরূপ মহানিধি প্রকাশিত হইয়া যাইবে” এই ভয়েই ভীত হইয়া সংসারিক ব্যবহার ছলে অন্যান্য লোক সকলকে আপন দুঃখ ভোগ জানাইয়া থাকেন। সর্ব্বতোভাবে তাঁহারা আপন হৃদয়স্থ ভক্তি সুখ অপরকে জানিতে দেন না। যদি বল “সকল লোকের নিস্তারার্থ মহানিধি প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য”, তদুত্তরে—ভগবন্নাম সংকীর্ত্তন মাত্রেই সমস্ত ভক্তেরই দোষ ও দুঃখ নষ্ট হইয়া যায়, তথাপি কোন কোন ভক্ত প্রভুর ন্যায় কৃপালু হইয়া দুষ্টসঙ্গ-পরিত্যাগ ও দোষপরিহারাদিরূপ সদাচার লোক সকলকে শিক্ষাদিবার জন্য “সদাচার অবলম্বন না করিলে ভক্তি প্রবৃত্তি জন্মে না,” ইহাই জানাইয়া থাকেন।

ভরতাদি মহাশয়গণ শুদ্ধচিত্ত হইয়াও লোকসকলকে দুঃসঙ্গ দোষ জনিত কুফল শিক্ষা দিয়াছিলেন, যুধিষ্ঠিরাদি মহাভাগগণ দ্যূতক্রীড়া জনিত দোষ ও দুঃখ শিক্ষা দিয়াছিলেন। নৃগাদি অমলগণও স্ব-স্ব ব্যবহারে লোক সকলকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। যদি বল বহুবিঘ্ন উপস্থিত হইলে আমার নাম সংকীর্ত্তন নিষ্ঠা কিরূপে হইবে? তদুত্তরে—এইরূপ বহু বহু বিচার করিয়া তুমি যে ভক্তিপ্রভাব সঞ্চয় করিবে, সেই ভক্তিপ্রভাবেই বিঘ্ন ও অতিবিঘ্ন সমুদয় সর্ব্বদা জয় করিবে। বৈকুণ্ঠ ভক্তেরও সহায়তা পাওয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণের মহতী অনুকম্পা প্রাপ্ত ভক্তগণের চিত্তে ভগবদ্দর্শনের প্রশংসা শ্রবণ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের মহতী অনুকম্পায় সাক্ষাদ্দিদৃক্ষা ত্যাগ করিতে না পারিয়া নাম সংকীর্ত্তন মহাত্ম্যে চিত্ত আকৃষ্ট হয়। ভগবানের রূপ সচ্চিদানন্দ ঘন, ইহা সত্য, তথাপি সেই সচ্চিদানন্দ রূপ, যোগ্য ইন্দ্রিয় বর্গ-দ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকে। ভগবানের কারুণ্যশক্তি-প্রভাবে জ্ঞানশক্তি লাভ করিলেই মাংসনেত্রের চেষ্টা দ্বারাই অপরিচ্ছিন্ন ভগবদ্রূপের সাক্ষাৎ-সন্দর্শন সংঘটিত হইয়া থাকে। জ্ঞান নেত্র দ্বারা ভগবদ্দর্শন হইলেও দ্রষ্টা বিবেচনা করে যে, আমি নেত্রযুগল দ্বারাই দর্শন করিতেছি, তখন হৃদয়ে হর্ষবিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে কৃষ্ণকরুণার প্রভাব-বিজ্ঞাপক মান হৃদয়ে অবির্ভূত হইয়া থাকে।

যদি বল ক্ষুদ্রায়তন চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা ভগবদ্দর্শন হইলেও সেই দর্শনে কখন কখন তিরোধান ব্যবধান-রূপ বিচ্ছেদ হইতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্মবৃত্তি ব্যাপক মনের দ্বারা যে ভগবদ্দর্শন লাভ হয়, তাহাই নির্ব্বিঘ্নে সন্দর্শন সুখ বলিয়া গণিত হইতে পারে। তদুত্তরে—প্রভুর কৃপারাশির প্রভাবেই হউক, অথবা ভক্তি প্রভাবেই হউক, পরিচ্ছিন্ন চর্ম্ম-চক্ষুর দ্বারা ভগবৎসন্দর্শন মনোদর্শনের ন্যায়ই অবিচ্ছিন্নও সম্যগ্‌রূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

যদি বল ভগবৎ কারুণ্য ও ভক্তিপ্রভাব ভগবদ্দর্শনের কারণ হইতে পারে না; তদুত্তরে;—তিনি যদি কৃপা না করেন বা তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন না করি, তবে তাঁহাকে কেহই মনের দ্বারাই হউক অথবা ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই হউক কোন উপায়েই দেখিতে পাওয়া যায় না, কারণ তিনি স্বয়ম্প্রভ অর্থাৎ মনোবৃত্তির অবিষয় এবং ঈশ্বর অর্থাৎ পরমস্বতন্ত্র ও সর্ব্বনিয়ন্তা। যদি বল পরিচ্ছিন্ন নয়ন দ্বারা যে দর্শন সুখ লাভ হয়, তাহা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অল্প, অপরিচ্ছিন্ন মনের দ্বারা যে দর্শন সুখ লাভ হয়, তাহা অপরিচ্ছন্ন অর্থাৎ অসীম। তদুত্তরে—ঘনসুখাত্মক সেই ভগবান্ যে কোন প্রকারে উপাসিত হইলেই ঘন অর্থাৎ অপরিসীম সুখ প্রদান করিয়া থাকেন। লোচন যুগল দ্বারা যে ভগবদ্দর্শন লাভ হয়, সেই ভগবদ্দর্শনই অশেষ প্রকার অনুগ্রহ সমুদায় প্রদান করিয়া থাকে। ধ্যান দর্শনে কদাচিৎ ভগবৎপ্রসাদ লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু সাক্ষাদ্দর্শনে প্রায়ই ভগবৎপ্রসাদ লাভ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় দর্শনই ধ্যানাদি দর্শন অপেক্ষা নিবিড় সুখ লাভ হওয়াই সাধনের উৎকৃষ্ট ফল,—তাঁহার সাক্ষাৎকার হইলেই আমূল অর্থাৎ ভগবদ্‌বিস্মৃতিপর্য্যন্ত মায়া নষ্ট হইয়া যায়। যথা ভাঃ ১।২।২১—ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥ অর্থাৎ আত্মার আত্মা পরমাত্মা ভগবানের স্বরূপসাক্ষাৎকার ফলে অর্থাৎ আত্ম-

দর্শন হইলেই ভগবৎতত্ত্ববেত্তার অহঙ্কাররূপ মনের শৃঙ্খল বিনষ্ট হয়, অসম্ভাবনাদিরূপ সকল সন্দেহরজ্জু ছিন্ন হয় এবং অনারব্ধ ফলবিষয়ক ভাববিশেষ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

প্রহ্লাদ হৃদয়ে প্রভুকে দর্শন করিলেও স্বনেত্রে প্রভুকে সর্ব্বদা দর্শন করিতে অভিলাষ করিতেন। এ সম্বন্ধে প্রমাণ এই যে, শ্রীপ্রহ্লাদ সমুদ্রতীরে শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করিয়া ভাববিশেষ লাভ করিয়াছিলেন, হরিভক্তি সুধোদয়ে এ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

কৃষ্ণের সাক্ষাদ্‌দর্শন লাভ করিলেও কাহারও অক্ষিদ্বয় যে মুদ্রিত হইয়া থাকে, সেই অক্ষিমুদ্রণকে ধ্যান বলা যাইতে পারে না, ঐ মুদ্রণকে আহ্লাদভরে কম্পাদির ন্যায় প্রেম-বিকার বলিয়াই জানিতে হইবে। মহাপ্রভুর ধ্যান পরোক্ষেই যুক্তিযুক্ত হয়, কিন্তু সাক্ষাতে ধ্যান যুক্তিযুক্ত হয় না। কীর্ত্তন অপরোক্ষে বা পরোক্ষে সর্ব্বদাই যুক্তি যুক্ত হইয়া থাকে। "কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রমসং কৌমুদী কুমুদাকরং। জগৌ গোপীজনস্ত্বেকং কৃষ্ণনাম পুনঃ পুনঃ। (বিষ্ণুপুরাণ)।

জ্যোতির্ময় শারদচন্দ্র যেমন কুমুদ সকলকে প্রফুল্লিত করে সেইরূপ শ্রীগোপীগণকে প্রফুল্লিতকারী শ্রীকৃষ্ণের নাম গোপীগণ পুনঃ পুনঃ গান করিয়াছিলেন।

নামের মহিমা অধিক কি বর্ণনা করিব ? ভগবানের শ্রীমৎ অর্থাৎ সর্ব্বশোভা-সম্পত্ত্যাতিশয়যুক্ত নাম শ্রীমূর্ত্তি হইতেও তাঁহার অতিশয় প্রিয়। সেই নাম অধিকারী অনধিকারী অপেক্ষা করে না বলিয়াই জগদ্ধিত বলিয়া বর্ণিত হয়, কারণ উহা সুখোপাস্য অর্থাৎ জিহ্বাগ্রমাত্র দ্বারাই উহার সেবা করিতে পারা যায়। ঐ ভগবন্নাম সরস অর্থাৎ মধুরাক্ষরময়, অথবা নবরস মধ্যে ভক্তি ও প্রেমরসের বিরহ ও সঙ্গমে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে বলিয়াও সরস। অথবা রসের অর্থাৎ রাগের সহিত বর্ত্তমানতা বশতঃ সরস বলিয়া কথিত হয়, কারণ উহা অব্যর্থরূপে শ্রীভগবৎপ্রেম প্রদান করিয়া থাকে ও স্বসেবক সমস্ত জনেরই অনুরাগ জন্মাইয়া থাকে, অথবা রস অর্থাৎ বীর্য্যবিশেষের সহিত বর্ত্তমান থাকে বলিয়াও সরস। কারণ উহা সমগ্র দীনজনেরই নিস্তার কারক। অতএব সেই নাম তুল্য অন্য কিছুই নাই।

প্রাণিগণ প্রায়শঃ হিতাহিত-বিবেচনা-রহিত ; মনুষ্যগণই কেবল হিতাহিত বিবেক বিশিষ্ট। সেই মনুষ্য মধ্যে যাহারা সদাচার ও বিচারবান্ তন্মধ্যে অধিকাংশই ধনৈশ্বর্য্য-ভোগবিলাসে রত। যদি কেহ ধর্ম্মপর হয়েন, তাহা যশো-লিপ্সাদি-হেতু। তন্মধ্যে অল্পলোকই স্বর্গপ্রাপক ধর্ম্মে রত। তন্মধ্যে অল্পসংখ্যক নিষ্কামধর্ম্মে রত হ'ন ; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মুমুক্ষু। তাঁহাদের মধ্যে কেহ যোগোভ্যাসনিষ্ঠ, তন্মধ্যে কেহ পরমহংস বা প্রাপ্তাত্মতত্ত্ব, তন্মধ্যে কেহ কেহ মুক্ত, তন্মধ্যেই কেহ কেহ ; জীবন্মুক্তাবস্থায় প্রারব্ধভোগী ; তন্মধ্যে কেহ কেহ সিদ্ধি লাভ করেন। সেই সিদ্ধ মুক্তগণমধ্যে কেহ কেহ ভগবদ্ভক্তি তৎপর হ'ন, তাঁহারা সকলেই মহাশয় অর্থাৎ সূক্ষ্মবুদ্ধি-গম্ভীরাভিপ্রায় হইয়া ভগবদনুগ্রহবলেই মোক্ষকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। সেই ভক্তিরত পুরুষগণ মধ্যে শ্রীমন্ মদনগোপাল-পাদপদ্মের একমাত্র সৌহার্দ্দবিশিষ্ট ভক্ত অতীব দুর্লভ। অর্থ, কাম, মোক্ষ ও ভক্ত্যাদির সাধন সকলের উত্তরোত্তর অল্পতা ও তজ্জ্ঞাপক শাস্ত্র সকলের এবং বচন সকলেরও উত্তরোত্তর অল্পতা। ফলকথা, ভক্তিশাস্ত্র পরমগোপ্য ও স্বল্পতর, তন্মধ্যে শ্রীনন্দনন্দন-চরণারবিন্দ-প্রেমভর-শাস্ত্র ও ভক্ত পরম দুর্লভ জানিতে হইবে।

শরণাগত সকলের ভয়নিবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে পূজাদ্রব্যাদি প্রদান করিয়া ইন্দ্র ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে সমর্পন না করিলে কর্ম্ম সকলের ফলসিদ্ধি হয় না। শ্রীমান বলিও সেইরূপে জগৎত্রয়ের ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই বলি আরও একটি অতিবিস্ময়াস্পদঅনির্ব্বচনীয় দ্বারপালরূপে স্ববশগত্তিত্বাদি পদার্থ লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার পাদপদ্ম মাহাত্ম্যও তাঁহাতে শরণাগত মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইল। যাঁহার পাদপদ্ম ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মাদি দেবগণেরও পরমপূজ্যা সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়ক-কটাক্ষযুক্তা লক্ষ্মীদেবীও অঙ্ঘ্রিপদ্মের অর্চ্চনা করেন। লক্ষ্মীকেও যাঁহারা উপেক্ষা করেন, তাদৃশ আত্মারামগণ, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্তিনিষ্ঠগণও

যে চরণারবিন্দের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ব্রজদেবীগণও যে চরণার্চ্চন করেন। ইত্যাদি দ্বারা তাঁহার পাদপদ্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইল।

শ্রীভগবানই নিজ ললিতগতি রাস-বিলাসাদি দ্বারা যে গোপীকাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-মান বিধান করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা "ভোগ ঐশ্বর্য্য মুক্তি ভক্তি বরদান" ইহাদের পাত্র সকল হইতে এবং মহালক্ষ্মী হইতেও শ্রেষ্ঠ সেই প্রেমিকাদের উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা ভগবানের বিরহে অত্যন্ত প্রেমের আবির্ভাবে উন্মত্ত হইয়া ঐহিক পারলৌকিকাদি সাধ্যসাধনাদির বিষয়ে দৃষ্টিশূন্যা হইয়াছিলেন। যদ্যপি নন্দযশোদাদির ভাব দ্বারাই শ্রীগোলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথাপি প্রায়ই শ্রীগোপী-সদৃশ ভাব দ্বারাই সর্ব্বথা মনোরথ পূরণ হয় বলিয়া ফলবিশেষ সম্পন্ন হইয়া থাকে। সেই গোলোক দুঃসাধ্য এবং তাহার সাধনও দুঃসাধ্য। শ্রীগোপীনাথ-চরণারবিন্দ-যুগলের প্রতি ব্রজজাতীয়-প্রেম অর্থাৎ ব্রজবাসিগণ শ্রীগোপীনাথের প্রতি যাদৃশ প্রেম প্রকাশ করিয়া থাকেন। (বিশেষতঃ ব্রজদেবীগণ) সেই প্রেমকেই সাধন-পরাকাষ্ঠা-শিরোমণি বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের করুণাভরই সেই প্রেমের আদি কারণ (নিদান)। অকস্মাৎ কোন পুরুষে সেই প্রেম হস্তগত হয়, কাহারও বা সাধনপরম্পরায় হস্তগত হইয়া থাকে। উভয়ত্র শ্রীকৃষ্ণ-করুণাকেই মূল বলিয়া জানিতে হইবে। যদি বল, উভয়ত্র যদি কৃষ্ণ-করুণার অপেক্ষা রহিল, তবে সাধনসিদ্ধি-বিষয়ে কি জন্য ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে? বলিতেছি, যেমন দাতা হইতে কোন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি পক্ব অন্ন লাভ করেন, কোন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি তণ্ডুল, পাকপাত্র, কাষ্ঠাদি লাভ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ দাতা যথাযোগ্য খাদ্য বিতরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও পাত্র বিবেচনা করিয়া প্রকারভেদে সাধন প্রদান করিয়া থাকেন। এক্ষণে শাস্ত্রানুসারে সাধকের সাধনক্রম বলিতেছি।

ব্রজগোপ-গোপীকারদাস্য ইচ্ছা করিয়া লৌকিক সম্বন্ধ জ্ঞানে অর্থাৎ পতিপুত্রাদি জ্ঞানে ভয়াদিজনিত বিঘ্ন দূর করিয়া সেই প্রেম অর্জ্জন করিতে হইবে। তদ্বিষয়ে ভয়, গৌরব, অবিশ্বাস, লজ্জা পরিত্যাগ করিতে হইবে, অন্যথা প্রেমহানি হইবে। পদ্মপুরাণে—"অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেম সংযুতা ভক্তিরিত্যাদি"॥

যে ভক্তিতে গোকুললীলার ধ্যান অর্থাৎ অন্তশ্চিন্তন ও গান এই দুইটী প্রধান হইয়াছে তাদৃশী ভক্তি দ্বারাই সংকীর্ত্তনোজ্জ্বল অর্থাৎ নামসংকীর্ত্তনের পরিপাটী শুদ্ধ প্রেম লাভ করা যায়। যদিও "গান" এই পদ দ্বারাই সংকীর্ত্তন পাওয়া যাইতে পারে, তথাপি পৃথগ্‌ উল্লেখের তাৎপর্য্য এই যে, নিজ প্রিয়তম নামের সংকীর্ত্তনই প্রেমের অন্তরঙ্গ-সাধন, এই জন্যই পৃথক্‌ উল্লেখ করিলেন।

তদেকরসলোক অর্থাৎ সেই বস্তুতেই যাঁহাদের প্রীতি-বিশেষ, এতাদৃশ লোকের সঙ্গে সেই বস্তু স্বতই প্রকাশিত হইলেও প্রযত্নপূর্ব্বক, গোপন করিবে। লোক মধ্যে দেখা যায়, যেমন কোন প্রিয়তমের বিয়োগ হইলে তাঁহার শোক-দুঃখ কালবশে আচ্ছন্ন থাকিলেও সেই ব্যক্তির কোন ইষ্টজনকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভূত হইয়া বর্দ্ধিত হয়, প্রেমের গতিও সেইরূপ জানিবে। মূলশ্লোকে "প্রযাস্যৎ" এই ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশ দ্বারা ইহাই প্রকাশ করিতেছে যে অভিব্যক্তির পূর্ব্বে সম্বরণ করিতেই চেষ্টা করিবে। এই জন্যই তাঁহার প্রিয় ক্রীড়াবনভূমিতে সর্ব্বদা বাস করিয়া সেই প্রেম বিস্তার করিবে। তাহা হইলে অচিরেই সম্পন্নতা লাভ করিবে।

দৈন্য—দেহদৈহিকাদির ঐহিকপারত্রিক-সাধ্যসাধনাদির ঔদাসীন্যে ভূষিত দৈন্যমূলক সেই প্রেম স্বধর্ম্মা-চরণাদিরূপ কর্ম্ম, আত্মানাত্মবিবেকাদি কর্ম্ম, অষ্টাঙ্গযোগ, জপ-বৈরাগ্যাদি, এই সকল সাধন হইতে সেই প্রেম দূরে অবস্থান করিয়া থাকে। যদিও কর্ম্মাদির প্রেমসাধনত্ব অভিপ্রেত, তথাপি ভক্তির আরম্ভেই তাহার উপযোগ জানিতে হইবে। যদি বল দৈন্য শব্দে দারিদ্র্য, অকিঞ্চনত্ব অথবা নিরভিমানত্বাদি, ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি গৃহীত হইবে? বলিতেছি, সর্ব্বসদ্‌গুণযুক্ত হইলেও যাহা দ্বারা নিজের প্রতি যে অসাধারণ অশক্ত অধম বলিয়া বুদ্ধি হইয়া থাকে, পণ্ডিতগণ তাহাকেই দৈন্য বলিয়া থাকেন। যে বাক্য দ্বারা, যে চেষ্টা দ্বারা, যে বুদ্ধি দ্বারা, উক্ত দৈন্য স্থিরতা প্রাপ্ত

হয়, বিদ্বান্ ব্যক্তি সেই সেই রাগাদি ভজনা করিবে এবং তদ্বিরুদ্ধ-রাগাদি সকল পরিত্যাগ করিবে। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-গমনকালে গোকুলনারীগণের কৃষ্ণ-বিয়োগে যে দৈন্য উপস্থিত হইয়াছিল, প্রেমের পরিপাক হইলে সেই রূপই হইয়া থাকে। দৈন্যের পরিপাক দ্বারা প্রেম অজস্র বিতরিত হইয়া থাকে। সেই দৈন্য ও প্রেমের পরস্পর কার্য্য-কারণতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ স্থলে নিম্নলিখিতরূপে কেহ যেন বিবেচনা না করেন। যথা—শ্রীগোপীনাথ-প্রাপ্তি-বিষয়ক প্রেমের ফল শ্রীগোলোক-প্রাপ্তি ; উহার ফল, শ্রীগোপীনাথ-দর্শন, উহার ফল তাঁহার প্রসাদ। এরূপ কল্পনা করিলে ভক্তির সিদ্ধান্তে অনবস্থাদোষ-প্রসঙ্গ উপস্থিত হইতে পারে, কারণ, গোলোকপ্রাপ্ত্যাদি প্রেমেরই বৈভবস্বরূপ অতএব প্রেম হইতে পৃথক্ নহে।

দৈন্য-জনিতত্ব-হেতু প্রেমের পরম-দৈন্যাত্মকতাই হওয়া উচিত। হে ভ্রাতঃ! আশ্বস্ত হও, কারণ প্রেম-তত্ত্ববিদ্-গণই প্রেমের তত্ত্ব অবগত আছেন, অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ ব্যক্ত করিতে পারা যায় না, কেবল তটস্থ লক্ষণ দ্বারা তাহা উদ্দিষ্ট হয় মাত্র। কারণ, যাঁহার চিত্ত আর্দ্র হইয়াছে, তাঁহার বাহ্যশরীরে কম্প-অশ্রু-পুলকাদি লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রেমযুক্ত লোকসকলের সম্বন্ধে দাবানল-শিখা যমুনামৃততুল্য হইয়া থাকে, যমুনামৃতও অগ্নিশিখাতুল্য হইয়া থাকে। বিষও অমৃত হয়, অমৃতও বিষ হয়। মৃত্যুও সুখ হয়, জীবনও পীড়াবৈভব হইয়া থাকে।

সেই প্রেম-প্রভাবে সম্ভোগ ও বিয়োগের ভেদ সাক্ষাৎ অবগত হওয়া যায় না। এই বিষয় ভাগবতের দশম স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। জলক্রীড়ানন্তর ভগবানের সহিত মহিষীগণের মিলন হইলেও বিরহ-দুঃখোক্তি বর্ণন করিয়াছেন। তখন এই প্রেমাখ্য বস্তু "আনন্দভরাত্মক অথবা মহাশোকময়" ইহা বিশেষরূপে নিশ্চয় করিতে পারা যায় না। কারণ, তখন বুদ্ধ্যাদির বিলোপ হয় বলিয়া বিশেষরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায় না। পরমান্ত্য-সীমা-প্রাপ্ত বস্তুর এইরূপ স্বভাব বলিয়াই গ্রহণাসামর্থ্য হইয়া থাকে। প্রেমস্বভাবে ঘন হিমচয়ও অগ্নিতুল্য উষ্ণ-স্পর্শ হইয়া থাকে। যে প্রেমের বৈভব উদিত হইলে ব্যবহার সকল সর্ব্বদাই মহোন্মত্তের ন্যায়ই হইয়া থাকে। প্রেম ব্যতীত নবপ্রকারা মুকুন্দভক্তিও সুখসম্পাদন করিতে পারে না। লবণ ব্যতীত যেরূপ ব্যঞ্জন, ক্ষুধা ব্যতীত যেমন ভোগ্যসামগ্রী, অর্থবোধ ব্যতীত শাস্ত্রপাঠ, ফল ব্যতীত যেরূপ উদ্যান সমুদয় ব্যর্থ হয়, সেইরূপ প্রেম ব্যতীত নবপ্রকারা মুকুন্দভক্তি ব্যর্থ হয়। উক্ত প্রেম কোন অবতার-বিষয়ক অথবা বৈকুণ্ঠনাথ-বিষয়ক বলিয়াই জানিবে। শ্রীনন্দ-নন্দনের প্রতি শ্রীরাধিকাদির যে প্রেম, তাহা নির্দ্দেশ করিতে অক্ষম।

শ্রীকৃষ্ণ মধুপুরী গমন করিলে কৃষ্ণবল্লভাসকলের প্রলয়াগ্নি হইতেও তীব্র যে ভাব উদিত হইয়াছিল, সেই ভাবের একমাত্র হেতু প্রেম। ইহাকেই সেই প্রেমের তত্ত্ব বলিয়া জানিতে হইবে। সেই প্রেমের অপর তত্ত্ব অবগত হইতে ইচ্ছা করিও না, কারণ বিশেষনিরূপণে আমার এবং তোমার দশাবিশেষ উপস্থিত হইতে পারে। অধিক কি? সেই প্রেম নিরূপিতই হইতে পারে না, যদি বা কোন ক্রমে নিরূপিত হয়, তথাপি অধুনা প্রতীতি-বিষয়ও হইবে না। যদি তাদৃশ প্রেমবিশিষ্ট লোকের সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তবেই সেই প্রেমতত্ত্ব সাক্ষাৎ অবগত হওয়া যায়। গোপীগণ মধ্যে সুপ্রসিদ্ধা পরম-প্রেমভরবতী শ্রীরাধিকা যদি প্রত্যক্ষীভূতা হয়েন, তবেই সেই মূর্ত্তিমান্ প্রেম সাক্ষাৎ অনুভূত হইতে পারে। সেই ভগবতীই সেই প্রেম ব্যাখ্যা করিতে পারেন। এখানে যদি বা কাহারও প্রেমতত্ত্ব-শ্রবণে নিজের শক্তি হইতে পারে, তথাপি ব্যক্ত করিতে পারা যায় না। কারণ, উপর্য্যুপরি প্রেমাবির্ভাবে সর্ব্বদা সকলে মহোন্মত্তের ন্যায় হইয়া থাকে। অপর শ্রোতাও তাদৃশ প্রেমরোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। কেবল সেই ভগবতীর দর্শন হইলেই, তাঁহাতে প্রাদুর্ভূত মহাপ্রেমলক্ষণ সাক্ষাৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সেই প্রেম যথার্থতঃ বিজ্ঞাতও হইয়া থাকে। তাদৃশ নিজপ্রেম-বিস্তারকারী কৃষ্ণচন্দ্রের যদি কোন অবতার হয়, অথবা শ্রীরাধিকার যদি কোন অবতার হয়, তাহা হইলেই সেই প্রেম অনুভূত হইতে পারে।

পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারে এবং পুরুষোত্তমে যে ফল লাভ হয়, দ্বারকাতেও সেই ফল লাভ

হয়। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে পারমৈশ্বর্য্য ও লৌকিকতায় যেরূপ বিভূষিত, দ্বারকাপুরীও তাদৃশ। প্রভু শ্রীদেবকীনন্দনই দারুব্রহ্মময় শ্রীজগন্নাথমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব রূপপ্রভাবে আর্দ্রচিত্ত ক্ষেত্রবাসি লোকসকলের সর্ব্বদা হর্ষবর্দ্ধনার্থ ঐশ্বর্য্য-অবলম্বন পূর্ব্বক তথায় ক্রীড়া করিতেছেন। সেই পুরুষোত্তমে যে বস্তু সংসিদ্ধ হয়, দ্বারকাতেও সেই বস্তু সংসিদ্ধ হইতে পারে। অতএব পুরুষোত্তম ও দ্বারকায় কোন ভেদ নাই। কিন্তু পুরুষোত্তমে ব্রজলীলার অনুকরণ দর্শনে এবং গীতাদি শ্রবণ করিয়া অভীষ্ট অপ্রাপ্তি জন্য শোক হইতে পারে। কারণ তথায় জগন্নাথমুখকমলের নিরীক্ষণ ও সর্ব্বদা মহাপ্রসাদ-লাভ, যাত্রা-উৎসবাদির অনুভব দ্বারা হৃদয়ে উল্লাসেরই সঞ্চার হইয়া থাকে, দীনতার সঞ্চার হইবে না। দীনতা বিনা গোলোক প্রাপক প্রেম উদিত হইতে পারে না। গোলোক লাভ ব্যতীত অভীষ্ট সিদ্ধি বা স্বাস্থ্য লাভ হইবে না। শ্রীগোকুলই উক্ত অভীষ্ট লাভের প্রকৃষ্ট সাধন ক্ষেত্র। কারণ তথায় তাদৃশ নন্দ-নন্দন-ক্রীড়া-মণ্ডিত শ্রীবৃন্দাবনাদি অরণ্য, শ্রীযমুনাদি সরিৎ, শ্রীগোবর্দ্ধনাদি পর্ব্বত, সরোবর, দ্রোণ, এই সকল শূণ্যময় অবলোকন করিয়া সাধুদিগের স্বতই দৈন্য ও প্রেম সর্ব্বদা উপস্থিত হইয়া থাকে। তথায় ইতরজনের অলক্ষ্যরূপে শ্রীভগবান্ সর্ব্বদাই ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তথায় সাধু সকল হাহারবে আক্রান্তবদন ও মহাসন্তাপদগ্ধ হইয়া নিজ ইষ্টদেবকে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। তথায়ই দৈন্যাত্মিকা ভক্তি সাধনের ও সত্বর অভীষ্ট লাভের প্রকৃষ্ট স্থান। যাঁহার চিত্ত স্বর্গ-মহর্লোকাদি এমন কি বৈকুণ্ঠ-অযোধ্যা-দ্বারকাদিতেও তৃপ্ত নহে তিনিই সেই প্রেমের অধিকারী। দ্বারকাতে সাক্ষাৎ সেবা করিলেও যাদৃশী শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উৎপন্ন না হয়, ব্রজভূমিতে অবস্থান করিলেই তাঁহার তদপেক্ষাও দৃঢ়প্রীতি জন্মিয়া থাকে। অতএব শ্রীগোকুলই সেই প্রেমসাধনের প্রকৃষ্ট স্থান। তথায় নিজপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নাম সংকীর্ত্তন, তাঁহার লীলাগান ও তদীয় লীলাস্থলে সাধু সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ ভজন করিতে থাকিলে সত্বর সেই পরমপরাকাষ্ঠা শিরোমণি প্রেমধন লাভ হয়। ইহাই পরম চরম শ্রেষ্ঠ সাধন বা অভিধেয়।

তৃতীয় বিলাস

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর অভিধেয় বিচার—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু

(পূর্ব্বলহরী)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধি বস্তু ও ব্যক্তির অনুকূল ভাবের সহিত অনুশীলন যদি নির্ব্বেদ ব্রহ্মজ্ঞানাসক্তি, সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্মাসক্তি, বর্ণাশ্রমাচার ও যোগাসক্তি-বর্জ্জিত এবং কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্য কামনা শূন্য হয়, তবে সেই অনুশীলনকে উত্তমা ভক্তি বলে। সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়নিয়ামক শ্রীকৃষ্ণের অন্যাভিলাষ-বর্জ্জিত নির্ম্মল সেবাই উত্তমা ভক্তি। (শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে)। শ্রীকপিলদেব কহিলেন,—"মাতঃ! পুরুষোত্তম ভগবানে ফলাভিসন্ধানরহিত, ব্যবধানশূন্য যে ভক্তি, এরূপ ভক্তিযুক্ত ব্যক্তিগণ, সালোক্য (ভগবানের সহিত একলোকে বাস), সার্ষ্টি (ভগবানের সহিত সমান ঐশ্বর্য্য), সামীপ্য, (ভগবানের নিকটে সর্ব্বদা বাস), সারূপ্য (ভগবানের সহিত সমান রূপত্ব), সাযুজ্য (ভগবানের সহিত মিশিয়া যাওয়া) এই পঞ্চবিধ মুক্তি দিতে চাহিলেও আমার সেবা ব্যতীত সে সকল কিছুই গ্রহণ করেন না। এইরূপ ভক্তিযোগই আত্যন্তিক (পরাকাষ্ঠা) ভক্তিই পরম পুরুষার্থ। (ভাঃ ৩।২৯।১২)॥ উক্ত শ্লোকে ভক্তের উৎকর্ষ বর্ণন, ভক্তির বিশুদ্ধতা প্রকাশ দ্বারা ভক্তিলক্ষণেই পরিণত হইতেছে।

ভক্তির বৈশিষ্ট্যঃ—উক্ত উত্তমা ভক্তির ছয়টী বৈশিষ্ট্য যথাঃ—(১) ক্লেশঘ্নী, (২) শুভদা, (৩)

মোক্ষকেও তুচ্ছবুদ্ধিকারিণী, (৪) অত্যন্ত সুদুর্ল্লভা, (৫) গাঢ় আনন্দস্বরূপা এবং (৬) শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণকারিণী। তন্মধ্যে **ক্লেশঘ্নী** যথা—ক্লেশ তিন প্রকার—পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা। তন্মধ্যে **পাপ**:—অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ ভেদে পাপ দুই প্রকার। **অপ্রারব্ধ**:—যে পাপ সংস্কাররূপে জীবের সূক্ষ্ম দেহে অবস্থিত ও যাহার ফলোদয়কাল এখনও উপস্থিত হয় নাই। ইহা অনাদি ও অনন্ত। **প্রারব্ধ**:—যে অশুভ কর্ম্ম ফলোন্মুখ হইয়াছে ও যাহার ফল ভোগ করিবার জন্য বর্ত্তমান দেহ ধারণ করিয়াছে। অবশ্য ফলোন্মুখ শুভকর্ম্মও বর্ত্তমান দেহেই ভোগ্য।

অপ্রারব্ধ-পাপহরত্ব—যথা ভাঃ ১১।১৪।১৯—"যেমন প্রজ্জলিত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ আমার প্রতি ভক্তিও জীবের সমস্ত পাপরাশি ধ্বংস করে। শ্রীউদ্ধব প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য।

প্রারব্ধ-হরত্ব:—যথা ভাঃ ৩।৩৩।৬—"হে ভগবান্! যখন তোমার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন এবং তোমাকে নমস্কার ও স্মরণ—ইহার মধ্যে যে কোন ক্রিয়ার কদাচিৎ অনুষ্ঠান করিলে চণ্ডালও তৎক্ষণাৎ সবন-যজ্ঞের যোগ্য হয়, তখন তোমাকে দর্শন করিলে যে লোক পবিত্র হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।" চণ্ডালের নীচ-জাতিত্বই তাহার সবন-যজ্ঞে অযোগ্যতার কারণ। কিন্তু যে পাপদ্বারা উক্ত নীচ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহা প্রারব্ধ পাপ। পদ্মপুরাণে—"বিষ্ণুভক্তিতে একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তিদিগের অপ্রারব্ধফল, কূট, বীজ ও ফলোন্মুখরূপ চারি প্রকারের পাপ ক্রমে ক্রমে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।" **বীজহরত্ব** যথা—ভাঃ ৬।২।১৭—"তপস্যা, দান ও ব্রতাদির দ্বারা সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়, কিন্তু অধর্ম্মজাত সূক্ষ্ম পাপ-বাসনার ধ্বংস হয় না। উক্ত পাপবাসনা ভগবৎপাদপদ্মসেবারূপা ভক্তিদ্বারাই বিনষ্ট হয়।

অবিদ্যাহরত্ব—যথা ভাঃ ৪।২২।৩৯—"কর্ম্মদ্বারা গ্রথিত (সৃষ্ট) যে অহঙ্কাররূপ হৃদয়গ্রন্থি নির্ব্বিষয়মতি প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসিগণ ভেদ করিতে সমর্থ নহেন, তাহা শ্রীবাসুদেবের পাদপদ্ম স্মরণ দ্বারা বৈষ্ণবগণ অনায়াসে ভেদ করিতে পারেন। অতএব তুমি সেই শ্রীবাসুদেবের শরণ গ্রহণ কর।" পদ্মপুরাণ যথা—"যেমন দাবানলশিখা বনস্থ সর্পীকে দগ্ধ করে, সেইরূপ সর্ব্বোত্তমা হরিভক্তি বিদ্যাশক্তির সহিত আগমন করিয়া চিত্তস্থ অবিদ্যাকে তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করে।

শুভদত্ব:—সর্ব্ব জগতের প্রতি প্রীতি, সর্ব্ব জগতের অনুরাগ, সদ্গুণ, সুখ ইত্যাদি শুভ শব্দে অভিহিত। **জগৎ প্রীণন ও জগদনুরক্ততা**—যথা পাদ্মে—"যিনি শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, তিনি সর্ব্বজগৎকে তৃপ্ত করেন এবং জগৎস্থিত সমস্ত স্থাবর জঙ্গমও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়। **সদ্গুণাদিপ্রদত্ব**—যথা ভাঃ ৫।১৮।১২—"শ্রীভগবানে যাঁহার নিষ্কাম ভক্তি হয়, সমস্ত-গুণ-সহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতে অবস্থিত। যিনি হরিভক্তিবিহীন তাহার মন সর্ব্বদা অসৎ বহির্ব্বিষয়ে ধাবিত হয়। তাহার পক্ষে মহদ্গুণ সকল অসম্ভব। ভক্তি দ্বারা বশীভূত হইয়া ভগবান্ ও তাঁহার পরিকর দেব মুনিগণ স্ব স্ব গুণের সহিত ভক্তে বর্ত্তমান থাকায় ভক্তিরই সদ্গুণদাতৃত্ব সিদ্ধ হইল।

সুখ প্রদত্ব—বৈষয়িক, ব্রাহ্ম ও ঐশ্বর ভেদে সুখ তিন প্রকার। যথা তন্ত্রে—অণিমাদি সিদ্ধি (অষ্টাদশ সিদ্ধির মধ্যে মুখ্য আট প্রকার যথা (১) অণিমা—অতি সূক্ষ্ম হইবার শক্তি, (২) মহিমা—অতিশয় গুরুভার হইবার ক্ষমতা, (৩) লঘিমা—অতিশয় লঘুভার হইবার সামর্থ্য, (৪) প্রাপ্তি—ইচ্ছামাত্র অভিলষিত দ্রব্য প্রাপ্তির ক্ষমতা, (৫) ঈশিতা—ভূত ও ভৌতিক বস্তুর সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসাদি কার্য্যে যথেচ্ছ ক্ষমতা, (৬) বশিত্ব—ভূত ও ভৌতিক-বস্তুকে বশীভূত করিবার সামর্থ্য, (৭) প্রাকাম্য—ইচ্ছামাত্র কার্য্যসিদ্ধি ক্ষমতা ও (৮) কামাবসায়িতা—ইচ্ছানুরূপ রূপ ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি ক্ষমতা) ও ভুক্তিরূপ বিষয় সুখ, নিত্য মুক্তিরূপ ব্রাহ্মসুখ ও নিত্য পরমানন্দরূপ ঐশ্বর সুখ গোবিন্দ ভক্তি দ্বারা লাভ হইয়া থাকে। অর্থাৎ হরিভক্তিদ্বারা উক্ত তিন প্রকার সুখই ভক্তের অনুভূতিগত হয়। এবং হরিভক্তিসুধোদয়ে—"হে দেবেশ! আমি পুনরায় আপনার নিকট যাচ্ঞা করিতেছি যে, যে ভক্তিলতা ঈশ্বরানুভব আনন্দ দায়িনী ও ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গদাত্রী আমার সেই ভক্তিলতা আপনাতে দৃঢ় হইক।।

মোক্ষলঘুতাকৃৎ—যাঁহার হৃদয়ে ভগবদ্বিষয়া রতি ঈষৎ উদিত হইয়াছেন, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ পুরুষার্থ চতুষ্টয়কে দৃষ্টিপাত করতঃ আপনাকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছবোধ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে যাইতে লজ্জা বোধ করে। ভক্তের চিত্তে তাহারা স্থান পায় না। যথা—নারদপঞ্চরাত্রে—মুক্তি আদি সমস্ত সিদ্ধি দাসীর ন্যায় ভীত চিত্তে হরিভক্তিরূপা মহাদেবীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে।

সুদুর্ল্লভা ঃ—হরিভক্তি দুই প্রকারে সুদুর্ল্লভা—(১) সাধনে নিষ্ঠা ও আগ্রহ শূন্য হইয়া বহুকাল ব্যাপিয়া বহুসাধন করিলেও হরিভক্তি পাওয়া যায় না; (২) নিষ্ঠা ও আগ্রহযুক্ত সাধন করিলেও শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্র সাধককে ভক্তি দেন না। যথা—তন্ত্রে—জ্ঞানসাধন (নিষ্ঠাও নৈপুণ্যযুক্ত) দ্বারা মুক্তি সুলভা, যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মদ্বারা ঐহিকামুত্রিক ভোগ সুলভ, কিন্তু সহস্র সহস্র সাধনেও হরিভক্তি সুদুর্ল্লভা। দ্বিতীয়া—ভাগবত ৫।৬।১৮—যথা—হে রাজন! ভগবান্ মুকুন্দ তোমাদের (পাণ্ডবদের) ও যদুদিগের পতি (পালক), গুরু (উপদেষ্টা) দৈব (উপাস্য) প্রিয় ও কুলের নিয়ন্তা এবং কখন কখন তোমাদিগের (পাণ্ডবদিগের) দৌত্যাদিব্যাপারে কিঙ্করের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন অথচ যদুগণ ও তোমরা তাঁহার ভজন কর নাই। কিন্তু অন্যে তাঁহার ভজন করিলেও তিনি তাঁহাদিগকে মুক্তি দেন; কিন্তু ভক্তিযোগ প্রায় দেন না। সুতরাং মহারাজ! তোমাদিগের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব।

সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা—পরার্দ্ধকাল সমাধিদ্বারা সমুদিত ব্রহ্মসুখ ভক্তিসুখ-সমুদ্রের পরমাণুর সহিতও তুলনাযোগ্য নহে। অথবা ব্রহ্মানন্দকে পরার্দ্ধগুণ করিলেও সে আনন্দ ভক্তিসুখ সমুদ্রের পরমাণুর সহিত তুলনা যোগ্য নহে। যথা—হরিভক্তিসুধোদয়ে—হে জগদ্গুরো! আমি অপনার দর্শন লাভ করিয়া বিশুদ্ধ আনন্দসাগরে অবস্থিত হওয়ায় ব্রহ্মানন্দও আমার নিকট গোষ্পদের ন্যায় বোধ হইতেছে (প্রহ্লাদোক্তি)। ভাবার্থদীপিকা টীকায় (ভাঃ ১০।৮৭।২১)—ভগবন্! সুকৃতিশালী কেহ কেহ আপনার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি কথারূপ অমৃতসাগরে বিহার করিয়া মহানন্দ ভোগ করায় ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গকে তৃণের ন্যায়তুচ্ছ মনে করেন।

শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী—প্রিয়বর্গসমন্বিত হরিকে প্রেমেরপাত্র করিয়া বশীভূত করেন বলিয়া ভক্তিকে শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী বলে। যথা—(ভাঃ ১১।১৪।২০)—হে উদ্ধব! মদ্বিষয়িণী তীব্র ভক্তি আমাকে যেরূপ বশীভূত করে, যোগ, জ্ঞান, ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও দান আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না। (ভা ৭।১০।৪৮)—'নরলোকে আপনারা মহা সৌভাগ্যবান্, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণরূপী নরাকার পরব্রহ্ম প্রচ্ছন্নভাবে আপনাদের গৃহে অবস্থান করেন এবং তজ্জন্য ভুবনপাবন ঋষিগণ সর্ব্বদা আপনাদের গৃহে গমন করেন' (নারদ যুধিষ্ঠির প্রতি)।

প্রত্যেক প্রকারে দুইটী করিয়া ক্লেশঘ্নী আদি ছয়টি পদদ্বারা ভক্তির অসাধারণ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা হইল। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব ভক্তির গুণ পর-পর ভক্তিতে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায় সাধন ভক্তির দুইটি, ভাবভক্তির চারিটী ও প্রেমভক্তির ছয়টী গুণ হয়।

ভক্তিতত্ত্বে যাঁহার স্বল্প মাত্রও রুচি আছে, তাঁহারই নিকট ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশিত হন। যিনি কেবল যুক্তির দ্বারা ভক্তিতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করেন, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন না। কারণ যুক্তি অস্থির; তদ্দ্বারা অচিন্ত্য বিষয় নির্ণীত হয় না। একজন তর্ককুশল ব্যক্তিদ্বারা অতিযত্নে প্রমাণিত সিদ্ধান্ত তদপেক্ষা অধিক তর্ককুশল ব্যক্তি অনায়াসে অন্যরূপ প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন। (প্রাচীন পণ্ডিতদিগের কথা)॥ ইতি ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ সামান্য ভক্তি নিরূপণে ১লঃ)

দ্বিতীয় লহরী—সাধন ভক্তি—পূর্ব্বোল্লিখিত ভক্তি (১) সাধনভক্তি (২) ভাবভক্তি ও (৩) প্রেমভক্তি ভেদে তিন প্রকার। শ্রবণ-দর্শনাদিরূপ জড়েন্দ্রিয়গণের চেষ্টাদ্বারা যে ভক্তি সাধনীয়া বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহাকে 'সাধন-ভক্তি' বলে। এই সাধন ভক্তিদ্বারা ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি সাধ্যা। ইহাতে মনে করিতে হইবে না যে

ইন্দ্রিয়াদিরূপ যন্ত্রচালনার ফলস্বরূপে ভক্তি উৎপন্না হন। কারণ ভক্তি শুদ্ধ আত্মার নিত্যসিদ্ধভাব। শ্রবণ দর্শনাদি দ্বারা চিত্তে সেই সিদ্ধভাব উদয়ের সহায়তা করার নামই সাধন। এই সাধনভক্তি পক্কাবস্থায় অবস্থার তারতম্যে ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিরূপে প্রকটিতা হন। দেবর্ষি শ্রীনারদ শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে এই সাধন ভক্তির কথা ভঙ্গিক্রমে বলিয়াছেন। যথা (ভাঃ ৭।১।৩১)—যে কোন উপায়েই হউক শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করিতে হইবে। (এই শ্লোকে দ্বেষবৈরাদি উপায়রূপে কথিত হইলেও অনুকূল উপায়দ্বারা মনোনিবেশই উদ্দিষ্ট)।

সাধন ভক্তি দুই প্রকার (১) বৈধী ও (২) রাগানুগা। যে সাধন ভক্তিতে প্রবৃত্তি রাগের দ্বারা না হইয়া শাস্ত্রশাসনক্রমে উৎপন্ন হয়, তাহাকে বৈধী সাধনভক্তি বলে। যথা (ভাঃ ২।১।৫)—হে ভারত! যে ব্যক্তি অভয় কামনা করেন, তাঁহার সর্ব্বাত্মা ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করা কর্ত্তব্য। পদ্মপুরাণে যথা—সর্ব্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে, ইহাই মুখ্যবিধি। তাঁহাকে কদাচ বিস্মৃত হইবে না, ইহাই—মুখ্য নিষেধ। স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে ব্যবস্থিত সমস্ত বিধিনিষেধ উপর্য্যুক্ত বিধিনিষেধের কিঙ্কর অর্থাৎ অধীন। যে বিধিনিষেধ উক্ত মুখ্যবিধি-নিষেধের উদ্দেশক নহে, তাহা শাস্ত্র-বিহিত বিধিনিষেধ-পদবাচ্য নহে। ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি সকল আশ্রমের পক্ষে এই বিধিনিষেধ নিত্য। একাদশী ব্রতাদি নিত্য হইলেও যেমন শাস্ত্রে তাহার ফল নির্ণীত হইয়াছে, তদ্রূপ শাস্ত্রে উক্ত মুখ্য বিধিনিষেধেরও ফল নির্ণীত হইয়াছে।

যথা (ভাঃ ১১।৫।২৩)--হে রাজন্! পরম-পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে সন্ন্যাস, বানপ্রস্থ, গার্হস্থ্য ও ব্রহ্মচর্য্য—এই চারিটী আশ্রম সহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটী বর্ণ, সত্ত্ব,রজঃ ও তম—এই তিন গুণ দ্বারা যথাক্রমে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যাহারা অজ্ঞতাবশতঃ পুরুষরূপী ঈশ্বর ও আদি পিতার সেবা করে না অথবা জানিয়াও অভজনরূপ অবজ্ঞা করে, তাহারা অকৃতজ্ঞতারূপ অপরাধবশতঃ বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মচ্যুত হইয়া ক্রমশঃ অধঃপতিত হয়। ভাঃ ১১।২৭।৪৯ শ্লোকে—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন,— লোকে এই প্রকারে বেদ ও সাত্বত তন্ত্রোপদিষ্ট ক্রিয়াযোগদ্বারা আমার অর্চ্চনা করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে অভিলষিত সিদ্ধিলাভ করে। পঞ্চরাত্রে যথা—হে দেবর্ষে! শাস্ত্রে হরিকে উদ্দেশ করিয়া যে সকল ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, তাহাই বৈধী সাধন 'ভক্তি' নামে কথিত হয়। উক্ত ভক্তি যাজনদ্বারা পরা ভক্তি অর্থাৎ প্রেমভক্তি লাভ হয়।

বৈধী ভক্তির অধিকারী :—মহৎসঙ্গজনিত সংস্কারবিশেষ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণভজনে যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে এবং যিনি কর্ম্মীর ন্যায় বিষয়ে অতিশয় আসক্ত বা জ্ঞানীর ন্যায় অতিবিরক্ত নহেন, তিনিই ভক্তিযাজনে অধিকারী। (ভাঃ ১১।২০।৮)—সৌভাগ্যক্রমে আমার কথাদিতে যাঁহার শ্রদ্ধা হইয়াছে এবং যিনি বিষয়েতে অত্যাসক্ত বা অতিবিরক্ত নহেন, এরূপ অধিকারীকে ভক্তিযোগ সিদ্ধিদান করেন। বৈধী ভক্তির অধিকারী তিন প্রকার যথা—উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ। **উত্তম** :—যিনি শাস্ত্রে ও শাস্ত্রানুগত যুক্তিতে প্রবীণ, যিনি তত্ত্ব ও সাধন বিচার দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে স্থিরসিদ্ধান্ত এবং যিনি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান্ তিনি বৈধীভক্তিতে উত্তম অধিকারী। **মধ্যম** :—যিনি শাস্ত্রযুক্তিতে বলবান্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক বাধা উপস্থিত হইলে নিপুণের ন্যায় তাহা সমাধান করিতে অসমর্থ অথচ স্থির-সিদ্ধান্ত অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান্, তিনি মধ্যম অধিকারী। আর যিনি কনিষ্ঠ—কোমলশ্রদ্ধ অর্থাৎ বিরুদ্ধ শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা যাঁহার শ্রদ্ধা বিচলিত হইবার যোগ্য, তিনি কনিষ্ঠ অধিকারী। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাদি শাস্ত্রে যে চারি প্রকার অধিকারীর বিষয় কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কৃপা বা তাঁহার ভক্তকৃপা দ্বারা যাঁহার সেই সেই ভাব ক্ষীণ হইয়াছে, তিনি শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী হন। এ বিষয়ে উদাহরণ—আর্ত্ত—গজেন্দ্র, অর্থার্থী—ধ্রুব জিজ্ঞাসু—শৌনকাদি ঋষিগণ ও জ্ঞানী—সনকাদি চতুঃসন।

(ভক্তিপথের অন্তরায়) ভুক্তি মুক্তি স্পৃহারূপ পিশাচী যতদিন হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন তথায় ভক্তি সুখের অভ্যুদয় কিরূপে হইবে? উক্ত চতুর্ব্বিধ অধিকারীর মধ্যে যে সকল ব্যক্তি বিশেষরূপে মুক্তিবাঞ্ছা রহিত,

শ্রবণাকীর্ত্তনাদিরূপা ভক্তি প্রেমের দ্বারা তাঁহাদের মনঃপ্রাণ হরণ করেন। অর্থাৎ সাধন ভক্তি যাজনকারীর হৃদয় যদি সম্পূর্ণরূপে মুক্তিবাঞ্ছাশূন্য হয়, তবে তাঁহার চিত্তে ভক্তিসুখ উদিত হইয়া তাঁহার চিত্তকে মুগ্ধ করে। যথা (ভা ৩।২৫।৩৬) —"মাতঃ! মদ্বিষয়িণী ভক্তি আমার মনোহর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ও ভক্তাভীষ্ট লীলা বিলাস, হাস্য, অবলোকন ও মধুর বাক্যবিশিষ্ট (আমার) ভগবদ্রূপের অনুভবজনিত পরমানন্দ দ্বারা মুক্তিবাঞ্ছাশূন্য ভক্তের মনঃপ্রাণ হরণ করেন।" বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমল-সেবা-জাত পরমানন্দ-পূর্ণ-চিত্ত ভক্তদিগের কখনও মোক্ষবাঞ্ছা হয় না। এবং (ভাঃ ৩।৪।১৫) যথা—হে ঈশ! তোমার শ্রীচরণকমল-ভজনকারীদিগের ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন পুরুষার্থই দুর্ল্লভ নহে। তাঁহারা সকল পুরুষার্থই অনায়াসে পাইতে পারেন। তথাপি হে ভূমন্! আমি উহা পাইতে ইচ্ছা করি না। আমার চিত্ত তোমার শ্রীপাদপদ্ম নিষেবণ জন্যই উৎসুক॥ (শ্রীউদ্ধববাক্য)। (ভাঃ ৩।২৫।৩৪) যথা—"শ্রীকপিলদেব কহিলেন, মাতঃ! যাঁহারা আমার পাদপদ্মসেবায় অনুরক্ত এবং আমার তুষ্টি-বিধানই যাঁহাদের একমাত্র অভিলাষ, সেই সকল রসিক ভাগবত পরস্পর মিলিত হইয়া আমার পৌরুষ সকল অতিশয় আসক্তির সহিত কীর্ত্তন করেন।" তাঁহারা আমার সহিত সাযুজ্য মুক্তিও কামনা করেন না। (ভাঃ ৩।২৯।১৩)—আমার ভক্তগণকে সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তি প্রদান করিলেও তাঁহারা আমার সেবা ব্যতীত অন্য কিছুই গ্রহণ করেন না। (ভাঃ ৪।৯।১০)—শ্রীধ্রুব কহিলেন—হে নাথ! তোমার শ্রীপাদপদ্ম ধ্যান করিয়া বা তোমার ভক্তজনের নিকট তোমার কথা শ্রবণ করিয়া জীবগণের যে পরমানন্দ লাভ হয়, তাহা আনন্দময় ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেও লাভ হয় না। স্বর্গ-সুখভোগে যে তাহা অলভ্য, ইহা বলাই বাহুল্য। কারণ স্বর্গগত জীব পুণ্যক্ষয়ে কালের অসি দ্বারা ছিন্ন স্বর্গীয় বিমান হইতে পতিত হয়। অর্থাৎ স্বর্গচ্যুত হয়। (ভাঃ ৪।২০।২৩)—শ্রীপৃথুরাজ কহিলেন—"হে নাথ! যে কৈবল্য মহত্তমদিগের হৃদয়াভ্যন্তর হইতে উদ্গত এবং বদন দ্বারে বিনিঃসৃত, তোমার শ্রীচরণকমলের মকরন্দরূপ তোমার যশঃ শ্রবণাদি সুখ নাই, সেরূপ কৈবল্য আমি কখনও প্রার্থনা করি না। তোমার যশঃ শ্রবণ জন্য আমাকে দশ সহস্র কর্ণ দাও, এই বর আমি প্রার্থনা করি। (ভাঃ ৫।১৪।৪৪) —রাজা ভরত দুস্ত্যজ সসাগরা পৃথিবীর রাজত্ব, পুত্র, স্বজন, ধন ও কলত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন। এমন কি দেবতাদিগেরও প্রার্থনীয় রাজ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি করুণাপূর্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিলেও তিনি তৎপ্রতি স্পৃহাশীল হয়েন নাই। ইহা তাঁহার পক্ষে উপযুক্ত ইহইয়াছিল। কারণ শ্রীমধুসূদনের পাদপদ্ম-সেবানুরক্ত মহাত্মাদিগের পক্ষে মোক্ষও তুচ্ছ হয়। (ভাঃ ৬।১১।২৫) শ্রীবৃত্র বলিলেন,—"হে নিখিল সৌভাগ্যনিধে ভগবন্! আমি তোমাকে ত্যাগ করিয়া ধ্রুব পদ, ব্রহ্মলোক, সমগ্র ভূলোক, সর্ব্ব পাতাল রাজ্য, যোগসিদ্ধি এমন কি অপুনর্ভবরূপ মোক্ষও কামনা করি না।" (ভাঃ ৬।১৭।১৮)—শ্রীরুদ্র কহিলেন,—প্রিয়ে! নারায়ণ-পরায়ণ ব্যক্তিগণের কোন কিছুতেই ভীতি নাই। পরন্তু তাঁহারা স্বর্গ, মোক্ষ ও নরককে তুল্য প্রয়োজন দর্শনকারী। তাঁহাদের সর্ব্বত্র নারায়ণ দৃষ্টি। (ভাঃ ৬।১৮।৭৪)—যাঁহারা নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া শ্রীভগবানের আরাধনায় যত্নবান্ হন এবং মোক্ষও কামনা করেন না তাঁহারাই স্বার্থ কুশল। (ইন্দ্রের উক্তি)। (ভাঃ ৭।৬।২৫) শ্রীপ্রহ্লাদ কহিলেন,—হে অসুর বালকগণ! সেই অনন্ত আদিপুরুষ ভগবান্ তুষ্ট হইলে এই সংসারের কি অলভ্য থাকে? শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সুধাসেবনকারী এবং তাঁহার গুণ কীর্ত্তনকারী আমাদের ত্রিগুণ-পরিণত, অযত্নসুলভ, দৈবাগত ধর্ম্মার্থকাম এমন কি মোক্ষাকাঙ্ক্ষাতেই বা কি প্রয়োজন? এবং (ভাঃ ৭।৮।৪) —ইন্দ্র কহিলেন—হে পরম! হে নরসিংহরূপে আবির্ভূত ভগবন্! আপনি আমাদিগকে রক্ষা করিয়া দৈত্যদিগের দ্বারা হৃত আপনার যজ্ঞভাগ পুনরানয়ন করিলেন। ঐ সকল যজ্ঞভাগ আপনারই, যেহেতু আপনি যজ্ঞভোক্তা। আপনি সর্ব্বান্তর্য্যামী, ভবদীয় গৃহস্বরূপ আমাদের এই হৃদয়কমল এতদিন দৈত্যাক্রান্ত ছিল অর্থাৎ দৈত্যভয় হেতু সর্ব্বদা স্মৃতিপথস্থ দৈত্যগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় মুদিতপ্রায় ছিল, এখন দৈত্যভয় অপসারণ করিয়া তাহাকে পুনর্বিকসিত করিলেন। আমাদের এই ঐশ্বর্য্য, যাহা আপনার কৃপায় আমরা পুনরায় পাইলাম, তাহা

কালগ্রস্ত, সুতরাং ইহার মূল্য কি ? যাঁহারা আপনার সেবা করেন, তাঁহারা মুক্তিকেও বহুমানন করেন না। অপর স্বর্গাদির কথা আর কি বলিব ? (ভাঃ ৮।৩।২০) শ্রীগজেন্দ্রের উক্তি—যাঁহার একান্ত ভক্তগণ কিছুই কামনা করেন না, পরন্তু সর্ব্বজ্ঞ ও মুক্ত ভাগবতগণের সেবা দ্বারা নিষ্কাম হইয়া যাঁহার অত্যাশ্চর্য্য ও মঙ্গলসাধক চরিতাদি গান করিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হন, তাঁহাকে আমি স্তব করি। ইত্যাদি উদাহরণ সমূহে সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধ মুক্তি পরিত্যাগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তথাপি সালোক্যাদি চারি প্রকার মুক্তি ভক্তির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ নহে। কারণ উক্ত প্রকার মুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণেরও শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি হইয়াছে, শুনিতে পাওয়া যায়।

সালোক্যাদি চারি প্রকার মুক্তির দুইটী অবস্থা যথা—সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা ও প্রেমসেবোত্তরা। প্রথমোক্তাবস্থায় সুখ ও ঐশ্বর্য্যের বাঞ্ছাই প্রধান এবং শেষোক্তাবস্থায় প্রেমসেবাবাঞ্ছাই প্রধান। প্রথমটিকে সেবারসিক ভক্তগণ ভক্তির বিরোধী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রেম-মাধুর্য্যাস্বাদনকারী শ্রীহরির একান্ত অনুরক্ত ভক্তগণ পঞ্চবিধ মুক্তির কোন প্রকারই অঙ্গীকার করেন না। উক্ত প্রেম মাধুর্য্যাস্বাদক একান্ত অনুরক্ত ভক্তগণের মধ্যে শ্রীনন্দ-নন্দনের চরণারবিন্দ যাঁহাদিগের চিত্ত হরণ করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। পরব্যোমনাথ লক্ষ্মীপতি নারায়ণের এবং দ্বারকাধীশ রুক্মিণীপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদও তাঁহাদিগের মনঃ হরণ করিতে পারে না। যদিও শ্রীনাথে ও শ্রীকৃষ্ণে স্বরূপতঃ সিদ্ধান্তগত কোন ভেদ নাই, ইহাই প্রতিপন্ন হয়, তথাপি সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রেমময় রসনিবন্ধন কৃষ্ণস্বরূপের উৎকর্ষ লক্ষিত হয়। কারণ উক্ত প্রেমময় রস স্বভাবতঃ শ্রীকৃষ্ণরূপকেই উৎকৃষ্টস্বরূপে প্রদর্শন করে।

শাস্ত্রে শুনিতে পাওয়া যায় যে বর্ণাশ্রম-নির্ব্বিশেষে মানুষমাত্রেরই ভক্তিতে অধিকার আছে। শ্রীবশিষ্ঠদেব, মাঘস্নানে সকলের অধিকার আছে—একথা রাজাকে বলিতে গিয়া হরিভক্তির উদাহরণ দিয়াছেন। যথা পাদ্মে—বশিষ্ঠদেব বলিলেন,—হে নৃপ ! যেমন হরিভক্তিতে মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার আছে, তদ্রূপ মাঘমাসে প্রাতঃস্নানেও সকলের অধিকার আছে। কাশীখণ্ডে—সেই রাজ্যে অন্ত্যজ কুলোদ্ভব ব্যক্তিগণও বৈষ্ণবী দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন ধারণ করতঃ যাজ্ঞিকের ন্যায় শোভা পাইতেন। ভক্তিতে অধিকারী ব্যক্তিগণ ভক্ত্যঙ্গ সকলের অনুষ্ঠান না করিলে তাঁহাদের দোষ হয়। কিন্তু তাঁহাদের বর্ণাশ্রমোচিত ক্রিয়াদির অকরণে কোন প্রত্যবায় হয় না। পরন্তু যদি তাঁহারা দৈবাৎ কোন নিষিদ্ধ কর্ম্মও করিয়া ফেলেন, তথাপি তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্ত বিহিত নহে। কারণ ভক্তিপ্রভাবই প্রায়শ্চিত্তের কার্য্য করিয়া থাকে। বৈষ্ণব শাস্ত্রের রহস্যবিদ্‌গণের মতে ইহাই বৈষ্ণব শাস্ত্রের-রহস্য। ভাঃ ১১।২১।২—যে ব্যক্তি যে অধিকার লাভ করিয়াছেন, সেই অধিকার নিষ্ঠাই তাঁহার গুণ বলিয়া কীর্ত্তিত হয় এবং তদিতর নিষ্ঠাই দোষ। গুণ দোষ নির্ণয়ের ইহাই নিয়ম।

কেবল কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনের মধ্যে যিনি যে বিষয়ে অধিকার লাভ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার দৃঢ়তাই গুণ এবং অবশিষ্টবিষয়ে তন্দ্রা। চেষ্টা দোষ। ইহাতে বুঝিতে হইবে না যে নিম্নাধিকারী ব্যক্তি উচ্চাধিকারের চেষ্টা করিবেন না। তবে উক্ত তিন প্রকার সাধনের মধ্যে ভক্তিসাধক অপর প্রকারের সাধনের চেষ্টা করিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। যথা, (ভাঃ ১।১২।১৭) যে কোন ব্যক্তি যে কোন কুলেই উৎপন্ন হউক না কেন, স্বীয় বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীহরিরপাদপদ্ম ভজন করিতে করিতে অপক্বাবস্থায় যদি পতিত হয় বা মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাহার বর্ণাশ্রমাদি ত্যাগ জন্য কোন অমঙ্গলই হয় না। আর হরিভজন না করিয়া কেবল বর্ণাশ্রম বা অন্যধর্ম্ম আচরণ দ্বারা কেহই কোন মঙ্গল লাভ করিতে পারে নাই। (ভাঃ ১১।১১।৩২)—শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব ! পুর্ব্বোক্ত 'কৃপালু-রকৃতদ্রোহা'দি গুণ সকল ও তদ্বিপরীত দোষ সকল মধ্যে হেয় ও উপাদেয় বিচারপূর্ব্বক স্থির করিয়া তন্মধ্যে আমার আদিষ্ট বর্ণাশ্রমোচিতধর্ম্ম (এবং জ্ঞানও) ভক্তির অন্তরায় বিবেচনায় উহা পরিত্যাগ করতঃ যে ব্যক্তি কেবল আমারই ভজন করেন, তিনি সাধুদিগের মধ্যে উত্তম। (ভাঃ ১১।৫।৪১) শ্লোকে যথা—করভাজন নিমিরাজকে

কহিলেন, হে মহারাজ! যে ব্যক্তি বর্ণাশ্রম বিহিত সমুদয় ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে একমাত্র শরণ্য মুকুন্দের শরণাগত হন, তিনি দেব ঋষি ও পিতৃগণের নিকট ঋণী বা তাঁহাদের কিঙ্কর নহেন। এবং (গীতা ১৮।৬৬) "সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও। বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করার জন্য তোমার যে পাপ হইবে, তাহা হইতে আমি তোমাকে মুক্ত করিব। তুমি শোক করিও না।" অগস্ত্যসংহিতায় —যেরূপ স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত বিধিনিষেধসমূহ মুক্তপুরুষের নিকট যাইতে পারে না, সেইরূপ যিনি বৈদিক ও তান্ত্রিক বিধি অনুসারে শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করেন, তাঁহাকে উক্ত বিধিনিষেধসমূহ স্পর্শ করিতে পারে না।" (ভাঃ ১১।৫।৪২)—যিনি অন্যভাব পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম ভজন করেন, তিনি তাঁহার অতিশয় প্রিয়। তিনি যদি প্রমাদবশতঃ কোন নিষিদ্ধ কর্ম্মও করেন, তাহা হইলেও তাঁহার হৃদয়ে অবস্থিত শ্রীহরি তাঁহার সেই নিষিদ্ধ-কর্ম্মকরণজনিত পাপ বিনষ্ট করেন।

অঙ্গ-লক্ষণ—শ্রীহরিভক্তিবিলাসে সাধনভক্তির অঙ্গ অসংখ্য বলিয়া কথিত, তন্মধ্যে যেগুলি প্রসিদ্ধ সেইগুলি যথাযথ বিবৃত হইতেছে। যাহার মধ্যে অনেক অবান্তর ভেদ দেখা যায়, (যথা অর্চ্চনাঙ্গের মধ্যে অনেক অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত আছে ও গুরুপদাশ্রয়ের মধ্যে অন্য কোন অঙ্গ স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত লক্ষিত হয় না) অথবা যাহার মধ্যে স্বগত ভেদ স্পষ্টরূপে দেখা যায় না, এরূপ এক একটি কর্ম্মকে বৈধী সাধনভক্তির এক একটী অঙ্গ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন।

সাধনভক্তির অঙ্গসমূহ—১। **শ্রীগুরুপাদাশ্রয়**—যথা (ভাঃ ১১।৩।২১)—প্রবুদ্ধ কহিলেন—মহারাজ! যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলের অন্বেষণ করেন, তিনি গুরু-পরম্পরা-প্রাপ্ত বেদ ও তদনুগত শাস্ত্রে পারঙ্গত, পরব্রহ্মজ্ঞ ও প্রশান্তচিত্ত গুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় করিবেন।

২। **শ্রীকৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষণ**—যথা (ভাঃ ১১।৩।২২)—শ্রীগুরুদেবকে অতিপ্রিয় ও ঈশ্বর-বুদ্ধিতে নিষ্কপটে তাঁহার একান্ত অনুগত হইয়া তাঁহার নিকট ভাগবত-ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হইবে। যে শ্রীহরি উপাসকের অতিপ্রিয় এবং উপাসককে নিজেকে পর্য্যন্ত দান করেন, তিনিই এই ভাগবত-ধর্ম্ম-দ্বারা তুষ্ট হন।

৩। **বিশ্রম্ভের সহিত গুরুসেবা**—যথা (ভা ১১।১৭।২৭)—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন, গুরুদেবকে আমার স্বরূপ বলিয়া জানিবে। কখনও তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবে না এবং তাঁহাকে বদ্ধজীব বুদ্ধি করিয়া লঘু করিবে না। গুরুতে সর্ব্বদেবতার অধিষ্ঠান জানিবে।

৪। **সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তন**—স্কান্দে—পূর্ব্বতন মহাজনগণ যে পন্থা অবলম্বন করিয়া অনায়াসে গমন করিয়াছেন অর্থাৎ অক্লেশে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, সেই পন্থাই পরমকল্যাণপ্রদ ও সন্তাপবর্জ্জিত। সেই পন্থাই অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য।" ব্রহ্মযামলে—শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদি-শাস্ত্রে যে সকল বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা অবজ্ঞা করিয়া যে ব্যক্তি হরি-ভক্তিতে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা করেন, তাঁহার সেই ঐকান্তিকী নিষ্ঠাপ্রাপ্ত সাধন-ভক্তি উৎপাত হইয়া থাকে। উক্ত ঐকান্তিকী হরি-ভক্তি অবিচার-প্রসূত প্রতীতিমাত্র। বাস্তবিক পক্ষে উহা ঐকান্তিকী ভক্তি নহে। যেহেতু উহাতে বেদাদি-শাস্ত্রের অবজ্ঞা দেখা যাইতেছে। ঐ অবজ্ঞা নাস্তিকতা-পর্য্যায়ভুক্ত। যে ভক্তিতে ভগবানের আজ্ঞা-স্বরূপ বেদাদি-শাস্ত্রের অবজ্ঞা দেখা যায়, তাহা ভক্তি নহে।

৫। **সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা**—নারদীয়ে—সাধুদিগের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের তত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত হইবার জন্য যাঁহাদিগের চিত্তে অত্যন্ত আগ্রহ, তাঁহাদের অভিলষিত সর্ব্ব অর্থ অতিশীঘ্র সিদ্ধ হয়।

৬। **কৃষ্ণার্থে ভোগাদিত্যাগ**—পাদ্মে—"আপনি শ্রীহরির প্রসাদ পাইবার উদ্দেশ্যে যথাকালে সমস্ত ভোগ্য-বস্তু ত্যাগ করায় বিষ্ণুলোকস্থিত অচঞ্চলা সম্পদ্ আপনাকে প্রতীক্ষা করিতেছে।

৭। (ক) **দ্বারকাদি-বাস**—স্কান্দে—"যাঁহারা শ্রীদ্বারকাতে এক বৎসর, ছয় মাস, একমাস বা অর্দ্ধমাসও বাস

করেন, সেই নর বা নারী চতুর্ভুজ হইবেন (পার্ষদগতি লাভ করিবেন।) ব্রাহ্মে—চতুর্দ্দিকে দশ যোজন পর্য্যন্ত স্থান-সহ শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মহিমা অনির্ব্বচনীয়। দেবগণ তৎক্ষেত্রনিবাসী সকলকেই চতুর্ভুজ দর্শন করেন।

৭। (খ) গঙ্গা-নিবাস—(ভাঃ ১।১৯।৬) যথা—সুশোভাবিশিষ্ট-তুলসী-মিশ্রিত শ্রীকৃষ্ণচরণরেণু-সঙ্গ-হেতু সর্ব্বোৎকৃষ্ট সলিল-বাহিনী যে গঙ্গা নদী লোকপাল-সহিত সমস্ত লোকের বাহ্যাভ্যন্তর পবিত্র করিতেছেন, মৃত্যু সন্নিকট জানিয়া কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সেবা না করিবেন ?

৮। যাবদর্থানুবর্ত্তিতা—যথা নারদীয়ে—যে পর্য্যন্ত বিষয় ও ব্যবহার স্বীকার করিলে নিজ নিজ ভক্তি নির্ব্বাহ হয়, অর্থবিৎ পুরুষ সেইরূপ বিষয় ও ব্যবহার স্বীকার করিবেন। তাহার অধিক বা অল্প স্বীকারে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে।

৯। শ্রীহরিবাসর-সম্মান—ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—শ্রীএকাদশীতে উপবাসদ্বারা উপবাসকারী সমস্ত পাপ-বিনাশ, অতিশয় পুণ্য-প্রাপ্তি ও শ্রীগোবিন্দ-স্মৃতি হয়।

১০। ধাত্র্যশ্বত্থাদি-গৌরব—স্কান্দে—অশ্বত্থ, তুলসী, আমলকী, গো, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবকে পূজা, প্রণাম ও ধ্যান করিলে মনুষ্যদিগের পাপ নষ্ট হয়। সাধনের প্রারম্ভে ভক্তিসাধকের পালনীয় এই দশটী।

১১। শ্রীকৃষ্ণবিমুখ-জনসঙ্গ-ত্যাগ—যথা কাত্যায়নসংহিতা—"অগ্নিশিখাময় পিঞ্জরে বাস করা বরং শ্রেয়ঃ, তথাপি যেন কৃষ্ণচিন্তা-বিমুখ জনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বাসরূপ বিপত্তিভোগ করিতে না হয়।" বিষ্ণুরহস্যে যথা—সর্প, ব্যাঘ্র ও কুম্ভীরের আলিঙ্গনও বরং ভাল, তথাপি যেন দেবতান্তর-সেবা-বাসনাবিশিষ্ট (পৃথক্ ঈশ্বর-বুদ্ধিতে) নানা-দেবতা-সেবী ব্যক্তির সঙ্গ না হয়।

১২। শিষ্যাদ্যননুবন্ধিতা ; (১৩) মহারম্ভাদ্যনুদ্যম ও (১৪) বহুগ্রন্থকলাভ্যাস-ব্যাখ্যা-বাদ-বিবর্জ্জন—যথা (ভাঃ ৭।১৩।৮)—শ্রীনারদ শ্রীযুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, অনধিকারিব্যক্তিকে কিম্বা বলপ্রয়োগদ্বারা বা প্রলোভন দেখাইয়া অথবা ধনাদি-লোভে কোন ব্যক্তিকে শিষ্য করা, বহুগ্রন্থ (ভক্তবহির্ম্মুখ গ্রন্থ) অধ্যয়ন করা, শাস্ত্রব্যাখ্যা-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা অথবা মঠাদি-নির্ম্মাণরূপ (বা ভগবদ্বহির্ম্মুখ ব্যাপার আরম্ভ) বৃহদ্ব্যাপারের উদ্যম করা উচিত নহে।

১৫। ব্যবহারে অকার্পণ্য—যথা পাদ্মে—হরিপরায়ণ ব্যক্তি ভোজন ও আচ্ছাদন-সাধনকারী বস্তুর অপ্রাপ্তিতে বা প্রাপ্তবস্তুর বিনাশে বিহ্বলচিত্ত না হইয়া মনে মনে হরিকেই স্মরণ করিবেন।

১৬। শোকাদ্যবশবর্ত্তিতা—যথা পাদ্মে—শোক ও ক্রোধাদি দ্বারা আক্রান্তচিত্ত ব্যক্তির হৃদয়ে মুকুন্দের স্ফূর্ত্তি-সম্ভাবনা নাই।

১৭। অন্যদেবতানবজ্ঞা—যথা পাদ্মে—সর্ব্বদেবেশ্বরদিগের ঈশ্বর হরিকেই আরাধনা করিতে হইবে ; কিন্তু ব্রহ্মা, রুদ্রাদি দেবতাগণকে কদাচ অবজ্ঞা করিবে না।

১৮। ভূতানুদ্বেগদায়িতা—মহাভারতে—পিতা পুত্রের প্রতি যেরূপ করুণা-পূর্ণ, সেইরূপ করুণাপূর্ণচিত্ত হইয়া যিনি জীবমাত্রকে উদ্বেগ দেন না, সেই বিশুদ্ধহৃদয় ব্যক্তির প্রতি হৃষীকেশ শীঘ্র প্রসন্ন হন।

১৯। সেবানামাপরাধ-বর্জ্জন—যথা বরাহ ও পদ্মপুরাণে—শ্রীবরাহদেব পৃথিবীকে কহিলেন, আমি আমার অর্চ্চন-সম্বন্ধীয় যে সকল অপরাধ কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা বৈষ্ণবগণ অতি যত্নের সহিত বর্জ্জন করিবেন। সর্ব্বপ্রকার অপরাধ করিয়াও শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে অপরাধকারী সর্ব্বাপরাধ হইতে মুক্ত হয়। যে নরাধম ব্যক্তি শ্রীহরির নিকটও অপরাধ করে, সে যদি কখনও সেই শ্রীহরির নামাশ্রয় করে, তবে সে শ্রীনামের কৃপায় সেই অপরাধ হইতে পরিত্রাণ পায়। কিন্তু সর্ব্বসুহৃৎ শ্রীনামের নিকট যে ব্যক্তি অপরাধ করে, সে সেই অপরাধবশতঃ নিশ্চিতই অধঃপতিত হয়। সেবাপরাধ ও নামাপরাধ সম্বন্ধে পরে আলোচনা হইবে।

২০। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত-নিন্দাদ্যসহিষ্ণুতা—যথা (ভাঃ ১০।৭৪।৪০)—শ্রীশুকোক্তি—হে রাজন্! যে ব্যক্তি ভগবান্ বা ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তির নিন্দা শ্রবণ করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান না করে, সে সমস্ত সুকৃতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মহানরকে গমন করে।

এই দশটী নিষেধরূপ অঙ্গের ব্যতিরেকভাবে অর্থাৎ বর্জ্জনদ্বারা অনুষ্ঠান বিধেয়। উপরোক্ত বিংশতি অঙ্গ ভক্তি-রাজ্যে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ হইলেও গুরুপাদাশ্রয়াদি প্রথম তিনটি অঙ্গই প্রধান বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

২১। বৈষ্ণব-চিহ্ন-ধৃতি—যথা স্কান্দে—যাঁহার গাত্রে শ্রীহরির নামাক্ষর লিখিত, ললাটে গোপীচন্দনের তিলক এবং তুলসীমালা বক্ষ-পর্য্যন্ত লম্বিত, যমদূতগণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

২২। নামাক্ষর ধৃতি—যথা স্কান্দে—যিনি চন্দনাদি দ্বারা গাত্রে কৃষ্ণনামাক্ষর লিখেন, তিনি লোকপাবন হইয়া শ্রীকৃষ্ণের লোক প্রাপ্ত হন।

২৩। নির্ম্মাল্য-ধৃতি—(ভাঃ ১১।৬।৪৬)—শ্রীউদ্ধব কহিলেন, কৃষ্ণ! তুমি যে মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কার উপভোগ করিয়া ত্যাগ করিয়াছ, তোমার উচ্ছিষ্ট-ভোজনকারী দাস আমরা তদ্দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া তোমার মায়াকে জয় করিব। স্কান্দেও—হে নারদ! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে উন্মোচিত নির্ম্মাল্য যাঁহার শরীর স্পর্শ করে, তিনি সর্ব্ব-পাপ ও সর্ব্বরোগ হইতে মুক্ত হন।

২৪। হরির অগ্রে তাণ্ডব নৃত্য—যথা দ্বারকামাহাত্ম্যে—যে ব্যক্তি প্রহৃষ্টচিত্তে ঐকান্তিক ভক্তিব্যঞ্জক হাব-ভাব-সহ আমার অগ্রে নৃত্য করে, তাহার শত শত মন্বন্তর-সঞ্চিত পাপসমূহ সম্পূর্ণভাবে দগ্ধ হয়। শ্রীনারদোক্তি—যাঁহারা করতালি-সহকারে শ্রীপতির অগ্রে পুনঃ পুনঃ নৃত্য করেন, তাঁহাদের শরীরস্থ পাপরূপ পক্ষিসকল উড়িয়া পলাইয়া যায়।

২৫। দণ্ডবন্নতি—নারদীয়ে—দশাশ্বমেধযজ্ঞের অবভৃথস্নানের ফল শ্রীকৃষ্ণকে একবার মাত্র প্রণামের ফলের তুল্য হইতে পারে না, কারণ দশাশ্বমেধযজ্ঞকারী পুণ্যক্ষয়ে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু কৃষ্ণকে প্রণামকারী ব্যক্তি পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন না।

২৬। অভ্যুত্থান—ব্রহ্মাণ্ডে—সম্মুখে রথারোহণে জনার্দ্দনকে আসিতে দেখিয়া যে ব্যক্তি গাত্রোত্থান করেন, তাঁহার সমুদয় পাতক বিনষ্ট হয়।

২৭। অনুগমন—যথা ভবিষ্যোত্তরে—চণ্ডালাদিকুলে উৎপন্ন ব্যক্তিগণও যদি শ্রীভগবান্‌কে রথারোহণে গমন করিতে দেখিয়া পার্শ্বে, পশ্চাতে বা অগ্রে রথের সহিত গমন করেন,তবে তাঁহারা বিষ্ণুর তুল্যত্ব (সারূপ্য বা সার্ষ্টি) প্রাপ্ত হন।

২৮। স্থানে গতি—স্থান দুই প্রকার;—যথা (১) তীর্থ ও (২) ভগবদালয়। তন্মধ্যে তীর্থে গমন যথা, পুরাণান্তরে—যে চরণদ্বয় শ্রীহরির তীর্থে গমন করে, তাহারা প্রশংসনীয়; যেহেতু তদ্দ্বারা সংসার-রূপ মরুভূমি উত্তীর্ণ হওয়া যায়। আলয়ে—যথা হরিভক্তিসুধোদয়ে—যে সুবুদ্ধি ব্যক্তি শুদ্ধশ্রদ্ধার সহিত শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ দর্শনার্থ তদীয় শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করেন, তাঁহাকে আর পুনরায় মাতৃগর্ভরূপ কারাগৃহে প্রবেশ করিতে হয় না।

২৯। পরিক্রম—হরিভক্তিসুধোদয়ে—যিনি শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহকে প্রদক্ষিণ করিয়া যে স্থান হইতে যাত্রা করিয়াছেন, তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাঁহার সেই প্রদক্ষিণ পুনরায় তাহাকে সংসারে প্রত্যাবৃত্ত করায় না। এবং স্কান্দেও—যিনি চারিবার শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ প্রদক্ষিণ করেন, তাঁহার তদ্দ্বারা চরাচর সমস্ত জগৎ পরিক্রমণ করা হয়। এই পরিক্রমণ সমস্ত তীর্থগমনাপেক্ষা অধিক ফলদায়ক।

৩০। অর্চ্চন—ভূতশুদ্ধি ও মাতৃকান্যাসাদি অঙ্গরূপ পূর্ব্বকর্ম্ম সমাধান করতঃ মন্ত্রের দ্বারা উপচার সমর্পণকে অর্চ্চন বলে। যথা (ভাঃ ১০।৮১।১৯)—স্বর্গ, মোক্ষ, পৃথিবী ও পাতালের সম্পদ্, এবং অণিমাদি সর্ব্ব-সিদ্ধির মূল

শ্রীহরির চরণার্চ্চন। এবং বিষ্ণুরহস্যে—এই পৃথিবীতে যাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণ প্রকৃষ্টরূপে অর্চ্চন করেন, তাঁহারা নিত্য আনন্দ ও শ্রীবিষ্ণুর পরমধাম প্রাপ্ত হন।

৩১। **পরিচর্য্যা**—মহারাজোপচারে ভগবানের সেবনকে পরিচর্য্যা বলে। তাহা দুই প্রকার (১) সেবার উপকরণসমূহকে পরিষ্কারকরণ, (২) ছত্র, চামর, বাদিত্রাদি দ্বারা উপাসনা। যথা নারদীয়ে—যিনি মুহূর্ত্ত বা অর্দ্ধ মুহূর্ত্তকাল হরিমন্দিরে অবস্থিতি করেন, তিনি হরির পরমধাম প্রাপ্ত হন, আর যাঁহারা তাঁহার সেবায় রত, তাঁহাদের ত কথাই নাই। (ভাঃ ৪।২১।৩১) যথা—পৃথু মহারাজা তাঁহার প্রজাগণকে কহিলেন, "(পরমেশ্বরই জীবের মোক্ষদাতা, কারণ অন্যদেবতা জীব হইতে ভিন্ন নহেন, তাঁহারা মোক্ষ দিতে পারেন না ; অতএব) যাঁহার শ্রীপাদপদ্মসেবায় স্পৃহামাত্র তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম হইতে নিঃসৃতা সুরধুনীর ন্যায় অহরহঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সংসার-তাপতপ্ত জীবগণের বহুজন্ম-সঞ্চিত বুদ্ধিমল তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করে, তাঁহারই ভজন কর।" পূজা ও পরিচর্য্যার অঙ্গ বহুবিধ। গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে তাহা এখানে লিখিত হইল না।

৩২। **গীত**—লিঙ্গপুরাণে—ব্রাহ্মণও নিরন্তর পরমপুরুষ বাসুদেবের সম্মুখে তদ্‌গুণগান করিয়া তাঁহার সালোক্য প্রাপ্ত হন। উক্ত গুণগান শ্রীরুদ্র-গীতাপেক্ষা শ্রীহরির অধিক প্রিয়। (ব্রহ্মণের পক্ষে বিশেষভাবে গীতাদি-বিলাস নিষিদ্ধ সত্বেও)।

৩৩। **সঙ্কীর্ত্তন**—শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদির উচ্চ কথনকে 'কীর্ত্তন' বলে। **নামকীর্ত্তন**—যথা বিষ্ণুধর্ম্মে—হে রাজেন্দ্র! 'কৃষ্ণ' এই মঙ্গলপ্রদ নাম যাঁহার জিহ্বায় উচ্চারিত হন, তাঁহার কোটি কোটি মহাপাতকও ভস্মীভূত হইয়া যায়।

লীলাকীর্ত্তন—(ভাঃ ৭।৯।১৮)—হে নৃসিংহ! আমি তোমার অনন্য ভক্ত ও দাস এবং তুমিও আমার প্রিয়, সখা ও প্রভু। তোমার একান্ত ভক্তদিগের সঙ্গে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক গীত অর্থাৎ ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে প্রচলিত তোমার লীলা-কথা কীর্ত্তন দ্বারা প্রাকৃতগুণ ও তজ্জাত সংসার-রাগাদি হইতে বিশেষরূপে মুক্ত হইয়া সমস্ত দুঃখ অনায়াসে অতিক্রম করিব।

গুণ-কীর্ত্তন—যথা (ভাঃ ১।৫।২২)—শ্রীকৃষ্ণের গুণবর্ণনই তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, মন্ত্রপাঠ, জ্ঞান ও দানের নিত্যফল,—ইহাই পণ্ডিতগণ নিরূপণ করিয়াছেন।

৩৪। **জপ**—মন্ত্রের সুলঘু উচ্চারণকে 'জপ' বলে। যথা পাদ্মে—"কৃষ্ণায় নমঃ"—এই মন্ত্র সমুদয় অর্থের সাধক। হে নৃপ! যে সকল হরিভক্ত ইহা জপ করেন, তাঁহারা স্বর্গ (বৈকুণ্ঠ) ও মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

৩৫। **বিজ্ঞপ্তি**—যথা স্কান্দে—তুমি হরিকে উদ্দেশ করিয়া বাক্য দ্বারা যাহা কিছু নিবেদন করিয়াছ, তদ্দ্বারা তোমার মোক্ষদ্বারের অর্গল মুক্ত হইয়াছে। সংপ্রার্থনাত্মিকা, দৈন্যবোধিকা, লালসাময়ী ইত্যাদি নানা প্রকার বিজ্ঞপ্তি পণ্ডিতগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। **সংপ্রার্থনাত্মিকা**—যথা পাদ্মে—হে ভগবান্! যেরূপ যুবতীগণের মন যুবাপুরুষে এবং যুবাপুরুষগণের মন যুবতীতে অত্যাসক্ত হয়, আমার মন সেইরূপ তোমাতে সম্যক্‌রূপে অনুরক্ত হউক।

দৈন্যবোধিকা—পাদ্মে—হে পুরুষোত্তম! আমার সদৃশ পাপাত্মা ও অপরাধী কেহ নাই। অধিক কি বলিব, পাপক্ষালনার্থ তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেও আমার লজ্জাবোধ হইতেছে।

লালসাময়ী—নারদপঞ্চরাত্রে—হে জগৎপতে! আমার এমন দিন কবে হইবে, যেদিন লক্ষ্মীসহ তুমি আমাকে চামর হস্তে ব্যজন তৎপর দেখিয়া গম্ভীর বাক্যে 'এইরূপ কর—এই কথা বলিবে। "হে পদ্মপলাশলোচন! কবে আমি যমুনাতীরে তোমার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে গলদশ্রু হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিব।

৩৬। **স্তবপাঠ**—পণ্ডিগণ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ও গৌতমীয়-তন্ত্রোক্ত স্তবরাজকে শ্রীকৃষ্ণের স্তব বলিয়া থাকেন। যথা স্কান্দে—শ্রীকৃষ্ণের স্তবরূপ রত্নসমূহের দ্বারা যাঁহাদিগের জিহ্বা অলঙ্কৃতা, তাঁহারা মুনি ও সিদ্ধদিগেরও নমস্য এবং

দেববন্দ্য। নারসিংহে—যে ব্যক্তি মধুসূদনের শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে স্তোত্র ও স্তবদ্বারা তাঁহার স্তুতি করেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন।

৩৭। **নৈবেদ্যাস্বাদ**—যথা পাদ্মে—যিনি মুরারির সম্মুখভাগ পরিত্যাগ করিয়া তুলসীদলমিশ্রিত বিশেষতঃ চরণামৃতসিক্ত নৈবেদ্যান্ন নিত্য ভোজন করেন, তিনি দশ সহস্র কোটি-যজ্ঞসাধ্য পুণ্য উপার্জ্জন করেন।

৩৮। **পাদ্যাস্বাদ**—পাদ্মে—যাঁহারা দান, যজ্ঞ, বেদাধ্যয়নও দেবার্চ্চনরূপ কোন শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না, তাঁহারাও ভগবচ্চরণামৃত আস্বাদন করিয়া পরমগতি প্রাপ্ত হন।

৩৯। **ধূপ-মাল্যাদি-সৌরভ্য**—তন্মধ্যে ধূপ-সৌরভ্য—যথা হরিভক্তিসুধোদয়ে—শ্রীহরিকে নিবেদিত ধূপের অবশেষ বিশেষরূপে আঘ্রাণ সংসাররূপ সর্পদষ্ট ব্যক্তিদিগের বিষনাশক মন্ত্রস্বরূপ হয়। **মাল্য-সৌরভ্য**—যথা—তন্ত্রে—শ্রীহরিকে নিবেদিত নির্ম্মাল্যসৌরভ নাসিকায় প্রবিষ্ট হইলে পাপরূপ পিঞ্জর-বন্ধন তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। এবং অগস্ত্যসংহিতায়—হে তপোধন! কথিত হয়, (শ্রীহরির নিবেদিত) গন্ধ-পুষ্পাদির আঘ্রাণ এই জগতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের-বিশুদ্ধির কারণ হয়।

৪০। **শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শন**—যথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—যিনি (শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শাধিকারী ব্যক্তি) শ্রদ্ধাযুক্ত ও পবিত্র হইয়া শ্রীবিষ্ণুর শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ করেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন এবং তাঁহার সর্ব্বমনোরথ সিদ্ধ হয়।

৪১। **শ্রীমূর্ত্তির দর্শন**—যথা বারাহে—হে বসুন্ধরে! যাঁহারা বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দকে দর্শন করেন, তাঁহারা আর যমপুরে যান না। পরন্তু সুকৃতিকারিগণের গতি প্রাপ্ত হন।

৪২। **আরাত্রিক-দর্শন**—যথা স্কান্দে—আরতির সময়ে শ্রীবিষ্ণুর বদন-কমল অবলোকন কোটি কোটি ব্রহ্ম-হত্যা ও অগম্যাগমনজনিত মহাপাতক বিনষ্ট করে।

উৎসব দর্শন—যথা ভবিষ্যোত্তরে—যাঁহারা কৌতুকের বশবর্ত্তী হইয়াও রথারূঢ় কেশবকে দর্শন করেন, তাঁহারা চণ্ডালাদি নীচকুলোদ্ভব হইলেও বিষ্ণু পার্ষদগণের মধ্যে পরিগণিত হন। আদি শব্দে পূজাদর্শনও বুঝায়। এবং অগ্নিপুরাণে যথা—যে ব্যক্তি পূজার পরে বা পূজার সময়ে শ্রীহরির শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন, শ্রদ্ধার সহিত আনন্দ বোধ করেন, তিনিও (পঞ্চরাত্রাদিতে উক্ত) ক্রিয়াযোগের ফললাভ করেন।

৪৩। **শ্রবণ**—শ্রীভগবানের নাম, চরিত ও গুণাদির শ্রবণকে শ্রবণ বলে। **নাম-শ্রবণ**—যথা গারুড়ে—সংসার-রূপ সর্পদংশনে চেতনাশূন্য ব্যক্তির একমাত্র ঔষধ "কৃষ্ণ" এই বৈষ্ণব-মন্ত্র। ইহা শ্রবণ করিলে মানব মুক্ত হয়।

চরিত-শ্রবণ—যথা (ভাঃ ৪।২৯।৪১)—মহাপুরুষদিগের সভায় তাঁহাদের মুখ হইতে শব্দায়মান হইয়া শ্রীহরির চরিত্ররূপ অমৃতসারের নদী চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হয়। যাঁহারা তথায় সেই অমৃত অবিতৃপ্তভাবে দৃঢ়তার সহিত কর্ণপুটে পান করেন, তাঁহাদিগের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক ও মোহ স্পর্শ করিতে পারে না।

গুণ-শ্রবণ—(ভাঃ ১২।৩।১৫)—শ্রীভগবানের ও ভাগবতগণের গুণগণ অমঙ্গলনাশক। সাধুগণ সতত উহা কীর্ত্তন করেন। যে ব্যক্তি কৃষ্ণে অমলাভক্তি অভিলাষ করেন, তিনি উহা সর্ব্বদা শ্রবণ করিবেন।

৪৪। **কৃষ্ণকৃপেক্ষণ**—(ভাঃ ১০।১৪।৮)—হে ভগবন্! যিনি অনাসক্তভাবে আত্মকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে আপনার করুণার প্রতীক্ষায় কায়মনোবাক্যে প্রণতি সহকারে জীবন ধারণ করেন, তিনিই মুক্তিপদে অধিকারী হয়েন

৪৫। **স্মৃতি**—যে কোন প্রকারে মনের সহিত সম্বন্ধের নাম স্মৃতি। যথা বিষ্ণুপুরাণে—যাঁহাকে স্মরণ করিলে পুরুষ সকল কল্যাণের পাত্র হয়, আমি সেই জন্মরহিত নিত্যতত্ত্ব শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করিলাম। পাদ্মে—মরণকালে বা জীবদ্দশায় যাঁহার নাম স্মরণ করিলে মানবগণের পাপরাশি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, সেই চিন্ময় বিগ্রহ শ্রীহরিকে প্রণাম করি।

৪৬। **ধ্যান**—রূপ, গুণ, ক্রীড়া ও সেবাদির সুষ্ঠুচিন্তাকে 'ধ্যান' কহে। **রূপ-ধ্যান**—যথা নারসিংহে—শ্রীভগবানের চরণদ্বয় ধ্যান করিলে শীতোষ্ণাদি-জাত সুখ-দুঃখ-পরম্পরা দ্বারা পীড়িত হইতে হয় না—ইহাই পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। সেই শ্রীচরণদ্বয়ের প্রসঙ্গক্রমে শ্রেষ্ঠ সুমঙ্গল সাধিত হয়।

গুন-ধ্যান—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—যাঁহারা ভক্তি সহকারে শ্রীহরির গুণাবলী সর্ব্বদা অনুস্মরণ করেন, তাঁহাদিগের কলুষরাশি প্রকৃষ্টরূপে ক্ষয় হইয়া যায় এবং ভাগবদ্ধামে প্রবেশ করেন।

ক্রীড়া-ধ্যান—পাদ্মে—যাঁহারা সর্ব্ব মাধুর্য্যের সারস্বরূপ, সর্ব্বাশ্চর্য্যময় ও মনোরম শ্রীহরির লীলাসমূহ ধ্যান করেন, তাঁহারা সংসার হইতে মুক্ত হন।

সেবা-ধ্যান—পুরাণান্তরে—মনঃ কল্পিত দ্রব্যাদি দ্বারা আনন্দচিত্তে শ্রীহরির সেবা করিয়া কোন কোন ব্যক্তি বাক্য ও মনের অগোচর সেই ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন।

৪৭। **দাস্য**—কর্ম্মার্পণকে কেহ কেহ দাস্য বলেন বটে, কিন্তু "আমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সেবক" এই অভিমানই প্রকৃতপক্ষে দাস্য।

তন্মধ্যে আদ্য (কর্ম্মার্পণ) যথা স্কান্দে—"বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম মানুষের স্বাভাবিক কর্ম্ম। তাহা যদি ঈশ্বরে সমর্পিত হয় ; তবে তাহাকে 'ভাগবত ধর্ম্ম' বলে। যদি ভগবানের কার্য্য তাঁহার প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাহা যে ভাগবত ধর্ম্ম হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।" বর্ণাশ্রমোচিত মঙ্গলজনক স্বাভাবিক কর্ম্ম ও জপ-ধ্যানাদি এই দ্বিবিধ কর্ম্ম যদি বৈষ্ণবদিগের দ্বারা কৃষ্ণের প্রীত্যর্থে কৃত হয়, তবে তাহাই দাস্য। যাঁহারা কোমল শ্রদ্ধ, তাঁহাদিগের কর্ম্মতে অধিকার স্বল্প। সেই কর্ম্ম শ্রীহরিতে অর্পিত হইলে সেই অর্পণকে কেহ কেহ 'দাস্য' বলেন।

দ্বিতীয় (স্বমত) যথা নারদীয়ে—শ্রীহরির দাস্যে যাঁহার কায়মনোবাক্যে স্পৃহা, তিনি সকল অবস্থাতেই জীবন্মুক্ত।

৪৮। **সখ্য**—বিশ্বাস ও মিত্রবৃত্তি—এই দুই প্রকার সখ্য কথিত হয়। তন্মধ্যে **বিশ্বাস**—মহাভারতে দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, 'হে গোবিন্দ! তোমার প্রতিজ্ঞা আছে যে, তোমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হইবে না। ইহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়াই আমি জীবন ধারণ করিতেছি। এবং ভাঃ ১১।২।৫৩—"যিনি অকুণ্ঠস্মৃতি ও শ্রীহরিতে ধৃতচিত্ত এবং যিনি ত্রিভুবনরাজ্যের লোভেও ব্রহ্মাদিদেবগণের অন্বেষণীয় সুতরাং দুর্লভ শ্রীভগবানের পাদপদ্ম হইতে নিমেষার্দ্ধকালও বিচলিত হন না, তিনিই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস একপর্য্যায়ভুক্ত এবং শ্রদ্ধামাত্রই সাধন ভক্তিতে অধিকারলাভের হেতু। তথাপি শ্রীহরিতে এই বিশেষ বিশ্বাস শ্রদ্ধারই অঙ্গ।

মিত্রবৃত্তি—যথা অগস্ত্যসংহিতায়—পরিচর্য্যাপরায়ণ কোন কোন ভক্ত শ্রীহরিকে মনুষ্যের ন্যায় দর্শন করিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিবার নিমিত্ত তাঁহার মন্দিরে শয়ন করিয়া থাকেন।" এই উদাহরণে বিধিমার্গের অপেক্ষা না করায় এই সখ্যকে 'রাগানুগা' ভক্তির অঙ্গ বলা যায়। সখ্যরতি অর্থাৎ বন্ধুভাব-রতি বিধিমার্গ ও রাগানুগ-মার্গ—এই উভয় মার্গদ্বারাই সাধ্য।

৪৯। **আত্মনিবেদন**—ভাঃ ১১।২৯।৩৪—"মনুষ্য যখন নিত্য-নৈমিত্তিক, ঐহিক, পারলৌকিক—সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমাতে অথবা মৎস্বরূপভূত গুরুদেবে আত্ম-দেহ আদি সমস্ত নিবেদন করে ; তখন আমি তাহাকে কর্ম্মী, জ্ঞানী আদি হইতে বিলক্ষণ করিতে ইচ্ছা করায় সে মৃত্যুপরম্পরা অতিক্রম করতঃ আমার সহিত সমান ঐশ্বর্য্য পাইবার উপযুক্ত হইয়া সার্ষ্টিরূপ মুক্তি লাভ করে।" পণ্ডিতগণ আত্ম-শব্দের দুই প্রকার অর্থ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কেহ কেহ 'অহং'-শব্দ বাচ্য দেহীকে এবং কেহ কেহ 'মম'-শব্দবাচ্য দেহকে 'আত্মা' বলিয়া থাকেন।

দেহী—যথা যামুনাচার্য্য স্তোত্রে—হে ভগবান্! এই শরীরাদিতে স্বরূপে বা গুণদ্বারা দেব-মনুষ্য যে কেহ হই না কেন, সেই আমাকে আমি অদ্য আপনার শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম।

দেহ—যথা. ভক্তিবিবেকে—'বিক্রীত পশুর রক্ষণাবেক্ষণ জন্য যেমন উক্ত পশুর পূর্ব্বাধিকারী চিন্তা করে না, তদ্রূপ শ্রীহরিতে এই দেহ সমর্পণ করিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ হইতে বিরত হইবে।' সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই দুইটী অঙ্গই দুষ্কর বলিয়া বিরল, তথাপি কোন কোন ধীর ব্যক্তির পক্ষে এই দুইটী সাধনযোগ্য হয়।

৫০। নিজ-প্রিয়োপহরণ—যথা ভাঃ ১১।১১।৪১—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন। "সাধারণতঃ লোকে যে সকল বস্তুকে উত্তম বলে এবং যাহা তোমার ও আমার অতিপ্রিয়; সেই সকল বস্তু আমাকে নিবেদন করিবে। এই নিবেদন দ্বারা অনন্ত ফল লাভ হয়।"

৫১। কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টিত—যথা পঞ্চরাত্রে—হে মুনে! জগতে যে সকল লৌকিক বা বৈদিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় তন্মধ্যে যে সকল কর্ম্ম হরিসেবার অনুকূল সেইগুলি মাত্র ভক্তিকামী ব্যক্তি অনুষ্ঠান করিবে, অবশিষ্ট গুলির অনুষ্ঠান প্রয়োজন বোধ করিলে যাহাতে উহা হরিসেবার অনুকূল হয়, এরূপ ভাবে অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

৫২। শরণাপত্তি—যথা হরিভক্তিবিলাসে—"হে ভগবান্! আমি তোমারই" এই কথা বাক্যে বলিয়া, মনে মনে তাহা জানিয়া এবং দেহের দ্বারা ভগবদ্ধাম আশ্রয় করিয়া শরণাগত ব্যক্তি আনন্দানুভব করেন। এবং নারসিংহেও "হে দেবদেব জনার্দ্দন! আমি তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম"—এই কথা বলিয়া যে ব্যক্তি আমার—শরণাগত হয়, আমি তাহাকে ক্লেশ হইতে উদ্ধার করি॥"

৫৩। তুলসী সেবন—যথা স্কান্দে—যে তুলসীকে দর্শন করিলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়, স্পর্শ করিলে দেহ পবিত্র হয়, অভিবন্দন করিলে রোগ দূরীভূত হয়, জলসিক্ত করিলে যমরাজ সন্ত্রাসিত হন, রোপণ করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি হয়, শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রদত্ত হইলে প্রেমভক্তি হয়, সেই তুলসীকে প্রণাম করি। তুলসীদেবী দৃষ্ট, স্পৃষ্ট, ধ্যাত, কীর্ত্তিত, প্রণমিত, স্তুত, রোপিত, সেবিত ও নিত্য পূজিত হইলে শুভদায়িনী হন। যে ব্যক্তি উক্ত নয় প্রকারে প্রতিদিন তুলসী-সেবন করেন, তিনি কোটি সহস্রযুগ শ্রীহরির ধামে নিত্য বাস করেন।

৫৪। শাস্ত্র সেবন—ভগবদ্ভক্তি প্রতিপাদক শাস্ত্রকেই—এইস্থানে 'শাস্ত্র' বলা হইয়াছে। যথা স্কান্দে—যাঁহারা বৈষ্ণবশাস্ত্র শ্রবণ বা পাঠ করেন, সংসারে তাঁহারাই ধন্য, তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হন। যাঁহারা গৃহে বৈষ্ণবশাস্ত্র পূজা করেন, তাঁহারা সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত ও দেবতাদিগের বন্দনীয় হন। বৈষ্ণব-শাস্ত্র লিখিত হইয়া যাঁহার গৃহে অবস্থান করেন, হে নারদ! সেই গৃহে স্বয়ং নারায়ণদেব বাস করেন। ভাঃ ১২।১৩।১২—শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র সর্ব্ববেদান্ত-সার। ইহার রসামৃতে যাঁহারা তৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কখনও অন্যশাস্ত্রে রতি হয় না।

৫৫। শ্রীমথুরা সেবন—যথা আদিবরাহে—শ্রীবরাহদেব পৃথিবীকে বলিলেন—যে ব্যক্তি মথুরা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাসে অনুরক্ত হয়, সে মূঢ় আমার মায়ায় মোহিত হইয়া কেবল সংসারে ভ্রমণ করে। এবং ব্রহ্মাণ্ডে—যে পরমানন্দময়ী অর্থাৎ প্রেমলক্ষণা সিদ্ধি, ত্রিলোকস্থ সমস্ত তীর্থ সেবন করিয়াও পাওয়া যায় না; তাহা শ্রীমথুরা-স্পর্শমাত্র পাওয়া যায়। শ্রীমথুরার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে, তাঁহাকে স্মরণ করিলে, তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে, তাঁহাতে বাসেচ্ছা করিলে, তাঁহাকে দূর হইতে দর্শন করিলে, তাঁহার নিকট গমন করিলে, তাঁহাকে স্পর্শ করিলে, তথায় বাস করিলে এবং তাঁহার সেবা করিলে তিনি মনুষ্যমাত্রকেই সর্ব্বাভীষ্ট দান করেন। এইরূপ মথুরা মাহাত্ম্য পুরাণসমূহে বর্ণিত হইয়াছে।

৫৬। বৈষ্ণব সেবন—যথা পাদ্মে—হে দেবি! যত দেবতার আরাধনা শাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত আছে, তন্মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ, তাঁহার ভক্তের আরাধনা আবার তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর। ভাঃ ৩।৭।১৯—বৈষ্ণবদিগের সেবা করিলে নিত্যকাল একরূপী শ্রীভগবান্ শ্রীমধুসূদনের শ্রীপাদপদ্মে অশুভ-নাশকারী অত্যন্ত প্রেমোৎসব উদিত হয় এবং আনুসঙ্গিক ফলে সংসার বন্ধনাদিরও নাশ হইয়া থাকে। স্কান্দে—যাঁহার দেহ শঙ্খ-চক্র-চিহ্নাঙ্কিত, মস্তকে তুলসীমঞ্জরী এবং অঙ্গসকল গোপী-চন্দন-লিপ্ত, সেই মহাত্মার দর্শন হইলে আর পাপের আশঙ্কা কোথায়? ভাঃ ১।১৯।৩৩—যে

বৈষ্ণবদিগে স্মরণ দ্বারা লোকের গৃহসকল সদ্য সদ্য পবিত্র হয়, তাঁহাদিগের দর্শন, স্পর্শন, পাদপ্রক্ষালন এবং তাঁহাদিগকে আসন দানাদির দ্বারা যে গৃহসকল পবিত্র হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য॥ এবং আদিপুরাণে—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন,—যাঁহারা কেবল আমার ভক্ত, তাঁহারা ভক্ত নহেন। যাঁহারা আমার ভক্তের ভক্ত, তাঁহারাই আমার প্রকৃত ভক্ত।" ভগবদ্ভক্তির যতগুলি অঙ্গ কথিত হইয়াছে, প্রায় ততগুলিই ভগবদ্ভক্তভক্তিরও অঙ্গ, ইহাই পণ্ডিতগণ জানেন।

৫৭। **যথাবৈভব মহোৎসব**—যথা পাদ্মে—হে মহীপাল! যে ব্যক্তি হরিমন্দিরে মহোৎসব করেন, হরিধামে তাঁহারও নিত্যই মহোৎসব হয়।

৫৮। **উর্জ্জাদর**—যথা পাদ্মে—ভগবান্ দামোদরকে লোকে ভক্তবৎসল বলিয়া জানেন এবং তিনি ভক্তবাৎসল্যবশতঃ স্বল্প সেবাকে বহু মানন করিয়া বহুগুণ ফল দিয়া থাকেন। মধ্যে মথুরায় উর্জ্জা (কার্তিক)-ব্রতের বিশেষ মাহাত্ম্য—যথা পাদ্মে—শ্রীহরি মথুরাভিন্ন অন্যস্থানে পুজিত হইলে সেবকদিগকে ভুক্তি-মুক্তি দেন, কিন্তু আত্মবশকারিণী ভক্তি দেন না। পরন্তু কার্তিক মাসে মথুরাতে শ্রীদামোদরকে একবার মাত্র সেবা করিলেই মানবগণ তৎক্ষণাৎ সেই সুদুর্লভ ভক্তি লাভ করেন।

৫৯। **জন্মদিন যাত্রা**—যথা ভবিষ্যোত্তরে—হে জনার্দ্দন! যে দিন দেবকীদেবী আপনাকে প্রসব করিয়াছিলেন, সেই দিনটী আমাদিগকে বলিয়া দিন, কারণ হে বৈকুণ্ঠ! আমরা সেই দিনে মহোৎসব করিব। হে কেশব আমরা সর্ব্বতোভাবে আপনার শরণাগত; আপনি উক্ত মহোৎসব দ্বারা আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।

৬০। **শ্রীমূর্ত্তির অঙ্ঘ্রিসেবনে প্রীতি**—যথা আদিপুরাণে—যে ব্যক্তি সর্ব্বদা আমার সেবাতে প্রীতি-সম্পন্ন হইয়া নিরন্তর আমার নাম গ্রহণ করে, তাহাকে আমি ভক্তিই দিব, কখনও (ভক্তিশূন্যা) মুক্তি দিব না।

৬১। **শ্রীভাগবতার্থাস্বাদ**—ভাঃ ১।১।৩—শ্রীমদ্ভাগবত বেদকল্পতরুর সুপক্ব স্বয়ং পতিত ফল। উহা শুকমুখ-নিঃসৃত অমৃতদ্রবসংযুক্ত। উক্ত ভাগবত-ফল প্রায় অষ্টিবল্কলবিহীন রস-প্রচুর। সুপক্ব, স্বয়ং পতিত এবং শুকাস্বাদিত বলিয়া মধুর। হে রস-বিশেষ-ভাবনা-চতুর-ভাক্তরসজ্ঞগণ! আপনারা উক্তরস মোক্ষ পর্য্যন্ত পান করিতে থাকুন। ভাঃ ২।১।৯—শ্রীশুকোক্তি—হে রাজর্ষে! নির্গুণব্রহ্মে অত্যন্ত নিষ্ঠাযুক্ত হইয়াও ভগবল্লীলা-কর্তৃক আকৃষ্টচিত্ত আমি শ্রীমদ্ভাগবতরূপ আখ্যান অধ্যায়ন করিয়াছি।

৬২। **সজাতীয়বাসনা-শ্রীভক্তসঙ্গ**—যথা ভা ১।১৮।১৩—ভগবদ্ভক্তসহ অত্যল্পকাল সঙ্গকেও স্বর্গ এবং মোক্ষের সহিত তুলনা করিতে পারি না। মানবগণের তুচ্ছ রাজ্যাদি জনিত সুখকে যে উক্ত সুখের সহিত তুলনা করিতে পারা যায় না, ইহা বলাই বাহুল্য। হরিভক্তিসুধোদয়ে—হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে কহিলেন, যাঁহার সহিত যে ব্যক্তির একত্রে বাস হয়, স্ফটিক সদৃশ তাঁহার গুণ সেই ব্যক্তিতে প্রতিফলিত হয়। এ কারণে বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিজগণের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সমবাসনাযুক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গ করা উচিত।

৬৩। **নাম-সংকীর্ত্তন**—যথা ভাঃ ২।১।১১—শ্রীশুকোক্তি—হে রাজন্! নিরন্তর শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তন মুমুক্ষু, কামী ও জ্ঞানীদিগের তত্তৎফল সাধন, ইহাই নির্ণীত হইয়াছে। সুতরাং সাধক ও সিদ্ধ উভয়ের পক্ষেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল। এবং আদিপুরাণে—শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি আমার নাম গান করিতে করিতে আমার নিকট বিচরণ করে, সে আমাকে ক্রয় করিয়া ফেলে। এবং পাদ্মে—হে ভারত! যে ব্যক্তি সহস্র সহস্র জন্ম বাসুদেবের সেবা করিয়াছেন, তাঁহারই মুখে সর্ব্বদা হরিনাম বিরাজিত। শ্রীহরিনাম নামী শ্রীহরি হইতে অভিন্ন হওয়ায় তিনি চিন্তামণি অর্থাৎ ইচ্ছামাত্র সর্ব্বাভীষ্ট দায়ক এবং চিদানন্দ-বিগ্রহ, অপরিচ্ছিন্ন, মায়াশূন্য ও মায়াতীত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ।

উপরিউক্ত কারণবশতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, জীব শ্রীনাম-সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি তাঁহার সেবোন্মুখ জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে স্বয়ং প্রকাশিত হন।

৬৪। **শ্রীমথুরামণ্ডলে স্থিতি**—পাদ্মে—অন্যান্য পুণ্যতীর্থে অবস্থানের মহাফল মুক্তি। কিন্তু মুক্তগণেরও প্রার্থনীয় হরিভক্তি একমাত্র মাথুরামণ্ডল-বাসে লব্ধ হয়। যে মথুরামণ্ডল কামীদিগের ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গ-দায়ক, মুমুক্ষুদিগের মোক্ষ-দায়ক এবং ভক্তি-অভিলাষীর ভক্তিদাতা, এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন মথুরামণ্ডলকে কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি না আশ্রয় করিবেন? অহো! যে মধুপুরীতে একদিন মাত্র বাস করিলেও বাসকারীর হরিভক্তি হয়, বৈকুণ্ঠ হইতেও গরীয়সী সেই মধুপুরী ধন্যা।

শ্রীমূর্ত্তিসেবন, শ্রীভাগবতাস্বাদ, শ্রীভগবদ্ভক্ত-সঙ্গ, শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন ও শ্রীমথুরামণ্ডলে বাসরূপ অবিতর্ক্য ও অদ্ভুতবীর্য্যশালী এই পঞ্চ ভক্ত্যঙ্গে শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, তাহার সহিত স্বল্প সম্বন্ধমাত্রে নিরপরাধ ব্যক্তিদিগের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণে ভাব উদিত হন।

শ্রীমূর্ত্তি—"হে সখে! যদি তোমার বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে কেশীতীর্থের সমীপবর্ত্তী ঈষৎ-হাস্যযুক্ত, ত্রিভঙ্গাকৃতি, বিপুলায়ত-বঙ্কিম-নয়ন, রক্তাধরে মুরলী যুক্ত, শিখিপুচ্ছ-দ্বারা শোভমান শ্রীগোবিন্দবিগ্রহ কদাপি দর্শন করিও না। (নিষেধচ্ছলে মাহাত্ম্য)

শ্রীমদ্ভাগবত—অরে নির্ব্বোধগণ! যে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম-স্কন্ধের পদ্য সকলের বর্ণগুলি পরমশুভদা ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গকে নিন্দা করিয়া সুখময় চতুর্থবর্গ মোক্ষকেও তিরস্কার করে, হায়! হায়! আমার আশঙ্কা হইতেছে, তোমরা আনুপূর্ব্বিক সেই বর্ণগুলিকে সদ্য সদ্য তোমাদের কর্ণপথের পথিক করিয়াছ। (ইহা নিন্দাচ্ছলে প্রশংসাবাক্য বা ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার)

কৃষ্ণভক্ত—যদবধি নয়নজলে ধৌত, পুলক-শোভিত-তনু, রোমাঞ্চ দ্বারা ব্যাপ্ত-দেহ, স্খলৎপদ, উৎফুল্ল-হৃদয় ও অতিশয় কম্পযুক্ত কোন কৃষ্ণভক্ত আমার নয়ন-পথের পথিক হইয়াছেন, তদবধি জানি না, কেন আমার মন আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত কোন এক অনির্ব্বচনীয় শ্যামসুন্দরপুরুষে আসক্ত হইয়াছে, গৃহে আর আসক্ত হইতেছে না।

নাম—যদবধি শ্রীনারদ কর্ত্তৃক নিরন্তর গীত কর্ণতাপোপশমকারী শ্রীকৃষ্ণের নাম-গান আমার কর্ণপথগত হইয়াছে, তদবধি আমার চিত্ত কোন এক অননুভূত দশাপ্রাপ্ত হইয়া শান্ত হইয়াছে।

মাথুরামণ্ডল—যে বনের শোভা যমুনা তটে অবস্থিত হইয়া তথায় সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছে, যাহার নববিকশিত কদম্ব-কুসুম অবলম্বন করিয়া অলিকুল গুঞ্জন করিতেছে এবং যাহা সর্ব্বদা মাধুর্য্যমণ্ডিত, তাহা আমার চিত্তে কোন এক অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ শ্যামসুন্দরবিষয়কভাব উদয় করিতেছে।

অলৌকিক পদার্থ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ ভক্ত্যঙ্গের এরূপ অচিন্ত্য শক্তি যে, তাহা অল্প সম্বন্ধ মাত্রই ভাব ও ভাবের (শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভাব ও শ্রীকৃষ্ণ) উভয়কেই একযোগে প্রকাশ করেন। কোন কোন ভক্ত্যঙ্গের কথন কথন যে ক্ষুদ্র ফল শ্রবণ করা যায়, তাহাই মাত্র উহার ফল নহে। বহির্ম্মুখ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগকে ভক্তিপথে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য ঐ সকল ফল কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণে রতিই উহার মুখ্য ফল। বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্মফল ভক্ত্যঙ্গ, ইহা কেহ কেহ বলিলেও উহা ভক্তিবিজ্ঞ শুদ্ধভক্তগণের সম্মত নহে। যথা ভাঃ ১১।২০।৯—যে কাল পর্য্যন্ত বিষয়ে বিরাগ উপস্থিত না হয়, অথবা আমার (ভগবানের) কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমোচিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবে। ভক্তির অবিরোধী জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তিমার্গ-প্রবেশের প্রথমাবস্থায় কিছু সহায়তা করিতে পারে মাত্র, বস্তুতঃ উহা ভক্তির অঙ্গ নহে। সাধুদিগের মধ্যে প্রায় সকলের মতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্ত কঠিন হয়। কিন্তু ভক্তি সুকোমল স্বভাবা। একারণ ভক্তিই ভক্তিপ্রবেশের হেতু অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভক্তি পর পর ভক্তি প্রবেশের হেতু। যথা ভাঃ ১১।২০।৩১—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন,—এ কারণে আমাতে অর্পিতচিত্ত ও আমাতে ভক্তিমান্ যোগীদিগের জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায়

মঙ্গলজনক হয় না। কিন্তু জ্ঞান-সাধ্য মুক্তি ও বৈরাগ্য-সাধ্য জ্ঞান কেবল মাত্র ভক্তি দ্বারাই সিদ্ধ হয়। যথা ভাঃ ১১।২০।৩২-৩৩—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন—কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান ও বৈরাগ্য, যোগ, দান, ধর্ম্ম ও অন্যান্য শুভকার্য্যদ্বারা মানবগণ যে সকল ফল উপার্জ্জন করেন, আমার ভক্ত আমার শুদ্ধভক্তিযোগ দ্বারা তাহা অনায়াসে লাভ করিতে পারেন। যদিও আমার ভক্ত আমার সেবা ব্যতীত কিছুই বাঞ্ছা করেন না, তথাপি ভক্তির অনুকূল বিবেচনায় স্বর্গ, অপবর্গ এমন কি আমার ধামও যদি ইচ্ছা করেন, তবে তাহাও পাইতে পারেন। শ্রীহরিভজনে রুচি হইয়াছে এরূপ ব্যক্তির গুরুতর বিষয়াসক্তি থাকিলেও তাহা আপনিই বিলয় প্রাপ্ত হয়। অনাসক্ত হইয়া নিজ সাধন-ভক্তির অনুকূলমাত্র বিষয় স্বীকারকারীর বিষয়-বিরক্তিকে যুক্তবৈরাগ্য বলে। তাহাতে কৃষ্ণসম্বন্ধীয় আগ্রহ থাকে। ভগবৎসম্বন্ধীয় বস্তুতে প্রাকৃত বুদ্ধি করতঃ মুমুক্ষুদিগের তাহা পরিত্যাগ করাকে 'ফল্গু-বৈরাগ্য' বলে।

ইতঃপূর্ব্বে বর্ণাশ্রমোচিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম-সমূহের ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ভক্ত্যঙ্গত্ব সুষ্ঠুরূপে নিরস্ত হইলেও স্পষ্টতার জন্য ভক্তির অনুগত বৈরাগ্যের বিশেষতঃ ফল্গু-বৈরাগ্যের ভক্ত্যঙ্গত্ব উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ে কথিত লক্ষণ দ্বারা পুনরায় নিরস্ত করা হইল। ধন ও শিষ্যাদির দ্বারা যে ভক্তি উপপাদিত হয়, উত্তমাভক্তি হইতে বহুদূরে অবস্থিত হওয়ায় তাহার উত্তমতা হানি-প্রযুক্ত উহা উত্তমা ভক্তির অঙ্গ নহে। বিবেকাদি ভক্ত্যধিকারীদিগের বিশেষত্বকে আশ্রয় করে অর্থাৎ তাঁহাদিগের বিশেষণ অর্থাৎ বিশেষ গুণ, সুতরাং বিবেকাদিও ভক্ত্যঙ্গ নহে। যম, নিয়ম ও শৌচাদি কৃষ্ণসেবনোন্মুখ ব্যক্তিদিগের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হয়। সুতরাং ইহাদিগকেও ভক্ত্যঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত নহে। যথা স্কান্দে—হে ব্যাধ! তোমার এই অহিংসাদি গুণ আশ্চর্য্য-জনক নহে; কারণ যে ব্যক্তি হরিভজনে প্রবৃত্ত হন, তিনি কখনই পরকে পীড়া দিতে পারেন না। অন্তঃশুদ্ধি, বহিঃশুদ্ধি, তপস্যা, শান্তি প্রভৃতি গুণ সকল হরিসেবাকাঙ্ক্ষি জনকে আশ্রয় করে। ভক্তির এক মুখ্য অঙ্গই আশ্রয় করা হউক অথবা বহু অঙ্গ আশ্রয় করা হউক, অনুষ্ঠানকারীকে ভক্তি তাঁহার বাসনানুসারে নিষ্ঠানুরূপ সিদ্ধি দেন।

একাঙ্গ—যথা গ্রন্থান্তরে—শ্রীমদ্ভাগবতের হরিকথা শ্রবণ-দ্বারা শ্রীপরীক্ষিত, উহা কীর্ত্তন-দ্বারা শ্রীশুকদেব, হরিকে স্মরণ করিয়া শ্রীপ্রহ্লাদ, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম সেবন করিয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবী তাঁহাকে পূজা করিয়া শ্রীপৃথুরাজা, তাঁহাকে স্তব করিয়া শ্রীঅক্রূর, দাস্যদ্বারা শ্রীহনূমান, সাখ্যদ্বারা শ্রীঅর্জ্জুন, সর্ব্বস্ব আত্মনিবেদন দ্বারা শ্রীবলি সিদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রত্যেকেরই এক মুখ্যাঙ্গ সাধন দ্বারা পূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছিল।

অনেকাঙ্গ—যথা ভাঃ ৯।৪।১৬-১৮—শ্রীশুকোক্তি—মহারাজ অম্বরীষ শ্রীকৃষ্ণচরণে মন অর্পণ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণগুণ বর্ণনে বাক্যকে, হরিমন্দির-মার্জ্জনে হস্তদ্বয়কে ও অচ্যুতের সৎকথা-শ্রবণে কর্ণদ্বয়কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীমুকুন্দের শ্রীবিগ্রহ, শ্রীমন্দির, শ্রীমথুরাদিধাম ও শ্রীবৈষ্ণবদর্শনে নয়নদ্বয়কে, ভগবদ্দাসদিগের অঙ্গসংস্পর্শে নিজ অঙ্গদিগকে, ভগবৎপাদপদ্ম-সংশ্লিষ্ট শ্রীমতী তুলসীর গন্ধ আঘ্রাণে ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে, ভগবৎপ্রসাদাস্বাদনে জিহ্বাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি হরিধামে পুনঃ পুনঃ গমনের জন্য পদদ্বয়কে, হৃষীকেশের পাদপদ্ম-প্রণামের জন্য মস্তককে, বিষয়-ভোগেচ্ছার পরিবর্ত্তে ভগবদ্দাস্য প্রাপ্তির অভিলাষে কামনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

উপর্য্যুক্ত শ্লোকত্রয়ে যে সাধনভক্তির অঙ্গগুলির অনুষ্ঠানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সে সমস্তগুলি তিনি এ রূপে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যেন প্রহ্লাদাদি ভগবদ্ভক্তগণের ন্যায় ভগবদ্ভক্তি-বিষয়া রতি লাভ তাঁহার হয়।

বৈধী—শাস্ত্রোক্ত প্রবল মর্য্যাদাযুক্ত এই বৈধীভক্তিকে কোন কোন পণ্ডিত 'মর্য্যাদা-মার্গ' বলেন।

রাগানুগা—ব্রজবাসি জনাদিতে যে ভক্তি স্পষ্টরূপে বিরাজমান দেখা যায়, তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা ভক্তি রাগানুগা ভক্তি নামে অভিহিত হন। উক্ত রাগানুগা ভক্তি বিবেচনার্থ প্রথমে রাগাত্মিকা ভক্তি কথিত হইতেছে।

রাগাত্মিকা ভক্তি—ইষ্টবস্তুতে স্বাভাবিকী ও পরমাবিষ্টতাময়ী যে সেবন প্রবৃত্তি, তাহার নাম 'রাগ'; কৃষ্ণভক্তি তন্ময়ী (তদ্রূপ রাগময়ী) হইলে 'রাগাত্মিকা' নামে উক্ত হন। সেই রাগাত্মিকা ভক্তি দুই প্রকার, যথা—(১) কামরূপা (২) সম্বন্ধরূপা। যথা ভাঃ ৭।১।২৯-৩০—শ্রীনারদ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন,—হে মহারাজ! যেরূপ ভক্তিদ্বারা ভগবানে মন নিবিষ্ট করিয়া মানবগণ তাঁহার ধাম প্রাপ্ত হন, সেইরূপ কাম, দ্বেষ, ভয় ও স্নেহ বশতঃ তাঁহার মন আবিষ্ট করিয়া তজ্জাত পাপ তাহাতে আবেশ হেতু ত্যাগ করতঃ বহুলোক ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। গোপীগণ কাম-দ্বারা, কংস ভয় দ্বারা, শিশুপালাদি নৃপতিগণ—দ্বেষ-দ্বারা, যাদবগণ সম্বন্ধ-দ্বারা, তোমরা (পাণ্ডবগণ) স্নেহ-দ্বারা এবং আমরা (ঋষিগণ) ভক্তি-দ্বারা তদীয় গতি প্রাপ্ত হইয়াছি।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করার বহু অঙ্গ সত্ত্বেও কাম ও সম্বন্ধ মাত্রকে রাগানুগা ভক্তির মধ্যে গ্রহণের কারণ এই যে, আনুকূল্যের ব্যতিক্রম বশতঃ ভয় ও দ্বেষ ভক্তির অঙ্গ নহে বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং স্নেহ-শব্দ সখ্য-বাচক হইলেও উহা বৈধী ভক্তির অন্তর্গত হওয়ায় তাহার রাগানুগা ভক্তিতে উপযোগিতা নাই। আর স্নেহ-শব্দ প্রেমবাচক হইলে সাধন ভক্তিতে তাহার উপযোগিতা নাই। 'ভক্ত্যা বয়ম্' অর্থাৎ ভক্তিতে প্রাপ্ত হইয়াছি—এ স্থলে ভক্তিকে বৈধী ভক্তিই স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে। পূর্ব্বে "বহবস্তদ্গতিং গতাঃ" লিখিত হওয়ায় শত্রু ও প্রিয়গণের প্রাপ্তব্য স্থান একই বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু তাহা কি করিয়া হইতে পারে? এ জন্য বলিতেছেন—শত্রুগণ ও প্রিয়গণের যে প্রাপ্য গতি একই বলা হইয়াছে, তাহার কারণ শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রহ্মের (স্থূলতঃ) ঐক্য হেতু।

শত্রুরগতি—শ্রীহরির শত্রুগণ প্রায় ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়। অবশ্য কেহ কেহ সারূপ্যাভাস! পাইয়াও ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়। যথা, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—সিদ্ধলোক প্রকৃতির পরপারে অবস্থিত। তথায় সিদ্ধগণ ও শ্রীহরি-কর্ত্তৃক হত দৈত্যগণ ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইয়া বাস করিতেছেন। ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তিগণের গতির বিষয় বলিতেছেন—ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তিগণ কোন বিশেষ রাগ-দ্বারা ভগবদ্ভজন করিয়া প্রেমরূপ তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের সুধা প্রাপ্ত হন।
ভাঃ ১০।৮৭।২৩—শ্রুতিগণ কহিলেন,—হে ভগবন্! প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়গণ সংযত করতঃ সুদৃঢ় যোগযুক্ত হইয়া মুনিগণ হৃদয়ে যে ব্রহ্ম-তত্ত্বের উপাসনা করেন, আপনার শত্রুগণও আপনাকে (আপনার ভগবদবতারকে) মৃত্যুকালে স্মরণ করিয়া তৎপ্রভাবে তাহাই অর্থাৎ ব্রহ্মলয় প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু আপনার অহীন্দ্রদেহ সদৃশ ভুজদণ্ডে অতিশয় আসক্তচিত্ত স্ত্রী-গণ (ব্রজসুন্দরীগণ) আপনার প্রেমমাধুর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা শ্রুতিগণ তাঁহাদিগের সহিত সমান ভাবযুক্ত হইয়া তাঁহাদের তুল্যতা লাভ করতঃ (অর্থাৎ জন্মান্তরে গোপীদেহ লাভ করতঃ) তাঁহাদিগের ন্যায় আপনার প্রেমমাধুর্য্য প্রাপ্ত হইব।

কামরূপা-রাগাত্মিকা ভক্তি—যে প্রসিদ্ধ প্রেমরূপা ভক্তি তদীয় কামকেও (সম্ভোগ তৃষ্ণাকে) তাহার বিকৃত ভাব পরিবর্তিত করিয়া নিজ-স্বরূপে লইয়া যায় অর্থাৎ প্রেমরূপে পরিণত করে, তাহা কামরূপা (রাগাত্মিকা) ভক্তি। কারণ ইহাতে কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখসাধনার্থই উদ্যম আছে। এই সুপ্রসিদ্ধা কামরূপা ভক্তি ব্রজদেবীগণেই বিরাজমান। ইহাদিগের এই বিশিষ্ট প্রেম কোন এক অদ্ভুত মাধুর্য্য লাভ করিয়া সেই সেই কাম-ক্রীড়ার কারণ হয় বলিয়া পণ্ডিতগণ উক্ত প্রেমবিশেষকে কাম বলিয়া থাকেন। যথা, তন্ত্রে—"গোপরমণীগণের প্রেমকেই 'কাম' বলিবার রীতি চলিয়া আসিতেছে। এই কারণে উদ্ধবাদি ভগবৎপ্রিয়গণও এই কামরূপ প্রেম বাঞ্ছা করেন।" কিন্তু কুব্জার যে রতি দেখা যায়, তাহা (কামরূপা নহে) কামপ্রায়া রতি বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন।

সম্বন্ধরূপা—আমি গোবিন্দের পিতা, আমি মাতা ইত্যাদিরূপ (রাগজনিত) অভিমানই সম্বন্ধরূপা (রাগাত্মিকা) ভক্তি। সম্বন্ধাৎ 'বৃষ্ণয়' এই বৃষ্ণি শব্দ উপলক্ষণ মাত্র। ইহাতে গোপগণকেও বুঝিতে হইবে।

কারণ ঈশ্বরত্ব জ্ঞান না থাকায় রাগভক্তিতে গোপগণের প্রাধান্য। প্রেম মাত্র কারণাত্মক কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা রাগাত্মিকা ভক্তিদ্বয় নিত্যসিদ্ধগণকে আশ্রয় করিয়া আছে বলিয়া এই সাধনভক্তি প্রকরণে উক্ত ভক্তিদ্বয় সম্যক্‌রূপে বিচারিত হইল না। রাগাত্মিকা ভক্তি দুই প্রকার বলিয়া রাগানুগা ভক্তিও দুই প্রকার যথা—কামানুগা ভক্তি ও সম্বন্ধানুগা ভক্তি।

তাহাতে অধিকারী—কেবল রাগাত্মিকা ভক্তিনিষ্ঠ ব্রজবাসিদিগের ভাবপ্রাপ্তির জন্য যাঁহার লোভ হইয়াছে, তিনিই রাগানুগা ভক্তিতে অধিকারী। শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রাদিতে নন্দ-যশোদাদির ভাবমাধুর্য্যাদি মাত্র শ্রবণ করতঃ শাস্ত্র ও যুক্তির অপেক্ষা না করিয়া তৎপ্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষার্থ বুদ্ধিই লোভোৎপত্তির লক্ষণ। রতির উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত বৈধী-ভক্তিতে অধিকার ; কারণ বৈধী-ভক্তিতে শাস্ত্র ও অনুকূল-যুক্তির অপেক্ষা আছে।

কৃষ্ণকে ও নিজাভীষ্ট কৃষ্ণের প্রিয়তমজনকে স্মরণ করিয়া তাঁহাদের কথায় অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবে। নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের ভাব পাইতে যাঁহার লোভ আছে, তিনি সাধকরূপে অর্থাৎ যথাবস্থিত দেহদ্বারা ও সিদ্ধরূপে অর্থাৎ অন্তশ্চিন্তিত অভীষ্ট কৃষ্ণসেবোপযোগী দেহ দ্বারা কৃষ্ণের ব্রজস্থ প্রিয়তমজনগণের ও তদনুগতজনগণের অনুসরণ পূর্ব্বক সেবা করিবেন। বৈধীভক্তিতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি যে সকল ভক্ত্যঙ্গ কথিত হইয়াছে, এই রাগানুগা ভক্তিতেও তাহারা অঙ্গ, ইহা বিজ্ঞগণ জ্ঞাত হইবেন।

কামানুগা—কামরূপা রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগামিনী-ভক্তিকেই 'কামানুগাভক্তি' বলে। উহা দ্বিবিধ। যথা,—সম্ভোগেচ্ছাময়ী ও তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা। সম্ভোগেচ্ছাময়ী কামানুগা ভক্তি কেলিতাৎপর্য্যবতী অর্থাৎ কেলিই এই ভক্তির উদ্দেশ্য। তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা কামানুগা ভক্তি ভাবমাধুর্য্য কামিতা অর্থাৎ এই ভক্তিতে সেই সেই নিজাভীষ্ট কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠাগণের ভাবমাধুর্য্য প্রাপ্তির অভিলাষই একমাত্র তাৎপর্য্য।

শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমার ও শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমারূপা প্রেয়সীগণের সহিত লীলা-মাধুর্য্য-বিশেষ দেখিয়া বা শ্রীকৃষ্ণের সহিত তৎপ্রেয়সীগণের লীলা শ্রবণ করিয়া যাঁহারা সেই ভাবে আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাদেরই এই দ্বিবিধ কামানুগা ভক্তিতে সাধন-যোগ্যতা আছে। সুতরাং তাঁহারাই উহাতে অধিকারী। পুরুষদিগেরও এইরূপ কামানুগা ভক্তি হইয়াছে। পদ্মপুরাণে এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় 'পূর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষি সকল শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া তাঁহা হইতেও সুন্দর শ্রীবিগ্রহ ভাবী অবতার হরি কৃষ্ণকে (গোকুলে তাঁহার প্রেয়সীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া) সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে গোকুলে স্ত্রী-জন্ম লাভ করিয়াছিলেন ও কামদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া সংসারমুক্ত হইয়াছিলেন।'

রিরংসা অর্থাৎ রমণেচ্ছাকে সুষ্ঠু করিবার জন্য অর্থাৎ ব্রজসম্বন্ধ লাভের অভিলাষ না করিয়া যিনি কেবল বিধিমার্গে শ্রীকৃষ্ণ সেবা করেন, তিনি দ্বারকার মহিষীত্ব প্রাপ্ত হয়েন। তথা মহাকৌর্ম্মে—'মহাত্মা অগ্নিপুত্রগণ তপস্যা দ্বারা বিধিমার্গে সেবা-দ্বারা স্ত্রী-ত্ব লাভ করিয়া অজ, জগৎকর্ত্তা ও বিভু-বাসুদেবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।'

সম্বন্ধানুগা—আপনাতে শ্রীকৃষ্ণের পিতৃত্বাদি সম্বন্ধ চিন্তন ও তাহা আরোপকরণরূপা যে ভক্তি, তাহাকে সাধুগণ সম্বন্ধানুগা ভক্তি বলেন। বাৎসল্য-সখ্যাদি-ভাবে-লুব্ধ-সাধকগণ শ্রীনন্দ ও সুবলাদির ভাব ও চেষ্টাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে-ভক্তি সাধন করিবেন। শাস্ত্রে শুনা যায় যে,—'শ্রীহস্তিনাপুরস্থিত কোন এক বৃদ্ধ সূত্রধর শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমাকে পুত্রবুদ্ধিতে শ্রীনারদোপদেশে ভজন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। অতএব নারায়ণব্যূহস্তবে—"যাঁহারা শ্রীহরিকে পতি, পুত্র, সুহৃদ, ভ্রাতা, পিতা বা মিত্ররূপে সদা উৎসাহ সহকারে ধ্যান করেন, তাঁহাদিগকে প্রণাম করি।" শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের ভক্তদিগের কারুণ্যই রাগানুগা ভক্তি-লাভের একমাত্র কারণ। এই রাগানুগা ভক্তিকে কেহ কেহ পুষ্টিমার্গ বলেন। ইতি পূর্ববিভাগের দ্বিতীয় লহরী সমাপ্ত।

তৃতীয় লহরী—ভাবভক্তি—যে ভক্তি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা, প্রেমরূপ (উদীয়মান) সূর্য্যের কিরণের সহিত সাদৃশ্যযুক্তা, রুচিদ্বারা চিত্তের আর্দ্রতা বিধায়িনী, তাহাকে ভাবভক্তি বলে। ইহা ভাবের তটস্থ লক্ষণ। যথা, তন্ত্রে—প্রেমের প্রথমবস্থাকে ভাব বলে। ইহাতে অশ্রু-পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাব সকল স্বল্প-মাত্রায় দেখা যায়। যথা, পদ্মপুরাণে—তৎকালে তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মযুগল পুনঃ পুনঃ ধ্যান করায় তাঁহার ঈষৎ চিত্তবিকার হইয়াছিল এবং লোচন অশ্রুযুক্ত হইয়াছিল।

শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষরূপা ভাব অর্থাৎ রতি মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়া মনোবৃত্তির স্বরূপ হইয়া যান। তখন নিজে স্বপ্রকাশরূপা হইয়াও মনোবৃত্তিতে প্রকাশ্যবৎ প্রতীত হন। বস্তুতঃ উক্ত রতি স্বয়ং আস্বাদ স্বরূপা হইয়াও কৃষ্ণ তৎপরিকরও লীলামাধুর্য্যাদি আস্বাদনের কারণ হন। উক্ত রতি প্রপঞ্চগত ভক্তগণে উদিত হইবার কারণ—উক্ত ভাব বা রতি মহৎসঙ্গজাত অতিশয় সৌভাগ্যবিশিষ্ট ব্যক্তিতে দুই প্রকারে উদিতা হন—(১) সাধনাভিনিবেশ দ্বারা (২) কৃষ্ণ ও তদ্ভক্তপ্রসাদ দ্বারা। তন্মধ্যে প্রথমটী প্রায় সকলেরই হয়, দ্বিতীয়টী অতি বিরল অর্থাৎ প্রায় দেখা যায় না।

সাধনাভিনিবেশজ—বৈধী ও রাগানুগ মার্গভেদে সাধনাভিনিবেশজ ভাব দুই প্রকার। সাধনাভিনিবেশ সাধকের সাধনে রুচি নিষ্পন্ন করিয়া শ্রীহরিতে আসক্তি উৎপাদন করতঃ রতি বা ভাব উদয় করে।

(১) বৈধী সাধনাভিনিবেশজ ভাব—যথা ভাঃ ১।৫।২৬—শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবকে কহিলেন, "সেই স্থানে সাধুগণ-দ্বারা কীর্ত্তিত মনোহর কৃষ্ণকথা তাঁহাদের কৃপায় প্রতিদিন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে করিতে প্রিয়শ্রবঃ শ্রীকৃষ্ণে আমার রতি উৎপন্ন হইল।" এস্থলে 'রতি' শব্দ দ্বারা ভাব বুঝিতে হইবে, প্রেম বুঝিতে হইবে না। কারন পরবর্ত্তী শ্লোকে নারদ নিজেই বলিয়াছেন—হরিকথা শুনিতে শুনিতে আমার ভক্তি প্রবৃত্ত হইয়াছিল। "এই প্রকারে শরৎ ও বর্ষা এই দুই ঋতুতে মহাত্মা মুনিগণ-কর্ত্তৃক প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে সংকীর্ত্ত্যমান শ্রীহরির নির্ম্মল যশঃ কথা বিশেষরূপে শ্রবণ করাতে আমার রজস্তমোনাশিনী ভক্তি উদিতা হইয়াছিলেন।" ভাঃ ৩।২৫।২৫ শ্লোকে শ্রীকপিলদেব দেবহূতিকে কহিলেন,—"সাধুদিগের সহিত প্রকৃষ্ট সঙ্গেই আমার বীর্য্য-প্রকাশক এবং মন ও কর্ণের সুখদায়ক কথার আলোচনা হয়। উহা সেবন দ্বারা আমাতে (ভগবান্ শ্রীহরিতে) সেবনকারীর শীঘ্র শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি অর্থাৎ প্রেম ক্রমানুসারে উদিত হন।" পুরাণ ও নাট্যশাস্ত্রে রতি ও ভাবের সমানার্থতা-প্রযুক্ত এই ভক্তিশাস্ত্রেও উভয়ই একরূপে লক্ষিত হইল। অর্থাৎ রতি ও ভাব একার্থে ব্যবহৃত হইল।

(২) রাগানুগ সাধনাভিনিবেশজ ভাব—যথা পাদ্মে—এই প্রকার মনোরথ করিতে করিতে সেই নৃত্যোৎসুকা কিশোরী শ্রীহরির প্রীতির জন্য নৃত্য করিয়া সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ ও তৎভক্ত-প্রসাদজ ভাব—যে ভাব বিনা সাধনে সহসা উৎপন্ন হয়, তাহাকে কৃষ্ণ ও তদ্ভক্ত-প্রসাদজ ভাব বলে। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদজ ভাব (১) বাচিক (২) আলোকদান ও (৩) হার্দ্দ-ভেদে ত্রিবিধ।

(১) বাচিক প্রসাদজভাব—যথা নারদীয়ে—ভগবান্ নারদকে কহিলেন—হে দ্বিজেন্দ্র! আমাতে তোমার সর্ব্বমঙ্গলশিরোমণি, সদা পূর্ণানন্দময়ী ও অব্যভিচারিণী ভক্তি হউক।

(২) আলোকদানজ ভাব—যথা স্কান্দে—জাঙ্গলদেশবাসী জনগণ অদৃষ্টপূর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করায় বিগলিত-চিত্ত হইয়া কৃষ্ণাঙ্গ হইতে চক্ষু ফিরাইতে পারেন নাই।

(৩) হার্দ্দ-প্রসাদজ ভাব—অন্তঃকরণে উদিত শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদকে হার্দ্দ-প্রসাদ বলে। যথা, শুকসংহিতায়—হে বাদরায়ণ! তোমার মহাভাগবত পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সাধনলভ্যা সাধ্যরূপা বিষ্ণুভক্তি বিনা-সাধনেই ইহাঁর চিত্তে উদিত হইয়াছেন।

কৃষ্ণভক্ত-প্রসাদজ ভাব—ভাঃ ৭।৪।৩৬—শ্রীনারদ শ্রীযুধিষ্ঠিরকে কহিলেন,—"ভগবান্ বাসুদেবে যাঁহার স্বভাবিকী রতি, সেই প্রহ্লাদের অসংখ্য গুণের সুষ্ঠুবর্ণন কে করিতে পারে ? আমি তাঁহার মাহাত্ম্যের কেবল সূচনা মাত্র করিলাম।" শ্রীনারদের প্রসাদে শ্রীপ্রহ্লাদের যে শুভ বাসনার উদয় হইয়াছিল, তাহাই এখানে নিসর্গ অর্থাৎ স্বভাব। এ কারণে—তাঁহার রতিকে নৈসর্গিকী অর্থাৎ স্বাভাবিক রতি বলা হইয়াছে। এবং স্কান্দে—হে দেবর্ষে! আপনি ধন্য, যেহেতু আপনার কৃপায় অতি নীচ জাতি ব্যাধও রোমাঞ্চিত দেহ হইয়া সদ্য শ্রীহরিতে রতি লাভ করিয়াছেন। ভক্তগণের ভেদবশতঃ রতি পঞ্চ প্রকার। তাহা পরে বর্ণিত হইবে।

যাঁহাদের চিত্তে ভাব অঙ্কুরিত হইয়াছে, সেই সকল ব্যক্তিতে নিম্নলিখিত অনুভাব সকল প্রকাশিত হয় যথা—(১) ক্ষান্তি, (২) অব্যর্থকালতা, (৩) বিরক্তি, (৪) মানশূন্যতা, (৫) আশাবন্ধ, (৬) সমুৎকণ্ঠা, (৭) সদা নামগানে রুচি, (৮) ভগবানের গুণকথনে আসক্তি এবং (৯) তাঁহার বসতিস্থলে প্রীতি।

(১) ক্ষান্তি—উদ্বেগের কারণ সত্ত্বেও চিত্ত ক্ষুভিত না হওয়াকে ক্ষান্তি বলে। যথা ভাঃ ১।১৯।১৫—মহারাজ পরীক্ষিৎ কহিলেন, হে বিপ্রগণ! আপনারা আমাকে শরণাগত বলিয়া অঙ্গীকার করুন এবং দেবী গঙ্গাও শ্রীভগবানে নিবিষ্টচিত্ত আমাকে শরণাগত জানিয়া অঙ্গীকার করুন। দ্বিজ-প্রেরিত কুহক বা তক্ষক আমাকে যথেষ্ট দংশন করুক ক্ষতি নাই, আপনারা বিষ্ণুগাথা গান করুন।

(২) অব্যর্থকালত্ব—যথা হরিভক্তিসুধোদয়ে—ভক্তগণ নিরন্তর শ্রীহরিকে বাক্য-দ্বারা স্তব, মন-দ্বারা স্মরণ এবং শরীরদ্বারা প্রণাম করিয়াও তৃপ্ত হয়েন না। একারণ তাঁহারা চক্ষুর্জল মোচন করিতে করিতে সমস্ত পরমায়ুই শ্রীহরিতে অর্পণ করেন অর্থাৎ যাবজ্জীবন সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরি-সেবায় নিযুক্ত থাকেন।

(৩) বিরক্তি—জড়েন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়-সমূহের স্বতই চিত্তের রুচিকর হইবার অসমর্থতা অর্থাৎ উহাদের প্রতি যে অরুচি (অনাসক্তি) আপনা আপনি (বিনা যত্নে) চিত্তে উদিত হয়, তাহাকে বিরক্তি বা বিরাগ কহে। যথা—ভাঃ ৫।১৪।৪৩—রাজর্ষি ভরত শ্রীকৃষ্ণের লালসাযুক্ত হইয়া পুত্র, কলত্র, মিত্র, রাজ্যাদি বিষয় সুদুস্ত্যজ্য হইলেও যৌবন-কালেই বিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

(৪) মানশূন্যতা—নিজে অত্যুত্তম হইলেও তাঁহার যে অমানিত্ব, তাহাকে মানশূন্যতা কহে। যথা পাদ্মে—নরেন্দ্রদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারাজ ভগীরথ শ্রীহরিতে রতি লাভ করায় তিনি শত্রুপুরেও ভিক্ষার জন্য গমন এবং অতি-নীচ চণ্ডালকেও প্রণাম করিতেন।

(৫) আশাবন্ধ—ভগবান্‌কে পাইব বলিয়া যে দৃঢ় সম্ভাবনা, তাহাকে আশাবন্ধ বলে। শ্রীসনাতনগোস্বামিপ্রভুর বাক্য—আমার প্রেম নাই, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি বা বিষ্ণুধ্যানময় যোগসাধন নাই বা ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞান নাই অথবা বর্ণাশ্রমাচারাদি শুভকর্ম্ম অনুষ্ঠানাদিও আমার নাই ; অধিক কি বলিব, সজ্জাতিত্ব যোগ, জ্ঞান শুভকর্ম্মাদি অনুষ্ঠানের যোগ্যতা দান করে, তাহাও আমার নাই তথাপি হে গোপীজনবল্লভ ! যেহেতু তুমি অকিঞ্চনগণেরই অধিক প্রয়োজন সাধন কর, এ কারণে তোমাকে নিশ্চয় পাইব বলিয়া আমার হৃদয়ে একপ্রকার অচ্ছেদ্যমূলা যে শুদ্ধা আশা আমার হৃদয়ে আছে, তাহা আমাকে ব্যথিত করিতেছে।

(৬) সমুৎকণ্ঠা—নিজের অভীষ্ট লাভ করিবার জন্য অতিশয় লোভকে সমুৎকণ্ঠা বলে। যথা, কর্ণামৃতে ৫৪ শ্লোকে—যে ব্রজকিশোরের ভ্রূদ্বয় শ্যাম কুটিল, চক্ষুপক্ষদ্বয় স্থূল ও ঘন, নয়নদ্বয় অনুরাগ-প্রকাশক ও চঞ্চল, বচন মৃদু সরস, অধর অমৃতের ন্যায় স্বাদু ও ঈষল্লোহিত, বংশীরব অস্পষ্ট-স্বরাদি রহিত ও কাম-মদদ্বারা মধুর সেই ব্রজকিশোরের জগন্মোহিনী মূর্ত্তি দেখিবার জন্য আমার লোচন আশা করিতেছে।

(৭) নামগানে সদা রুচি—হে গোবিন্দ! অদ্য মধুরস্বরা বালা (বৃষভানুনন্দিনী) তোমার নাম গান করিতেছেন এবং তাঁহার নয়নকমল হইতে অশ্রুবিন্দুরূপ মধু নিঃসৃত হইতেছে।

(৮) কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি—যথা, কৃষ্ণকর্ণামৃতে ৬৫ শ্লোকে—মাধুর্য্য অপেক্ষাও মধুর অর্থাৎ অতিশয় মধুর, চাপল্য অপেক্ষাও চপল অর্থাৎ অত্যন্ত চঞ্চল, কাম-ধর্ম্মবিশিষ্ট কোন এক অনির্ব্বচনীয় কিশোরভাব আমার চিত্ত হরণ করিতেছে, হায়! আমি কি করিব ?

(৯) কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি—যথা পদ্যাবলি—এইস্থানে গোপরাজ নন্দের বাসস্থান; এইস্থানে শকটভঞ্জন হইয়াছিল; ভববন্ধনছেদনকর্ত্তা হইয়াও দামোদর এইস্থানে রজ্জুদ্বারা বদ্ধ হইয়াছিলেন, এইরূপভাবে কোন এক বৃদ্ধ মথুরাবাসীর মুখনিঃসৃত বাক্যামৃত পান করিতে করিতে আনন্দাশ্রুনয়নে মধুপুরীতে বিচরণ করিয়া আমি কবে ধন্য হইব।

অন্তঃকরণের আর্দ্রতাই স্পষ্টতঃ রতিলক্ষণ। কিন্তু যদি মুমুক্ষু প্রভৃতি ব্যক্তিগণে রতিলক্ষণের ন্যায়ই আর্দ্রতা দৃষ্ট হয়, তাহা নিশ্চয়ই রতিপদবাচ্য হইবে না। নিখিলকাম-বিবর্জ্জিত মুক্তগণও যাঁহার অন্বেষণ করিয়া পান না, যাহা অত্যন্ত গোপ্য বলিয়া ভজনকারী ব্যক্তিগণকে কৃষ্ণ সহসা দেন না, সেই ভাগবতী রতি যাহারা ভুক্তি-মুক্তি-কাম বশতঃ শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান করেন না, তাহাদের হৃদয়ে কিরূপে আবির্ভূত হইতে পারেন? মুমুক্ষু প্রভৃতির উক্ত ভাবকে রত্যাভাস বলা হয়। অনভিজ্ঞগণ উক্ত প্রকার রতিচিহ্ন দেখিয়া চমৎকৃত হন বটে, কিন্তু অভিজ্ঞগণ উহা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। প্রতিবিম্ব ও ছায়াভেদে রত্যাভাস দুই প্রকার।

প্রতিবিম্ব রত্যাভাস—দুই একটি অশ্রুবিন্দুদ্বারা রতির ন্যায় প্রতীয়মান রত্যাভাস যদি ভুক্তি-মুক্তির সুখস্পৃহাপ্রকাশক হয়, তবে তাহাকে প্রতিবিম্ব-রত্যাভাস বলে। উহা শ্রম-ব্যতিরেকে ভুক্তি-মুক্তি-সুখরূপ অভীষ্ট-সাধন করে। ভোগমোক্ষাদিতে অনুরক্ত ব্যক্তিগণ কখনও অভীষ্টলাভ জন্য শুদ্ধভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনাদির অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলে তদ্দ্বারা অনেক সময়ে প্রসন্নচিত্ত হন, তন্মধ্যে কাহারও কাহারও হৃদয়ে উক্ত ভক্তসঙ্গপ্রভাবে সেই ভক্তের হৃদয়গগনস্থ ভাবচন্দ্র তাঁহাদের চিত্তে প্রতিবিম্বিত হন। একারণ উহা প্রতিবিম্ব রত্যাভ্যাস।

ছায়ারত্যাভাস—যে রত্যাভাসে শুদ্ধা রতির কিছু সাদৃশ্য আছে, যাহাতে অল্প পারমার্থিক ঔৎসুক্যও বর্ত্তমান আছে এবং যাহা চঞ্চলা ও দুঃখহারিণী, তাহাকে ছায়া-রত্যাভাস বলে। ভগবদ্ভক্তগণের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ক্রিয়া, জন্মযাত্রাদি ভগবৎকাল, শ্রীবৃন্দাবন-মথুরাদি ভগবদ্ধাম এবং ভগবদ্ভক্ত ইহাদের আনুসঙ্গিক যুগপৎ মিলনহেতু অজ্ঞ ব্যক্তিতেও কখন কখন ছায়ারতি দেখিতে পাওয়া যায়। যে ভাবচ্ছায়ার উদয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিরও ক্রমে ক্রমে মঙ্গল হয়, সেই ভাবচ্ছায়া সৌভাগ্য ব্যতীত কদাচ উদিত হয় না। হরিপ্রিয়জনের প্রচুর কৃপাপ্রাপ্ত হইলে ভাবাভাসী ব্যক্তির ভাবাভাসও সহসা ভাবে পরিণত হয়। আবার ভগবদ্ভক্তের প্রতি অপরাধ হইলে উৎকৃষ্ট ভাবাভাসও আকাশস্থ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অধিক কি বলিব, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ভক্তের নিকট গুরুতর অপরাধবশতঃ ভাবও অভাবতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়; মধ্যম অপরাধে ভাব ভাবাভাস হয়; এবং স্বল্প অপরাধে ভাব হীনজাতীয় হয়।

সু-প্রতিষ্ঠিত মুমুক্ষাতে গাঢ় আসক্তি হইলে জাতভাব ব্যক্তির ভাব ভাবাভাস হইয়া যায় অথবা তিনি অহংগ্রহোপাসক হন অর্থাৎ তিনি নিজে ভজনীয় ঈশ্বর বলিয়া অভিমান করেন। অতএব কোন কোন নব্যভক্তে নৃত্যাদি-কালে ক্ষণিক বা দীর্ঘকালস্থায়ী মুক্তিপক্ষগামী ঈশ্বরভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

শাস্ত্রোক্ত সাধন-লক্ষণ দেখিতে না পাইলেও কোন কোন ব্যক্তিতে (বৃত্রাদির ন্যায়) অকস্মাৎ ভাবোদয় দেখা যায়। ইহা অন্য জন্মের সুসাধন কোনও বিঘ্নদ্বারা স্থগিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে সেই বিঘ্নাদি অপগত হওয়ায় পূর্ব্ব জন্মের সাধনের ফলরূপ ভাব উদিত হইয়াছে। যে ভাব লোকাতীত-চমৎকারকারী, সর্ব্বশক্তিদায়ক ও অত্যন্ত গুরু (গম্ভীর), তাহা শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদজ জানিতে হইবে।

জাতভাব ব্যক্তিতে যদি বহির্দুরাচারতারূপ বৈগুণ্যের মত কিছু দেখা যায়, তথাপি তাঁহাকে অসূয়া করা হইবে না, কারণ তিনি সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থ এবং উক্ত বৈগুণ্যে অলিপ্ত। যে ব্যক্তির চিত্ত ভগবান্ হরিতে একান্ত

অভিনিবিষ্ট, তাঁহাতে মলিনতা দৃষ্ট হইলেও তিনি একান্তভক্তিপ্রভাবে অন্তরে শোভমান। পূর্ণচন্দ্র মৃগচিহ্নে কলঙ্কিত হইলেও কখনও তিমির দ্বারা পরাভূত হন না। অনাদি স্বভাববশতঃ অশান্তা ও প্রবল আনন্দরূপা রতি নানাবিধ সঞ্চারিভাবলক্ষণরূপ উষ্ণতা প্রকাশ করিলেও কোটি কোটি সুধাংশু অপেক্ষাও স্বাদু জনিতে হইবে। ইতি পূর্ব্ববিভাগে তৃতীয় লহরী সমাপ্ত।

প্রেমভক্তি নামক চতুর্থ লহরী

ভাব অত্যন্ত গাঢ় হইলে তাহাকে পণ্ডিতগণ 'প্রেম' বলেন। ইহা অন্তঃকরণকে সম্যক্‌রূপে আর্দ্র করে এবং প্রেমের পাত্রে অত্যন্ত মমতা জন্মায়। যথা পঞ্চরাত্রে—"অন্যের প্রতি মমতাবর্জ্জিত শ্রীবিষ্ণুর প্রতি প্রেমযুক্ত একান্ত মমতাকে ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদ প্রভৃতি মহাজনগণ ভক্তি অর্থাৎ ভাব বলিয়াছেন।" যে স্থানে ভীষ্মপ্রমুখ ভাগবতগণ ভক্তিকে প্রেম বলিয়াছেন, সে স্থানে "অন্যের প্রতি মমতা বর্জ্জিত (বিষ্ণুর প্রতি) মমতা" ইহা যোজনা করা সঙ্গত। সেই প্রেম দুই প্রকার যথা (১) ভাবোত্থ ; ও (২) শ্রীহরির অতি প্রসাদোত্থ।

(১) **ভাবোত্থ প্রেম**—অন্তরঙ্গ ভক্ত্যঙ্গসমূহের নিরন্তর সেবাদ্বারা পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত ভাবকে ভাবোত্থ প্রেম বলে। "বৈধভাবোত্থ প্রেম"—যথা ভা ১১।২।৪০—এই প্রকার আচার বা নিয়মযুক্ত ব্যক্তি নিজপ্রিয় কৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন-দ্বারা জাতপ্রেম ও শ্লথহৃদয় হইয়া কখন উচ্চহাস্য করেন, কখন রোদন করেন, কখন চীৎকার করেন, গান করেন এবং কখনও বা লোকাপেক্ষাশূন্য হইয়া উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকেন।

"রাগানুগীয়-ভাবোত্থ প্রেম"—যথা পাদ্মে—এই মন্বন্তরে সুমুখী চন্দ্রকান্তি সর্ব্বদা ব্রহ্মচর্য্যব্রতপরায়ণা হইয়া শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি ধ্যান ও শ্রীকৃষ্ণকথা গান করিয়া রোমাঞ্চিত-কলেবর এবং স্ব-প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ করিয়া স্নিগ্ধা হইয়াছিলেন। তিনি অন্য পতি কামনা করেন নাই।

(২) **শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রসাদোত্থ প্রেম**—শ্রীকৃষ্ণের স্ব-সঙ্গদানাদিকে অতি-প্রসাদ বলে। উক্ত সঙ্গদানাদিজাত প্রেমকে অতি প্রসাদোত্থ প্রেম বলে। যথা—ভাঃ ১১।১২।৭—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন, "গোপীগণ আমাকে পাইবার জন্য বেদ অধ্যয়ন করেন নাই, বেদাধ্যয়ন জন্য বেদজ্ঞগণের সেবাও করেন নাই অথবা কোন ব্রতানুষ্ঠান বা কোন তপস্যাও করেন নাই, কেবলমাত্র (সাধুগণের শ্রেষ্ঠ) আমার সঙ্গজাত প্রেম দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।" মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত ও কেবল-ভেদে অতিপ্রসাদোত্থ প্রেম দুই প্রকার। "মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত অতিপ্রসাদোত্থ প্রেম"—যথা পঞ্চরাত্রে—মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত, সুদৃঢ় এবং সর্ব্ব বিষয় ও ব্যক্তি অপেক্ষা কৃষ্ণে অধিক স্নেহকে ভক্তি বলে। এই প্রকার ভক্তিদ্বারাই সার্ষ্ট্যাদি মুক্তি লাভ হয়,—অন্য প্রকারে হয় না।

"কেবল অতিপ্রসাদোত্থ প্রেম"—যথা পঞ্চরাত্রে—অভিসন্ধিশূন্য অর্থাৎ অবান্তর-উদ্দেশ্যশূন্য শ্রীকৃষ্ণে প্রেমময় ও অবিচ্ছিন্ন মনোগতিকে ভক্তি বলে। ইহা বিষ্ণুবশকারিণী। বিধিমার্গ-অবলম্বনকারী ভক্তগণের অতিপ্রসাদোত্থ প্রেম মহিমজ্ঞানযুক্ত এবং রাগানুগমার্গাশ্রিত ভক্তগণের উক্ত প্রেম প্রায়ই কেবল অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যমাত্র-জ্ঞান-যুক্ত হইয়া থাকে। প্রেমোদয়ের বহু ক্রম থাকা সত্ত্বেও প্রায়িক অর্থাৎ সচরাচর যাহা দেখা যায়, এরূপ একটি ক্রম বলা হইতেছে। যথা :—আদৌ শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব এবং তদনন্তর প্রেম উদিত হন। সাধকদিগের প্রেমোদয়ের ইহাই ক্রম।

অতিশয় সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির চিত্তে এই নব প্রেম উদিত হন। যাঁহার চিত্তে এই প্রেম উদিত হন, তাঁহার মুদ্রা অর্থাৎ আচার-ব্যবহার শাস্ত্রবিদ্‌গণেরও অত্যন্ত দুর্বোধ্য। অতএব নারদপঞ্চরাত্রে—মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিলেন, হে মহেশ্বরি ! যে ব্যক্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভাবে মত্ত, তিনি পরমানন্দে মগ্ন হইয়া নিজে সুখ-দুঃখ কিছুই জানিতে পারেন না। স্নেহাদি প্রেমের বিলাস। উহা সাধকগণে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না বলিয়া উহা এখানে পৃথগ্‌ভাবে বর্ণিত হইল না। আমার প্রভু শ্রীল সনাতনগোস্বামিপাদ শ্রীভাগবতামৃত গ্রন্থে ভক্তি সিদ্ধান্তের মাধুরী গূঢ় হইলেও স্পষ্টরূপে বর্ণন করিয়াছেন। ইতি পূর্ব্ব বিভাগে প্রেমভক্তিরূপা চতুর্থলহরী সমাপ্ত।

চতুর্থ বিলাস

॥ দক্ষিণ বিভাগ ॥ বিভাবাখ্যা প্রথম লহরী ॥

সামান্য ভগবদ্ভক্তি রস—লক্ষ স্বরূপা যে কেশবরতি, যাহা বিভাবাদি সামগ্রী দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া পরম রস রূপতা প্রাপ্ত হয়, তাহাই এই বিভাগে কথিত হইবে। এই স্থায়িভাব স্বরূপ কৃষ্ণরতি বিভাব, অনুভাব সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারি ভাব দ্বারা শ্রবণাদি কর্তৃক ভক্তজনের হৃদয়ে আস্বাদনীয়ত্ব রূপে আনীতা হইলে, ভক্তিরস বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। এই ভক্তিরস-আস্বাদ সকলের সম্বন্ধে হইতে পারে না; কারণ যাঁহার জন্মান্তরীয় অথবা ইহজন্ম সম্বন্ধীয় ভগবদ্ভক্তি সদ্বাসনা না বিদ্যমান আছে, তাহারই হৃদয়ে ভক্তিরসের আস্বাদ উৎপন্ন হয়। আর যাঁহাদের ভক্তিকর্তৃক দোষ সকল ধৌত হওয়াতে চিত্ত প্রসন্ন হইয়া উজ্জ্বল হইয়াছে, যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতে অনুরক্ত, রসিক জনসঙ্গে যাঁহাদের উল্লাস এবং যাঁহারা গোবিন্দচরণারবিন্দের ভক্তি সুখসম্পৎকেই জীবন স্বরূপ জানেন; প্রেমের অন্তরঙ্গ কৃত্য-সকলকেই যাঁহারা অনুষ্ঠান করেন, সেই সকল ভক্ত জনের হৃদয়ে সংস্কার যুগল দ্বারা উজ্জ্বল হইয়া শ্রীকৃষ্ণরতি অতিশয়-রূপে বিরাজ করেন এবং ঐ রতি আস্বাদ্যতা প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ স্বরূপা হয়েন। অনুভবাদি মার্গে কৃষ্ণাদি বিভাব দ্বারা ঐ কৃষ্ণরতি পরমানন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ প্রেম রূপে পরিণত হয়, কিন্তু ঐ প্রেম অল্প বিভাবনাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সদ্যঃ আস্বাদনীয় হয়।

বিভাবাদির সামান্য লক্ষণ—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত ও মুরলীনাদাদি যে সকল রতির কারণ স্বরূপ, এবং হাস্যাদি যে সকল রতির কার্য্য তথা স্তম্ভতাদি আট ও নির্ব্বেদাদি, এই সকল যথাক্রমে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারি ভাবরূপে কথিত হয়। এই চারিটী ব্যতিরেকে রস নিষ্পত্তি হয় না।

বিভাব—রতির আস্বাদনের হেতু সকলকে বিভাব বলে। ইহা দুই প্রকার, আলম্বন ও উদ্দীপন। যথা, অগ্নিপুরাণে—যাহতে এবং যাহা দ্বারা রতি প্রভৃতি বিভাবনীয় (বিবেচনীয়) হয়, তাহার নাম বিভাব। ঐ বিভাব আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাব ভেদে দুই প্রকার। "আলম্বন"—শ্রীকৃষ্ণ রতির বিষয়তারূপে ও ভক্ত আধার স্বরূপে আলম্বন হয়েন। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ—নায়কগণের শিরোরত্ন স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, যাঁহাতে মহামহাগুণ-সকল নিত্য বিরাজমান। তিনি অন্যরূপ এবং স্বরূপ ভেদে এই রতিতে আলম্বন হইয়া থাকেন। "অন্যরূপ"—ব্রহ্ম-মোহনে শ্রীকৃষ্ণ বালকও বৎস রূপ ধারণ করায় বলদেব বিস্ময় প্রকাশ পুর্ব্বক কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! শ্রীকৃষ্ণে আমার যে প্রকার রতি ছিল, সেই রতি পুনরায় কি প্রকারে বৎস এবং বৎসপাল সকলে উদিত হইল? বলদেব নিশ্চয় করিতে না পারিয়া স্তব্ধ হইলেন। "স্বরূপ"—স্বরূপ দুই প্রকার, আবৃত ও প্রকট। অন্য বেশ দ্বারা আচ্ছাদিত স্বরূপকে আবৃত কহে। "আবৃত স্বরূপ" যথা—একদা শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় স্ত্রীবেশ ধারণ পুর্ব্বক কৌতুক প্রদর্শন করিলে, উদ্ধব তাহা অবলোকন করিয়া কহিলেন, আহা! দ্বারকা অবরোধে এই মহিলাকে অবলোকন করিয়া আমার হরিদর্শনবৎ স্নেহ উদিত হইতেছে। আমার নিশ্চয় বোধ হইল কৌতুক প্রদর্শনার্থ হরিই এই বনিতাবেশ ধারণ পুর্ব্বক বিচরণ করিতেছেন।

প্রকট স্বরূপ, যথা—শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক রূপ দর্শন করিয়া কহিলেন, অহো! শ্রীকৃষ্ণের কি আশ্চর্য্য রূপ, ইঁহার গ্রীবা কম্বু সদৃশ, নেত্রসৌন্দর্য্য এরূপ আশ্চর্য্য যে কমলের কমনীয় মূর্ত্তি জয় করিয়াছে, অঙ্গ তমালতুল্য অতিশয় শ্যামবর্ণ, মস্তক ছত্রাকার, বক্ষে শ্রীবৎসের চিহ্ন, করে শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন ইত্যাদি শোভনাঙ্গ বিশিষ্ট হইয়া মধুরিপুর মধুর মূর্ত্তি আমাকে অতিশয় আনন্দ প্রদান করিতেছে। এই শ্রীকৃষ্ণ চতুঃষষ্টি গুণে অলঙ্কৃত।

যথা—(১) **সুরম্যাঙ্গ**—সর্ব্বতোভাবে আকর্ষণ-যোগ্য প্রসংসিত রূপে অঙ্গের সন্নিবেশ (গঠন) সুষ্ঠুতা। যথা—আহা! মুরারির কি আশ্চর্য মধুরিমা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। বদন চন্দ্র তুল্য. উরুদ্বয় করিশুণ্ডের ন্যায়, পদযুগল স্তম্ভ-

সদৃশ ; করদ্বয় প্রশস্ত পদ্ম-সদৃশ , বক্ষস্থল কবাট তুল্য বিস্তৃত, নিতম্বযুগল নিবিড়, মধ্যদেশ অতি ক্ষীণ। (২) "সর্ব্ব-সল্লক্ষণান্বিত" :—শরীরে গুণোত্থ এবং অঙ্কোত্থ ভেদে দুই প্রকার সল্লক্ষণ (ক) শরীরে উন্নতাদি গুণ যোগকেই "গুণোত্থ সল্লক্ষণ" যথা :—কোন গোপ শ্রীনন্দ মহারাজকে কহিলেন, তোমার এই অঙ্গজের অঙ্গে ৭ স্থলে রক্তিমা, ৬ স্থলে তুঙ্গতা, ৩ অঙ্গের বিস্তার (পরিসর), ৩ অঙ্গে খর্ব্বতা, ৩ অঙ্গে গভীরতা, ৫ অঙ্গে দৈর্ঘ্যতা, ৫ অঙ্গে সূক্ষ্মতা অর্থাৎ নেত্র, পাদ, করতল, অধর, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও নখ এই ৭ অঙ্গে রক্তিমা ; বক্ষঃ, স্কন্ধ,নখ, নাসিকা, কটি ও মুখ এই ৬ অঙ্গে তুঙ্গতা (উচ্চতা) ; কটি, ললাট ও বক্ষঃ এই ৩ অঙ্গে বিস্তার। গ্রীবা, জঙ্ঘা, শিশ্ন এই তিনঅঙ্গে খর্ব্বতা। নাভি, স্বর, বুদ্ধি এই তিনের গম্ভীরতা। নাসা, ভুজ, নেত্র, হনু (কপোলের পর ভাগ) ও জানু এই ৫ অঙ্গের দীর্ঘতা, এবং ত্বক (চর্ম্ম), কেশ, লোম, দন্ত, অঙ্গুলিপর্ব্ব এই ৫ অঙ্গের সূক্ষ্মতা এই বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষের লক্ষণ। (খ) হস্তাদিতে যে সকল চক্রাদি রেখা তাহা "অঙ্কোত্থ" সল্লক্ষণ। যথা—করদ্বয়ে কমল ও চক্রের রেখা, তথা চরণদ্বয়ে—ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ, মীন এবং পদ্মাদির চিহ্ন সকল স্পষ্ট ভাবে দেদীপ্যমাপ রহিয়াছে।

(৩) **রুচি**—সৌন্দর্য্য দ্বারা নয়নের যে আনন্দ কারিতা তাহাকে রুচির বলে। যথা—রাজসূয় (যুধিষ্ঠিরের) যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণরূপে পরিস্ফূট দেখিয়া ত্রিভুবনের দর্শকবর্গ বলিয়াছিলেন, "বিধাতার মনুষ্য নির্ম্মাণ বিষয়ে যে নৈপুণ্য ছিল তাহা সমুদায় এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণেই পরিক্ষীণ হইয়াছে।"

(৪) **তেজস্বী**—ধাম ও প্রভাবকে তেজঃ বলে (ক) "ধাম" তোজোরাশির নাম ধাম, যথা :—কৌস্তুভ মুণিরাজ স্বীয় তেজো দ্বারা সূর্য্য সমুহকে বিড়ম্বিত করিয়া নিবিড় রুচিশালি হরিবক্ষে একটী নক্ষত্রের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে।

(খ) **প্রভাব**—দুর্দ্ধর্ষতা ও সর্ব্ব পরাজয়কারি তেজকে 'প্রভাব' কহে। যথা—পর্ব্বত সদৃশ ভুজান্তর যুক্ত কংসমল্লগণ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সকল কোমল হইলেও দূর হইতে তাঁহাকে অবলোকন করিয়াই ব্যথিত হইতে লাগিল।

(৫) **বলীয়ান্**—অতিশয় বলবানকে বলীয়ায় বলে। যথা—গিরি অপেক্ষা গরিষ্ঠ অথচ উন্নত অরিষ্ঠাসুরকে শ্রীকৃষ্ণ পিণ্ডিত তুলাখণ্ডের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিলেন। যথাবা—শ্রীকৃষ্ণের বাম ভুজদণ্ড কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ক্রীড়াকন্দুকিত হইয়াছিল।

(৬) **বয়সান্বিত**—কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোরাদি ভেদযুক্ত বয়স মধ্যে সর্ব্ব ভক্তি রসাশ্রয়, সর্ব্ব গুণান্বিত ও নিত্য নূতন বিলাস বিশিষ্ট নিত্য কৈশোর বয়সই শ্রীকৃষ্ণের প্রশস্ত বয়স। যথা—সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের তারুণ্যারম্ভের বেগ অভিব্যক্ত হইয়া হাস্য শ্রী দ্বারা অমল পুর্ণচন্দ্রের মদ তিরস্কৃত করত ঈষৎ উন্নত কন্দর্পকলায় মেদুর মদিরাক্ষী-দিগের মনোমধ্যে হর্ষ বিধান করিতেছে।

(৭) **বিবিধাদ্ভুত ভাষাবিৎ**—যে ব্যক্তি নানা দেশীয় ও নানা প্রাণীর ভাষা সকলে সুপণ্ডিত তাহাকে বিবিধাদ্ভুত ভাষাবিৎ বলা যায়।

যথা :—শৌরি শ্রীকৃষ্ণ ব্রজযুবতিগণে শৌরসেনী (প্রাকৃত), প্রণত দেববৃন্দে সংস্কৃত, গো মহিষ্যাদি পশু তথা কাশ্মীর দেশীয় মনুষ্য সকলের শুক প্রভৃতি পক্ষিবৃন্দের অপভ্রংশরূপ পৈশাচিকাখ্য প্রাকৃত ভাষা সকল বিস্তার করিতেছেন।

(৮) **সত্য বাক**—যাঁহার বাক্য মিথ্যা হয় না। যথা—হে কুন্তি। তোমার এই পাঁচটী তনয় রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যানয়ন পূর্ব্বক তোমাকে অর্পণ করিব, হে মুরান্তক! তোমার এই বাক্য যথার্থ হইল, কেন না রবি যদি শীতল হয়েন ও চন্দ্র যদি উষ্ণতা ধারণ করেন তথাচ কখন তোমার বাক্যের ব্যভিচার হয় না। ইত্যাদি।

(৯) **প্রিয়ম্বদ**—কৃতাপরাধি জনের প্রতিও যিনি সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করেন। যথা—শ্রীকৃষ্ণ কালিয় নাগকে

কহিলেন, হে কুণ্ডলীন্দ্র! আমি তোমাকে পীড়া প্রদান করিলেও তুমি আমার প্রতি দোষ দৃষ্টি করিও না, কারণ অমরার্চ্চিত গো সকলের পরম হিতাভিলাষী হইয়াই তোমাকে উদ্বাসন করিলাম।

(১০) বাবদূক—শ্রবণপ্রিয় ও অখিল গুণান্বিত (অর্থ-পরিপাটী-যুক্ত) বা বাক্যকে বাবদূক বলে। (ক) "শ্রবণপ্রিয় যথা":—অদ্য গোপসভামধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সুস্পষ্ট কোমল পদাবলি দ্বারা যাহা মনোজ্ঞ, তথা প্রত্যক্ষরে অমন্দরূপে সুধাস্রাবি ও সমস্ত জন গণের কর্ণ রসায়ন যে বাক্য প্রয়োগ করিলেন, তদ্দ্বারা কাহার হৃদয় অপহৃত না হয়?

(খ) অখিল গুণান্বিত বাক্য—যথা:—উদ্ধব কহিলেন, যাহা প্রতিবাদিগণের চিত্ত পরিবর্ত্তন করণে পটু, যাহা জগতের অশেষ সংশয় ছেদন কারিণী এবং যাহা পরিমিতাক্ষর ও বিবিধ অর্থশালিনী সেই হরিবাক্ আমার অন্তঃকরণকে অতিশয়রূপে সুখপ্রদান করিতেছে।

(১১) সুপাণ্ডিত্য—বিদ্বান ও নীতিজ্ঞ। অখিল বিদ্যাবিৎকে বিদ্বান্ ও যথাযোগ্য কর্ম্মকারিকে নীতিজ্ঞ বলে। (ক) "বিদ্বান" যথা:—সিদ্ধ ও চারণগণ স্তুতি পূর্ব্বক কহিলেন—হে গোবিন্দ! যাঁহার চারিবেদে বিস্তৃত বুদ্ধি, মন্বাদি স্মৃতি শাস্ত্রে মতিশালিনী, যিনি ষড়ঙ্গে অর্থাৎ শিক্ষা কল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, ছন্দ ও নিরুক্ত এই ছয় অঙ্গে উজ্জ্বলা; যিনি ন্যায় অর্থাৎ তর্ক শাস্ত্রের অনু্গামিনী; যাঁহার পুরাণ শাস্ত্রই সুহৃদ্ এবং যিনি মীমাংসা শাস্ত্রে ভূষিতা সেই চতুর্দ্দশ গুণশালিনী বিদ্যাবধূ অবসর লাভ পূর্ব্বক গুরুকুলে তোমাকে স্বীয় সঙ্গার্থী দেখিয়া শুশ্রূষা করিয়াছেন।

(খ) নীতিজ্ঞ—যথা:—ব্রজেন্দ্রনন্দন তস্কর মণ্ডলে মৃত্যুরূপ, পুণ্যবান্ জন সমূহে বসন্তানিল সদৃশ, রমনীবৃন্দে কন্দর্পতুল্য, দরিদ্রকুলে কল্যাণ কল্প বৃক্ষ সমতুল, বন্ধুবর্গে চন্দ্র স্বরূপ ও বিপক্ষ পক্ষে কালাগ্নি রুদ্র সম হইয়া নীতিদ্বারা ব্রজপুরী শাসন করিতেছেন।

(১২) বুদ্ধিমান্—বুদ্ধিমান্ দুই প্রকার, মেধাবী ও সূক্ষ্মধী (ক) "মেধাবী" যথা—শ্রীকৃষ্ণ অবন্তি পুরবাসী সান্দীপনি গুরুর গৃহে আগমন পূর্ব্বক জগতী তলে সমুদায় বিদ্যার্থীগণকে আচার প্রদর্শনার্থ গুরু সকাশাৎ একবার মাত্র উপদিষ্ট হইয়াই নিখিল বিদ্যা কুলকে হৃদয় মন্দিরে ধারণ করিয়া আশ্চর্য্য প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন। (খ) "সূক্ষ্মধী" যথা:—ম্লেচ্ছরাজকে মথুরাপুরী অবরোধ করিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনোমধ্যে বিবেচনা করিলেন, এ ত' যদুগণের অবধ্য, উপায় দ্বারা ইহাকে বিনাশ করা উচিত, মুচুকুন্দ যে অন্ধকারান্বিত পর্ব্বতকন্দরে নিদ্রিত আছেন, ইহাকে তথায় লইয়া গিয়া ইহার দ্বারা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করি, তাহা হইলে ঐ মুচুকুন্দের দৃষ্টি মাত্রই এ যবন ভস্মীভূত হইবেক অতএব পলায়ন পূর্ব্বক তথায় লইয়া যাই।

(১৩) প্রতিভান্বিত—সদ্যঃ নব নব উল্লেখকারি জ্ঞানকে প্রতিভান্বিত কহে। অর্থাৎ কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে নূতন নূতন উত্তর প্রদান করার নাম প্রতিভা। যথা:—শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন—হে কেশব! সম্প্রতি তোমার বাস (বস্ত্র) কোথায়, তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বাস শব্দের বস্ত্রার্থ পরিত্যাগ করিয়া বসতি সম্ভাবনায় উত্তর করিলেন, হে মুগ্ধে! তোমার ঈক্ষণে অর্থাৎ ত্বদীয় নেত্রে আমার বাস। পুনরায় শ্রীরাধা কহিলেন হে শঠ! আমি তোমার বসতির কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, তোমার বাস অর্থাৎ বস্ত্র কোথায়, তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণ বাস শব্দের গন্ধার্থ উল্লেখ করিয়া কহিলেন—হে সুভগে! তোমার গাত্র সংসর্গ নিমিত্ত এই বাস (গন্ধ) হইয়াছে। পুনশ্চ শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ধূর্ত্ত! কোথায় "যামিন্যামুষিতঃ" অর্থাৎ যামিনী যাপন করিলা, শ্রীকৃষ্ণ "যামিন্যা ও মুষিত" পদদ্বয় ভিন্ন করিয়া উত্তর করিলেন, প্রিয়ে! তনুহীন যামিনী কি কখন হরণ করিতে পারে, এইরূপ ছল পূর্ব্বক গোপবধূকে পরিহাসকারী শ্রীকৃষ্ণ চিরকাল রক্ষা করুন।

(১৪) বিদগ্ধ—শিল্প বিলাসাদিতে যুক্তচিত্ত ব্যক্তির নাম বিদগ্ধ। যথা—শ্রীকৃষ্ণ গীত নির্ম্মাণ, তাণ্ডব (নৃত্য) রচনা, প্রহেলী কথন, বেণু বাদন, মালা গ্রন্থন, চিত্র কর্ম্ম অভ্যাস, স্বয়ং ইন্দ্রজাল সকল নির্ম্মাণ এবং উন্মত্ত ব্যক্তি দিগকে দ্যূতে পরাজয় করতঃ অতিশয় শিল্প কলার বসতিস্থল হইয়া আশ্চর্য্যরূপে ক্রীড়া করিতেছেন।

(১৫) **চতুর**—এক কালে অনেক কার্য্যের সমাধান কারিকে চতুর কহে। যথা—শ্রীকৃষ্ণের আশ্চর্য্য লীলা সন্দর্শন কর, গোপজাতীয় গীতি রচনা দ্বারা গাভী বৃন্দকে, অপাঙ্গ নর্ত্তন দ্বারা গোপাঙ্গনাগণকে এবং অরিষ্টভয়প্রদ বিচিত্র যুদ্ধ বিক্রম দ্বারা সখাগণকে এক কালীন সুখ প্রদান করত হরি অতিশয়রূপে বিরাজ করিতেছেন।

(১৬) **দক্ষ**—যে ব্যক্তি দুঃসাধ্য কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন করিতে পারেন তাঁহাকে দক্ষ বলে। যথা :—শ্রীকৃষ্ণ যোদ্ধাগণ কর্ত্তৃক যে সকল অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তিনি তীক্ষ্ণ শর দ্বারা এক এক করিয়া তৎসমুদয় ছেদন করিলেন। যথাবা—শ্রীকৃষ্ণ এমত গতি লীলার ক্ষিপ্রতা বিস্তার করিয়াছিলেন যে, তাহাতে সকল গোপী স্ব স্ব পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়াছিলেন।

(১৭) **কৃতজ্ঞ**—কৃত সেবাদি কর্ম্ম সকলের অভিজ্ঞ অর্থাৎ এ ব্যক্তি আমার এই প্রকার সেবা করিয়াছে, ইহা যিনি জানেন তাঁহাকে কৃতজ্ঞ বলে। যথা মহাভারতে—শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আমি দূরবর্ত্তী থাকাতে দ্রৌপদী যে "হে গোবিন্দ !" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, এই ঋণ আমার হৃদয়ে বৃদ্ধি পাইতেছে, কোন ক্রমে ক্ষীণ হইতেছে না। যথাবা—শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববানের অতি পূর্ব্বকালীন (রাম অবতারের) সেবা স্মরণ করিয়া তদীয় কণ্যার পাণি গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ ঋক্ষ রাজকে বহুবিধ সম্মান করিলেন, কারণ সাধুজনের অত্যল্প সেবা করিলে তাহা যখন তাঁহারা বিস্মৃত হয়েন না, তখন সাধু শ্রেণী চুড়ারত্ন শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববানের ঐ সেবা কি প্রকারে বিস্মৃত হইবেন ॥

(১৮) **সুদৃঢ় ব্রত**—প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম এই দুইটী যাঁহার সত্য হয়, তাঁহাকে সুদৃঢ় ব্রত কহে। "সত্য প্রতিজ্ঞা" যথা :—পারিজাত হরণে শ্রীকৃষ্ণ নারদকে কহিলেন, হে দেবর্ষে! কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি নাগ, কি রাক্ষস, কি অসুর, কি যক্ষ, কি পন্নগ ইহারা সকলেই আমার প্রতিজ্ঞা বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু কেহই সমর্থ হয় নাই, অতএব তোমার নিকট আমার এই প্রতিজ্ঞা সত্যই জানিবে। (খ) "সত্য নিয়ম" যথা :—দেবরাজ কহিলেন হে কৃষ্ণ! "আমার ভক্ত কখন দুঃখিত হয় না" এই যে তোমার নিজ ব্রত তাহা গিরি উদ্ধারণ রূপ দুষ্কর কর্ম্ম সাধন করিয়া বিস্তার করিলে।

(১৯) **দেশকাল সুপাত্রজ্ঞ**—যিনি দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করেন তাঁহাকে দেশ কাল সুপাত্রজ্ঞ বলা যায়। যথা :—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব প্রতি কহিলেন, সখে! শরৎ জ্যোৎস্না শালিনী রজনী অপেক্ষা উত্তম সময় নাই, ত্রিলোক মধ্যে বৃন্দাবন তুল্য রমনীয় স্থান নাই, এবং ব্রজ যুবতী সদৃশী আর কোথাও পঙ্কজাক্ষী নাই অতএব হে বন্ধো! এই নিশ্চয় করিয়া মুহুর্ম্মুহুঃ রাসোৎসব বিষয়েই আমার মনঃ উৎকণ্ঠিত হইতেছে।

(২০) **শাস্ত্র চক্ষুঃ**—যিনি শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম করেন তাঁহাকে শাস্ত্র চক্ষু কহে। যথা—কংসরিপুর শাস্ত্ররূপ চক্ষুঃ শুভাশুভ পরিজ্ঞানার্থ এবং নেত্রাম্বুজ কেবল যুবতি বৃন্দের উন্মাদার্থই বিরাজ করিতেছে।

(২১) **শুচি**—শুচি দুই প্রকার পাবন ও বিশুদ্ধ তন্মধ্যে পাপনাশন কারির নাম পাবন ও দূষণাদি পরিত্যাগ কারিকেই বিশুদ্ধ কহে। যথা—উত্তমঃশ্লোকমৌলি শ্রীকৃষ্ণ পাবন সকলের পাবন, তাঁহাকেই শ্রদ্ধা বিশুদ্ধ মতি দ্বারা অকপটে ভজনা করা উচিত। কারণ যদিস্যাৎ তাঁহার নাম ভানুর আভাসমাত্র একবার অন্তঃকরণে উদিত হয়, তাহা হইলেপাপরূপ ঘোর তিমির প্রবাহ একেবারে বিনষ্ট হয়। অতএব ঐ শ্রীকৃষ্ণের সেবার্থ অনুরক্ত হওয়া উচিত।

(খ) **বিশুদ্ধ**—যথা :—সত্রাজিতকে উদ্দেশ্য করিয়া আক্ষেপ পূর্ব্বক উদ্ধব কহিলেন, হে স্যমন্তক! শ্রীকৃষ্ণে ছল বা বল কিছুই দেখিতে পাই না, এবং সত্রাজিতেতেও দীনতা দেখিতে পাই না, তবে কেন তুমি কৌস্তুভের সহিত বৃথা সখ্য করিতে ইচ্ছা করিতেছ।

(২২) **বশী**—ইন্দ্রিয় জয়কারির নাম বশী। যথা :—শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রীরত্নগণ যদিও অতিশয় প্রভাবশালী, তাঁহাদিগের গম্ভীর ভাবসূচক মনোহর হাস্য এবং সলজ্জ-দর্শনে আহত হইয়া মহাদেবও মোহ বশতঃ আপনার ধনুঃ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন সত্য, তথাচ তাঁহারা বিভ্রমাদি চেষ্টা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মনঃ ক্ষুব্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই।

২৩। **স্থির**—ফলোদয় পর্য্যন্ত কর্ম্মকারির নাম স্থির। যথা—শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তকান্বেষণ নিমিত্ত বনভ্রমণে দুঃখিত অথবা ঋক্ষরাজের বিল প্রবেশে কোন চিন্তা করেন নাই, মণিগ্রহণ করতই দ্বারকায় আসিয়াছিলেন, যে হেতু স্থিরচিত্ত ব্যক্তিরা ফল সাধন পর্য্যন্তই উদ্যমান্বিত হইয়া থাকেন।

২৪। **দান্ত**—উপযুক্ত ক্লেশ দুঃসহ হইলেও যিনি সহিষ্ণুতা করেন তাঁহাকে দান্ত বলে। যথা—শ্রীকৃষ্ণ কোমলাঙ্গ হইলেও অকপট ভক্তি নিবন্ধন গুরুগৃহে বাসরূপ গুরুতর ক্লেশ ও গণনা করেন নাই, কারণ লোকাতীত ব্যক্তিদিগের দুরূহা প্রকৃতি চিন্ত্যমানা হইয়া কি না আশ্চার্য্য বিধান করিতে পারে।

২৫। **ক্ষমাশীল**—অপরাধ সকল সহনকারি ব্যক্তিকে ক্ষমাশীল কহে। যথা—শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিন্দা বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকিলে, সিংহ যেমন মেঘ গর্জ্জনেই হুঙ্কার করে, শৃগাল ধ্বনি শুনিয়া কোন উত্তর দেয় না, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে কোন প্রতিবচন দান করিলেন না। যথাবা—হে রঘুবর! যদিচ ইন্দ্র কাক জয়ন্ত তাদৃশ গুরুতর অপরাধ অর্থাৎ জানকীর স্তনে চঞ্চ্বাঘাত করিলেও সে প্রণত হইবা মাত্র তুমি তাহার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছ। কিন্তু হে কৃষ্ণ! তুমি অতি মুগ্ধ, কারণ প্রতিজন্মেই অপরাধকারি শিশুপালকে যখন সাযুজ্য প্রদান করিয়াছ, তখন তোমার ক্ষমা গুণের নিকট কোন্ অপরাধ যোগ্য হইতে পারে অর্থাৎ তুমি সকলই মার্জ্জনা করিতে পার।

২৬। **গম্ভীর**—যাহার আশয় অতিশয় দুর্ব্বোধ তাহাকে গম্ভীর বলে। যথা—বৃন্দাবনে উত্তম উত্তম স্তুতি-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিলে তিনি তুষ্ট বা রুষ্ট হইলেন জগদ্বিধাতা তাহা কিছুই জানিতে পারিলেন না।

২৭। **ধৃতিমান্**—যিনি পূর্ণস্পৃহ অর্থাৎ নিরাকাঙ্ক্ষ এবং ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও শান্ত, তাঁহাকে ধৃতিমান্ বলে। (ক) "পূর্ণস্পৃহ" যথা—শ্রীকৃষ্ণ যশঃ প্রিয়স্ত হইলেও জরাসন্ধে প্রসিদ্ধ অতুলকীর্ত্তি স্বয়ং ভীমসেনকেই সমর্পণ করিয়াছিলেন, যে হেতু লোকাতীত গুণশালী ব্যক্তির কি অপেক্ষণীয় হইতে পারে? (খ) "ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও ক্ষান্ত" যথা:—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিল এবং মুনিগণ সম্ভ্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে স্তব করিলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আশ্চর্য্য ধৈর্য্য এই যে. কোন ক্ষিতীশ্বরই শ্রীকৃষ্ণের বিকৃতি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই।

২৮। **সম**—যিনি রাগ ও দ্বেষ হইতে বিমুক্ত তাঁহাকে সম বলে। যথা—নাগপত্নীগণ প্রণামান্তর কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি খলদিগের নিগ্রহ নিমিত্ত অবতার গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের পতি কালিয় খল, এ পাপ করিয়াছিল ইহার এ রূপ দণ্ড ন্যায্য বটে, প্রভো! শত্রুতে এবং পুত্রতে আপনার সমান দৃষ্টি, আপনি ফলই আলোচনা করিয়া দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। যথাবা—হে যদুবর! রিপু যদি নির্দ্দোষ হয়, তাহা হইলে তুমি তাহাকে ভূষিত কর, আর পুত্রও যদি দুষ্ট হয় তাহাকে দণ্ড প্রদান কর, যে হেতু তুমি অখিল ভর্ত্তা, তোমার পক্ষপাত নাই, অতএব পুনরায় তোমার বিষম স্বভাব কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?

২৯। **বদান্য**—যিনি অতিশয় দাতা, তাঁহাকে বদান্য বলে। যথা—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রকার কামি ব্যক্তিগণের অতিশয় রূপে অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া চিন্তামণি, কামধেনু ও কল্পবৃক্ষদিগকে ব্যর্থীকৃত করিলেন, তাহাতেই চিন্তামণি প্রভৃতি লজ্জিত হইয়াই দ্বারাবতীই ভজনা করিতে লাগিল। যথাবা—দ্বারকা নগরীতে শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শ সহস্র একশত অষ্ট মহিষীর অন্তপুরে প্রত্যহ সালঙ্কৃতা সবৎসা, প্রথম প্রসূতা গাভীসকলের বদ্ধ সংখ্যা ১৩০৮৪ করিয়া এককালীন দান করিতেছেন, অতএব ভূমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ সদৃশ কোন ব্যক্তি দানবীর হইতে সমর্থ হইবেক।

৩০। **ধার্ম্মিক**—যিনি স্বয়ং ধর্ম্ম যাজন করেন ও অন্যকেও করান তিনি ধার্ম্মিক। যথা—নারদ পরিহাস পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, হে গোপেন্দ্র! তোমাকর্ত্তৃক চরণ চতুষ্টয় সহকারে বৃষ (ধর্ম্ম) এ রূপ বর্দ্ধিত হইল যে, সে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তৃণ ভোজন করিতে করিতে হঠাৎ ত্রিলোকীর অধর্ম্ম রূপ তৃণ সকল ভক্ষণ করিয়া ফেলিল।

যথাবা—হে মুকুন্দ ! তেমা কর্ত্তৃক বহু বহু যজ্ঞানুষ্ঠানের আহ্বানে দেবগণের আগমন হেতু দেবাঙ্গনাগণ পতি বিয়োগে ক্ষিন্ন হইয়া যজ্ঞবিধির নিন্দাকারী বৌদ্ধবতারের স্তব করিতেছেন।

৩১। **শূর**—যুদ্ধবিজয়ে উৎসাহী ও অস্ত্র প্রয়োগে বিচক্ষণ, এই দুইকে শূর বলে। (ক) "যুদ্ধ বিষয়ে উৎসাহী" যথা—হে অঘদমন ! তুমি গজেন্দ্র তুল্য লীলা বিস্তার করিয়া সমর স্বরূপ বিস্তৃত সরোবরে আপনার তরল ভুজদণ্ড শুণ্ড দ্বারা বিপক্ষ পদ্মবনকে মর্দ্দন করত অত্যন্ত স্ফূর্ত্তিশীল হইতেছে। অস্ত্র "প্রয়োগে বিচক্ষণ" যথা—শ্রীকৃষ্ণের কি আশ্চর্য্য অস্ত্র শিক্ষা, ক্ষণকালের মধ্যে জরাসন্ধের ত্রয়োবিংশতিঅক্ষৌহিণী দারুণ সেনা তদীয় অস্ত্ররূপ সর্প কর্ত্তৃক দষ্ট হয় নাই এমত কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

৩২। **করুণ**—যে ব্যক্তি পরদুঃখ সহ্য করিতে না পারেন তাঁহাকে করুণ বলা যায়। যথা—ভীষ্ম প্রাণত্যাগ সময়ে কহিলেন, যিনি করুণা বিস্তার পূর্ব্বক মগধেন্দ্রের কারাবাস রূপ অগাধ দুঃখময় অন্ধকার সমূহে স্বয়ং অন্ধীভূত নৃপতিগণের নেত্র সকল সুখময় স্বরূপে বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই যদুনন্দন-রূপ সূর্য্যকে বন্দনা করি।

৩৩। **মান্যমানকৃৎ**—যিনি গুরু, ব্রাহ্মণ এবং বৃদ্ধগণকে পূজা করেন, তিনি মান্যমানকৃৎ। যথা :—শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে গুরুচরণাম্বুজে অভিবাদন করিয়া তৎপশ্চাৎ পিতা ও অগ্রজের চরণে আনত হইলেন, পরে অঞ্জলিবন্ধন ও বাক্য দ্বারা ক্রমশঃ যদুগণকে নমস্কার করিলেন।

৩৪। **দক্ষিণ**—যিনি স্বীয় সুস্বভাব দ্বারা কোমল চরিত্র হয়েন তিনি দক্ষিণ। যথা—অক্রূর স্যমন্তক হরণ পূর্ব্বক কাশী প্রস্থান করিলে, উদ্ধব কহিলেন শ্রীকৃষ্ণের কি আশ্চর্য্য স্বভাব, ভৃত্য যদি গুরুতর অপরাধে অপরাধীও হয়, তথাপি তাহার কৃত যে অত্যল্প সেবা তাহাকেই বহু করিয়া জ্ঞান করেন এবং পিশুন (খল) সকলেও অসূয়া প্রকাশ করেন না। অতএব এই কমলেক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শীলতায় অতিশয় নির্ম্মল চিত্ত হইয়াছেন।

৩৫। **বিনয়**—যিনি আপনার ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ করেন, তিনি বিনয়ী। যথা—রাজা যুধিষ্ঠির দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া বেগে রথ হইতে অবতরণ করিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীকৃষ্ণ সম্ভ্রম প্রকাশ পূর্ব্বক অগ্রেই রথ হইতে অবতরণ করিয়া আপন বিনয়কেই বিশেষ করিলেন।

৩৬। **হ্রীমান**—কন্দর্প কেলির অভাবেও যদি অন্য কর্ত্তৃক জ্ঞাত হয় অথবা অন্য কর্ত্তৃক স্তব কৃত হইলে যে ব্যক্তি আপনার অধৃষ্টতা হেতুক সঙ্কুচিত হয়েন, তিনি হ্রীমান। যথা—শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণকালে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের হস্তের প্রতি একদৃষ্টে অবলোকন করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে ঐসকল গোপীগণের স্তনতট নেত্র গোচর হওয়ায় তদীয় হস্ত ঈষৎ কম্পিত হইলে গোবর্দ্ধন ও চলিত হইতে লাগিল তাহা দেখিয়া গোপীগণ ভয়ার্ত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন, বলরাম সহসা হাস্য করিলেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মনোমধ্যে আশঙ্কা হইল যে, অগ্রজ বুঝি আমার আন্তরিক ভাব অবগত হইয়া থাকিবেন অতএব লজ্জা বিনম্র বদন শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।

৩৭। **শরণাগত পালক**—যিনি শরণাপন্নকে পালন করেন তিনি শরণাগত পালক। যথা—অহে জরা তুমি সমরে কৃতাপরাধী হইলেও বিত্রাস পরিত্যাগ কর, কারণ শরণাপন্ন জনের প্রতি এই যাদবেন্দ্র সদ্যঃ চন্দ্রতুল্য আচরণ করিয়া থাকেন অতএব তোমার কোন আশঙ্কা নাই।

৩৮। **সুখী**—যিনি ভোগী এবং যাহাকে দুঃখের গন্ধ মাত্র ও স্পর্শ করিতে পারে না তিনি সুখী। তন্মধ্যে "ভোগী" যথা—বন্দিজন স্তুতি করিয়া কহিলেন হে যদুবর ! তোমার যে সকল রত্নালঙ্কার দেখিতেছি তাহা কুবেরের মনোরাজ্য বৃত্তি দ্বারা অলভ্য ত্বদীয় দ্বারে যে সকল নৃত্য গীত হইতেছে, বজ্রপাণি ইন্দ্রও তাহা স্বপ্নে অধিগম করিতে পারে না। এবং যে সকল সীমন্তিনীর অঙ্গ প্রচুর চন্দ্র কলার ন্যায় কমনীয় ও যাঁহারা গৌরী অপেক্ষাও গরিষ্ঠা নিরন্তর তাহারা তোমার পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছে, অতএব হে যাদবেন্দ্র ! ভুবন মধ্যে তোমার সদৃশ আর ভোগী কে আছে। (খ) "দুঃখগন্ধে অস্পৃষ্ট" যথা—যজ্ঞপত্নীগণ প্রতি শ্রীকৃষ্ণের দূতীর উক্তি :—হে দ্বিজপত্নীগণ ! কোন

দুঃখের গন্ধও শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ, তাঁহার হানি, গ্লানি ও গৃহকৃত্য ব্যাপারে ব্যসনিতা নাই, তাঁহার ভয়ের হেতু কিছু লক্ষ্য হয় না, তাঁহার কোন চিন্তার বিষয়ই কিছু উপস্থিত হয় না, এবং কদন কাহাকে বলে তাহাও তিনি জানেন না, কেবল অনঙ্গ (কন্দর্প) সৌহৃদ্যে পরিপূর্ণা বরাঙ্গণাগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া নিরন্তর বৃন্দাবনে বিহার করিতেছেন।

৩৯। **ভক্ত সুহৃৎ**—সুসেব্য ও দাসবন্ধু ভেদে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে (ক) সুসেব্য যথা—ভক্তগণ যদি বিষ্ণুকে এক দল মাত্র তুলসী অথবা এক গণ্ডূষ মাত্র জল প্রদান করেন তাহা হইলে ঐ ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তজনের সমীপে আপনার আত্মা বিক্রয় করিয়া থাকেন। (খ) দাসবন্ধু যথা (ভাঃ ১৷৯৷৩৪) শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কুরু-পাণ্ডবদিগের যুদ্ধে কোন পক্ষে শস্ত্র গ্রহণ না করিয়া সাহায্য মাত্র করিবেন, আমারও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল ইঁহাকে অস্ত্র ধারণ করাইব, ইনি এমনই ভক্তবৎসল যে, আপনার প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা অধিক সত্য করিবার নিমিত্ত রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক আপনার পরমাস্ত্র চক্র ধারণ করেন, এবং হস্তি বধার্থ সিংহের ন্যায় আমার অভিমুখে ধাবমান হইয়াছিলেন। তৎকালে অতিক্রোধাবেশে তাঁহার মনুষ্য নাট্যের বিস্মৃতি হইয়াছিল। পৃথিবী কম্পিতা হইয়াছিল ও উত্তরীয় বসন পথে উড়িয়া গিয়াছিল।

৪০। **প্রেমবশ্য**—যিনি সেবা অপেক্ষা না করিয়া প্রিয়তা মাত্রেই বশীভূত হয়েন, তিনি প্রেমবশ্য। যথা—শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সখা শ্রীদাম ব্রাহ্মণের অঙ্গ স্পর্শে নির্বৃত্ত ও প্রীত হইয়া নেত্রদ্বয় হইতে প্রেম চিহ্ন স্বরূপ বারিধারা মোচন করিতে লাগিলেন। যথাবা—বন্ধনার্থ যত্ন করিতে করিতে যশোদার গাত্র ঘর্ম্মাক্ত হইল এবং তাঁহার কেশ পাশ হইতে পুষ্পমালা বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিল। জননীর এই পরিশ্রম নিরীক্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কৃপা পরবশ হইয়া স্বয়ং বন্ধনস্থ হইলেন।

৪১। **সর্ব্বশুভঙ্কর**—যিনি সকলেরই হিতকারী তিনি সর্ব্বশুভঙ্কর। যথা—উদ্ধব কহিলেন, যিনি আপনার লীলা দ্বারা আত্মারাম মুনিগণকে, এবং খল জনের ক্ষয় করিয়া ধার্ম্মিক জন সকলকে তথা সমরে দেহপাত করত খলদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন, অতএব সেই হরি হইতে কাহার না হিত হইয়াছে ?

৪২। **প্রতাপী**—যিনি নিজ পৌরুষ দ্বারা শত্রু সকলকে প্রতপ্ত করেন তিনি প্রতাপী। যথা—হে কৃষ্ণ! তোমার প্রতাপরূপ তপন ভুবনে প্রকাশিত হওয়াতে ভয়ঙ্কর দানব ঘূক (পেচক) সকল কন্দর (পর্ব্বতগুহা) তিমিরের শরণ গ্রহণ করিল।

৪৩। **কীর্ত্তিমান**—যিনি স্বীয় নির্ম্মল সদ্‌গুণ্যে (যশে) বিখ্যাত হয়েন তিনি কীর্ত্তিমান। যথা—হে নন্দ-নন্দন! তোমার যশোরূপী চন্দ্র সর্ব্বতোভাবে শুভ্র ভাব প্রাপ্ত করাইলেও কি প্রকারে ঐ চন্দ্র জগত্রয়ের কৃষ্ণভাব প্রাপ্তি করাইল ? যথাবা—হে কৃষ্ণ! দেবর্ষি নারদ বীণা দ্বারা তোমার যশঃ গান করিতে প্রবৃত্ত হইল, রুদ্রের কণ্ঠ নীলবর্ণ দেখিতে না পাইয়া গিরিজা ভীতি বশতঃ তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন, নীলবাসা হলধর স্বীয় বসন শুভ্র দেখিয়া তাহা পরিত্যাগ করিলেন এবং গোপাঙ্গনা সকল উৎসুকা হইয়া দুগ্ধ ভ্রমে যমুনার নীর আবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন, কি আশ্চর্য্য! হে দামোদর! ত্বদীয় যশঃ কীর্ত্তনে ত্রিভুবনের ধাবল্য প্রাপ্তি হইল।

৪৪। **রক্তলোক**—যিনি সমস্ত লোকের অনুরাগ ভাজন, তিনি রক্তলোক। যথা—হে কমল লোচন! তুমি সুহৃদগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনায় যাবৎ হস্তিনাপুরে অথবা মথুরায় গমন করিয়াছিলে তাবৎ কাল সূর্য্যোদয় না হইলে চক্ষুর্দ্বয়ের অন্ধতা হেতু যেমন ক্ষণকাল অসহ্য হয়, তদ্রূপ, আমাদিগের এক এক ক্ষণ কোটি বৎসর তুল্য দুর্য্যাপনীয় হইয়াছিল। হে অচ্যুত! আমরা ত্বদীয়, ইহাতে তোমার বিরহ অসহ্য হইবে বিচিত্র কি ? যথাবা—শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গ ভূমিতে প্রবিষ্ট হইলে মুনিগণ জয় জয় জয় ইত্যাকার আশীর্ব্বচন, দেবগণের স্তুতি রূপ কলধ্বনি তথা নারীগণের গরিষ্ঠ হর্ষধ্বনি সকল দিক্ হইতে স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল অতএব ঐ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কে না অনুরাগভাজন হইয়াছিল ?

৪৫। **সাধু সমাশ্রয়**—যিনি সাধু সকলের অসাধারণ পক্ষপাতী। যথা—হে পুরুষোত্তম ! তুমি যদি পৃথিবীর মঙ্গলার্থ এই ভুবনে অবতীর্ণ না হইতে, তাহা হইলে বিকট অসুর মণ্ডল হইতে সুজন সকলের যে কি দশা উপস্থিত হইত, আমি তাহা জানিতে পারিতেছি না।

৪৬। **নারীগণমনোহারী**—যিনি সুন্দরীবৃন্দের মোহনকারী। যথা—যিনি নাম শ্রবণ মাত্র সহসা স্ত্রীগণের মনোহরণ করেন, সেই উরুগীত শ্রীকৃষ্ণকে যে মহিষীগণ সাক্ষাৎ দর্শন করেন তাঁহাদিগের মন যে অপহৃত হইবে তাহাতে আর বক্তব্য কি ? যাঁহারা ভর্ত্তৃভাবে পাদসেবাদির দ্বারা প্রেম সহকারে জগদ্গুরুর পরিচর্য্যা করেন তাঁহাদিগের তপস্যা আর কি বর্ণন করিব। যথবা—হে কৃষ্ণ ! নিশ্চয়ই তুমি চুম্বক মণি এবং অঙ্গনা জাতি লৌহময়ী, কারণ তুমি ক্রীড়া করিতে করিতে যে যে দিকে গমন করিতেছ অঙ্গনাগণও সেই সেই দিকে ধাবমানা হইতেছে।

৪৭। **সর্ব্বারাধ্য**—যিনি সকলের অগ্র পূজ্য। ভাঃ ১।৯।৩৮ যথা—যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে সভায় মধ্যস্থানে মুনিগণে এবং রাজসমূহে সমাকীর্ণ হইয়াছিল, সেই সময়ে এই ভগবান্ই সকলের আশ্চর্য্য রূপ দর্শনীয় হইয়া সর্ব্ব-সমীপে পূজাপ্রাপ্ত হয়েন, সেই এই জগদাত্মা আমার সমক্ষে বর্ত্তমান, অহো আমার কি সৌভাগ্য ?

৪৮। **সমৃদ্ধিমান্**—যিনি মহা সম্পত্তিশালী। যথা—হে যদুবর ! যদুকুলোৎপন্ন ষট্পঞ্চাশৎ কোটি লোক তোমাকে ভজনা করিতেছে, তোমার সম্বন্ধে অষ্ট নিধি নিরন্তর বর্ষণ করিতেছে এবং নবলক্ষে লক্ষিত ত্বদীয় বিশুদ্ধ অন্তঃপুর সকল স্ফূর্ত্তি পাইতেছে অতএব হে মুরদমন ! তোমার সম্পত্তি দেখিয়া কে না বিস্মিত হয় ? যথাবা—হে কৃষ্ণ ! তোমার বৃন্দাবনের ঐশ্বর্য্যের কথা আর কি বর্ণনা করিব, যে স্থানে গোপাঙ্গনাগণের চরণ ভূষণই চিন্তামণি, শৃঙ্গার পুষ্পের বৃক্ষ সকলই পারিজাত বৃক্ষসমূহ স্বরূপ, ধেনুসকল কামধেনু বৃন্দের সাদৃশ্য ভজনা করিতেছে, অতএব কি আশ্চর্য্য ! তোমার বিভূতি সুখ সিন্ধু স্বরূপ।

৪৯। **বরীয়ান্**—যিনি সকলের মধ্যে অতিশয় মুখ্য। যথা—শিব ব্রহ্মাদি দেবগণ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনার্থী হইয়া দ্বারকা-দ্বারে উপস্থিত হইলে, তাহাতে দ্বারপাল কহিল ব্রহ্মণ ! আপনি মহেশ্বরের সহিত এই পীঠের উপরি উপবেশন করুন, হে দেবেন্দ্র ! তুমি আর স্তুতি পাঠ করিও না তুষ্ণীভুত হইয়া অবস্থিত কর, হে বরুণ ! তুমি এস্থান হইতে দূরীভূত হও, হে দেবগণ ! তোমরাই বা কেন দ্বারে মুহুর্মুহুঃ কোলাহল করিতেছ, দ্বারাবতী পতির এযাবৎ অবসর লাভ হয় নাই।

৫০। **ঈশ্বর**—দুই প্রকার, এক স্বতন্ত্র (স্বাধীন) দ্বিতীয় দুর্ল্লঙ্ঘ্যাজ্ঞ অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক যাঁহার আজ্ঞা বিহত হয় না। তন্মধ্যে (ক) "স্বতন্ত্রে।" যথা—কালিয় নাগ অপরাধ করিলেও শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রতি চরণ চিহ্ন স্বরূপ প্রসন্নতা বিস্তার করিলেন, ব্রহ্মা অপূর্ব্ব স্তুতি পাঠ করিতে থাকিলেও তিনি তাঁহার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপও করিলেন না। কারণ শ্রীকৃষ্ণ যে এরূপ ব্যবহার করিলেন ইহা উপযুক্তই বটে, কেন না বেদে ঐ শ্রীকৃষ্ণকে স্বতন্ত্র বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়াছেন। (খ) "দুর্ল্লঙ্ঘ্যাজ্ঞ" যথা—উদ্ধব কহিলেন অহে বিদুর ! সেই ভগবান্ স্বয়ং গুণত্রয়ের অধীশ্বর, এবং পরমানন্দ স্বরূপ সম্পত্তি দ্বারা সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহার সমান অথবা তাঁহা অপেক্ষা প্রধান কেহ ছিল না, লোকপাল সকলও তাঁহার অগ্রে আসিয়া কর অথবা পুজোপহার সমর্পণ পূর্ব্বক স্ব স্ব কিরীটাগ্র দ্বারা তদীয় পাদপীঠের স্তব করিত। যথাবা—হে কৃষ্ণ ! "ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি কর" এইরূপ তোমার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বিধিগণ ব্রহ্মাণ্ড সকল সৃষ্টি করিতেছেন, বিনাশের নিমিত্ত আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া রুদ্রগণ কালজীর্ণ ব্রহ্মাণ্ডচয়কে ক্ষয় করিতেছে এবং রক্ষকস্বরূপ ত্বদংশ বিষ্ণুগণ নব্য ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দের রক্ষা বিধান করিতেছেন অতএব হে কংসারাতে ! অজাণ্ডনাথগণ তোমার আদেশে দিকে দিকে অবস্থিত আছেন।

উক্ত ৫০টী গুণ দেবতা ও মনুষ্য মধ্যে বিন্দু বিন্দু থাকিলেও সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বদ্রষ্টা, সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে পরিপূর্ণভাবে বিরাজিত।

৫১। **সদা স্বরূপ সংপ্রাপ্ত**—যিনি মায়িক কার্য্য সকলে বশীভূত হয়েন না। ভাঃ ১।১১।৩৯ যথা—পরমেশ্বরের ইহাই ঈশ্বরত্ব যে, বুদ্ধি যেমন আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকিলেও আত্মার গুণ আনন্দাদিতে সংযুক্ত নহে, তাহার ন্যায়, তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়াও প্রকৃতির গুণ সুখ দুঃখাদিতে লিপ্ত হয়েন না।

৫২। **সর্ব্বজ্ঞ**—পরচিত্তে যাহা অবস্থিত এবং দেশকালের যাহা অন্তর্গত ইত্যাদি সকল যিনি জানিতে পারেন। ভাঃ ১।১৫।১১ যথা—যে দুর্ব্বাসা মুনি দশ সহস্র শিষ্যের অগ্রে তাঁহাদের সহিত এক পঙক্তিতে বসিয়া ভোজন করিতেন, আমাদিগের শত্রুগণ সেই দুর্ব্বাসার দুরন্ত অভিশাপে আমাদিগকে নিক্ষেপ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন, তাহাতে যিনি বনে গমন করিয়া ঐ ভয়ঙ্কর ঋষির শাপ রূপ মহা বিপদ্ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন, অর্থাৎ যিনি আসিয়া আমাদের ভোজন পাত্র সংলগ্ন অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ শাকান্ন মাত্র স্বয়ং অভ্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতেই মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়ার্থ জলে নিমগ্ন মুনিসংঘ ত্রিলোকীকে পরিতৃপ্ত বোধ করিয়া পলায়ন করে।

৫৩। **নিত্য নূতন**—যিনি সর্ব্বদা অনুভূয়মান হইয়াও আপন মাধুর্য্য দ্বারা অননুভূতের ন্যায় বিস্ময় প্রকাশ করেন তাঁহাকে নিত্য নূতন কহা যায়। ভাঃ ১।১১।৩৪ যথা—যদিও শ্রীকৃষ্ণ পত্নীদিগের সমীপে সর্ব্বদাই থাকিতেন তথাপি তাঁহার চরণদ্বয় প্রতিক্ষণ নূতন নূতন বোধ হইত, সুতরাং তদ্দর্শনে কোন্ অবলার বিরতি হইতে পারে? লক্ষ্মী স্বভাবতঃ চঞ্চলা হইয়াও যাহা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। যথাবা ললিতমাধবে—বারম্বার শ্রীকৃষ্ণকে অনুভব করিয়াও বৃন্দাবনেশ্বরী কহিলেন হে সুমুখি! অগ্রবর্ত্তী এ কোন অপূর্ব্ব বিশ্বকর্ম্মা, ইহার শিল্প নৈপুণ্য যে অতিশয় বিচিত্র দেখিতেছি, যে হেতু এ কুলাঙ্গনাগণের ধৈর্য্যরূপ পাষাণ সমূহ তীক্ষ্ণীকৃত দীর্ঘ অপাঙ্গটঙ্কের (পোষণ বিদারণ অস্ত্রের) সূক্ষ্মাগ্র ভাগ সকল দ্বারা ভেদ করিয়া এককালীন লক্ষ লক্ষ মরকত মণি দিয়া গোষ্ঠ প্রকোষ্ঠ নিবদ্ধ করিতেছে।

৫৪। **সচ্চিদানন্দ সান্দ্রাঙ্গ**—চিদানন্দ ঘনাকৃতি। সৎশব্দে সর্ব্বকাল সর্ব্ব দেশ ব্যাপী, চিৎ শব্দে স্বপ্রকাশত্ব প্রযুক্ত অজড়, আনন্দ শব্দে নিরুপাধিক প্রেমাস্পদের সর্ব্বাংশ, সান্দ্র শব্দে অন্য কর্ত্তৃক অস্পৃষ্ট। যথা—ক্রমশঃ পঞ্চবিধ ক্লেশ অর্থাৎ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে কেবল যে ব্রহ্ম সুখ স্বয়ং স্ফূর্ত্তিশীল হয় তাহা আবরণ করত অগ্রবর্ত্তী এই যে নরাকৃতি শ্যাম আমার আমোদাতিশয় প্রকাশ করিতেছেন।

৫৫। **সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিত**—অখিল সিদ্ধি সকল যাঁহারা বশীভূত। যথা—অণিমাদি দশটী সিদ্ধিরূপা সখী কর্ত্তৃক স্ব স্ব ক্রম প্রাপ্ত অনিমাদি অষ্ট মহাসিদ্ধি শ্রীকৃষ্ণের দ্বার দেশে অবসর লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না।

৫৬। **অবিচিন্ত্য মহাশক্তি**—ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামি পর্যন্ত দিব্য সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব, ব্রহ্ম-রুদ্রাদির মোহন এবং ভক্তজনের প্রারব্ধ খণ্ডনাদিকে অবিচিন্ত্য শক্তি বলে। তন্মধ্যে (ক) "দিব্য সর্গাদি কর্ত্তৃত্ব" যথা—নরলীলা প্রযুক্ত শরীরের ছায়াই যাহার দ্বিতীয় হইয়াছে, সেই বিভু শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে অংশাংশ দ্বারা বৎস ও বালকাদির দেহ রচনা করিয়া তৎপশ্চাৎ ঐসকল বৎস বালকাদির দেহে বহু বহু চতুর্ব্বাহু মূর্ত্তি বিস্তার করিয়াছেন, তদনন্তর তত্ত্বজ্ঞান পরিশূন্য অনেকানেক কমলযোনি (ব্রহ্মা) কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া অখিলাত্মা শ্রীকৃষ্ণ তাবৎ সংখ্যক ব্রহ্মাণ্ডের সেব্যত্ব রূপে প্রকাশ পায়েন অতএব সেই ঈশ্বরেরশরণাপন্ন হই। (ভাঃ ১০।১৪।১১)।

(খ) "ব্রহ্মা-রুদ্রাদি মোহন" যথা—ইন্দ্র প্রতি নারদ বাক্য, হে মহেন্দ্র! যিনি শিশু হরণ বিষয়ে পিতামহকে মোহিত করিয়াছেন, যাহা কর্ত্তৃক বাণ যুদ্ধে শম্ভু জৃম্ভিত হয়েন, সেই কংসরিপুর অগ্রে অন্য তোমার মত দেবতা সকল কোথাকার কে? (গ) "ভক্তপ্রারব্ধবিধ্বংস" যথা—ভগবান্ যমরাজকে কহিলেন, আমার গুরুপুত্র নিজ কর্ম্মের কারণ এখানে আনীত হইয়াছেন, হে মহারাজ! আমার আজ্ঞায় পুরস্কৃত হইয়া তাঁহাকে শীঘ্র আনিয়া দাও। (ভাঃ ১০।৪৫।৪৫) আদি শব্দ প্রযুক্ত দুর্ঘট ঘটনা। যথা—শুকদেব কহিলেন যিনি জন্ম রহিত হইয়াও গোপরাজ নন্দের তনয় হইয়াছেন, যিনি সর্ব্বব্যাপক হইয়াও জনন্যাদির ভুজ যুগের অন্তর্গত ক্রোড় মধ্যে পর্য্যাপ্তভাবে অপূর্ণত্ব রূপে প্রকাশ পাইতেছেন এবং যিনি বহুরূপ প্রকটন করিয়াও এক রূপী, সেই অবিচিন্ত্য অনন্ত শক্তিশালী বিভু শ্রীকৃষ্ণ আমার বুদ্ধিকে মোহিত করিতেছেন।

৫৭। **কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ**—অগণ্য জগদণ্ড যুক্ত বিগ্রহ। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের বিভুত্ব কীর্ত্তন। ভাঃ ১০।১৪।১১ যথা—কহিলেন, "হে ভগবান্! প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল এবং পৃথিবী এই সকলে পরিবেষ্টিত যে অণ্ড ঘট যাহাতে, তাহাতে আত্ম পরিমাণে সপ্ত বিতস্তি মাত্র পরিমিত আমার শরীর, আমি কোথায়? আর তোমার মহিমাই বা কোথায়? অতএব ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ বলিয়া আমি আপনাকে ঈশ্বর বলিতে পারি না। ব্রহ্মাণ্ড আমার শরীর বটে, কিন্তু এতাদৃশ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রূপ পরমাণু সকলের পরিভ্রমনার্থ গবাক্ষ ন্যায় তোমার শরীরের প্রত্যেক রোম বিবর, অতএব আমি অতিতুচ্ছ, আমাকে অনুকম্পা কর।" যথাবা—হে কৃষ্ণ! যে একটী ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতি ও মহৎ প্রভৃতি তত্ত্বে সম্মিলিত, দেবনিকরের ভুবন সমূহে অঙ্কিত, পঞ্চাশৎ কোটি যোজন ক্ষিতি মণ্ডলে খচিত এবং যাহা পাতাল দ্বারা পরিপূর্ণ, এমত অযুত লক্ষ ব্রহ্মাণ্ডের পরিচয় ভূমি স্বরূপ এক কক্ষ রূপে বিধাতা যাঁহার বৃন্দাবন দর্শন করিয়াছেন, সেই আপনাকে স্তব করিতে কে সমর্থ হইবে?

৫৮। **অবতারাবলীবীজ**—যাঁহা হইতে অবতার সকল প্রকাশ পায়। যথা—গীতগোবিন্দে—যিনি মৎস্য রূপে বেদ সকলকে উদ্ধার করিয়াছেন, যিনি কূর্ম্ম দেহে পৃষ্ঠ দেশে জগৎ বহন করিয়াছেন, যিনি বরাহ তনু পরিগ্রহ পূর্ব্বক দন্তে ধরাকে ধারণ করিয়াছেন, যিনি নৃসিংহ মূর্ত্তিতে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছেন, যিনি বামন মূর্ত্তিতে বলিরাজকে ছলনা করিয়াছেন, যিনি পরশুরাম রূপে ক্ষত্রিয় কুলকে নির্ম্মূল করিয়াছেন, যিনি রাম রূপে অবতীর্ণ হইয়া রাক্ষসাধিপতি দশাননকে সংহার করিয়াছেন, যিনি বলরাম রূপে হল পরিগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি বুদ্ধ শরীরে পশুদিগের প্রতি করুণা বিস্তার করিয়াছেন, যিনি কল্কি রূপে জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া ম্লেচ্ছ সকল সংহার করিয়াছেন, সেই দশাবতার রূপ প্রকটনকারী শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে নমস্কার করি।

৫৯। **হতারিগতিদায়ক**—যিনি শত্রুগণকে বিনষ্ট করিয়া মুক্তি প্রদান করেন। যথা—হে শিখণ্ডমৌলে! তুমি শত্রুগণের প্রতি প বর্গ প্রদ অর্থাৎ 'প' পরাভব, 'ফ' ফেণাযুক্তবদন, 'ব' বন্ধন, 'ভ' ভীতি ও 'ম' মতি এই পঞ্চ প বর্গপ্রদ হইলেও, তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়াছ। যথাবা—হে মুরারে! কি আশ্চর্য্যের বিষয়! দেব বিপক্ষ অসুর সকল সর্ব্বতোভাবে তোমার সহিত যুদ্ধে উদ্‌যুক্ত হইয়াও শত্রুদিগকে ভেদ না করত মিত্রের ভেদ পূর্ব্বক অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া মোক্ষ লাভ করিয়াছে।

৬০। **আত্মারামগণাকর্ষী**—যিনি জ্ঞানিদিগকে আকর্ষণ করেন। যথা—কি আশ্চর্য্যের বিষয়, আমি পূর্ণ অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে আকাঙ্ক্ষা শূন্য এবং পরমহংস হইলেও, মাধবের লীলারূপা মহৌষধি আমা কর্ত্তৃক আস্বাদনীয় হইয়া আমাকে ভক্তরূপে বিধান করত ভক্তিরসে তৃষিত করিল?

এই ষষ্ঠিগুণের অতিরিক্ত আর চারিটি গুণ শ্রীকৃষ্ণে প্রকাশিত আছে; তাহা নারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই। ১। সর্ব্বলোকের চমৎকারিণী লীলার কল্লোল সমুদ্র; ২। শৃঙ্গার রসের অতুল্য প্রেমদ্বারা শোভাবিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডল, ৩। ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষী মুরলী-গীতগানও ৪। যাঁহার সমান ও শ্রেষ্ঠ নাই এবং বিবিধরূপের সৌন্দর্য্য যাহা চরাচরকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছে।

৬১। **লীলা**—যথা—বৃহদ্বামনে—ভগবান্ কহিলেন যদিচ আমার সেই সেই মনোহর লীলা সকল প্রচুর রূপে রহিয়াছে, তথাপি রাস স্মরণ হইলে আমার মন যে কি প্রকার হয়, তাহা আমি বলিতে পারি না। যথাবা—লক্ষ্মীপতি নারায়ণের এবং জগদানন্দকারি তদীয় অবতার সকলের চরিত্র সুন্দররূপে স্ফূর্ত্তি পাউক, কিন্তু যাহা হরিরও আশ্চর্য্য রাশি বর্দ্ধন কারী সেই রাসলীলা রস আমার হৃদয়ে বিস্ময় ধারণ করিতেছে।

৬২। **প্রেমবশতঃ প্রিয়াধিক্য**—যথা—হে প্রিয়! দিবসে যখন তুমি বৃন্দাবনে গমন কর, তখন তোমাকে না দেখাতে প্রাণিমাত্রের পক্ষে ক্ষণার্দ্ধকালও যুগবৎ অতিশয় দুর্ষপনীয় বোধ হয় এবং দিনান্তে তুমি প্রত্যাগত হইলে তোমার শোভন বদন অবলোকন করিয়া নিমেষ মাত্র ব্যবধানও অসহ্য হওয়াতে সেই সকল প্রাণির নিকটে চক্ষুর

পক্ষকারি ব্রহ্মা জড় বলিয়া গণ্য হয়েন। যথাবা—হে অঘনাশন! তোমার মিলনকালে বল্লবীগণের সম্বন্ধে ব্রহ্মরাত্রি সকলও ক্ষণার্দ্ধতুল্য গত হইয়াছিল, হায়! এক্ষণে তোমার বিরহে ঐ বল্লবীবৃন্দের ক্ষণার্দ্ধকালও ব্রহ্মরাত্রি সমূহের ন্যায় হইতেছে।

৬৩। বেণু-মাধুর্য্য—যথা ভাঃ ১০।৩৫।১৫—গোপীগণ কহিলেন হে যশোদে! তোমার তনয় স্বর সকল যখন উন্নয়ন করেন, তখন ইন্দ্র, রুদ্র, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবেশ্বরগণ আপনারা সুপণ্ডিত হইয়াও মোহ প্রাপ্ত হয়েন। সে সময় গীতধ্বনি রাগে তাঁহাদের কন্ধর ও চিত্ত আনত হয়। হে সতি! ঐ সকল দেবতার মোহের কারণ এই তাঁহারা সেই কলস্বরালাপের তত্ত্ব (ভেদ) নিশ্চয় করিতে পারেন না। যথাবা—বিদগ্ধমাধবে—শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি মেঘ সকলকে রোধ, তুম্বুরুকে আশ্চর্য্যান্বিত, সনন্দন প্রভৃতিকে ধ্যান হইতে বিচ্যুত, বিধাতাকে বিস্ময় প্রদান, উৎকণ্ঠার সহিত বলিকে চঞ্চল ও অনন্তদেবের শিরঃকম্প বিধান পূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ড ভিত্তি ভেদ করিয়া সর্ব্বতোভাবে ভ্রমণ করিয়াছিল।

৬৪। রূপমাধুর্য্য—যথা ভাঃ ৩।২।১২—উদ্ধব বিদুরকে কহিলেন হে মহাশয়! সেই মূর্ত্তি অতি আশ্চর্য্য ছিল, ভগবান্ আপনার যোগমায়ার বল প্রদর্শন করিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তি মর্ত্ত্য লীলার উপযুক্ত এবং সৌভাগ্য সম্পত্তির পরাকাষ্ঠা হওয়াতে তাঁহার আপনারও বিস্ময় জনক হইয়াছিল, অধিকন্তু সেই মূর্ত্তির অঙ্গ সকল এরূপ শোভন ছিল যে ভূষণ সকলকেও ভূষিত করিতে পারিত। যথাবা—ললিত মাধবে—এক দিবস শ্রীকৃষ্ণ মণি-ভিত্তিতে প্রতিবিম্বিত স্বীয় মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, আহা! আমার এ কি গরিষ্ঠ মাধুর্য্য প্রবাহ স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, এ প্রকার চমৎকারকারী মাধুর্য্য পূর্ব্বে কখন অবলোকন করি নাই, কি আশ্চর্য্যের বিষয় এই আমি যাহা অবলোকন করিয়া লুব্ধ চিত্ত হওত শ্রীরাধার ন্যায় সহর্ষে উপভোগ করিতে অভিলাষ করিতেছি।

সমস্ত বিবিধাশ্চর্য্য কল্যাণ গুণ সমুদ্র শ্রীকৃষ্ণের গুণ সকলের মধ্যে কিঞ্চিৎ মাত্র প্রদর্শিত হইল। যথা—(ভাঃ ১০।১৪।৭ শ্লোকে—ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেব! আপনি এই বিশ্বের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ গুণাধিষ্ঠাতা। আপনার গুণরাশি কে গণনা করিতে পারে? যে সকল অতি নিপুণ ব্যক্তি বহুজন্মে ও বহুকালে পৃথিবীর ধূলিকণা, হিমকণা ও নক্ষত্রাদির কিরণস্থিত পরমাণু সমূহ গণনা করিয়াছেন তাঁহারাও এ বিষয়ে সমর্থ নহেন।

অতএব শ্রীকৃষ্ণই যে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, সর্ব্বারাধ্য, সর্ব্বগুণসমন্বিত, সর্ব্বশক্তিমান্ পরতমতত্ত্বের পরিপূর্ণতম অভিব্যক্তি ইত্যাদি প্রকাশিত হইলেন। অখিল রসামৃত সমুদ্র শ্রীকৃষ্ণেই সকল রসের পূর্ণতা হেতু তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্বন্ধী। অন্য অবতারাবলীর মধ্যে দ্বাদশরসের পরিপূর্ণ সমাবেশ দেখা যায় না। এমন কি পরব্যোমনাথ নারায়ণে মুখ্য আড়াই রসের সমাবেশ দেখা যায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে পঞ্চ মুখ্যরস ও সপ্ত গৌণরসের পরিপূর্ণ প্রকাশ থাকায় শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধ্য নির্ণীত হইল।

অশেষ নায়কদিগের শিখামণি স্বরূপ বনমালী যদিও নিত্য গুণশালী, তথাপি ইঁহার ভক্ত্যাপেক্ষিক তিন প্রকার গুণ লিখিতেছি। নাট্যশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ মধ্যাদি ভেদে হরি পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণ বলিয়া পরিপঠিত হয়েন। অখিল গুণ প্রকাশক পূর্ণতম, তদপেক্ষা অল্প গুণ প্রকাশক পূর্ণতর, তাহা অপেক্ষাও অল্পগুণ প্রকাশক পূর্ণ, পণ্ডিতগণ এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন। গোকুল মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমতা, মথুরায় পূর্ণতরতা এবং দ্বারকায় পূর্ণত্ব ব্যক্ত হইয়াছে।

সেই শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় চতুর্ব্বিধ রূপে কথিত হয়েন। যথা—ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরপ্রশান্ত এবং ধীরোদ্ধত। ভগবান্ পদ্মনাভ বহুবিধ গুণ ও ক্রিয়ার আস্পদ স্বরূপ, সেই সেই লীলা ভেদে একই নায়কে চতুর্ব্বিধতা বিরুদ্ধ হয় না অর্থাৎ লীলাবশতঃ সকলই তাঁহাতে সম্ভবে।

ধীরোদাত্ত—যথা—যে ব্যক্তি গম্ভীর প্রকৃতি, বিনয়ান্বিত, ক্ষমা গুণশালী, করুণ, দৃঢ়ব্রত, আত্মশ্লাঘা শূন্য, গূঢ়গর্ব্ব, ধীর এবং সুন্দর দেহধারী তাঁহাকেই ধীরোদাত্ত কহা যায়। যথা মহেন্দ্র বাক্য—"যাঁহার হাস্য বীর্য্যাভিমানি-দিগের গর্ব্বহরণ করে, যিনি আর্ত্তজনের উদ্ধার বিষয়ে ভারগ্রাহী, যিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যিনি উন্নত পর্ব্বত উদ্ধরণ

বিষয়ে ধীরাকৃতি, আমি অতিশয়রূপে কৃতাপরাধ হইলেও যিনি মধুরাকৃতি, যিনি স্তব দ্বারা বশীভূত হইয়া থাকেন, সেই দুর্বিতর্ক্য হৃদয় তোমাকে অবলোকন করিয়া আমার বুদ্ধি অথবা বাক্য কিছুই স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না।" এস্থলে গম্ভীরত্বাদি সামান্য গুণ সকল যাহা কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহা ধীরোদাত্তাদি সকলে আধিক্য প্রতিপাদনার্থ জানিতে হইবে। পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ শ্রীরামচন্দ্রে ধীরোদাত্তাদি গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তত্তৎ ভক্তানুসারে শ্রীকৃষ্ণেতেও সেই সকল গুণ দেখিতে পাওয়া যায়।

ধীরললিত—যাঁহার রসিকতা, নব যৌবন, পরিহাস পটুতা ও নিশ্চিন্ততা প্রভৃতি গুণ সকল বিদ্যমান, তাঁহাকে ধীরললিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় এবং তিনি প্রায় প্রেয়সীর বশীভূত হইয়া থাকেন। যথা—শ্রীকৃষ্ণ প্রাগল্‌ভ্যতা সহকারে পূর্ব্ব রজনীর রতিকলা সম্বন্ধীয় বাক্য দ্বারা শ্রীরাধিকার নয়নদ্বয়কে লজ্জার দ্বারা আবৃত-প্রায় করিয়া, তাঁহার স্তনযুগলে চিত্রকেলি ভ্রমরাদি চিত্রিত করতঃ সখীদিগের মধ্যে বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন; এবম্ভূত রসক্রীড়া দ্বারা কুঞ্জে বিহার করতঃ হরি কৈশর বয়স সফল করিয়া থাকেন।" শ্রীকৃষ্ণে প্রকট করিয়া রূপেই ধীরললিতত্ব দেখা যায়, কিন্তু নাট্যশাস্ত্রজ্ঞেরা ধীরললিতত্ব বিষয়ে প্রায় কন্দর্পকেই উদাহরণ করিয়া থাকেন।

ধীরশান্তঃ—যে ব্যক্তি শান্ত-প্রকৃতি, ক্লেশ সহিষ্ণু, বিবেচক ও বিনয়াদি গুণযুক্ত, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই ধীরশান্ত বলিয়া থাকেন। যথা—"ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের নিকট ধর্ম্মকীর্ত্তনকারি কংসবৈরী শ্রীকৃষ্ণকে সন্দর্শন করিয়া বোধ হইল তিনি যেন সাক্ষাৎ দ্বিজপতির ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন, আশ্চর্য্যের কথা কি বলিব, বিনয় বশতঃ তদীয় মূর্ত্তি অতিশয় মধুর, চক্ষুর্দ্বয়ের তারা মন্থর অথচ স্নিগ্ধ এবং বাক্‌পটুতা ভঙ্গিদ্বারা অশেষ নীতি সকল সূচিত হইতেছিল।" পণ্ডিতগণ যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে ধীরশান্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ধীরোদ্ধত—যে ব্যক্তি মাৎসর্য্যযুক্ত, অহঙ্কারী, ক্রোধ পরবশ, চঞ্চল এবং আত্মশ্লাঘী, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে ধীরোদ্ধত বলিয়া উদাহরণ করেন। যথা—শ্রীকৃষ্ণ কালযবনকে পত্র লিখিতেছেন, "ওরে পাপরূপি যবনেন্দ্র ভেক! এখনি নিবর্ত্ত হইয়া কোন অন্ধকূপের গর্ত্ত মধ্যে বাসস্থান নির্ম্মাণ কর, এখানে কৃষ্ণ নামক কৃষ্ণভুজঙ্গস্বরূপ আমি তোকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত জাগরুক রহিয়াছি, আমার পরাক্রম জানিস্ না, আমি অবহেলা পূর্ব্বক ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই ব্রহ্মাণ্ড ভস্ম হইয়া যায়।" পণ্ডিতগণ ভীমসেন প্রভৃতিকে ধীরোদ্ধত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যদিচ মাৎসর্য্য প্রভৃতি দোষত্ব রূপে প্রতীয়মান হয় তথাচ লীলাবিশেষশালিত্ব প্রযুক্ত এই নির্দ্দোষ পাত্রে গুণরূপে পরিণত হয়। যথা—"অরে শ্রীদাম কুরঙ্গ (হরিণ)! আমি জলদরাশির ভারবাহী নম্রীভূত জলদপুঞ্জের ভ্রান্তি বিস্তার করিতে করিতে শুণ্ড উত্তোলন পূর্ব্বক গভীর গর্জ্জনকারি কৃষ্ণনামক দুর্নিবার মহামাতঙ্গ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলাম, অতএব তুই রঙ্গভূমি হইতে ভঙ্গ অঙ্গীকার কর।" এস্থলে যে সকল গুণ উক্ত হইল, তাহারা পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য প্রযুক্ত হরিতে কোনই অসম্ভব নহে, সকলই সম্ভব হইতে পারে।

যথা কূর্ম্মপুরাণে—ভগবান্ হরি স্থূলও নহেন, সূক্ষ্মও নহেন কিন্তু সর্ব্বতোভাবে স্থূলও বটেন, সূক্ষ্মও বটেন, তিনি সর্ব্বথা অবর্ণ অথচ শ্যামবর্ণ ও রক্তান্তলোচন, ঐশ্বর্য্যযোগ হেতু বিরুদ্ধার্থকেও গ্রহণ করেন। যদিচ গুণ সকল পরস্পর বিরুদ্ধ তথাপি পরমপুরুষ শ্রীহরিতে দোষ উদাহরণ করিতে নাই, সকলের সমাধান করিয়া উদাহরণ করা কর্ত্তব্য। মহাবরাহপুরাণেও—ভগবান্ পরমাত্মার যে সমস্ত দেহ তৎসমুদায় নিত্য ও শাশ্বত অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব বিশিষ্ট, সে সকলের ত্যাগও নাই এবং তাহা মায়াজনিতও নহে, সে সকল দেহ সর্ব্বতোভাবে পরমানন্দ স্বরূপ ও জ্ঞানময়, সকল গুণে পরিপূর্ণ ও সর্ব্বদোষ বর্জ্জিত। যথা, বৈষ্ণবতন্ত্রে—ভগবদ্বিগ্রহ অষ্টাদশ মহাদোষে বিবর্জ্জিত এবং তাহা সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ও সত্য-জ্ঞান-আনন্দস্বরূপ। অষ্টাদশ মহাদোষ যথা—বিষ্ণুযা মলে—মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, রুক্ষরস, উল্বণ, দুঃখপ্রদ লৌকিক কাম, লোলতা (চাঞ্চল্য), মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা,

বিশ্ববিভ্রম অর্থাৎ ব্রহ্মাদি ভক্তসম্বন্ধবশতঃ জগৎপালনেচ্ছাময়, বৈষম্য ও পরাপেক্ষা এই অষ্টাদশ দোষ কথিত হইল। এইরূপ সমুদায় অবতার হইতে শ্রেষ্ঠ সর্ব্বাবতারকারি মহাবিষ্ণু অপেক্ষা ব্রজেন্দ্রনন্দনে সুন্দর মাধুর্য্যরাশি বর্ণিত হইল, ইহাতে ঐশ্বর্য্যও জানিতে হইবে।

অনন্তর যাহা সদগুণস্বরূপে বিশ্রুত এবং মঙ্গলের অলঙ্কারস্বরূপ পুরুষ সম্বন্ধীয় সত্ত ভেদ কীর্ত্তন করিতেছি। যথা—শোভা, বিলাস, মাধুর্য্য, মাঙ্গল্য, স্থৈর্য্য, তেজঃ, ললিত, ও ঔদার্য্য এই সকল পুরুষসম্বন্ধীয় সত্ত ভেদ।

শোভা—যে স্থলে নীচে দয়া, অধিকে স্পর্দ্ধা, শৌর্য্য, উৎসাহ, দক্ষতা এবং সত্য প্রকাশ পায় তাহাকে শোভা বলে। যথা—ইন্দ্রকর্ত্তৃক অতিবৃষ্টি দ্বারা ব্রজভূমির সুন্দর রূপ পীড়ন অবলোকন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হইল স্বর্গ বিনষ্ট করিয়া ফেলি, কিন্তু পশ্চাৎ নমুচিশত্রু ইন্দ্র প্রভৃতিকে নীচ বিবেচনা করিয়া কারুণ্যতরঙ্গে পরিপূর্ণ হইলেন, কারণ স্বীয় ক্রোধের পর্য্যাপ্তি পাত্র আত্মতুল্য কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া সত্যপ্রতিজ্ঞ হরি বন্ধুগণকে আনন্দ প্রদান করতঃ মহাদ্রি গোবর্দ্ধন উত্তোলন করিলেন।

বিলাস—যে স্থলে বৃষভের ন্যায় গম্ভীর গতি, স্থির নিরীক্ষণ ও সহাস্য বাক্য, তাহাকে বিলাস বলে। যথা—পদ্মনেত্র শ্রীকৃষ্ণ মল্লশ্রেণিতে বিনয়শূন্য স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিক্রম ঘটাদ্বারা হস্তির ন্যায় ভূকম্প বিধান করতঃ বাক্যারম্ভে হাস্য পরিমল দ্বারা মঞ্চপৃষ্ঠ ক্ষালন করিয়া রঙ্গস্থলে গমন করিলেন।

মাধুর্য্য—যে স্থলে চেষ্টাদির স্পৃহনীয়তা হয়, তাহাকে মাধুর্য্য বলে। যথা—এক দিবস শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার দর্শন প্রত্যাশায় যমুনার প্রশস্ত কূলে উপবেশন পূর্ব্বক বিলম্ব যাহাতে হয় এমত ভাবে স্বর্ণবর্ণ কদম্ব কুসুম দ্বারা ঋজু লম্বি মাল্য রচনা করিতেছিলেন। ইতোমধ্যে কুরঙ্গীনেত্রা শ্রীরাধা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, মধুরিপু তাঁহার প্রতি অপাঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন।

মাঙ্গল্য—যে ব্যক্তি জগতের বিশ্বাসস্থল তাহাকে মাঙ্গল্য বলে। যথা—শ্রীহরিতে কোন অন্যায় নাই এই বিবেচনায় দানবগণ দ্বারার্গল মোচন করিয়াছে, কৃষ্ণ রক্ষাকর্ত্তা এই জ্ঞানে দেববৃন্দ প্রমত্ত ভাবে ক্রীড়া তৎপর হইয়াছেন, তিনি সাক্ষী স্বরূপ, ভক্তিমাত্র গ্রহণ করেন, এই বলিয়া দশসংস্কার হীন পুরুষগণ চিন্তা হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে, অতএব হে বিশ্বম্ভর! তোমার চরণ যুগলে কে না বিশ্বাস প্রাপ্ত হইয়াছে।

স্থৈর্য্য—কার্য্য বিঘ্নাকুল হইলেও তাহা হইতে যে বিচলিত না হওয়া তাহার নাম স্থৈর্য্য। যথা—শূলহস্ত শিব এবং বিবসনা শিবা প্রতিকূল ভাব অবলম্বন করিলেও শ্রীকৃষ্ণ বিন্ধ্যাবলিনন্দন বাণাসুরের ভুজ সকল ছেদন করিয়া দিলেন।

তেজঃ—সমুদায় লোকের চিত্তভাব পরিজ্ঞানকে পণ্ডিতেরা তেজ কহেন। যথা—ভাঃ ১০।৪৩।১৭ "হে রাজন! তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ মল্লগণের নিকট বজ্রতুল্য, নরসমূহের নিকট নরোত্তমস্বরূপ, কামিনীগণের নিকট মূর্ত্তিমান কন্দর্প-রূপী, গোপগণের নিকট বান্ধব, দুষ্ট রাজগণের নিকট শাসনকর্ত্তা; জনক-জননীর নিকট শিশু, কংসের নিকট মৃত্যু, অজ্ঞগণের নিকট বিরাট পুরুষ, যোগিগণের নিকটে পরমতত্ত্ব এবং বৃষ্ণিগণের নিকট পরম দেবতারূপে প্রতীত হইয়া বলদেবের সহিত রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন।" অবজ্ঞাদির অসহিষ্ণুতাকে পণ্ডিতগণ তেজ বলেন। যথা—রঙ্গস্থলে প্রচণ্ড কংস সম্মুখে দণ্ড দিবার অভিপ্রায়ে নন্দ এবং বসুদেবের প্রতি আক্রোশ বাক্য বলিতে থাকিলে, শ্রীকৃষ্ণ কংসের প্রতি দৈত্যগণের মৃত্যুস্বরূপ কুলটা স্ত্রী সম্পর্কীয়া দূতীরূপা দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক মঞ্চের উপরে কুর্দ্দন অভিপ্রায়ে গমন করিতেছেন, দর্শন কর।

ললিত—যে স্থলে প্রচুর-রূপে শৃঙ্গারের চেষ্টা প্রকাশ পায় তাহাকে ললিত বলিয়া জানিবে। যথা—রসিক-রাজ শ্রীকৃষ্ণ স্থির চিত্তে কৌতুকের সহিত দক্ষিণ হস্ত দ্বারা শ্রীরাধার কুচমুকুলে তিলক রচনা করিতেছেন, দর্পের সহিত অরিষ্টাসুর কটু শব্দ করিতে থাকিলে সরোমাঞ্চ কলেবরে হাসিতে হাসিতে বাম হস্ত দ্বারা কটি বন্ধন করিতে লাগিলেন।

ঔদার্য্য—আত্ম সমর্পণকারিকে ঔদার্য্য বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। যথা—বল দেখি পুরুষোত্তম হইতে অ কোন্ ব্যক্তি বদান্য হইবে, যিনি অকিঞ্চন নির্গুণ ব্যক্তিকেও আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন।

যদিচ স্থিরতাদি সামান্য নায়কগুণ সকল বর্ণিত হইল তথাপি পুর্ব্ব হইতে কিঞ্চিৎ বিশেষ প্রযুক্ত পুনরায় নায়কের অন্য গুণসকল কীর্ত্তিত হইতেছে।

সহায়—শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মাদি বিষয়ে গর্গাদি ঋষিগণ সহায়, যুদ্ধ বিষয়ে যুযুধান (সাত্বকী) প্রভৃতি এবং মন্ত্রণা বিষয়ে উদ্ধবাদি সহায়রূপে পরিকীর্ত্তিত হয়েন।

কৃষ্ণভক্ত—কৃষ্ণভাবে বিভাবিতান্তঃকরণকে কৃষ্ণভক্ত বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে সত্যবাক্য আদি করিয়া হ্রীমান পর্য্যন্ত যে সকল গুণ উল্লিখিত হইয়াছে, পণ্ডিতগণ (৮-৩৬) কৃষ্ণভক্তেতেও সেই সকল গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। সাধক ও সিদ্ধ ভেদে কৃষ্ণভক্ত দুই প্রকারে পরিকীর্ত্তিত হয়েন। সাধক—যথা—যাঁহাদের কৃষ্ণ-বিষয়ে রতি উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু সম্যক্‌রূপে বিঘ্ন নিবৃত্তি পায় নাই, এবং কৃষ্ণসাক্ষাৎকার বিষয়ে যোগ্য, তাঁহারাই সাধক বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হন। যথা ভাঃ ১১।২।৪৬—যিনি ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন বৈষ্ণবে মিত্রতা ; অজ্ঞানের প্রতি কৃপা ও বিদ্বেষীকে উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম। যথা—হে ধীমান! ভগবানের বার্ত্তানদী জনিত অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া ভবাগ্নি শিখা যে থাকিবে এমত চিন্তায় কোন ফল নাই, গাত্রে যখন লোম সকলের নৃত্য দেখিতেছি, তখন অমৃত স্পৃহাহারী কৃপাবৃষ্টিশীল কৃষ্ণাম্বুদ তোমার হৃদয়াকাশের নিকটবর্ত্তি হইয়াছেন।

সিদ্ধ—যাঁহাদের কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব হয় না, সর্ব্বদা কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কর্ম্ম করেন, এবং যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে প্রেম সৌখ্যাদির আস্বাদ বিষয়ে পরায়ণ, তাঁহারাই সিদ্ধ। সংপ্রাপ্ত সিদ্ধি ও নিত্যসিদ্ধ ভেদে সিদ্ধ দুইপ্রকার। তন্মধ্যে "সংপ্রাপ্তসিদ্ধ" যথা—সাধন দ্বারা এবং ভগবৎ কৃপাবশতঃ সংপ্রাপ্ত সিদ্ধি দুই প্রকার। তন্মধ্যে "সাধনসিদ্ধ" যথা—ভাঃ ৩।১৫।২৫—হে অমরবৃন্দ! যে সকল ব্যক্তি নিরহঙ্কারত্ব হেতু আমাদের অপেক্ষাও অধিক যোগী তাঁহারাই সেই বৈকুণ্ঠে গমন করিতে পারেন। তাঁহারা দেবশ্রেষ্ঠ হরির নিরন্তর অনুবৃত্তি করাতে এবম্বিধ প্রভাবশালী যে, যমও তাঁহাদিগের নিকট যাইতে অসমর্থ, তাঁহাদিগের ভক্তির কথা কি বলিব, পরস্পর বসিয়া পরস্পর যশঃ কথনে এমত অনুরাগ প্রকাশ করেন যে, তজ্জন্য অবশতা ও বাষ্পোদ্গম হওয়াতে অঙ্গ পুলকে পরিপূর্ণ হয়, এই নিমিত্ত তাঁহাদের কারুণ্যাদি শীল সকলেরই স্পৃহণীয়। যথবা—যাঁহাদের ভক্তি প্রভাব দ্বারা ক্লেশ পরম্পরা কবলিত (গ্রস্ত) হইয়াছে, যাঁহারা ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষরূপ পুরুষার্থ চতুষ্টয় চরণে প্রণত তাহাদের হইলেও প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে ঘৃণা বোধ করেন, যাঁহাদের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিশীল প্রেমোৎসবে অন্তঃকরণ প্রফুল্লিত হইতেছে, যাঁহাদের আনন্দাশ্রু দ্বারা বদন প্রান্ত ধৌত এবং অঙ্গ পুলকিত হইতেছে সেই ধন্য সিদ্ধগণকে নমস্কার করি। পণ্ডিতগণ মার্কণ্ডেয়াদি ঋষিগণকে সাধন দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কৃপাসিদ্ধ—যথা ভাঃ ১০।২৩।৪৩-৪৪—যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা কহিলেন কি আশ্চর্য্য! এই অবলাদিগের উপনয়নাদি সংস্কার হয় নাই, ইহারা ব্রহ্মচর্য্যার্থ গুরুকুলে বাসও করে নাই, ইহাদের তপস্যা অথবা আত্মবিচার কিম্বা শৌচাচার অথবা সন্ধ্যাবন্দনাদি শুভ ক্রিয়াও কিছুই নাই, তথাপি যোগেশ্বরদিগের ঈশ্বর যে ভগবান্ উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার প্রতি ইহাদের দৃঢ় ভক্তি হইয়াছে, আমরা সংস্কারাদিমন্ত হইয়াও লাভ করিতে পারিলাম না। যথা—শ্রীনারদ শুকদেবকে বলিলেন—হে মুনে! তুমি গুরুকুলে বাস করিয়া গুরু সেবার্থ কষ্ট ভোগ না করিয়াই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ, সাধন বিধিতে তোমার শ্রম লবের গন্ধ মাত্রও দেখিতেছি না, কি আশ্চর্য্য! পরমহংস প্রার্থনীয় মুকুন্দচরণপদ্মের প্রেম সুধার প্রবাহ দ্বারাই কেবল চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইয়াছ। যজ্ঞপত্নী, বলি মহারাজ এবং শুকদেবাদি কৃপাসিদ্ধ।

নিত্যসিদ্ধ—যাঁহাদের গুণ মুকুন্দের ন্যায় নিত্য ও আনন্দ স্বরূপ এবং যাঁহারা আপনা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে

কোটিগুণ প্রেম বিধান করেন, তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ। যথা—পদ্মপুরাণে "ভগবান সত্যভামাকে কহিলেন হে দেবি! ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ এবং পৃথিবী ইহাদের প্রার্থনায় আমি আগমন করিয়াছি, আমার গণ সকলও আমার সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছে, হে ভাবিনি! এই যে সকল যাদব দেখিতেছ ইহারা আমারই গণ, অতএব ইহাদের পরাক্রম সামান্য নহে, ইহারা আমার প্রিয়, আমার তুল্য গুণশালী।" ভাঃ ১০।১৪।৩২—পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন যাঁহাদের মিত্র সেই নন্দগোপপ্রমুখ ব্রজবাসিগণের কি মহাভাগ্য! কি মহাভাগ্য! শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চপঞ্চাশৎ গুণসকল ও অন্যান্য সিদ্ধি প্রদত্বাদি গুণ সকলও সিদ্ধগণে বিদ্যমান আছে।

শান্ত, দাসত্বতাদি, সখা, গুরুবর্গ ও প্রেয়সীগণ এই পাঁচপ্রকার কৃষ্ণভক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

উদ্দীপন—যাহারা ভাব প্রকাশ করে তাহাদিগকে উদ্দীপন কহে, তৎ সমুদয় যথা—শ্রীকৃষ্ণের গুণ; চেষ্টা ও প্রসাধন, হাস্য, অঙ্গগন্ধ, বংশী, শৃঙ্গ, নূপুর, শঙ্খ. পদচিহ্ন, ক্ষেত্র, তুলসী, ভক্ত, একাদশী প্রভৃতি উদ্দীপন বলিয়া কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে গুণ যথা—কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভেদে গুণ তিন প্রকার। তন্মধ্যে কায়িক যথা—বয়স, সৌন্দর্য্য, রূপ এবং মৃদুতা প্রভৃতিকে কায়িক বলে। যদিচ শ্রীকৃষ্ণের কায়িক গুণ সকল স্বরূপই বটে, তথাপি ভেদ স্বীকার করিয়া উদ্দীপন রূপে কথিত হইয়াছে। অতএব তদীয় স্বরূপের আলম্বনতাই সিদ্ধ হয়, কিন্তু ভূষণাদির কেবল উদ্দীপনত্ব রূপেই ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বোক্ত গুণ সকল আলম্বন ও উদ্দীপন রূপে কথিত হয়। তন্মধ্যে "বয়স" যথা—বয়স তিন প্রকার, কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কৌমার, দশ বৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর, তৎপরে ষোড়শ বৎসর হইতে যৌবন। ক্রীড়াভেদে বৎসল রসে কৌমার বয়স, সখ্যরসে পৌগণ্ড ও মধুররসে কৈশোর বয়সই শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বরসাশ্রয় বলিয়া ক্রমশ ঐ সকলের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

কৈশোর তিন প্রকার আদি, মধ্য ও শেষ। আদি কৈশোর যথা—প্রথম কৈশোরে বর্ণের অনির্ব্বচনীয় উজ্জ্বলতা, নেত্রান্তে অরুণবর্ণ কান্তি ও লোমাবলীর প্রকাশ। যথা—কুন্দলতা স্বীয় সখীকে কহিলেন, সম্প্রতি বনমালির তনুতে আশ্চর্য্য শোভা স্ফূর্তি পাইতেছে, আহা! তদীয় অঙ্গ সকলের শ্যামলতা ইন্দ্রনীলমণির শোভা হরণ করিতেছে, নয়নদ্বয়ের অন্তে ঈষৎ লোহিত বর্ণ কান্তি প্রবেশ করিয়াছে এবং অল্প অল্প সূক্ষ্ম লোমরাজি উদ্গত হওয়াতে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতেছে। বৈজয়ন্তী, ময়ূরপুচ্ছাদি, নটবরবেশ, বংশীমাধুর্য্য, বস্ত্রশোভা এবং পরিচ্ছদ সকলও উদ্দীপন রূপে কথিত হয়। যথা ভাঃ ১০।২১।৫—"তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ চূড়ায় শিখিপুচ্ছভূষণ, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার পুষ্প, পরিধানে কণকবর্ণ পীত বসন এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিয়া অধরামৃত দ্বারা বংশীছিদ্র পূরণ করিতে করিতে নটবরবেশে শঙ্খচক্রাদি লক্ষণযুক্ত নিজ পদচিহ্নিত বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। তখন গোপগণ তদীয় মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিল।" তীক্ষ্ণ নখাগ্র, চঞ্চল ভ্রূধনুও চূর্ণ খদির দ্বারা দন্ত রঞ্জিত ইত্যাদি চেষ্টা সকলকেও উদ্দীপন বলে। যথা—হে সখি! অঘরিপুর আশ্চর্য্য মূর্ত্তি দর্শন কর, ইহার ভ্রূযুগল তনুহীন কন্দর্পের নব ধনুর ন্যায় নৃত্য করিতেছে, নখ শ্রেণীর অগ্রভাগ এরূপ খরতর যে, শাণিত শর সমূহের ন্যায় বোধ হইতেছে, দন্ত সকল এরূপ অরুণবর্ণ দেখাইতেছে যে ক্রোধই যেন শরীর ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে, অতএব ইহাকে দেখিয়া কোন্ যুবতী না ত্রাসযুক্ত হয়।

শ্রীকৃষ্ণের মোহনতা—যথা—বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন হে মাধব! তোমার নব মাধুর্য্যশালি হাস্য সন্দর্শন করিয়া মুগ্ধা গোপীগণ আপন মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে স্বয়ং অক্ষম হইতেছেন, কোন ব্যক্তির সহিত আলাপ করিতেও সক্ষম হইতেছেন না। অধিক কি বলিব এরূপ পীড়িতা হইয়াছেন যে, স্বীয় প্রাণের প্রতি জীবিতাশা একেবারেই বিসর্জ্জন দিয়াছেন।

মধ্য-কৈশোরে—উরুদ্বয়, বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থলের কোন অনির্ব্বচনীয় শোভা, তথা মূর্ত্তির মাধুরিমাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে। যথা——শ্রীকৃষ্ণের অভিনব তারুণ্যারম্ভে তদীয় উরুদ্বয় করিশুণ্ডকে দণ্ড দিবার নিমিত্ত স্পৃহা

করিতেছে, বক্ষঃস্থল মরকতমণি নির্ম্মিত কবাটের সহিত সখ্য বিধান করিতে বাসনা করিতেছে এবং ভুজযুগ অর্গলাবর্গকে নিন্দা করিতেছে, অতএব কেশবের কি আশ্চর্য্য শোভা। মন্দ হাস্যযুক্ত মুখ বিলাসান্বিত চঞ্চল লোচন, তথা ত্রিজগৎ মোহনকারী গীত ইত্যাদি মধ্যকৈশোরের মাধুরী যথা—আহা! শ্রীকৃষ্ণের প্রথম তারুণ্যাবস্থায় কি আশ্চর্য্য মাধুর্য্য প্রকাশ পাইতেছে, তদীয় লোচনদ্বয় চঞ্চল হইয়া কন্দর্পকেলী চাতুর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে, হাস্য বিলাসান্বিত অধর পল্লবে বদন পদ্ম শোভিত হইয়া রহিয়াছে তাঁহার সঙ্গীতের এরূপ চমৎকার শক্তি যে, তদ্দারা ধীর-স্বভাবা কুলকামিনীগণের পাতিব্রত্য ব্রত বিনষ্ট হইতেছে।

মধ্য কৈশোরের চেষ্টা যথা—রসিকতার সার বিস্তার, কুঞ্জক্রীড়ামহোৎসব এবং রাসলীলাদি আরম্ভ। যথা—বৃন্দাবন কোন স্থানে সুস্পষ্ট যাবকযুক্ত পদ চিহ্ন দ্বারা, কোন স্থানে লুণ্ঠিত ময়ূর পুচ্ছের শিরোভূষণ দ্বারা, কোন স্থানে স্খলিত ক্ষুদ্র ঘণ্টিকান্বিত শয্যাশলি কুঞ্জগৃহ দ্বারা এবং কোথাও বা মণ্ডলীবদ্ধ তাণ্ডব ঘটায় উৎক্ষিপ্ত বালুকা দ্বারা ভূষিত হইয়া গোবিন্দের বিলাস সকল সূচনা করিয়া দিতেছেন।

মধ্য-কৈশোরের মোহনতা:—যথা—হে সখি! অকস্মাৎ কৃষ্ণাকাশে এ কোন্ বেগবান্ মাধুর্য্য-পূর্ণ সূর্য্যদেবের উদয় হইল, ইনি আমাদের ধর্ম্মরূপি-চন্দ্রকে অস্তমিত করিয়া সর্ব্বতোভাবে রাগপটল অর্থাৎ অনুরাগ সমূহ বিধান করিতে করিতে দূর হইতে হৃদয় রূপ সূর্য্যকান্ত মণিতে কামাগ্নি নিক্ষেপ-পূর্ব্বক জ্ঞান-কুমুদকে মুদ্রিত করিয়া দিলেন, অতএব হে সখী! আমাদের আর ত্রাণের উপায় দেখিতেছি না।

শেষ-কৈশোর—চরম কৈশোরে প্রবৃত্ত হইলে অঙ্গ সকল পূর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় উৎকর্ষ ধারণ করে এবং তাহাতে স্পষ্টরূপে ত্রিবলি রেখা প্রকাশ পায়। যথা—যাঁহার বক্ষঃস্থল মরকত পর্ব্বতীয় বৃহৎ পাষাণ খণ্ডের প্রভা হরণ করিতেছে, যাঁহার ভুজদ্বয় ইন্দ্রনীল মণির স্তম্ভকে ধিক্কার করিতেছে, যাঁহার তনু ত্রিবলি যমুনার তরঙ্গ সকলকে বিড়ম্বিত করিতেছে, এবং যাঁহার উরু রামরম্ভা হইতেও পরম সুন্দর দেখাইতেছে, সেই অসুরান্তক শ্রীকৃষ্ণকে আমি চিন্তা করিতেছি।

অন্ত্য কৈশোরের মাধুর্য্য যথা:—হে তরুণি! পীতাম্বরকে সন্দর্শন কর, ইনি পঞ্চশরের (কন্দর্পের) মাধুরী দমনদক্ষ অঙ্গশ্রী দ্বারা বধুগণের ধৈর্য্য বিনষ্ট করিতেছেন, ইহার অঙ্গ শিল্পনৈপুণ্যের ক্রীড়াস্থান হইয়াছে, নয়নাঞ্চলের চমৎকৃতি দ্বারা খঞ্জনের নৃত্যগর্ব্ব খর্ব্ব হইতেছে, অতএব ইহার সুন্দর তারুণ্যের কথা আর কি বলিব। পণ্ডিতগণ ইহাকেই হরির নবযৌবন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই অন্ত্য কৈশোরে ব্রজদেবী সকলের অপূর্ব্ব কন্দর্প-ক্রীড়ারূপ লীলানন্দভাব সমুদায় প্রকাশ পাইয়া থাকে। যথা—এই কুঞ্জরাজ শ্রীকৃষ্ণ কামক্রীড়ায় ষড়্গুণ (সন্ধি, বিগ্রহ, গমন সাধন, আসন, ভেদও আশ্রয়বিশিষ্ট) হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট শৃঙ্গার রাজ্য শাসন করিতেছেন, যথা—কোন স্থানে সুন্দরী সকলের সহিত কলহ উপস্থিত করিতেছেন, কোথাও শুকপক্ষী দ্বারা নখচিহ্ন-রূপ দ্বৈধ বিধান করিতেছেন, কোথাও ক্রীড়ার নিমিত্ত গমনোদ্যত হইতেছেন, এবং কোথাও বা সখার সহিত সন্ধি ও আশ্রয় বিধান করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের মোহনতা:—যথা—হে কৃষ্ণ! অদ্য তোমার কৈশোর বয়স গোপীগণের গুরু পদবীতে আরোহণ করিয়া তাঁহাদিগকে সখীজনের সহিত কর্ণাকর্ণি, নির্জনে দূতীদিগকে স্তব করিবার রীতি, পতিবঞ্চনা বিষয়ে চাতুর্য্য, রজনীযোগে কুঞ্জগমনে অভ্যাস, গুরুবাক্যে বধিরতা ও বেণুধ্বনিতে উৎকর্ণতা, ইত্যাদি ব্রত সকল পাঠ করাইতেছে। যদিচ এস্থলে কৈশোর বয়সকে নায়কের স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তথাপি নানা রূপের প্রকটন প্রযুক্ত ঐ কৈশোর উদ্দীপন রূপে সম্মত হয়। কোন স্থানে বাল্যাবস্থাতেও শ্রীকৃষ্ণের নব তারুণ্য প্রকাশ হইয়াছে শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু রসপোষক না হওয়াতে রসজ্ঞেরা তাহার উদাহরণ করেন নাই।

সৌন্দর্য্য—অঙ্গসকলের যথাযোগ্য সন্নিবেশকে সৌন্দর্য্য বলে। যথা—হে কংসারে! তোমার দীর্ঘ নয়নযুক্ত

বদন মণ্ডল, মরকতমণি কবাটাপেক্ষা স্থূল বক্ষঃ, স্তম্ভ সদৃশ ভুজদ্বয়, সুন্দর পার্শ্ব যুগল, ক্ষীণ মধ্যদেশ এবং আয়ত স্থূল জঘন কোন্ পঙ্কজাক্ষীর হৃদয় না হরণ করে।

রূপ—যাহার দ্বারা অলঙ্কার সকলের শোভা প্রকাশ পায় তাহাকে রূপ কহে। যথা—হে শোভনাঙ্গি! মণিময় কুণ্ডলাদি ভূষণ সকল শ্রীকৃষ্ণাঙ্গে শোভার্থ নীত হইয়া কিঞ্চিন্মাত্র শোভা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয় নাই, বরং আপনারাই অতিশয়-রূপে শোভিত হইয়াছিল।

মৃদুতা—কোমল বস্তুরও সংস্পর্শ অসহনকে মৃদুতা কহে। যথা—আহা! নবঘনশ্যাম এই সুকুমার শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সকল এরূপ কোমল যে নবপল্লবের সংস্পর্শমাত্রে বিবর্ণ হইয়া উঠিল। নায়ক প্রকরণে বাচিক ও মানসিক প্রভৃতি যে সকল গুণ উক্ত হইয়াছে, পণ্ডিতগণ এস্থলে তাহাদিগকে উদ্দীপন বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

চেষ্টা—রাসাদি লীলা এবং দুষ্টবধাদিকে চেষ্টা কহে। তন্মধ্যে "রাস" যথা—মথুরায় শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজদেবীগণের পত্রিকা যথা—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি নৃত্য-ক্রীড়ায় সুপাণ্ডিত্য প্রকাশ-পূর্ব্বক যে সময়ে রাসরসার্থী হইয়া নৃত্য-শালিনী গোপনিতম্বিনী সকলের সহিত আলিঙ্গন করিয়াছিলে তৎকালীন রম্ভা প্রভৃতি দেবীগণ অনঙ্গ রঙ্গে বিবশ হইয়া তোমার শোভা দর্শন করিতেছিল, এক্ষণে সেই মধুরিমা আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে।

দুষ্ট বধ—যথা—আ! কি আশ্চর্য্য! যে বৃষাসুর লীলাবশতঃ মস্তক কম্পিত করাতে দেবদেব শম্ভু ম্লান হইয়া বৃষকে মন্দরগিরির গুহা মধ্যে স্থাপন করেন, কৌতুক দেখ, শ্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে সেই দুষ্ট অরিষ্টকে বিনষ্ট করিলেন।

প্রসাধন—বসন, সজ্জা ও ভূষণাদিকে প্রসাধন বলে। "বসন" যথা—অরুণ, কুঙ্কুম ও হরিতাল বর্ণ বিশিষ্ট যুগ, চতুষ্ক ও ভূয়িষ্ঠ ভেদে শ্রীকৃষ্ণের বসন তিন প্রকার হয়। "যুগবসন" যথা—পরিধান ও উত্তরীয়কে যুগবসন বলে। যথা—মুকুন্দাষ্টকে—মুকুন্দ নিতম্ব-দেশে স্বর্ণরাশি শোভাহারি পীত বসন ও তদুপরি প্রিয়তমার অনুরাগ যুক্ত দেহ প্রভার ন্যায় নূতন রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া আমার নয়নের অভীষ্ট পূর্ণ করিতেছেন। "চতুষ্ক বসন" যথা—জামা, পাগ, উদর বন্ধ এবং পরিধেয়কে বসন চতুষ্ক কহে। যথা—শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ রক্তবর্ণ বসন পরিধান পূর্ব্বক অঙ্গে স্বর্ণবর্ণ উৎকৃষ্ট জামা, মস্তকে অরুণবর্ণ পাগ ও উদর মধ্যে বিচিত্র ধটী বন্ধন করিয়া হাস্য বদনে বিচরণ করতঃ আমাদের হর্ষ বর্দ্ধন করিতেছেন। "ভূয়িষ্ঠ" যথা—নটবেশের উপযুক্ত খণ্ড, অখণ্ড নানাবর্ণ বসন সকলকে পণ্ডিতগণ বসন ভূয়িষ্ঠ বলিয়া থাকেন। যথা—হে বিপুলজঘনে! মেঘকান্তি এই মাধব খণ্ড, অখণ্ড, শুক্ল, পিঙ্গল, নীল, অরুণবর্ণ বস্ত্র সকল যথাযোগ্য স্থানে ধারণ পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ করিশাবক সদৃশ বহুরঙ্গে সুশোভিত হইয়া আমার হর্ষ বিধান করিতেছেন।

আকল্প—কেশবন্ধন, আলেপ, মালা, চিত্র, তিলক, তাম্বুল ও ক্রীড়াপদ্ম এই সকলকে আকল্প বলে। জূট (গ্রীবার পশ্চাদ্দেশে কেশ বন্ধন) কবরী (পুষ্পাদি দ্বারা কেশ বন্ধন) চূড়া (উর্দ্ধবদ্ধ কেশ) বেণী (পৃষ্ঠভাগে লম্বিত কেশ বন্ধন) এই সকলকে কেশ বন্ধন বলে। শ্বেত, চিত্রবর্ণ এবং পীত এই তিন প্রকার আলেপ। মালা তিন প্রকার বৈজয়ন্তী অর্থাৎ পঞ্চবর্ণ পুষ্প নির্ম্মিত জানু পর্য্যন্ত লম্বিত মালা, রত্নমালা ও বনমালা অর্থাৎ পত্র-পুষ্পময়ী পাদ পর্য্যন্ত লম্বিতা মালা। মালার বিশেষ বিশেষ নাম যথা—বৈকক্ষক অর্থাৎ বক্ষঃস্থলে বক্রভাবে নিক্ষিপ্ত মালা, আপীড় অর্থাৎ চূড়া বেষ্টন মাল্য, প্রালম্ব অর্থাৎ কণ্ঠদেশ হইতে সরলভাবে লম্বিত মালা। শ্বেত পীত ও অরুণবর্ণ মকরী পত্র নির্ম্মাণাদি ও তিলক রচনাকে চিত্র কহে। পণ্ডিতগণ এতদ্ভিন্ন অন্যান্যও স্বয়ং উদাহরণ করিবেন।

হে সখি! শ্যামাঙ্গ মাধব তাম্বূলরাগ দ্বারা মুখচন্দ্রের শ্রীসম্পাদন পূর্ব্বক নির্ম্মল সুপ্রকাশ কুঞ্চিত কেশ ও সুঘৃষ্ট কুঙ্কুম আলেপ শোভা দ্বারা তথা বিশাল বক্ষে রক্তবর্ণ মালা ধারণ এবং ললাটে পত্রভঙ্গ অর্থাৎ তিলক দ্বারা রঞ্জিত হইয়া আমার নয়নদ্বয়ের আনন্দ বিধান করিতেছেন।

মণ্ডল—কিরীট, কুণ্ডল, হার, চতুষ্কী অর্থাৎ তক্তি, বলয়, অঙ্গুরীয়ক, কেয়ুর ও নূপুরাদি এই সকলকে রত্ন ভূষণ বলে। বিচিত্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা, তুলনা রহিত মুকুট, হীরক নির্ম্মিত কুণ্ডলদ্বয়, শুদ্ধ মুক্তাহার, নির্ম্মল বলয়, মনোহর চন্দ্র-

বিশিষ্ট চতুষ্কী অর্থাৎ তক্তি, রমণীয় অঙ্গুরীয়ক ও মাধুর্য্য-পূর্ণ নূপুরদ্বয় ইত্যাদি ভূষণ সকল শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গশোভা-দ্বারা স্ব-স্ব শোভা পূর্ণ করিতেছে।

পুষ্পাদি দ্বারা কৃত ভূষণকে বন্য ভূষণ কহে। গৈরিকাদি ধাতু-নির্মিত তিলককে পত্রভঙ্গ লতাদি কহা যায়। "স্মিত"—যথা কর্ণামৃতে—হে কৃষ্ণ! তোমার সর্ব্বতাপহারি ঈষৎ হাস্য অখণ্ড পূর্ণানন্দ রস-তরঙ্গ দ্বারা অন্য রসান্তর সকলকে দূরীকৃত করিয়া অবাধে সুধা সমুদ্র বমন করত বিরাজ করিতেছে।

অঙ্গসৌরভ যথা—সূর্য্যোপরাগ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে গমন করিলে তদীয় অঙ্গ হইতে কোন অপূর্ব্ব পরিমলবাহিনী সম্বিৎ চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইয়া অস্মদাদি মুনিগণের বপু পুলকিত করত আমোদ সমুদ্রে প্রবেশ করিল, অতএব বোধ হইল শ্রীকৃষ্ণ যেন মুনিবৃন্দকে আনন্দ প্রদানার্থই কুরু-ভূমিতে গমন করিয়াছিলেন।

বংশী—কংসনাশন শ্রীকৃষ্ণের চঞ্চল বংশীধ্বনি বলপূর্বক পরমহংসদিগের ধ্যানভঙ্গ পুরঃসর অমৃত মাধুর্য্যকে নিন্দা করতঃ বারম্বার কন্দর্প শাসনাতিশয়ের ঘোষণা প্রদান করিয়া সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হইতেছেন। বংশী তিন প্রকার—বেণু, মুরলী ও বংশিকা। যাহা দ্বাদশ অঙ্গুল দীর্ঘ, অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত স্থূল ও ছয়টী ছিদ্রযুক্ত পারিকাকে বেণু বলে; দ্বিহস্ত-পরিমাণ, মুখমধ্যে রন্ধ্র এবং চারিটী স্বরের ছিদ্রযুক্তা চারুনাদিনী মুরলী; অর্দ্ধ অঙ্গুলি অন্তরে অষ্টছিদ্র, সার্দ্ধাঙ্গুল ব্যবধানে মুখরন্ধ্র, শিরোভাগ চারি অঙ্গুলি, পুচ্ছ তিন অঙ্গুলি সমুদয়ে নয়টী রন্ধ্রযুক্ত সপ্তদশ অঙ্গুলিযুক্ত বংশী। যদি সেই বংশীর মুখছিদ্র ও স্বরচ্ছিদ্র দশ দশ অঙ্গুলি ব্যবধান থাকে তবে তাহাকে 'মহানন্দা' 'সম্মোহিনী' বলে। দ্বাদশাঙ্গুল ব্যবধান হইলে 'আকর্ষিণী' এবং চৌদ্দ অঙ্গুলের ব্যবধানে 'আনন্দিনী' নাম হয়। আনন্দিনী বংশী গোপগণের প্রিয়, 'বংশুলী' নামেও বিখ্যাত। সম্মোহিনী বংশীমণিময়ী, আকর্ষিণী স্বর্ণ-নির্ম্মিত এবং বংশুলী বংশ নির্ম্মিত।

শৃঙ্গ—বনমহিষ ও কৃষ্ণসারাদির শৃঙ্গ—অগ্র পশ্চাদ্ ভাগে স্বর্ণ-খচিত এবং মধ্যভাগ রত্ন সমূহে শোভিত হইলে তাহাকে 'মন্দ্রঘোষ' নামক শৃঙ্গ কহে। যথা—তারাবলী নাম্নিকা গোপী—উচ্চধ্বনির স্বল্প-প্রযত্ন (রঙ্গক্রীড়া) রূপ গরলোদ্গারী বেণু-রূপ-সর্প-কর্তৃক দংষ্ট হইয়া বিষনাশ করিতে অভিলাষ করতঃ বিষাণিকার (শৃঙ্গের) নিনাদরূপ দুগ্ধ পান করিলেন, তাহাতে কিন্তু তাঁহার বিষই (বিষতুল্য ভাবই) দ্বিগুণীভূত হইল।

নূপুর—হে সখি! এই আঘারির নূপুরধ্বনি শ্রবণ করিয়া অদ্য আমি মহাগম্ভীর সম্ভ্রমযুক্তা এবং তদ্দর্শনের জন্য অতি চঞ্চলা হইলেও কিন্তু বাহির হইতে পারি নাই, যেহেতু গুরুগণ সম্মুখেই উপস্থিত ছিলেন।

শঙ্খ—দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খই পাঞ্চজন্য বলিয়া বিখ্যাত। যথা—মাধব-কর্তৃক শব্দায়মান কম্বুরাজ পাঞ্চজন্যের ধ্বনি অসুর-বধূকুলের গর্ভস্রাব করাইয়া সুরসুন্দরীগণের মঙ্গলপাঠ পূর্ব্বক জনবৃন্দকে পুলকাঞ্চিত করত: ভুবনমধ্যে ভ্রমণ করিতেছে।

পদাঙ্ক—ভাঃ ১০।৩৮।২৬—শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শনে অক্রূর আনন্দের আতিশয্যে মহাসংভ্রমযুক্ত, প্রেমে পুলকিত ও অশ্রুধারায় অভিষিক্ত হইয়া রথ হইতে উল্লম্ফন পূর্ব্বক "আহা! এই ত" শ্রীপ্রভুর চরণরজঃ এই ভাবিয়া তাহাতে লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন।" "হে সখাগণ! ঐ দেখ—শ্রীহরি এই পথেই যমুনা তটে গিয়াছেন, যেহেতু ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশ-পদ্ম-চিহ্নিত এই চরণচিহ্নগুলি আমার নয়নদ্বয় আকর্ষণ করিতেছে।"

ক্ষেত্র—অহো! সুদুর্লভ শোভা সমৃদ্ধিযুক্ত হরিকেলি স্থানের দর্শন করা দূরে থাকুক—'মথুরা' এই শব্দটী কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলেই আমাদের মনকে চঞ্চল করে।

তুলসী—যথা বিল্বমঙ্গলে—হে পদ্মলাশনয়ন-শ্রীকৃষ্ণের শিরোভূষণ মাল্যরূপা তুলসীমঞ্জরি! তোমার নিকট কিছু প্রার্থনা করিতেছি—আমি তাঁহার চরণে শরণার্থী বলিয়া পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণকে জানাও।

ভক্ত—যথা (ভাঃ ৪।১২।২১)—ধ্রুব সেই সুনন্দ ও নন্দকে শ্রীভগবানের কিঙ্কর মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান

করিলেন, পার্ষদ প্রধান ভাবিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবন্নামাবলি গ্রহণ করিতে করিতে প্রনাম করিলেন, কিন্তু সাধ্বস (ব্যস্ততা) বশতঃ যথাবিহিত পূজা করিতে বিস্মৃত হইলেন।

হরিবাসর—অপূর্ব্ব বহু বহু ভগবৎ পর্ব্বদিন থাকিলেও কিন্তু আমাকে ধন্য ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীই আনন্দ দান করিতেছে। ইতি ভক্তিরসামৃতসিন্ধু দক্ষিণবিভাগের বিভাবাখ্য ১ম লহরী সমাপ্ত।

দক্ষিণ বিভাগের অনুভাবাখ্য দ্বিতীয়লহরী ঃ—

অনুভাব—চিত্তস্থিত ভাবের অববোধক, বাহিরে বিকারের ন্যায় প্রতীয়মান ক্রিয়াবিশেষকে 'অনুভাব' বলে। ইহাদিগকে 'উদ্ভাস্বর' নামেও অভিহিত করা হয়। নৃত্য, গীত, ক্রোশন (চীৎকার), গাত্রমোটন, হুঙ্কার, জৃম্ভা, দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষারাহিত্য, ললাস্রাব, অট্টহাস্য, ঘূর্ণা, হিক্কা, স্মিত প্রভৃতি বাহিক বিকার দ্বারা চিত্তস্থ ভাবের বোধক হয়। অনুভাবগুলি শীত ও ক্ষেপণ ভেদে দ্বিবিধ। গীত, জৃম্ভা, দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষাশূন্যতা লালা বা নাসিকাস্রাব, স্মিত প্রভৃতি 'শীত' এবং নৃত্য, বিলুণ্ঠনাদিকে 'ক্ষেপন' অনুভাব বলে।

নৃত্য—মুরলীর নিনাদ-অভ্যাসকালে শ্রীহরির বদন চন্দ্রকে সুধাকিরণশীল দেখিয়া কম্পিত মহেশ্বর গগণে গণেশের সহিত ডিণ্ডিমবাদ্য সহকারে তাণ্ডব নৃত আরম্ভ করিলেন। "বিলুণ্ঠিত"—ভাঃ ৩।১।৩২—বিদুর উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বিদ্বান্ ও ভগবৎপ্রপন্ন অক্রূর নন্দগ্রাম-প্রবেশকালে প্রেমভরে শ্রীকৃষ্ণ-পদাঙ্কচিহ্নিত ধূলিতেই লুণ্ঠিত হইয়াছিলেন।

গীত—হে গোকুলেন্দ্র! অনুরাগাতিশয্যপ্রযুক্ত-চিত্তবিশিষ্টা শ্রীরাধা তোমার নব গুণ গান করিতে করিতে সখীগণকে জড়তাপন্ন এবং পাষাণসমূহকে জলময় করিতেছেন।

ক্রোশন—হরিকীর্ত্তনজাত বিকার ভরে নারদ অদ্য এমন ভাবে চীৎকার করিলেন যাহাতে নরসিংহের পুনরাবির্ভাব আশঙ্কা করত দানবগণ তৎক্ষণাৎ কম্পিত হইয়া পলায়ন করিল।" "হে ব্রজেন্দ্রনন্দন! অদ্য মুরলীরবে চঞ্চলচিত্তা সুন্দরী রাধা কাকুবাদ সহকারে ব্যাকুলা হইয়া কুররী পক্ষীর ন্যায় মুহুর্মুহু চীৎকার করিতেছেন।

তনুমোটন—শ্রীনারদ বীণাযোগে কৃষ্ণনাম গান করিলে মন সন্তুষ্ট হওয়ায় এমন উৎকটভাবে তনুমোটন করিলেন যাহাতে যজ্ঞসূত্র ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল।

হুঙ্কার—শ্রীকৃষ্ণের মুরলীনাদে ভ্রান্তবুদ্ধি শঙ্কর আকাশে এরূপ হুঙ্কার করিলেন যাহাতে সেই ধ্বনিতে দানবকুলকে ধ্বংস করিয়া প্রতিক্ষণেই সাধুগণকে পরমানন্দ দানে নবীন করিতেছিল।

জৃম্ভা—হে পদ্মিনি! সম্মুখস্থ এই বিস্তৃত কুমুদ-বনে কৃষ্ণরূপ পূর্ণচন্দ্র উদিত দেখিয়া তোমার মুখপদ্ম বিকশিত হইয়া জৃম্ভা ত্যাগ করিল—ইহাই বিচিত্র।

দীর্ঘশ্বাস—চাতকী ললিতা শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপটরূপ বর্ষাকালের উদয় দেখিয়া সাতিশয় তৃষ্ণার্ত্তা হইলেন, কিন্তু নিঃশ্বাসরূপ নয়নজল-মিশ্র প্রবলাকার ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা নেত্রপথ হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় সেই কৃষ্ণমেঘাকৃতি চিত্রপট না দেখিয়া ক্ষোভিত হইলেন।

লোকানপেক্ষিতা—ভাঃ ১০।২৩।৪১—"যে ভাব জন্মিলে গ্রহ নামক মৃত্যুপাশ ছিন্ন হইয়া যায়, আহা! নারীগণেরও জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদৃশী ভক্তি হইয়াছে, দর্শন কর।" এবং পদ্যাবলি—মুখর লোক যেভাবে ইচ্ছা নিন্দা করুক না কেন, আমরা তাহা গণ্য করিব না। হরিরসমদিরা-পানে অতিমত্ত হইয়া আমরা ভূমিতলে লুণ্ঠন, নৃত্য করিব এবং যথেষ্ট ভোগ করিব।

লালাস্রাব—মনে হয় যেন এই মুনি প্রেমরূপ সর্প কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া কষ্টেই পড়িয়াছেন! যেহেতু নিশ্চল হইলেও ইহার মুখ হইতে লালাস্রাব হইতেছে।

অট্টহাস্য—হাস্য হইতে ভিন্ন অথচ চিত্তের বিক্ষেপ হইতেই সম্ভূত হয়। যথা—মনে হয় যে শ্রীকৃষ্ণ-কিঙ্করের চিত্ততটে বহুকালে ভক্তিলতা প্রফুল্লিতা হইয়াছে, তাহার জন্যই তাঁহার বদনে অট্টহাস্যরূপ পুষ্পরাশি সুন্দর ভাবে স্খলিত হইতেছে।

ঘূর্ণা—সখি মুরলি! মনে হয় যে অঘারি শ্রীকৃষ্ণ তোমাতে ফুৎকার-দানচ্ছলে ঘূর্ণাবাত্যারই আধান করিয়াছেন, নতুবা তোমার ধ্বনি বিঘূর্ণিত হইতে হইতে পদ্মনয়না গোপীদিগকেও ঘুরাইতেছে কেন?

হিক্কা—পৌর্ণমাসী বলিলেন—হে পুত্রি! তুমি বৃথা কেন প্রিয়সখী শ্রীরাধা বিষয়ে অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছ? ইহাকে কোনও ঔষধ প্রয়োগ করিও না, উদ্ধত রোদনও পরিত্যাগ কর। হে বরাক্ষি! ইনি শ্রীহরির প্রণয়বিকারে ব্যাকুল হইয়া মুহুর্মুহু "হরি হরি" বলিয়া হিক্কাতিশয় বিস্তার করিতেছেন। দেহের উৎফুল্লতা ও রক্তোদ্গমাদি অন্যান্য অনুভাবগুলি অতীব বিরল বলিয়া এস্থলে কথিত হইল না। পুলকোন্নতিই দেহোৎফুল্লতা এবং স্বেদাতিশয়ই রক্তোদ্গম বলিয়া জানিতে হইবে। ইতি দক্ষিণ বিভাগ দ্বিতীয় লহরী সমাপ্ত।

সাত্ত্বিকাখ্য তৃতীয় লহরী—শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধি দাস্য সখ্যাদি পঞ্চ মুখ্যরতি দ্বারা সাক্ষাৎভাবে অথবা হাস-করুণাদি সপ্তগৌণরতি দ্বারা কিঞ্চিদ্ ব্যবধানে আক্রান্ত চিত্তকে পণ্ডিতগণ 'সত্ত্ব' বলেন। কেবল সত্ত্ব হইতেই সমুৎপন্ন হইলে ভাবসমূহ সাত্ত্বিক হয়; সুতরাং নৃত্যাদি সত্ত্বোৎপন্ন হইলেও বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবৃত্তি বশতঃ সাত্ত্বিক নহে, প্রত্যুত স্তম্ভাদির স্বতঃই প্রবৃত্তি হয় বলিয়া নৃত্যাদিতে অতিব্যাপ্তিও হইল না। এই সাত্ত্বিক তিন প্রকার—স্নিগ্ধ, দিগ্ধ ও রুক্ষ। স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক—মুখ্য ও গৌণ ভেদে দ্বিবিধ। "মুখ্যস্নিগ্ধ"—মুখ্যশান্তাদি পঞ্চরতি-দ্বারা আক্রান্ত হইলেও সেই সাত্ত্বিক মুখ্য হয়।যথা—কুন্দবিনিন্দিদন্তী শ্রীরাধা মুকুন্দের জন্য কুন্দ পুষ্প দ্বারা উৎকৃষ্ট মালা প্রস্তুত করিতে করিতে বেণুর গীত-রস শ্রবণ মাত্রেই নিষ্পন্দাঙ্গী হইয়া রহিলেন। এস্থলে স্তম্ভ মুখ্য সাত্ত্বিক। স্বেদাদিতেও এইরূপ জানিবে। "গৌণ স্নিগ্ধ"—গৌণ (হাসাদি সপ্ত) রতিদ্বারা আক্রান্ত ভাব সকলকে গৌণস্নিগ্ধ বলা হয়। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণর সহিত কিঞ্চিৎ ব্যবধানে সম্বন্ধ হয়। পূর্ব্বকালে স্বীয় নেত্রচাতকের মেঘ-স্বরূপ কৃষ্ণ মথুরায় নীত হইলে গোকুলেশ্বরী ক্রোধে অতিরক্তবর্ণ ধারণ করত গদগদ বাক্যে নৃপতিকে তিরস্কার করিলেন। এস্থলে বৈবর্ণ্য ও স্বরভেদ দুইটিই গৌণ।

দিগ্ধ সাত্ত্বিক—মুখ্য ও গৌণ রতি ব্যতীত (কম্পাদি) অন্য ভাব দ্বারা জাতরতিজনের মন আক্রান্ত হইলে যদি ঐ ভাব রতির অনুগামী হয়, তবে তাহাকে 'দিগ্ধ' বলে। যথা—রজনীশেষে স্বপ্নাবেশে গৃহমধ্যে ভূমিতে লুণ্ঠিত প্রকাণ্ডদেহা পুতনাকে দেখিয়া ব্রজেশ্বরী কম্পিতাঙ্গী ও ব্যাকুলচিত্তা হইয়া পুত্রের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কেবল ভয়ানক দর্শন হইতে জাত এই কম্পকে রতির অনুগামী বলিয়া দিগ্ধ বলা যায়।

রুক্ষ সাত্ত্বিক—মধুর ও আশ্চর্য্যজনক ভগবৎ কথা হইতে জাত আনন্দ ও বিস্ময়াদি দ্বারা জাতরতি ভক্তুল্য অথচ রতিশূন্য যে কখনও ভাবোদয় হয়, তাহাকে 'রুক্ষ' বলে। যথা—যে কেবল ভোগসাধন-তৎপর চেষ্টাদ্বারা নিজ রতিশূন্য হৃদয়কে অভিব্যক্ত করিতেছে—হঠাৎ মধুর মাধব-কেলিগীত শ্রবণে উল্লসিত সেই জনেরও অঙ্গে উচ্চ পুলকাবলি প্রাকট্য হইল। পণ্ডিতগণ সেই রোমাঞ্চকে রতিশূন্য বলিয়া 'রুক্ষ' সাত্ত্বিক বলেন। পূর্ব্বে মুমুক্ষু প্রভৃতি বিষয়ে যাহাকে রত্যাভাস বলা হইয়াছে, তাহাই রুক্ষ-সাত্ত্বিক। চিত্ত সত্ত্বগুণাক্রান্ত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল মনকে প্রাণে সমর্পণ করে, প্রাণও বিকারপ্রাপ্ত হইয়া দেহকে যথেষ্ট বিক্ষোভিত করে, তখনই ভক্তদেহে স্তম্ভাদি ভাবের উদয় হয়।

সাত্ত্বিক ভাব আটটি—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়। প্রাণ কখনও বা পৃথিবী, জল, তেজ ও আকাশকে অবলম্বন করে, আবার কখনও স্ব-প্রধান হইয়া দেহের সর্ব্বত্র বিচরণ করে। প্রাণ ভূমিস্থিত হইলে স্তম্ভ, জলাশ্রিত হইলে অশ্রু, তেজঃস্থ হইলে স্বেদ ও বৈবর্ণ্য এবং আকাশাশ্রিত হইলে মূর্চ্ছা

হয়। স্থিত (বায়ুর আশ্রয়ে থাকিলে) প্রাণ ক্রমশঃ মন্দ, মধ্য ও তীব্রত্বাদি ভেদ প্রাপ্ত হইয়া রোমাঞ্চ, কম্প ও বৈস্বর্য্য (স্বরভঙ্গ) বিস্তার করে। এই জন্য বাহিরে ও অন্তরে সাতিশয় ক্ষোভ বিধায়ক বলিয়া পণ্ডিতগণ সাত্ত্বিক সকলের ব্যভিচারিত্ব ও অনুভাবত্ব স্বীকার করেন। 'ক্ষোভ' পদে রাগাদিরাহিত্য ও নৈশ্চল্যাদিই বাচ্য, যদি অন্তরে ক্ষোভ করে, তবে তাহারা ব্যভিচারী এবং বাহিরের ক্ষোভে অনুভাব মধ্যে গণিত হইতে পারে।

স্তম্ভ—হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য্য, বিষাদ ও অমর্ষ (ক্রোধ) হইতে স্তম্ভ-সাত্ত্বিকের উদয় হয়। এই ভাবে রাগাদি-রাহিত্য, নৈশ্চল্য ও শূন্যতাদি প্রকাশ পায়। "হর্ষজ স্তম্ভ"—শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগব্যাপ্ত হাস্যসম্ভৃত-রসরাশি-বিশিষ্ট লীলাবলোকনে গোপীগণ অতিশয় আদর লাভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের গমন কালে আবার তাঁহাদের নয়নের সহিত বুদ্ধিবৃত্তিও তদনুগামী হইলে তাঁহাদের গৃহকার্য্য অসমাপ্ত থাকিল এবং তাঁহারাও নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করিলেন। "ভয়জ"—গিরি-সদৃশ মল্লসমূহে অবরুদ্ধ, প্রাণ-পরার্দ্ধ হইতেও শ্রেষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দেখিয়া মাতা দেবকী শুষ্ক-নয়না ও নিশ্চলাঙ্গী হইলেন।

আশ্চর্য্য হেতু—সাতিশয় কুতুকে ব্রহ্মা নিশ্চেষ্ট হইলেন এবং তাঁহার মন প্রেমে আর্দ্রীভূত হইল। তিনি বৎস ও বালকগণের তেজে অভিভূত হইয়া কিছু বলিতে বা চেষ্টা করিলে পারিলেন না, বহু লোকের পূজ্যমান গ্রাম্য-দেবতার নিকটে বালকগণ কর্তৃক খেল্যমান অপূজিত ক্ষুদ্র মৃণ্ময় পুত্তলিকার ন্যায় ব্রহ্মা তথায় অবস্থান করিলেন।" এবং "শ্যামল শিশুর হস্তে মেঘচুম্বি গিরিরাজকে দর্শন করতঃ ব্রজবাসিগণ তথায় যেন চিত্রায়মান হইয়াছিলেন।

বিষাদজ—সম্মুখস্থ অঘাসুরের উদরমধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দেবতাগণ বিষণ্ণচিত্তে স্বর্গে চিত্রপুত্তলিকাবৎ হইয়া গেলেন। "অমর্ষজ"—নির্দ্দয় অশ্বত্থমা সম্মুখস্থ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাণ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে অর্জ্জুন শত্রুদমন করিতে সত্বর হইলেও ক্ষণকাল ক্রোধে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন।

স্বেদ—হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদিজনিত শরীরের ক্লেদ (ঘর্ম্ম)। "হর্ষজস্বেদ"—হে মুগ্ধাক্ষি রাধে! তুমি চতুরতা করিয়া সূর্য্যাতপকে নিন্দা করিতেছেন কেন? জানিয়াছি, তুমি সম্মুখেই পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে কন্দর্প-বাণে বিদ্ধ হইয়া ঘর্ম্মাক্ত হইতেছ! "ভয়জ!"—কৌতুকচ্ছলে অভিমন্যুবেশী শ্রীকৃষ্ণকে রক্তক নামক ভৃত্য কর্কশ বাক্যে তিরস্কার করতঃ পরে 'ইনিই কৃষ্ণ' বলিয়া জানিলে ব্যাকুলচিত্তে ক্ষণকাল ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছিলেন। "ক্রোধজনিত" —যজ্ঞভঙ্গ হেতু অতিবৃষ্টিকারী ইন্দ্রকে নিরীক্ষণ করত মেঘোপরি অবস্থিত হইলেও গরুড়ের দেহ হইতে ক্রোধহেতু ঘন ঘন ঘর্ম্মবিন্দু পড়িতে লাগিল।

রোমাঞ্চ—আশ্চর্য্য দর্শন, হর্ষ, উৎসাহ ও ভয়াদি-কারণে এই রোমাঞ্চ হয়। ইহাতে রোমাবলির উদ্গম ও গাত্র সংস্পর্শাদি হইয়া থাকে। "আশ্চর্য্যজ রোমাঞ্চ"—জৃম্ভণাবসরে বালকের মুখের মধ্যে ত্রিভুবন দেখিয়া ব্রজেশ্বরী বিস্ময়ান্বিতা এবং রোমাঞ্চাঙ্গী হইলেন।

হর্ষজ—হে ক্ষিতি! তুমি কোন্ তপস্যার আচরণ করিয়াছিলে? যেহেতু তুমি শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শোৎসব পাইয়া পুলকিতাঙ্গী হইয়াছ, তোমার এই চরণপ্রাপ্তিজ উৎসব কি ত্রিবিক্রমের চরণবিন্যাসেই অথবা বরাহদেবের আলিঙ্গনেই হইয়াছে, বলদেখি?

উৎসাহজ—ক্রীড়াযুদ্ধকালে শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গবাদন করিলে তাহা শ্রবণে যোদ্ধুকাম শ্রীদামের দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া শোভা বিস্তার করিল। "ভয়জ"—সম্মুখে বিশ্বরূপধর অদ্ভুতাকৃতি পুরুষোত্তমকে দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ অর্জ্জুনের মুখ শুষ্ক হইল এবং শরীরে বিপুল পুলকাবলীর উদ্গম হইল।

স্বরভেদ—বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, ভয় ও আনন্দাদি-জনিত বৈস্বর্য্যকে 'স্বরভেদ' বলে, ইহাতে গদ্গদাদি প্রকাশ পায়। "বিষাদজ" স্বরভেদ—"হে ব্রজেশ্বরী! অগ্রে আপনি স্বয়ং হরিকে রথ হইতে" এই অর্দ্ধবাক্য উচ্চারণ করিয়া (বাক্য শেষ না হইতেই) হরিণনয়না রাধা গুরুজন-সান্নিধ্যে লজ্জা-বিসর্জ্জন পুর্ব্বক স্বীয় সখী ললিতাকে রোদন করাইলেন।

বিস্ময়জ—ব্রহ্মা ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক লোচনদ্বয় মার্জ্জন করিতে করিতে বিনম্রশিরে ভগবানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি, বিনীত ও সমাহিতচিত্তে কম্পকম্পান্বিত হইয়া গদ্‌গদ-বাক্যে স্তব করিলেন। "অমর্ষজ"—প্রিয়তম হইয়াও যিনি অপ্রিয়ের ন্যায় প্রত্যুত্তর করিতেছিলেন, যাঁহার জন্য তাঁহারা সর্ব্ব কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন—অনুরক্তা গোপীগণ রোদন দ্বারা অবরুদ্ধ নয়নদ্বয়কে উত্তমরূপে মার্জ্জনা করতঃ ঈষৎ কোপাবেশে গদ্‌গদ বাক্যে সেই শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। "হর্ষজ"—অক্রূরের দেহ রোমাঞ্চিত হইল, ভাবার্দ্র নয়নে পরমভক্তিভরে কৃতাঞ্জলিপুটে সাবধানে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিয়া গদ্‌গদবাক্যে স্তুতি করিলেন। "ভয়জ"—সুবল শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন হে সখে! আমি তোমার ভৃত্য পত্রীকে বলিলাম—"ওহে! তোমার নিকট স্থাপিত বেণুটি দাও ত"; এই কথা শ্রবণ করিয়াই সে অনবধানতা বশতঃ বেণু হারাইয়া বিবর্ণ-ভাব ধারণ করিল এবং তৎক্ষণাৎ কণ্ঠরোধে (পত্রী) গদ্‌গদ কণ্ঠ হইয়া গেল।

বেপথু—বিত্রাস, অমর্ষ ও হর্ষাদিতে যে গাত্রের চাঞ্চল্য হয়, তাহাকে 'বেপথু' (কম্প) বলে।

বিত্রাসজ বেপথু—বিকট-পরাক্রমশালী শঙ্খচূড়কে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলে শ্রীরাধা 'হা ব্রজেন্দ্রতনয়'! এই মাত্র বলিয়া কম্পিতাঙ্গী হইলেন।

অমর্ষজ বেপথু—শিশুপাল কৃত শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা-শ্রবণে ব্যাকুল সহদেব তৎক্ষণাৎ ভূমিকম্পে গিরিরাজের ন্যায় কম্পিত হইয়াছিলেন। "হর্ষজ"—হে সখি! এই হতাশ ব্যক্তিকে উপহাস করিতেছ কেন? দেখ ত' অদ্য আমি ভয়ে কেমন কম্পমানা হইয়াছি—নিকটবর্ত্তী চঞ্চল ব্রজেন্দ্রনন্দনকে নিবারণ কর ত'।

বৈবর্ণ্য—বিষাদ, ক্রোধ ও ভয়াদিহেতু বর্ণ বিকার হইলে তাহাকে 'বৈবর্ণ্য' বলে। ভাবজ্ঞ ব্যক্তিরা ইহাতে মলিনতা ও কৃশতাদির উল্লেখ করেন। "বিষাদজ বৈবর্ণ্য"—হে কৃষ্ণ! তোমার বিরহে গোকুলবাসীরা এক্ষণে শ্বেতবর্ণ ধারণ করায় দেবর্ষি নারদ গোকুলকেই শ্বেতদ্বীপ বলিয়া ভ্রম করিতেছেন। "রোষজ"—হে সখি! ঐ দেখ—কংসারি শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্মুখযুদ্ধের জন্য সমাগত অস্ত্রধারী কংস সহোদরগণকে দেখিয়া ক্রোধভরে বলদেবের বদন উদীয়মান চন্দ্রের ন্যায় অরুণবর্ণ ধারণ করিল। "ভয়জ"—বকারি শ্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে গিরিরাজ-উত্তোলন করতঃ ব্রজমণ্ডল রক্ষা করিলে ইন্দ্রের মুখে কালিমা উৎপন্ন হইয়া তদীয় আন্তরভয়ের কথাই প্রকাশ করিল। বিষাদ হেতু বৈবর্ণ্যে—শ্বেতিমা, ধূসরতা বা কখনও কালিমা হয়; রোষে—রক্তিমা, ভয়ে—কালিমা কখনও বা শুক্লিমা হয়। কখনও হর্ষোদ্রেকেও রক্তিমা স্পষ্টতঃ দেখা যায়; সর্ব্বত্র ঘটে না বলিয়া শ্বেতাদির উদাহরণ এস্থলে দেওয়া হইল না।

অশ্রু—হর্ষ, রোষ ও বিষাদাদি দ্বারা নেত্রে জলোদ্গম হইলে তাহাকে 'অশ্রু' বলে। "হর্ষজ" অশ্রুতে শীতলতা এবং রোষাদি জাত অশ্রুতে উষ্ণতা হয়, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার অশ্রুতেই নয়নের ক্ষোভ, রক্তিমা এবং সম্মার্জ্জনাদি ঘটিয়া থাকে। "হর্ষজাশ্রু"—পদ্মাক্ষী রুক্মিণী গোবিন্দ-দর্শন-নিবারক অশ্রুসমূহ-বর্ষণশীল আনন্দকে নিন্দা করিলেন। "রোষজ" "পদ্মপত্র হইতে যেমন তুষারবিন্দু পতিত হয়, তদ্রূপ সেই সত্যভামার নেত্রদ্বয় হইতে প্রণয় ক্রোধজ জলধারা পড়িতেছিল।" যথাবা "শিশুপালকে মারিতে ইচ্ছুক ভীমের জলধারাবর্ষী ও ক্রোধোপরক্ত মুখখানি যেন জলকণযুক্ত সান্ধ্যরাগে গ্রস্ত উদীয়মান চন্দ্রবিম্বের ন্যায় বিরাজ করিতেছিল।

বিষাদজ—যথা ভাঃ ১০।৬০।২৩—শ্রীকৃষ্ণের মুখে পরিত্যাগবাক্য-শ্রবণে রুক্মিণী অরুণবর্ণ-নখশোভা-মণ্ডিত সুকোমল পাদপদ্ম দ্বারা ভূমি বিলিখন করিতে করিতে অঞ্জনাক্ত কৃষ্ণবর্ণ নয়নজলে কুঙ্কুমরাগযুক্ত স্তনদ্বয় সিক্ত করিয়া অতিদুঃখে রুদ্ধকণ্ঠে অধোমুখে অবস্থান করিলেন।

প্রলয়—যাহাতে চেষ্টা ও জ্ঞানাদির অভাব হয়, এবম্বিধ সুখ-দুঃখোত্থ সাত্ত্বিক ভাবকে 'প্রলয়' কহে। এই প্রলয়ে ভূমিতে পতনাদি অনুভব সকল প্রকাশিত হয়।

সুখজ-"প্রলয়"—অতর্কিতভাবে লতাপুঞ্জ হইতে আসিয়া হরিকে মিলিতে দেখিয়া ব্রজাঙ্গনাগণ জ্ঞানশূন্য ও

নিশ্চলাঙ্গী হইয়া শোভা পাইতেছিলেন। "দুঃখজ"—নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ ধ্যান বশতঃ কোন কোন গোপীর চক্ষু প্রভৃতি যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার নিবৃত্ত হইয়া যাওয়ায় তাঁহারা পরমাত্ম-স্বরূপপ্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় ইহলোক বা দেহসম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিলেন না।

যদিও সকল ভাবকেই সত্ত্বমূলক বলিয়া সাত্ত্বিক বলা যায়, তথাপি স্তম্ভাদি আটটি একমাত্র সত্ত্ব হইতেই জাত বলিয়া উহাদেরই সাত্ত্বিক বলিয়া খ্যাতি হইয়াছে। সত্ত্বের তারতম্যে আবার প্রাণ ও দেহ-ক্ষোভের তারতম্য হয়, এইজন্য সকল সাত্ত্বিকেরই তারতম্য আছে। উহারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ ধূমায়িত, জলিত, দীপ্ত ও উদ্দীপ্ত এই চারি ভেদ প্রাপ্তি করে। ঐ বৃদ্ধিও পুনরায় বহুকাল ব্যাপিত্ব, বহু অঙ্গব্যাপিত্ব এবং স্বরূপের উৎকর্ষ হিসাবে তিন প্রকার। অশ্রু ও স্বরভেদ ব্যতীত অন্য সাত্ত্বিকের সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিত্ব আছে, কিন্তু অশ্রু ও স্বরভেদের অন্য কোনও বৈশিষ্ট্যও বোদ্ধব্য। অশ্রুর বৈশিষ্ট্য—নেত্রের স্ফীততা করণ, শুক্লবর্ণতা, তারার বিচিত্রতাতিশয়-সম্পাদন। বৈস্বর্য্যের ভিন্নতা হেতু কণ্ঠরোধে ও ব্যাকুলতাদি প্রকাশ পায়। 'ভিন্নতা' পদে স্থানবিভ্রংশ অর্থাৎ যাহাতে ঘর্ঘরাদি শব্দ হয়, তাহাই বাচ্য, 'কৌণ্ঠ্য' পদে নিঃশব্দতা, 'ব্যাকুলতা' পদে প্রতিক্ষণে নানা প্রকারতা, কখনও উচ্চ কখনও নীচ, কখনও গুপ্ত, কখনও বা বিলুপ্ত শব্দোচ্চারণ। রুক্ষ সাত্ত্বিকভাবগণই প্রায় ধূমায়িত হয়, স্নিগ্ধ ভাবগুলি প্রায়শঃই ধূমায়িতাদি চারি প্রকার হইয়া থাকে। মহোৎসবাদিতে উৎপন্ন সদ্গোষ্ঠী বা তাণ্ডব নৃত্যাদিতে উল্লাসপ্রাপ্ত কোনও ব্যক্তির রুক্ষ ভাবসকলও জলিত হইয়া থাকে। রতিই যখন সর্ব্বানন্দ চমৎকার হেতু, তখন রতিকেই শ্রেষ্ঠভাব বলা যায়। রতি ব্যতিরেকে এই রত্যাভাসজাত জলৎ সাত্ত্বিক রুক্ষাদি ভাবগুলিও চমৎকারিতাশ্রয় (অতি উপাদেয়) হয় না, ভুক্তি মুক্তি কামিজনে জাত হইলেও ক্রমশঃ ক্ষেম (কল্যাণকর) হইয়া উপাদেয় হয়, কিন্তু জাতরতিজনে উদয় হইয়াই পরমোপাদেয় হয়।

ধূমায়িত—এই সাত্ত্বিকভাবগুলি একাকী অথবা দ্বিতীয় একটি ভাবের সহিত যুক্ত হইয়া ঈষৎ ব্যক্ত হইলেও যদি গোপন করিতে পারা যায়, তবে তাহাদিগকে ধূমায়িত বলে। যথা—যাগকর্ত্তা পুরোহিত শ্রীকৃষ্ণের অঘনাশিনী কীর্ত্তিগাথা শ্রবণ করত চক্ষুর পক্ষ্মাগ্রে দুই এক বিন্দু অশ্রু বহন করিলেন তাঁহার গণ্ডদেশ ঈষৎ পুলকিত হইল এবং নাসিকায়ও যৎসামান্য স্বেদ দেখা দিয়াছিল। **জলিত**—দুই তিনটি সাত্ত্বিক ভাব যদি যুগপৎ উদিত হয় এবং কষ্টে গোপন করা যায়—তবে তাহাদিগকে 'জলিত' বলে। যথা—শ্রীকৃষ্ণপরিচর্য্যারত কোনও ভৃত্যকে অন্য ভৃত্য বলিতেছেন—হে সখে! তোমার কর্ণরন্ধ্রে বন হইতে বংশীধ্বনি প্রবিষ্ট হইলে তোমার হস্ত কম্পিত হইয়া গুঞ্জাগ্রহণ করিতে পারে না, অশ্রুব্যাপ্ত-নয়নদ্বয় সত্বর ময়ূরপিচ্ছ চিনিতে পারে না, ঊরুদ্বয় স্তব্ধ হইয়া একপদও চলিতে পারে না।

দীপ্ত—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তিন চারি বা পাঁচটি সাত্ত্বিক ভাব যদি একইকালে উদিত হয় এবং তাহাদিগকে সম্বরণ করিতেও না পারা যায়—তবেই 'দীপ্ত' নামক সাত্ত্বিকভাব হয়। যথা—নারদমুনি সম্মুখেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতঃ এরূপ অবশ হইলেন যে কম্প হেতু বহুক্ষণ বীণা বাদনে অশক্ত রহিলেন!

উদ্দীপ্ত—একই সময়ে পাঁচ, ছয় বা সকল সাত্ত্বিক ভাবই উদিত হইয়া যদি পরমোৎকর্ষ প্রাপ্তি করে তবেই তাহারা উদ্দীপ্ত নাম ধরে। যথা—হে পীতাম্বর! অদ্য তোমার বিরহে গোকুলবাসিগণ ঘর্ম্ম, কম্প, পুলক ও স্তম্ভ ধারণ করতঃ আকুল হইয়া চাটুবাক্য প্রয়োগে বিলাপ করিতেছেন, প্রবল তাপে ম্লান হইয়াছেন, নেত্রদ্বয় স্থির হওয়ায় স্তবকবৎ হইয়াছে, তাহা হইতে অবিরল স্থূল জলপাতে তাঁহারা অভিষিক্ত হইতেছেন। অহো! সত্যই তাঁহারা মুহুর্মুহু মূর্চ্ছিতও হইতেছেন। উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবগুলিই মহাভাবে সুদ্দীপ্ত হয়, তাহাতে যাবতীয় সাত্ত্বিক ভাবই পরম প্রকর্ষ প্রাপ্তি করে। সাত্ত্বিকবৎ প্রতীয়মান, কিন্তু প্রকৃত সাত্ত্বিক নহে—এবম্বিধ চারিটি সাত্ত্বিকাভাস বলা যাইতেছে—রত্যাভাসভব, সত্ত্বাভাসভব, নিঃসত্ত্ব ও প্রতীপ। ইহাদের পূর্ব্বপূর্ব্বটী উত্তরোত্তর হইতে শ্রেষ্ঠ। রতির

প্রতিবিম্ব বা ছায়া হইতে জাত হইলে "রত্যাভাসভব", হর্ষ বিস্ময়াদির আভাস দ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলে 'সত্ত্বাভাসভব', হর্ষ বিস্ময়াদির আভাসও যদি অন্তর বাহির স্পর্শ না করে, তবে 'নিঃসত্ত্ব' এবং বিরোধিভাব জাত হইলে 'প্রতীপ' হয়।

রত্যাভাসভব—পূর্ব্বোক্ত রত্যাভাস-হেতু মুমুক্ষু প্রভৃতিতে রত্যাভাসভব সাত্ত্বিকাভাস দেখা যায়। যথা—বারণসীবাসী এক ব্যক্তি যতি—গোষ্ঠীতে হরিচরিত যথেষ্ট গান করিতে করিতে পুলকিত হইয়া অশ্রুধারায় গণ্ডদ্বয় সিক্ত করিয়াছেন। স্বভাবতঃই শিথিল চিত্তে হর্ষ-বিস্ময়াদির আভাসও উদিত হইলে তাহাকে 'সত্ত্বাভাস' বলে, সত্ত্বাভাস হইতে জাত ভাবগুলিকেই 'সত্ত্বাভাসভব' বলা হয়। যথা—শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিতে করিতে ভক্তি রহিত প্রাচীন মীমাংসকেরও চিত্তে আনন্দ এবং গাত্রে উচ্চ পুলক দেখা দিয়াছিল। "যথাবা—হে মুকুন্দ! চরিতামৃতরাশি বর্ষণকারী তোমার বাকচাতুর্য্যের মহামহিমা কিরূপে বর্ণন করিব? অনধিকারী বিষয়ী লোকেরাও আমার মুখ হইতে প্রভুর বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অশ্রুভারাক্রান্ত হইতেছে।

নিঃসত্ত্ব—স্বভাবতই যাহাদের চিত্ত পিচ্ছল (অন্তরে কঠিন, বাহিরে কোমল) অথবা যাহারা রোদনাদির অভ্যাসপরায়ণ, তাহাদের সত্ত্বাভাস ব্যতীতও কোনও সময়ে অশ্রু পুলকাদি হইতে পারে। যথা—হরিচরিত-শ্রবণকারী ব্যক্তির হৃদয়ে অভিনিবেশ হীনতায় সুখদুঃখাদিভাবের অনুদয়েও কেন অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা পাত হইল? স্বভাবত যাহাদের মন শিথিল বা পিচ্ছিল, তাহাদেরই মহোৎসব কীর্ত্তন সভাদিতে প্রায়ই সত্ত্বাভাস হয়।

প্রতীপ—শ্রীকৃষ্ণের শত্রু প্রভৃতিতে ক্রোধভয়াদি দ্বারা যে সাত্ত্বিকাভাস হয় তাহাকে 'প্রতীপ' বলে। "ক্রোধজ প্রতীপ" যথা হরিবংশে—রক্তাধর এবং প্রস্ফুরিতোষ্ঠ কংসের মুখ তখন ক্রোধে রক্তবর্ণসূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। "ভয়জ"—রঙ্গমঞ্চে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া ম্লানমুখে মল্লের কপালরূপ-শুক্তিতে স্বেদ বিন্দু দেখা দিল, মনে হয় যেন অগ্রবর্ত্তিনী মুক্তিশ্রীকে অতি আদরে পাদ্য পাত্রে (কপাল শুক্তিতে) পাদ্য প্রদান করিল। যথাবা—সম্মুখে পুরাণ পাঠ হইতেছিল, তাহতে কংসের ভগ্নাতিশয্য শ্রবণ করতঃ জনৈক অসুর স্বভাব ব্যক্তির অন্তকরণ চঞ্চল হওয়ায় বদনও মলিন হইয়া উঠিল॥ যদিও সাত্ত্বিকাভাস-বর্ণনে কোনই প্রয়োজন নাই, তথাপি সাত্ত্বিকভাব,সকলের পরিজ্ঞানার্থ এস্থলে দিক্‌দর্শন হইল। ইতি—**সাত্ত্বিকাখ্য তৃতীয় লহরী সমাপ্ত।**

চতুর্থ লহরী—ব্যভিচারী—এক্ষণে তেত্রিশটী ব্যভিচারি-ভাবের প্রসঙ্গই হইতেছে। **ব্যভিচারী**—বিশেষভাবে আভিমুখ্যে (বিশেষ সাহায্য করতঃ) স্থায়িভাবের প্রতি চরণ (গমন)-শীল অথচ বাক্য, অঙ্গ বা সত্ত্ব (অন্তঃকরণ-ধর্ম্ম দ্বারা) সংসূচিত হয় যাহারা, তাহাদিগকে 'ব্যাভিচারি'-ভাব বলে। ইহারা ভাবের গতি সঞ্চারণ করে বলিয়া ইহাদিগকে 'সঞ্চারী'ও বলা যায়। ব্যাভিচারি-ভাবসকল তরঙ্গের ন্যায় স্থায়িভাবরূপ অমৃত-সমুদ্রে উন্মজ্জনও বৃদ্ধি করত তাহাতেই লীন হইয়া যায় অর্থাৎ তরঙ্গ যেরূপ সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রকেই বর্দ্ধিত করত তাহাতেই নিমজ্জন করিয়া স্থায়িসমুদ্রকে লীন হইয়া যায়, তদ্রূপ ব্যভিচারি-ভাবগুলিও স্থায়িভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া স্থায়িভাবের বৃদ্ধি করত পরে তাহাতেই মিশিয়া যায়। নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি ও বোধ—এই তেত্রিশটী ব্যভিচারি ভাব।

১। **নির্ব্বেদ**—মহাআর্ত্তি, বিয়োগ, ঈর্ষা, সদ্বিবেক (অকর্ত্তব্যের করণে ও কর্ত্তব্যের অকরণে শোচনা) প্রভৃতি দ্বারা কল্পিত নিজের অবমাননাকেই 'নির্ব্বেদ' বলে। ইহাতে চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, দৈন্য ও নিঃশ্বাসাদি প্রকাশিত হয়। "মহার্ত্তিজাত নির্ব্বেদ" যথা—হে কুটুম্বিনি যশোদে! আমাদের এই পুণ্যরহিত কুৎসিত দেহ পালন করিয়া আর কি লাভ? এস আমরা কালিয় হ্রদে বিষানলে আত্মদেহ হঠাৎ আহুতি দান করিব। "বিচ্ছেদে"—হে সখি! মাধবের

গুণানুবাদ শ্রবণ না করিতে পারিলে আমার কর্ণদ্বয় সুষ্ঠু বধির হউক, তাঁহার অদর্শনে এই নয়নদ্বয়ও অন্ধ হইয়া যাউক! ''ঈর্ষ্যায়'' যথা, হরিবংশে সত্যভামা বলিলেন—নারদ যদি তোমার অগ্রেও তাহার (রুক্মিণীরই) প্রসংসাই করিল, তবে এই মাদৃশ দুর্ভাগা জনকে এখানে ডাকিলে কেন? ''সদ্বিবেক''—যথা—(ভাঃ ১০।৫১।৪৭) —মুচুকুন্দ বাক্য—'হে অজিত! আমিও দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন, পুত্র-স্ত্রী-কোষ-রাজত্বের প্রতি আসক্তচিত্ত এবং রাজ্যসম্পদে অতি মত্ত হইয়া এতাবৎকাল দুরন্ত চিন্তাতেই বিফলে কাটাইয়াছি'। কেহ কেহ বলেন যে ভরতমুনি অমঙ্গলরূপ হইলেও নির্ব্বেদকেপ্রথমতঃ পাঠ করিয়া শান্তরসে নির্ব্বেদেরই স্থায়িত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

২। বিষাদ—ইষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তি, প্রারব্ধকার্য্যের অসিদ্ধি, বিপত্তি এবং অপরাধাদি হইতে যে অনুতাপ জন্মে তাহাকে 'বিষাদ' বলে। বিষাদে উপায় ও সহায়ের অনুসন্ধান, চিন্তা, রোদন, বিলাপ, শ্বাস, বৈবর্ণ্য ও মুখশোষাদি প্রকাশ পায়। ''ইষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তিতে''—হে অঘনাশন! আমার শরীর জরা-জীর্ণ, বাক্য অবশ, মনোবৃত্তিও ভবদীয় স্মৃতি রহিত হইয়াছে; ভবদীয় দর্শনরূপ চন্দ্র ত' দূরেই থাকুক, হায়, এতাবৎকাল আমি ভজনরুচির অবসরও পাইলাম না। ''প্রারব্ধ কার্য্যের অসিদ্ধিতে''—অদ্য স্বপ্নে আমি কুসুম চয়ন করিয়াছি, যত্ন সহকারে তদ্দ্বারা মাল্যও বিরচণ করিলাম। কিন্তু হায়! যখনই তাহা শ্রীকৃষ্ণ-গলে সমর্পণ করিতেছি, অমনিই নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। ''বিপত্তিতে'',—শ্রীনন্দ মহারাজ বাক্য—হায় রে! কেন আমি পুত্রকে মথুরায় আনিলাম? কেনই বা উহাকে গৃহে শাসন করিয়া অবরুদ্ধ করিলাম না? অহো! এক্ষণে এই কৃষ্ণচন্দ্রকে কুবলয়াপীড় হস্তিরূপ রাহু দুঃখ দিতে ইচ্ছা করিতেছে। ''অপরাধে''—যথা—(ভাঃ ১০।১৪।৯)—হে প্রভো! আমার অন্যায় আচরণ দেখুন! আমি মায়াবি-জনেরও মোহজনক অনন্ত-আদিপুরুষ-পরমাত্মরূপী আপনার প্রতি মায়া বিস্তার করত ভবদীয় ঐশ্বর্য্য-দর্শনে অভিলাষী হইয়াছিলাম। আহা! অগ্নি হইতে উদ্ভূত জ্বালা যেরূপ অগ্নির প্রতি স্ব-প্রভাব প্রচারে অক্ষম হয়, আমিও তদ্রূপ আপনা হইতে জাত হইয়া ও আপনার প্রতি প্রভাব-বিস্তার করিতে বিন্দুমাত্রও সমর্থ নহি।

৩। দৈন্য—দুঃখ, ত্রাস ও অপরাধাদি হইতে যে স্ববিষয়ে অতি নিকৃষ্টতা-বুদ্ধি হয়, তাহাকে 'দীনতা' বলে। ইহাতে চাটু, হৃদয়ের অপটুতা, মালিন্য, চিন্তা ও জাড্যাদি প্রকাশ পায়। ''দুঃখে''—মুচুকুন্দবাক্য (ভাঃ ১০।৫১।৫৭)—হে শরণদ, পরমাত্মন্ ঈশ! আমি ইহলোকে দীর্ঘকাল যাবৎ কর্ম্মফল ভোগে পীড়িত হইয়াছি, অনুতাপে সন্তাপিত, অবিতৃপ্ত, ইন্দ্রিয়-শত্রুদের তাড়নায় শান্তি রহিত হইয়া দৈববশতঃ অভয়, অশোক ও অমৃতস্বরূপ ভবদীয় পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে প্রপন্ন আমাকে রক্ষা করুন। ''ত্রাসে''—(ভাঃ ১।৮।১০) উত্তরার বাক্য—হে পরমেশ্বর, হে সর্ব্বব্যাপিন্! দেখুন, উত্তপ্ত লৌহশল্যযুক্ত ঐ ব্রহ্মাস্ত্র পীড়ন করিবার জন্য আমার অভিমুখে বেগে আসিতেছে। হে নাথ! উহা আমাকে ইচ্ছামত দগ্ধ করুক্ ক্ষতি নাই, কিন্তু আমার গর্ভস্থ সন্তানটীকে যেন নষ্ট না করে। ''অপরাধে''—(ভাঃ ১০।১৪।১০)—ব্রহ্মা বলিলেন—হে অচ্যুত! আমি রজোগুণজাত বলিয়া স্বভাবতঃই অজ্ঞান এবং স্বতন্ত্র-ঈশ্বরাভিমানী, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা অহঙ্কারে অন্ধ হইয়াছি। অতএব ''এই ব্রহ্মা আমার আজ্ঞাধীন ভৃত্য ও দয়ার পাত্র'' এরূপ মনে করিয়া ক্ষমা করুন।'' ''লজ্জায়—(ভাঃ ১০।২২।১৩)—হে কৃষ্ণ! এরূপ অনুচিত আচরণ করিও না। আমরা নন্দনন্দন ও ব্রজমণ্ডলে প্রশংসনীয় তোমাকে আমাদের প্রিয় বলিয়াই জানি। অতএব বসনসমূহ প্রদান কর, আমরা শীতে কম্পিত হইতেছি।

৪। গ্লানি—দেহে বল ও পুষ্টিকারী সোমাত্মক, শুক্র হইতেও উৎকৃষ্ট ধাতুবিশেষকে 'ওজঃ' বলে। উহা শ্রম, মনঃপীড়া ও রত্যাদি দ্বারা ক্ষয় হইলে যে দুর্ব্বলতা জন্মে—তাহাকে 'গ্লানি' কহে। ইহাতে কম্প, অঙ্গজাড্য, বৈবর্ণ্য, কৃশতা ও চক্ষু ঘূর্ণাদি প্রকাশ পায়। ''শ্রমে''—মৃগনয়না রাধা অতুলনীয় বনমালা গুম্ফন করিতে প্রবৃত্তা হইয়া দুর্গম কাননে সুচারু পুষ্পরাশি চয়ন করিতে করিতে ক্লান্তিভরে কিছুক্ষণ অতি দুর্ব্বলা হইলেন! ''মনঃ পীড়ায়''—হে মাধব! তোমার বিরহে অদ্য তোমার মাতা গ্রীষ্মকালে জলাভাবে সারস ও হংস বিরহিত সরোবরের ন্যায় সুখ-সম্পর্কহীনা ও

ক্ষীণ প্রাণতা-হেতু মৃতপ্রায়া হইয়াছেন। "রতিহেতু"—রতিক্রীড়ার অবসানে শ্রীমতী এতই গ্লানি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অতি প্রযত্নে শয্যা হইতে অবতারিত করিয়া দিলেন, তাঁহারই হস্তাবলম্বনে রাধা জ্যোৎস্নাধবলিত গৃহ-কুট্টিমে গমন করিলেন।

৫। **শ্রম**—পথ, নৃত্য ও রমণাদি জনিত খেদকে 'শ্রম'বলে। ইহাতে নিদ্রা, স্বেদ, অঙ্গসংমর্দ্দ, জৃম্ভা ও দীর্ঘশ্বাসাদি প্রকাশ পায়। "পথজ"—অপরাধী পুত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রাঙ্গণ মধ্যে গমন কারিণী ব্রজেশ্বরীর কেশবন্ধন পরিস্খলিত এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঘর্ম্মজলে ব্যাপ্ত হইল। "নৃত্যজ"—শ্রীকৃষ্ণের উৎসবোপলক্ষে সঙ্গীতাদি-মুখর-সুহৃদ্‌গণে-পরিবৃত বলরাম যমুনাতটে অঙ্গভঙ্গি সহকৃত তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিলে তাঁহার হার সমূহ আন্দোলিত এবং অঙ্গ হইতে ঘর্ম্ম প্রস্থত হইতেছিল। "রতিজ"—গোপীগণ রতিবিহারে শ্রান্ত হইলে সেই করুণ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মঙ্গলময় হস্তে তাঁহাদের বদন মণ্ডল প্রেমভরে মার্জ্জনা করিলেন।

৬। **মদ**—বিবেকহর উল্লাসকেই 'মদ' বলে। উহা দ্বিবিধ—মধুপানজনিত এবং কন্দর্পবিকারভরজনিত। ইহাতে গতি অঙ্গ ও বাক্যের স্খলন, নেত্র ঘূর্ণা ও নেত্রলোহিত্যাদি প্রকাশ পায়।

মধুপানজ—বলদেব বাক্য—"অরে! নৃপপিপীলিকা সকল পীড়িত হইয়া কোন্ গর্ত্তে লুকাইল? যদি উহারা ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কোথাও থাকে, তবে আমি ব্রহ্মাণ্ডকেই চূর্ণ করিব। ইহাতে হরি ক্রোধ করিবে কি? অরে শচীগৃহকুরঙ্গ ইন্দ্র! তুই কি আমাকে দেখিয়া হাসিতেছিস? এই ভাবে উচ্চ নিনাদ করিতে করিতে বলদেব মদোৎকট্য বশতঃ মস্তকে চূড়াটিও স্খলিত করিয়া সম্মুখে উদিত হইতেছেন। "আরে কৃষ্ণ শীঘ্র ব-ব-বল্ দেখি—পৃথিবী কি ঘু-ঘু-ঘুরিতেছে? চন্দ্র কি ল-ল-লম্বিত হইয়া পড়িয়াছে? বৃষ্টি বংশগণ কি হ-হ-হাস্য করিতেছে? আমার প-প-পান পাত্র স্থিত সি-সীধু ত্যাগ কর।"—এইভাবে মদস্খলিত আলাপকারী হলধর তোমাদের মঙ্গল করুন। উত্তমব্যক্তি মদভরে শয়ন করে, মধ্যম হাসে, গান করে; আর কনিষ্ঠ যথেচ্ছ চীৎকার করে, কঠোর বাক্য বিন্যাসও রোদন করে। তরুণাদি ভেদে মদও ত্রিবিধ হয়, এস্থলে তত উপযোগিতা না থাকায় বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হইল না।

অনঙ্গ বিকার—হে-বৃন্দে! আশ্চর্য্য দেখ—নবীন-মদনমদে অন্ধীকৃতা এই রাধা সম্মুখে ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে দেখিয়া কখনও ভ্রূ কুটিল করিতেছেন, কখন ভ্রমণ, কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন বা বদনআচ্ছাদন, কখন প্রলাপ, আবার মুহূর্মুহু সখীকে বন্দনা করিতেছেন।

৭। **গর্ব্ব**—সৌভাগ্য, রূপ-তারুণ্য, গুণ, সর্ব্বোত্তমাশ্রয় এবং ইষ্টলাভাদি-হেতুঅন্যের অবহেলাকে 'গর্ব্ব' কহে। ইহাতে সোপহাস বাক্য, লীলাবশতঃ উত্তর না দেওয়া, নিজাঙ্গ-দর্শন-স্বাভিপ্রায়াদির গোপন এবং অন্যের বাক্য অশ্রবণাদি প্রকাশ পায়। "সৌভাগ্যে"—হে কৃষ্ণ! বলপূর্ব্বক হস্ত ছাড়াইয়া যে গমন করিয়াছ, ইহাতে আর অদ্ভুত কি আছে? যদি তুমি আমার হৃদয় হইতে নির্গত হইতে পার, তবে তোমার পৌরুষ গণনা করিব। "রূপ-তারুণ্যে"—হে কৃষ্ণ! যাঁহার স্বভাব-মধুরা মূর্ত্তির সেবা করিয়া যৌবনশ্রীও নিতান্তই ধন্য হইয়াছে, আমার সেই সখী কিরূপে শত শত গোপী কর্ত্তৃক পূর্ব্বে উপভুক্ত পশ্চাৎ পরিত্যক্ত তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন? "গুণে"—গোপগণ রমণীয় সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা যথেচ্ছ মাল্য গ্রন্থন করুক না কেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তৃষ্ণা ও বিস্ময়-সহকারে মদীয় মালাই সর্ব্বাগ্রে বুকে ধারণ করিবেন। "সর্ব্বোত্তমাশ্রয়ে" ভাঃ ১০।২।৩০—হে নাথ! মাধব! তোমাতে প্রীতি-সম্বন্ধযুক্ত ভাগবৎগণ কখনও সুপথ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন না; বরং তাঁহারা তোমাদ্বারা সুরক্ষিত হইয়া নির্ভয়ে বিঘ্নকরগণের অধিপতি-দিগের মস্তকে পদ প্রসারণ করত বিচরণ করেন। "ইষ্টলাভে"—মথুরার তন্তুবায় বলিলেন—হে বৃন্দাবনেন্দ্র! আপনার পরম প্রসাদ লাভ করত আনন্দিতমতি আমি মুহূর্মুহু উদ্ধতই হইয়া পড়িতেছি। অদ্য আমার চিত্ত মুনিগণের মনোবৃত্তি দ্বারা অন্বেষণীয় বৈকুণ্ঠ নাথের করুণাকেও প্রার্থনা করিতেছে না।

৮। শঙ্কা—স্বীয় চৌর্য্যাপবাদে, অপরাধে এবং পরের ক্রূরতাদি বশতঃ যে নিজের অনিষ্টাশঙ্কা জন্মে তাহাকে 'শঙ্কা' বলে। ইহাতে মুখশোষ, বৈবর্ণ্য, দিক্‌নিরীক্ষণ ও পলায়নাদি প্রকাশিত হয়। "চৌর্য্যজ"—ব্রহ্মা দম্ভ প্রকাশে বৎস-বালকাদির হরণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ নিকট হইতে তিরোধান করিতে করিতে আটটি চঞ্চল চক্ষুতেই আট দিক দেখিতে লাগিলেন। "অপরাধে"—অহে ইন্দ্র! যে দিন তুমি নন্দগোষ্ঠে বৃষ্টিপাত করিয়াছ, সেই দিন হইতেই তুমি মলিন হইয়াছ; অতএব হিতোপদেশ শ্রবণ কর—সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইয়া তুমি নির্ব্বিঘ্নে ঐন্দ্রী সম্পত্তি ভোগ কর। "পর-নিষ্ঠুরতা"—হে সখি! তীব্র অসুর-সমূহে পরিবৃত অসুরপতি কংসের মথুরা নগরে শ্রীকৃষ্ণের বাস যেমন আমার সাতিশয় কষ্টদায়ক হইয়াছে, তাঁহার বিরহ জনিত পীড়াতেও আমি তত কাতর হই নাই। উত্তমা স্ত্রীগণ ভীরুস্বভাব বলিয়া তাঁহাদের শঙ্কাও ভয়ঙ্করী হইয়া থাকে।

৯। ত্রাস—বিদ্যুৎ, ভয়ানক প্রাণী এবং প্রচণ্ড শব্দাদি হইতে হৃদয়ে যে ক্ষোভ হয়, তাহাকে 'ত্রাস' বলে। ইহাতে পার্শ্বস্থ ব্যক্তির অবলম্বন, রোমাঞ্চ, কম্প, স্তম্ভ ও ভ্রমাদি প্রকাশিত হয়। "তড়িতে"—শ্রীকৃষ্ণের সখা গোপাল-বালক অতিনিবিড় তড়িৎ দ্বারা তাড়িতনেত্র হইয়া তৎক্ষণাৎ 'হে কৃষ্ণ! রক্ষাকর'—বলিয়া চীৎকার করিলেন। "ঘোরপ্রাণিতে"—দৈত্যবর্য্য অরিষ্ট বৃষমূর্ত্তি ধরিয়া নিকবর্ত্তী হইলে ব্রজাঙ্গনাগণ কাঁপিতে কাঁপিতে কৃষ্ণ-ভ্রমে শীঘ্রই তমালতরু আলিঙ্গন করত নিশ্চলা হইলেন। উগ্রশব্দে—"সকল দিকে বৃকগণের (নেকড়ে ব্যাঘ্রের) কর্ণশূল ভীষণ গর্জ্জন শুনিয়া মহাচতুরা যশোদা দিবারাত্র শ্রীকৃষ্ণকে নয়ন পথেই রাখিতেন।" পূর্ব্বাপর বিচার ব্যতিরেকে যে হৃদয়ক্ষোভ সহসা গাত্রোৎকম্প ঘটায়, তাহাকে 'ত্রাস' এবং পূর্ব্বাপর বিচার জনিত হইলে তাহাকে 'ভয়' কহে, সুতরাং ত্রাস ও ভয়ে পার্থক্য আছে।।

১০। আবেগ—চিত্তের সম্ভ্রমকে 'আবেগ' কহে। ইহা প্রিয়, অপ্রিয়, অগ্নি, বায়ু, বর্ষা, উৎপাত, হস্তী ও শত্রু হইতে উৎপন্ন হইয়া আট প্রকার হয়। "প্রিয়োত্থ"—আবেগ হইতে পুলক, প্রিয়ভাষণ, চাপল্য ও অভ্যুত্থানাদি প্রকাশ পায়। "অপ্রিয়োত্থ" হইলে ভূমি-পতন, চীৎকার ও ভ্রমণাদি; 'অগ্নিজ'-আবেগে বিপর্য্যস্তগতি, কম্প, নয়ন-মুদ্রণ এবং অশ্রু প্রভৃতি, বায়ুজ হইলে অঙ্গাবরণ, দ্রুতগমন এবং চক্ষু-মার্জ্জনাদি; বৃষ্টি জনিত আবেগে ধাবন, ছত্রগ্রহণ ও গাত্র সঙ্কোচনাদি; 'উৎপাতজ' হইলে মুখবৈবর্ণ্য, বিস্ময় এবং উচ্চ কম্পাদি হয়। 'গজজনিত'-আবেগে পলায়ন, উৎকম্প, ত্রাস ও পশ্চাদ্‌ভাগে দর্শন এবং 'শত্রু জনিত' হইলে বর্ম্মশস্ত্রাদি গ্রহণ, গৃহ হইতে অন্যত্র গতি প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। "প্রিয়-দর্শনজ"—বৃন্দাবন হইতে পুত্রকে আসিতে দেখিয়া মা যশোদার স্তন্যক্ষরণ হইতেছিল এবং তিনি পুলকাঞ্চিত বিগ্রহে ব্যাকুল হইলেন। "প্রিয়-শ্রবণজ"—যজ্ঞপত্নীগণ নিরন্তর কৃষ্ণ কথায় সমাসক্তচিত্ত বলিয়া সর্ব্বদা তাঁহার দর্শনে অভিলাষিণী ছিলেন। সম্প্রতি তিনি নিকটে আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহারা শশব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। "অপ্রিয়-দর্শনজ"—রাত্রে স্বপ্নে পুতনার বক্ষে নিজ পুত্রকে দেখিয়া মা যশোদা 'এ কি!' 'এ কি!!' বলিয়া ঘোরধ্বনি করিতে করিতে সম্ভ্রম বশতঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। "অপ্রিয় শ্রবণজ"—স্বীয় পুত্র ভগ্ন যমলার্জ্জুনের মধ্যবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছেন—ইহা শুনিয়া ব্রজেশ্বরী ঊর্দ্ধনেত্রা এবং সম্ভ্রমে ব্যগ্রচিত্তা হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়াছিলেন। "অগ্নিজ"—হে পিঞ্ছচূড়! ঐ দেখ—দাবানল উচ্চ তীব্র ধ্বনি করত দীর্ঘ শিখা দ্বারা গগনের তরঙ্গ মালাকে ও আচমন করিতেছে!! অতএব হে কৃষ্ণ! প্রাণরক্ষা মণি-স্বরূপ তোমাকে গোপসমূহের অনুরোধে নিবিড় বনমধ্যে অবস্থিত হইতে দেখিয়া সুহৃদবর্গ আমাদের বুদ্ধি চঞ্চল হইতেছে! "বাতজ"—(খেচরগণের উক্তি) যে ঝঞ্ঝাবাতে আকাশে উড্ডীয়মান ধূলিরাশি ধ্বজার মত দেখাইতেছে, যাহার প্রবল পরাক্রমে মহাবনের বৃক্ষ মূল সমূহও সমুৎপাটিত হইয়াছে—ভাণ্ডীরবৃক্ষের উদ্দণ্ড শাখারূপ ভুজসমূহকে নৃত্য করাইয়াছে, যাহার অগ্রভাগ শুষ্ক গোময়চূর্ণ বেগে আকর্ষণশীল এবং পাষাণ প্রায় কঠিন ভূমিখণ্ডে 'ঝাং ঝাং' শব্দ করিতেছে—সেই মহাবাত্যা উপস্থিত হইলে ব্রজেশ্বরী ক্ষিতিপৃষ্ঠে নিজ-

পুত্রকে না দেখিয়া সম্ভ্রমবশতঃ ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিলেন। "বৃষ্টিজ"—"ভাঃ ১০।২৫।১১" অতিবর্ষায় ও অতিবাত্যায় পশুগুলি কম্পান্বিত এবং গোপগোপীগণ শীতার্ত্ত হইয়া গোবিন্দের শরণ গ্রহণ করিলেন। উৎপাতজ—মা যশোদার উক্তি—হায়! অকস্মাৎ বিশাল পৃথিবী টলিতেছে! উপরে আবার উল্কাগুলি ও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! আমার শিশুটী ত' বিষদূষিত যমুনা তটে যাইতেছে, এখন আমি কি করি !! "হস্তিজ"—হে মেঘসুন্দর! শীঘ্র সর, শীঘ্র সর, সম্মুখে গুরুতর হস্তী কুবলয়াপীড় বিদ্যমান, তোমার মৃদুদর্শনে পুরনারী আমাদের চিত্ত চঞ্চল হইয়া ভয়ে সম্যক্‌রূপে কম্পিত হইতেছে !! গজ শব্দ ব্যবহৃত হইলেও তাহাতে অন্যান্য দুষ্টজন্তু পশু প্রভৃতি ও গ্রাহ্য। "শ্রীকৃষ্ণ যশোদাকে বলিলেন—মাতঃ! ভীষণ অশ্বাকৃতি কেশী আমার সম্মুখে একবার আসুক ত', এই আমার সুদীর্ঘ বাহু জাগ্রৎ থাকিতে আপনি ব্যগ্র হইবেন না। "শত্রুজ"—শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রুক্মিণী হরণ দেখিয়া জরাসন্ধাদি রাজন্যবর্গ বলিলেন—"আমার অশ্ব, রথ, হস্তী, তূণ, খড়্গ (ইত্যাদি আনয়নকর) ভয় কি, ভয় কি? তোমারও ত্বরা কর—এই আমি চলিলাম, হায়রে! কৃষ্ণ রাজপুত্রীকে চুরি করিল !!" যদিও শত্রুগণের মধ্যে ভক্তির অভাব বশতঃ ইহা আবেগাভাসই, তথাপি নায়কের উৎকর্ষ জ্ঞাপনার্থ এস্থলে দৃষ্টান্তিত হইল। ঐরূপ প্রবল প্রতিপক্ষগণকেও নায়ক পরাজয় করিয়াছিলেন—ইহা শ্রবণে ভক্তগণের রতি উদ্দীপিত করিবার জন্যই উদাহৃত হইয়াছে।

১১। **উন্মাদ**—আনন্দাতিশয়, বিপদ ও বিরহাদি হইতে জাত হৃদ্‌ভ্রমকে 'উন্মাদ' কহে। ইহাতে অট্টহাস, নৃত্য, সঙ্গীত, ব্যর্থচেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, চীৎকার ও বিপরীত ক্রিয়াদি প্রকাশ পায়। "প্রৌঢ়ানন্দজ"—শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত-চিত্তা রাধা দধিশূন্য পাত্রে মন্থনকারিণী হইয়া জগৎ পবিত্র করিলেন, আর সেই শ্রীকৃষ্ণ দেব ও শ্রীরাধার স্তন-স্তবকে লোচনভ্রমর প্রেরণ করত বশীকৃত হৃদয় হইয়া ধবল বৃষকেই দোহন করিতে লাগিলেন। "আপদে"—হায়! হায় !! শ্রীকৃষ্ণ কালিয়-হ্রদে প্রবিষ্ট হইলে ব্রজেশ্বরী মুহুর্মুহু ভ্রমময়ী অবস্থা বিশেষ লাভ করত পশুদিগকে মন্ত্রজ্ঞ বিবেচনায় কৃতাঞ্জলি হইয়া নমস্কার করিতেছেন এবং তরুদিগকেও চিকিৎসক-বুদ্ধিতে বিষনাশক ঔষধের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন !! "বিরহে"—ভাঃ ১০।৩০।৪—গোপীগণ সমবেতকণ্ঠে ঐ শ্রীকৃষ্ণেরই নামগুণগান করিতে করিতে উন্মত্তবৎ বনে বনে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, যিনি আকাশবৎ সকল প্রাণির অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত, সেই শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা বৃক্ষসকলকে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাধি সকলের মধ্যে ইহার অন্তর্ভাব হইলেও উন্মাদকে পৃথকরূপে বলা হইল, কারণ এই উন্মাদ বিচ্ছেদজন্য বিপ্রলম্ভ প্রভৃতিতে মোহনত্ব প্রাপ্তি করত অধিরূঢ় মহাভাবে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৈলক্ষণ্য আবিষ্কার করে, অতএব ঐ উন্মাদ ব্যাধি হইতেও অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া 'দিব্যোন্মাদ' বলিয়া কথিত হয়।

১২। **অপস্মার**—দুঃখজনিত ধাতু-বৈষম্য হইতে উত্থিত চিত্ত-বিপ্লবকে 'অপস্মার' কহে। ইহাতে ভূমিপতন, ধাবন, সর্ব্বাঙ্গ ব্যথা, ভ্রম, কম্প, ফেণস্রাব, বাহুক্ষেপ, চীৎকার ইত্যাদির উদয় হয়। যথা—হে বৃষ্ণিকুলতিলক! তোমার চির বিরহে অদ্য ব্রজেশ্বরী সমুদ্রজলের ন্যায় প্রতিক্ষণে ফেণস্রাব করিতেছেন; ভুজরূপ তরঙ্গের উৎক্ষেপন করিতেছেন; ঘূর্ণিত ও লুণ্ঠিত হইয়া কখনও উচ্চশব্দ করেন, কখনও বা স্তব্ধ হইয়া থাকেন। উন্মাদের ন্যায় এই ব্যাধিবিশেষকেও "উন্মাদ মহাভাবের চমৎকৃতি পোষক বলিয়া যেমন পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে" তদ্রূপ অপস্মারও শত্রুগত ভয়ানকাভাসের চমৎকারই দান করে বলিয়া বর্ণিত হইল।

১৩। **ব্যাধি**—অসুর কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের পরাভব-শ্রবণে দুঃখাতিশয় এবং বিয়োগাদি হইতে জাত জরাদিকে 'ব্যাধি' বলে। ইহাতে স্তম্ভ, অঙ্গ-শৈথিল্য, শ্বাস, উত্তাপ এবং ক্লান্তি প্রকাশ পায়। যথা—হে কৃষ্ণ! তোমার বিরহে ব্রজবাসিগণ সম্প্রতি পীড়িত হইয়া মহাজর-জালিত অঙ্গসমূহ ধারণ করতঃ ধরণীতলে লুণ্ঠন করিতেছেন; অহো! তাঁহাদের জীবন-ব্যঞ্জক কেবল শ্বাসমাত্রই নাসারন্ধ্রে অবশিষ্ট আছে।

১৪। **মোহ**—হর্ষ, বিয়োগ, ভয় ও বিষাদাদি হইতে হৃদয়ে যে বাহ্যবিষয়ের অগ্রহণাদি জন্মে, তাহাকে

'মোহ' বলে। ইহাতে ভূমিপতন, শূন্যেন্দ্রিয়তা, ভ্রমণ এবং নিশ্চেষ্টতাদি প্রকাশ পায়। "হর্ষজ"—কুরুক্ষেত্রে নির্জনপ্রদেশে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া ব্রজস্ত্রীগণ শ্বাস, নিমেষ, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের চেষ্টা ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বৃত্তি প্রভৃতি হারাইয়া স্বর্ণপ্রতিমার ন্যায় অবস্থিত রহিলেন। "বিয়োগে"—যথা হংসদূতে—কদাচিৎ শ্রীরাধা অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণবিরহাগ্নি প্রশমিত করিবার জন্য সখীগণসহ যমুনাতটে চঞ্চলমনে গমন করিলেন, কিন্তু বহুদিন পরে তত্রত্য পরিচিত লতাকুটির-দর্শনে তাঁহার চিত্তকে সুষুপ্তির প্রিয়সখীরূপা মোহ অবস্থা স্পষ্টতঃই আচ্ছাদন করিল। "ভয়ে"—শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুন হতবুদ্ধি হইয়া হস্ত হইতে সম্মুখেই স্খলিত গাণ্ডীবকেও দেখিলেন না!! "বিষাদে"—'বলরামাদি বালকগণ শ্রীকৃষ্ণকে মহাবক-কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইতে দেখিয়া প্রাণহীন ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় অচেতন হইয়া গেলেন।" শ্রীকৃষ্ণভক্ত মোহপ্রাপ্ত হইলে আত্ম-(দেহ)-পর্য্যন্ত সর্ব্ববিষয়েই বিস্মৃতি ঘটিলেও কিন্তু তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্তি বিশেষ কখনও লয় হয় না। প্রলয়ে প্রধানতঃ বাহ্যবৃত্তির এবং মোহে অন্তর্বৃত্তির লোপ হয়—বুঝিতে হইবে।

১৫। মৃতি—বিষাদ, ব্যাধি, সন্ত্রাস, সংপ্রহার ও ক্লান্তি প্রভৃতি দ্বারা যে প্রাণত্যাগ, তাহাকে 'মৃতি' বলে। ইহাতে অব্যক্তবাক্য, দেহবৈবর্ণ্য, অল্পশ্বাস এবং হিক্কাদি প্রকাশিত হয়। যথা—সুকৃতি মথুরারাসিগণ অত্যল্প শ্বাস, মুহুর্মুহু বক্র ও উর্দ্ধদৃষ্টি এবং দেহে অত্যদ্ভুত নববৈবর্ণ্য আবিষ্কার করত উচ্চ উচ্চ হিক্কাভরে অস্পষ্ট-ভাবে শ্রীহরিনাম উচ্চারণপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতেছেন। মরণের পূর্ব্ববর্ত্তী চিত্তবৃত্তি এস্থলে প্রায়ই মৃতি বলিয়া কথিত হইয়াছে; কেহ কেহ বলেন যে, মৃত্যুশব্দে অনুভাব-বিশেষই বোধ্য, কিন্তু নায়কের বীর্য্য বর্ণনা করিতে শত্রুপক্ষের মরণ বলিতে হইবে।

১৬। আলস্য—তৃপ্তি ও শ্রমাদি-প্রযুক্ত সামর্থ্য সত্বেও যে কার্য্যে অপ্রবৃত্তি তাহাকে 'আলস্য' বলে। ইহাতে অঙ্গভঙ্গ, জৃম্ভা, কার্য্যের প্রতি দ্বেষ, চক্ষু মর্দ্দন, শয়ন, তন্দ্রা ও নিদ্রাদি প্রকাশ পায়। "তৃপ্তি জাত"—হে গোপেন্দ্র! গোবর্দ্ধনোৎসবে বিপ্র আমাদের এত তৃপ্তি হইয়াছে যে আমরা আর আশীর্ব্বাদ করিতেও সমর্থ নহি। 'শ্রমে'—আমার প্রীতির জন্য সুবল আমার সহিত বাহুযুদ্ধ করিয়া অতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, এখন কেবল অঙ্গমোটনই করিতেছে; সুতরাং তোমরা আর তাঁহাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিও না।

১৭। জাড্য—ইষ্ট ও অনিষ্টের শ্রবণ ও দর্শন এবং বিরহাদি এবং বিহারাদি হইতে জাত যে বিচার-শূণ্যতা তাহাকে 'জাড্য' বলে। ইহা মোহের পুর্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী অবস্থায় তুল্য; ইহাতে অনিমিষতা, তুষ্ণীভাব এবং বিস্মরণ প্রভৃতি হয়। "ইষ্ট শ্রুতিতে"—ঐ দেখ, গাভীগণ এবং মাতৃস্তন্যক্ষরিত দুগ্ধপানরত বৎসগণ উন্নমিত ও শুব্ধ কর্ণপুট দ্বারা শ্রীকৃষ্ণমুখ-নির্গলিত বংশী সঙ্গীত সুধা পান করিতে করিতে দৃষ্টিদ্বারা তাঁহাকে হৃদয়মধ্যে আনয়ন পূর্ব্বক আলিঙ্গন করত অশ্রুপূর্ণ ধারায় অবস্থান করিতেছেন। "অনিষ্টশ্রুতিতে"—অন্যনামে আহ্বানযুক্ত শেলতুল্য ব্যাথাপ্রদ কেশব বাক্যে লক্ষ্মণা অস্থির চিত্তে নির্নিমেষলোচনে ক্ষণকাল মৌন হইয়াই রহিলেন। "ইষ্টদর্শনে"—রাজা যুধিষ্ঠির দেবদেব গোবিন্দকে সমাদরপূর্ব্বক গৃহে আনয়ন করত আনন্দে হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার পুজাবিষয়ে প্রকার-নির্ণয়ে বিস্মৃত হইলেন। "অনিষ্ট দর্শনে"—ভাঃ ১০।৯।৩৬ যে পর্য্যন্ত রথের ধ্বজা ও চক্রোত্থিত ধূলি দেখা যাইতেছিল, তাবৎকাল পর্য্যন্ত গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিজ নিজ আত্মাকেও যেন প্রেরণ করতঃ পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মানা ছিলেন॥ "বিরহে"—হে মুকুন্দ! তোমার বিরহে সখাগণ কাতর হইয়া দুষ্ট দেবল ব্রাহ্মণ-গৃহে দেবপ্রতিমার ন্যায় বহুদিন যাবৎ অনলঙ্কৃত, স্খলিত-মলিনবসন ও মলযুক্ত রুক্ষগাত্র হইয়া ভুমিতলে পড়িয়া ছিলেন।

১৮। ব্রীড়া—নবসঙ্গম, অকার্য্য, স্তব ও অবজ্ঞাদি হেতু কৃত যে ধৃষ্টতা-বিরোধী ভাব, তাহাকে 'ব্রীড়া' কহে। ইহাতে মৌন, বিচিন্তা, অবগুণ্ঠন, ভূমিলিখন, এবং অধোমুখতা প্রকাশ পায়। "নবীনসঙ্গমে"—হে

পঙ্কজনয়নে সখি! তুমি স্বয়ং প্রেমান্ধা হইয়া গোবিন্দে এই বরতনু সমর্পণ করিয়াছ, অতএব এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাতে কার্পণ্য করিও না। হস্তি বিক্রয় করিয়া কেহ কি অঙ্কুশের জন্য বিবাদ ঘটায়? "অকার্য্যে"—অহে ইন্দ্র! তুমি এস্থলে লজ্জাপ্রযুক্ত মস্তক নত ও বদন বচনশূন্য করিও না, এই পারিজাত-তরু গ্রহণ কর, নচেৎ শচীর সম্মুখে মুখ দেখাইবে কি প্রকারে? "স্তবে"—শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বহু বহু সাদ্‌গুণ্যের উল্লেখ দ্বারা উদ্ধব স্তুত হইলে উদ্ধবের মস্তক অবনত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। "অবজ্ঞায়"—রৈবতক পর্ব্বত সদা বসন্তপুষ্পে সুশোভিত বটে, কিন্তু প্রিয়া আমি অপ্রিয়া হইয়া কিরূপে উহা দর্শন করিব?

১৯। **অবহিত্থা**—কোন কৃত্রিম ভাব দ্বারা স্থায়িভাবজাত অশ্রুকম্পাদির সম্বরণেচ্ছারূপ ভাবকে 'অবহিত্থা' বলে। ইহাতে পরের বিতর্ক জনক অঙ্গাদির সঙ্গোপন, অন্যদিকে দৃষ্টিপাত, বৃথাচেষ্টা ও বাগ্‌ভঙ্গী ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। প্রাচীনেরাও বলেন—স্থায়িভাবজাত অশ্রুপুলকাদি অনুভাবের আচ্ছাদনই যাহার প্রয়োজন, এবম্ভূত কৃত্রিম ভাবকেই 'অবহিত্থা' বলে। "কুটিলতায়"—গোপীগণ সহাস্য লীলাকটাক্ষ-বিভ্রম-শোভিত ভ্রূ-যুগল দ্বারা অনঙ্গবর্দ্ধন শ্রীকৃষ্ণকে সম্মানিত করিয়া স্বীয় ক্রোড়দেশে তাঁহার হস্ত ও পদযুগল স্থাপন পূর্ব্বক সম্মর্দ্দন দ্বারা সেবা ও স্তব করতঃ ঈষৎ কুপিত হইয়া বলিলেন (ভাঃ ১০।৩২।১৫)। "দাক্ষিণ্যে"—শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার গৃহ সমীপে পারিজাত বৃক্ষ রোপণ করিয়া মহোৎসবানুষ্ঠান করিলে রুক্মিণীর দীর্ঘতমা ঈর্ষ্যা হইলেও তাঁহার সৌশীল্য বশতঃ কেহই জানিতে পারিলেন না। "লজ্জায়"—ভাঃ ১।১১।৩২—হে শৌনক! দুর্জ্ঞেয়াভিপ্রায়া মহিষীগণ সেই পতি শ্রীকৃষ্ণকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া তদ্দর্শনোদ্দীপিত কাম-হেতু প্রথমতঃ দৃষ্টি দ্বারা তৎপরে অন্তরে প্রবেশ করাইয়া অন্তর্দেহেও তাঁহাকে পরিরম্ভণ করিলেন। সূক্ষ্মবুদ্ধি প্রিয়তম তাঁহাদের স্বাভিপ্রায় জানিয়াছেন দেখিয়া তাঁহারা লজ্জায় নেত্রজল রুদ্ধ করিয়া রাখিলেও প্রেমবৈবশ্য বশতঃ ঈষৎ অশ্রুপাত হইতেছিল। "কৌটিল্যও লজ্জায়"—হে দূতি! কোন্ কুলাঙ্গনা সেই ব্রজলম্পটকে কামনা করে? যাঁহার স্মরণেও আমার এই দেহ ভয়ে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। "সৌজন্যে"—শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক প্রগাঢ় রতি থাকিলেও তাহা গূঢ় গাম্ভীর্য্য-রূপ সম্পত্তি দ্বারা মন-রূপ গহ্বরে গর্ভগত হইয়া অন্যের অলক্ষীভূত ছিল। "গৌরবে"—হাস্যবদন সুবল-প্রমুখ সখাগণের সহিত গোবিন্দ যথেষ্ট পরিহাস করিতে থাকিলে 'পত্রি' নামক তদীয় ভৃত্য প্রমোদ মুগ্ধ হইলেও বদন অবনত করত যত্ন সহকারে হাস্য সম্বরণ করিলেন।" অবহিত্থা প্রকরণে উদ্ধৃত উদাহরণচয়ে কোনও ভাব হেতু, কোন ভাব গোপ্য এবং কোন ভাব গোপন, এইরূপ অবহিত্থায় তিনটি ভাবেরই বিনিয়োগ দেখা যায়। যেমন 'সভাজয়িত্বা' শ্লোকে কুটিলতা হেতু; তাহা স্ববাক্যে অভিব্যক্ত হইলে দোষ হইতে পারে—এইজন্য মতিকৌটিল্য ঐরূপ ভ্রূ-বিলাসেই প্রকাশিত হইয়াছে। অসূয়াময় অমর্ষ হইল "গোপ্য", তাহাও আবার 'ঈষৎ কুপিতা' এইবাক্যে ব্যক্ত। যদ্দ্বারা ভাব সম্বরণ হয়, তাহাই 'গোপন' শব্দ বাচ্য, এস্থলে তাহা 'সংরম্ভ ও স্পর্শ', দ্বারা হর্ষ-বৈকল্যরূপে প্রতীতিগম্য হইয়াছে। গোপনরূপ ভাবটি সর্ব্বত্রই কৃত্রিম, কিন্তু গোপ্য ভাবটিই বাস্তব। এইরূপে দেখা যায় যে প্রায় সকল ভাবেরই হেতুত্ব, গোপ্যত্ব ও গোপনত্ব এক বা বহুরূপে সম্ভাবিত হয়।

২০। **স্মৃতি**—সদৃশ বস্তুর দর্শনে বা দৃঢ়াভ্যাসবশতঃ যে পূর্ব্বানুভূত বস্তুর অনুসন্ধান, তাহাকে "স্মৃতি" বলে। ইহাতে শিরঃকম্প, ভ্রূবিক্ষেপাদি প্রকাশ পায়। "সদৃশ-দর্শনে"—হে মুকুন্দ! পদ্মাক্ষী শ্রীরাধা শ্যাম-জলধর দেখিয়া তোমাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া কামদেবের পরাক্রম অনুভব করিয়াছেন। "দৃঢ়াভ্যাসে"—আমি প্রমাদবশতঃ অবধান না করিলেও কখনও কোথাও হরিপাদপদ্মযুগল হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়।

২১। **বিতর্ক**—বিমর্শ (হেতু-পরামর্শ) এবং সংশয় ও বিপর্য্যাসাদি বশতঃ যে বস্তুতত্ত্ব নির্ণয়-নিমিত্ত বিচার, তাহাকে 'বিতর্ক' বলে। ইহাতে ভ্রূক্ষেপ মস্তকচালনও অঙ্গুলি-সঞ্চালনাদি প্রকাশিত হয়। "বিমর্শজ"—(মধুমঙ্গল বাক্য) ওহে! তোমার মস্তক হইতে ময়ূরপুচ্ছগুলি খসিয়া পড়িয়াছে, তাহাও জান না; তোমার

কণ্ঠে যে মাল্য অর্পণ করিয়াছি, তাহাও তুমি দেখিতেছ না। সুতরাং হে বৃন্দাবন-গুহাবিনোদি-মাতঙ্গ! আমি স্পষ্টতঃই বুঝিয়াছি যে ইহা শ্রীরাধার নেত্রভ্রমরবরের পরাক্রম বিশেষই হইবে। "সংশয়ে"— বিদগ্ধমাধবে, "হে সখি! একি তমাল বৃক্ষ? না, তাহা হইলে ইহার এরূপ নির্মল শোভা এবং গমন শক্তি থাকিবে কেন? তবে কি মেঘ? না, মেঘের উপরি সকলঙ্ক চন্দ্রই বিরাজ করে, এ যে মেঘশ্যামল শরীরের উপরি নিষ্কলঙ্ক (মুখরূপ) চন্দ্র ধারণ করিয়াছে!! অতএব হে চন্দ্রমুখি! যাঁহার বংশীধ্বনি জগতের মোহোৎপাদনে সমর্থ, সেই মুকুন্দই গোবর্দ্ধন-মস্তকে নিশ্চয়ই বিহার করিতেছে!! কোন কোন পণ্ডিতের মতে নিশ্চয়ান্ত সন্দেহই 'তর্ক' নামে কথিত হয়।

২২। চিন্তা—অভীষ্টের অপ্রাপ্তি এবং অনভীষ্টের প্রাপ্তি-জনিত যে ধ্যান (বিচার), তাহাকে 'চিন্তা' বলে। ইহাতে নিঃশ্বাস, অধোমুখতা, ভূমিলেখন, বৈবর্ণ্য, অনিদ্রা, বিলাপ, উত্তাপ, কৃশতা, বাষ্প এবং দৈন্য প্রভৃতি হয়। "অভীষ্টের অপ্রাপ্তিতে"— হে অঘনাশন! তোমার স্নিগ্ধস্বভাবা মাতা চিন্তায় কৃশা ও বিষণ্ণা হইয়া প্রদোষ-কালটি অতিকষ্টে গৃহদ্বারে বহুক্ষণ যাবৎ বসিয়া আছেন। তাঁহার অন্তঃকরণ ঘূর্ণিত হইতেছে। অহহ! হে ক্রীড়ালুব্ধ! এখনও কি তোমার গৃহকথা মনে হইতেছে না!! "অনিষ্ট প্রাপ্তিতে"—নন্দরাজ বলিলেন—হে গৃহিণি! নিবিড় চিন্তায় উন্নিদ্র-নেত্রা হইয়া তুমি তপ্ত বাষ্পধারায় মুখকমলের স্নান করাইও না। অক্রূরের সহিত মথুরায় গিয়া শীঘ্র আমিই তোমার পুত্রকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইতেছি।

২৩। মতি—শাস্ত্রাদির বিচারজাত যথার্থ নির্দ্ধারণকে 'মতি' কহে। ইহাতে কর্ত্তব্যকরণ, সংশয় ও ভ্রমের ছেদন, শিষ্য প্রতি উপদেশ এবং তর্কবিতর্কাদি হয়। যথা, পদ্মপুরাণে—"জগতের মোহজনিত জন্য কল্পিত পুরাণ আগমাদি শাস্ত্রসমূহ যদি কল্পাবধি সেই সেই দেবতাকে পরমশ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করে, করুক, কিন্তু সমস্ত আগমের রূঢ্যাদিবৃত্তি-বিচার-প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুই আরাধ্যরূপে নিশ্চিত।

২৪। ধৃতি—ভগবদনুভব, ভগবৎসম্বন্ধে দুঃখাভাব ও পরমপুরুষার্থ-প্রাপ্তিতে যে পূর্ণতা (মনের অচাঞ্চল্য) তাহাকে 'ধৃতি' বলে। ইহাতে অপ্রাপ্ত ও অতীত নষ্ট বস্তুর জন্য দুঃখ হয় না। "ভগবদনুভব"—(বৈরাগ্য শতকে ভর্ত্তৃহরিঃ)—ভিক্ষান্ন ভোজন করিতেছি, দিগ্‌বসন হইয়া বাস করিতেছি, ভূমিতলে শয়ন করি, আর আমাদের রাজাদিগের সেবায় কি লাভ? "দুঃখাভাবে"—শ্রীনন্দবাক্য—আমার গোষ্ঠ লক্ষ্মীর বিলাসগৃহ, পরার্দ্ধের উপরে গোধন ইতস্ততঃ ছুটিতেছে, দিব্যকর্ম্মা পুত্রও গৃহে খেলিতেছে; অতএব আমি গার্হস্থ্য সুখে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। "উত্তম প্রাপ্তিতে"—হরিলীলারূপ সুধা সমুদ্রের তটে অবস্থিত আমার মন চতুর্ব্বর্গকেও তৃণের ন্যায় মনে করে না!!

২৫। হর্ষ—অভীষ্টদর্শন ও অভীষ্টলাভ হইতে জাত চিত্তপ্রফুল্লতাকে 'হর্ষ' বলে। ইহাতে রোমাঞ্চ, স্বেদ, অশ্রু আবেগ, উন্মাদ, জাড্য, মোহাদি প্রকাশ পায়। "অভীষ্টদর্শনে"—যথা, বিষ্ণুপুরাণে—হে মুনে! মহামতি অক্রূর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করায় তাঁহার বদনাম্বুজ প্রফুল্ল ও সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল। "অভীষ্টলাভে"—(ভাঃ ১০।৩৩।১১)— কোনও গোপী শ্রীকৃষ্ণের পদ্মগন্ধি ও চন্দনলিপ্ত বাহু স্বস্কন্ধে স্থাপিত করিয়া তাহার আঘ্রাণে পুলকাঞ্চিত হইয়া তদীয় গণ্ডে চুম্বন দান করিলেন।

২৬। ঔৎসুক্য—ইষ্টবস্তুর দর্শন ও প্রাপ্তি স্পৃহা-নিমিত্ত যে কালবিলম্বের অসহিষ্ণুতা তাহাকে 'ঔৎসুক্য' বলে। ইহাতে মুখশোষ, ত্বরা, চিন্তা, নিঃশ্বাস-স্থিরতাদি প্রকাশিত হয়। "ইষ্টদর্শন-স্পৃহায়"—স্তবাবলী শ্রীরাধিকাষ্টকে— "যিনি স্নিগ্ধ বেণু-নিনাদে নিজ অবস্থানের ইঙ্গিত করিয়াছেন—সেই শ্রীহরিকে নিকটবর্ত্তী কুঞ্জে দ্রুতগতিতে যাইয়া প্রাপ্তিকরত হাস্যলোচনা নম্রবদনা এবং স্বীয় শ্রবণ-কুহরের কণ্ডুতিবিস্তারকারিণী শ্রীরাধা কবে আমাকে স্বদাস্যরূপ অমৃতসমুদ্রে স্নান করাইবেন!" "ইষ্টপ্রাপ্তির-স্পৃহায়"—নর্ম্মকুশল সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে কথা বিস্তার করিলে শ্রীকৃষ্ণস্পর্শোৎসুকা শ্রীরাধা পুষ্পস্তবক-গ্রহণের ছলে দ্রুতগতিতে কুঞ্জ-গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

২৭। ঔগ্র্য—অপরাধ ও দুরুক্তি প্রভৃতি হইতে জাত ক্রোধকেই 'উগ্রতা' বলে। ইহাতে বধ, বন্ধন, শিরঃ-কম্পন, ভৎর্সন ও তাড়নাদি প্রকাশ পায়। "অপরাধে"—গরুড় বাক্য—কি দুঃখ! যাহার প্রতাপে সর্পীগণের গর্ভস্রাব হয়, সেই আমার বিদ্যমানেও কালিয় আমার প্রভুর প্রতি দ্রোহাচরণ করিল! আমি এক্ষণই এই কালিয়কে জঠরাগ্নিতে আহুতি দিতে পারি, কিন্তু দৈত্যারি শ্রীকৃষ্ণের রোষকে ভয় করি।

২৮। অমর্ষ—তিরস্কার ও অপমানাদির অসহিষ্ণুতাকে 'অমর্ষ' কহে। ইহাতে স্বেদ, শিরঃকম্প, বৈবর্ণ্য, চিন্তা, উপায়ান্বেষণ, আক্রোশ, বিমুখতা ও তাড়নাদি প্রকাশ পায়। "তিরস্কারে"—যথা বিদগ্ধ মাধবে ২।৫৩—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রক্ষালিত মাধুরী-ধুরিণা নবোঢ়া বধূ আমার পার্শ্বে বাস করিতেছে, আর হে চঞ্চল কৃষ্ণ! তুমি ও এই গোষ্ঠমধ্যে কটাক্ষভঙ্গি করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ভ্রমণ করিতেছ; তাহাতে কি আমি চঞ্চলা না হইয়া পারি? "অপমানে"—যথা পদ্মার উক্তি—হে কদম্ববন-তস্কর! শীঘ্র অপসরণ কর; চাটুবাক্যে আর প্রয়োজন কি? মাদৃশ জনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অপমানের বিষয় আর কি আছে? অহো! চন্দ্রাবলী প্রধানা হইলেও তুমি কিনা ব্রজগোপীদের সভায় স্পষ্টতঃ অযোগ্যা 'তারা' নামে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া দূষিত করিয়াছ!! "বঞ্চনায়"—ভাঃ ১০।৩১।১৬—হে অচ্যুত! আমরা পতি, আত্মীয়, স্বজন, পুত্র, ভ্রাতা ও বান্ধব গণকে অতিক্রম করত তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি আমাদের আসিবার কারণ জান অথবা আমরা আমাদের গতি (দশমী দশা) জানি বলিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। তোমারই উচ্চগীতে আমরা মোহিত, হে শঠ! বল দেখি—এই রাত্রিকালে স্বয়ং আগত স্ত্রীদিগকে কেই বা ত্যাগ করে?

২৯। অসূয়া—অন্যের সৌভাগ্য ও গুণাদি হেতু পরম উন্নতি দেখিয়া দ্বেষ করাকে 'অসূয়া' বলে। ইহাতে ঈর্ষা, অনাদর, আক্ষেপ, গুণসমূহেও দোষারোপ, অপবাদ, বক্রদৃষ্টি ও ভ্রূভঙ্গী ইত্যাদি প্রকটিত হয়। "অন্য-সৌভাগ্যে"—পদ্যাবলী—হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে তোমার কপালে তিলক রচনা করিয়াছেন বলিয়া গর্ব্বিত হইও না; অন্য নায়িকাও কি এইরূপ সৌভাগ্যভাজন হইতে পারে না? যদি (তদীয় সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ) শ্রীকৃষ্ণের হস্তকম্পনরূপ বিঘ্নশত্রু না আসে। "গুণে"—স্বয়ং পরাজয়-প্রাপ্ত কৃষ্ণ-পক্ষ আমাদিগকে জয় করিয়া যদি বলরাম-পক্ষই বলিষ্ঠ হয়, তবে জগতে আর দুর্ব্বল কে হইবে?

৩০। চাপল—রাগদ্বেষাদি দ্বারা চিত্তের লঘুতা হইলে তাহাকে 'চাপল' কহে। ইহাতে অবিচার, কঠোর-বাক্য ও স্বচ্ছন্দাচরণাদি প্রকাশ পায়। "রাগে"—১০।৫২।৪১—হে অজিত! আগামী কল্য আমার বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়াছে। অতএব আপনি গোপনে বিদর্ভ দেশে আসিয়া পশ্চাৎ সেনাপতিগণে বেষ্টিত হইয়া শিশুপাল ও জরাসন্ধের সৈন্যগণকে পরাস্ত করতঃ সবলে আমাকে বীর্য্যপ্রদর্শনরূপ শুল্কদানে রাক্ষস-বিধিমতে বিবাহ করুন। "দ্বেষে"—যে বংশী গুরুগণের সম্মুখেও নীবীভ্রংশ করে সেই বংশী কালিন্দীর প্রবাহে বাহিত হইয়া সাগরে প্রবেশ করুন।

৩১। নিদ্রা—চিন্তা, আলস্য, স্বভাব ও শ্রমাদি দ্বারা চিত্তের যে মলীন (বাহ্যবৃত্তির লোপ) তাহাকে 'নিদ্রা' বলে। ইহাতে অঙ্গভঙ্গ, জৃম্ভা, জড়তা, নিঃশ্বাস ও নেত্রনিমীলনাদি প্রকাশ পায়। "চিন্তায়"—সূর্য্যদেব রক্তবর্ণ ধারণ করিলেও বেণুধ্বনি না শুনিয়া মা যশোদা চিন্তাক্রান্ত-হৃদয়ে নিদ্রাভিভূত হইলেন। "আলস্যে"—দামোদরের বন্ধনের পরিশ্রমে অতিদুর্ব্বলা মা যশোদার মস্তক ঈষদ্ ঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং তিনি অঙ্গমোটন করিতে লাগিলেন। "স্বভাবে"—হে অঘহর! তোমার বীর্য্যে নিখিল চিন্তা দূরীভূত হওয়ায় এই গোপগণ গৃহদ্বার-বন্ধন ব্যাপারাদি ত্যাগ করতঃ রাত্রে নিজ প্রাঙ্গণে নিশ্চলাঙ্গে সুখে শয়ন করিয়াছেন—দেখ। "শ্রমে"—অন্য সম্ভোগান্তে শ্রমজলে বিশাখা অতি পরিশ্রান্ত হইয়া শ্রীহরিবক্ষে অঙ্গ নিক্ষেপ করত নিদ্রিত হইয়াছেন। প্রশ্ন—চিত্ত নিমীলনকে নিদ্রা বলা হইয়াছে, তাহা তমোগুণ চিত্তবৃত্তিরূপ বলিয়া গুণাতীত পরমভক্তগণে কিরূপে সম্ভবে? উত্তর—শ্রীকৃষ্ণের উত্তম ভক্তগণের

ভগবৎসমাধিরূপা নিদ্রা হয়, তাহা প্রাকৃত নিদ্রা নহে। লীলা-বিশেষ রহিত কেবল শ্রীবিগ্রহ স্ফূর্ত্তি মাত্রক চিত্ত-নিমীলনের পূর্ব্বাবস্থাই ভক্তগণের নিদ্রা, তাহাতে কিন্তু সম্পূর্ণ চিত্ত নিমীলন হয় না।

৩২। সুপ্তি—দশাবিশেষে বিবিধভাবনা এবং বিবিধ অর্থানুভব হইলে ঐ নিদ্রাকেই 'সুপ্তি' বলে। ইহাতে ইন্দ্রিয়গণের বিষয়োপরতি, শ্বাস, নেত্র নিমীলনাদি হইয়া থাকে। যথা—'হে কমলনয়ন কৃষ্ণ! তুমি শিশুকালেই বহু লীলা বিস্তার করিয়াছ, অতএব এই কালিয়ের মহাদর্পও শীঘ্র দূর কর দেখি'—এইরূপ স্বপ্নবাক্য দ্বারা শ্রীবলদেব যাদবগণকে বিস্মিত ও হাস্যান্বিত করত বহুক্ষণ যাবৎ নিশ্বাসবেগে উদরের অল্প অল্প তরঙ্গ বিস্তার পূর্ব্বক নিদ্রিত হইয়াছিলেন।

৩৩। বোধ—অবিদ্যা, মোহ ও নিদ্রাদির ধ্বংস হইলে যে জ্ঞানাবির্ভাব হয় তাহাকে 'বোধ' কহ। "অবিদ্যা-ধ্বংসে"—প্রথমতঃ নিদিধ্যাসনরূপ সাধন দ্বারা অবিদ্যার ধ্বংস, তৎপর ক্রমশঃ 'ত্বম ও তৎ' এই পদার্থদ্বয়ের জ্ঞান, তৎপরে পদার্থদ্বয়ের অভেদ চিন্তারূপ বিদ্যা—সুতরাং অবিদ্যা-ধ্বংসের পরে যে বোধ তাহা বিদ্যোদয়পূর্ব্বকই হয় এবং তাহাতে নিখিল ক্লেশের বিশ্রান্তি জনক (আনন্দরূপ) স্বরূপ-জাগরণ হয়। ঐ বোধ কখন ভক্তিরও উপলব্ধি করায় বলিয়া ইহাকে সঞ্চারী বলে। এই কথা কিন্তু শান্তভক্ত-সম্বন্ধেই ধর্ত্তব্য। এস্থলে বিদ্যা—অবিদ্যা জন্য কামক্রোধাদি থাকিলে শীঘ্র রতির উদয় হয় না, অতএব অবিদ্যা নিরাসক বিদ্যার উৎপাদন, পরে বিদ্যার ও ত্যাগ করত কেবল শ্রবণকীর্ত্তনাদি রূপা শুদ্ধাভক্তিই কর্ত্তব্য। অন্যভক্তগণ কিন্তু প্রথমতঃই শুদ্ধাভক্তির যাজনে ব্রতী হন, বিদ্যোদয়ের জন্য প্রয়াস স্বীকার করেন না। যথা—বিদ্যা-দীপ লাভ করত সদ্যই সত্য বিজ্ঞানরূপ স্ব-স্বরূপকেও অবগত হইয়াছি, এক্ষণে আমি কামক্রোধাদি-বিঘ্নরহিত হইয়া সেই মূর্তিমান্ পরব্রহ্ম সান্দ্রানন্দাকৃতি নারায়ণকে অন্বেষণ করিতেছি। "মোহধ্বংসে"—শ্রীহরির শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ও রস প্রভৃতি দ্বারা মোহক্ষয় হইলে যে বোধ জন্মে, তাহাতে চক্ষু-উন্মীলন, রোমাঞ্চ এবং উত্থানাদি প্রকাশ পায়। "শব্দে"—শ্রীকৃষ্ণের প্রথম দর্শন-জনিত সুখশ্রেণীতেই শ্রীরাধার ইন্দ্রিয়বৃত্তি লুপ্ত হইয়াছিল। তৎপরে তাঁহার কর্ণমূলে ললিতা শ্রীকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিলে শ্রীরাধা লোচন উন্মীলন করিয়াছেন। "গন্ধে"—অরিষ্ট-বধের জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে ত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিল শ্রীরাধা সেই বন প্রদেশে বৈবর্ণ্য প্রাপ্ত হইয়া শিথিলাঙ্গে পতিত হইলেন, নিশ্বাস ব্যাপার প্রায় রুদ্ধ হইয়াছিল। পুনরায় বনমালার সৌরভ পাইয়া তিনি পুলকাঙ্কিত দেহে পাংশুপুঞ্জ হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। "স্পর্শে"—হে সখি! স্বভাবতঃই আনন্দদায়ক এবং কোমল এ কাহার হস্তস্পর্শ? যমুনা-পুলিন-বনদর্শনে আমি বিশীর্ণ হইতেছিলাম, সেই দুরন্ত বিপত্তিময়ী অন্তর্মূর্চ্ছার সম্যকরূপে অপনোদনে ঐ হস্তস্পর্শ যে সুখময়ী আনন্দ মূর্চ্ছারই অবতারণা করিল!! "রসে"—হে কৃষ্ণ! তুমি রাসলীলায় অন্তর্হিত হইলে আমার সখী শ্রীরাধা সংজ্ঞাহীনা হইয়া শিথিলাঙ্গে ভূশায়িতা হইলেন। তোমার চর্ব্বিত তাম্বুল পাইয়া আমি তাঁহার মুখে সমর্পণ করিলেই পদ্মাক্ষী পুলকাঙ্কিত হইয়াছিলেন। "নিদ্রা-ধ্বংসে বোধে"—স্বপ্ন, নিদ্রাপূর্ত্তি এবং শব্দাদির কারণে নিদ্রাভঙ্গ হইলে বোধ হয়, ইহাতে চক্ষু মর্দ্দন, শয্যাত্যাগ এবং অঙ্গমোটনাদি প্রকাশ পায়। "স্বপ্নভঙ্গে"—'হে চঞ্চল! তোমার এই হাস্যশোভার বিরতি হউক, মদীয় অঞ্চল ত্যাগ কর, নতুবা বৃন্দার নিকট তোমার চাঞ্চল্য নিবেদন করিব,—স্বপ্নে এই কথা বলিতে বলিতেই শ্রীরাধা জাগ্রত হইয়া সম্মুখে গুরুজন দেখিয়া লজ্জায় অবনত বদনে রহিলেন। "নিদ্রাপূর্ত্তিতে"—যখনই দূতী আসিয়া গৃহে উপস্থিত হইলেন, শ্রীরাধার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। পুণ্যবতীদের উদ্যম শীঘ্রই ফল দান করে। শব্দে—সারঙ্গ (ভক্ত)-রঙ্গপ্রদ মুরলিরূপ মেঘগর্জ্জন গোপসুন্দরীদের নিদ্রারূপাহংসীকে দূরীকৃত করিয়াছিল। এই তেত্রিশটী ব্যাভিচারী ভাব কীর্ত্তিত হইল। উত্তম, মধ্যম, ও কনিষ্ঠ ভেদে এই ব্যাভিচারী সকলকে যথাযোগ্য বর্ণন করাই অভিপ্রেত। মাৎসর্য্য, উদ্বেগ, দম্ভ, ঈর্ষ্যা, বিবেক নির্ণয়, বিক্লবতা, ক্ষমা, কৌতুক, উৎকণ্ঠা, বিনয়, সংশয়, ধৃষ্টতা প্রভৃতি এবং এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ভাবগুলিও উক্ত তেত্রিশটির মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইতে পারে বিবেচনায় পৃথক বর্ণিত হইল না।

অসূয়াতে মাৎসর্য্য অন্তর্ভূত আছে, কারণ পরশ্রীতে দ্বেষ করার নাম মাৎসর্য্য, আর পরগুণে দোষারোপ নাম অসূয়া, সুতরাং মাৎসর্য্য ও অসূয়া এই দুইয়ে পরস্পর ভেদ নাই। বিদ্যুতাদি নিমিত্ত সহসা যে ভয় হয় তাহার নাম ত্রাস এবং ঐ ত্রাসে অসহিষ্ণুতার নাম উদ্বেগ অতএব ত্রাসের মধ্যেই উদ্বেগ অন্তর্ভূত হইয়াছে। আকার গোপনের নাম অবহিত্থা এবং স্বীয় উত্তমতা প্রকাশের নাম দম্ভ, এই উভয়ই কপটময়, সুতরাং অবহিত্থাতে দম্ভ অন্তর্ভূত হইয়া রহিয়াছে। পরের অপরাধ অসহনের নাম অমর্ষ, পরের উৎকর্ষ অসহনের নাম ঈর্ষা এই উভয়ই অসহ্য স্বরূপ, সুতরাং অমর্ষে ঈর্ষা অন্তর্ভূত হইয়াছে। অর্থ নিদ্ধারণের নাম মতি ও মতির নামই নির্ণয়; নির্ণয়ের কারণ বিচার এবং বিচারের নামই বিবেক, সুতরাং নির্ণয়েতে বিবেক অন্তর্ভূত হইয়া রহিয়াছে। আপনাতে নিকৃষ্ট জ্ঞানের নাম দৈন্য এবং অনুৎসাহের নাম ক্লৈব্য, সুতরাং দৈন্যে ক্লৈব্য অন্তর্ভূত আছে। মনের অচাঞ্চল্যের নাম ধৃতি এবং সহিষ্ণুতার নাম ক্ষমা, সুতরাং ধৃতির অন্তর্ভূত ক্ষমা রহিয়াছে। কালযাপনের অসমর্থতার নাম ঔৎসুক্য এবং আশ্চর্য্য দর্শনের নাম কুতুক, কোন সময়ে কুতুকও ঔৎসুক্যের কারণ হয়, এ নিমিত্ত ঔৎসুক্যে কুতুক অন্তর্ভূত আছে। ঔৎসুক্যের সূক্ষ্মবিস্থার নাম উৎকণ্ঠা, সুতরাং ঔৎসুক্যে, উৎকণ্ঠাও অন্তর্ভূত আছে। লজ্জাতে বিনয়ের আবশ্যকতা, এ কারণ লজ্জাতে বিনয় অন্তর্ভূত আছে। সংশয় তর্কের অন্তর্ভূত, ধৃষ্টতার পরেই চপলতা হইয়া থাকে, সুতরাং চপলতায় ধৃষ্টতা অন্তর্ভূত আছে।

উক্ত সঞ্চারি ভাব সকলের মধ্যে যে সমুদায় ভাব অন্তর্ভূত আছে তাহাদের মধ্যে কেহ কাহারও সম্বন্ধে পরস্পর ভাব ও অনুভাব হইয়া থাকে। নির্ব্বেদে অসূয়ার যে রূপ বিভাবতা হয়, পুনরায় অসূয়াতেও নির্ব্বেদের অনুভাবতা যুক্ত হইয়া থাকে। ঔৎসুক্যের প্রতি চিন্তার অনুভাবতা এবং নিদ্রার প্রতিও ঐ রূপ চিন্তার বিভাবত্ব হয়, এইরূপে অন্যান্য ভাবের ও জানিতে হইবে। এই সকল সাত্ত্বিক, তথা নানাবিধ ক্রিয়ার পরস্পর কার্য্য কারণ ভাব প্রায় লোক ব্যবহারানুসারে জ্ঞেয় হয়।

নিন্দায় বৈবর্ণ্য ও অমর্ষ এই দুইয়ের বিভাবত্ব, আবার অসূয়াতে ঐ নিন্দার বিভাবতা কথিত হয়। সংমোহ ও প্রলয়ের প্রতি প্রহারের বিভাবত্ব এবং উগ্রের প্রতি ঐ প্রহারেরই অনুভাবতা। এইরূপ অন্যান্য ভাবকেও জানিতে হইবে।

ত্রাস, নিদ্রা, শ্রম, আলস্য,, মধুপান জন্য মত্ততা ও অজ্ঞানতা প্রভৃতি সঞ্চারি ভাবের কোন স্থানে রতি অনুভবতা অর্থাৎ রতির কার্য্য হইবে। ঐ ত্রাসাদি ছয়টীর সহিত রতির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। কিন্তু পরম্পরায় লীলার অনুগামী হইবে। বিতর্ক, মতি, নির্ব্বেদ, ধৃতি, স্মৃতি, হর্ষ, অজ্ঞানতা, দীনত্ব ও সুষুপ্তি ইত্যাদি ভাব সকলের কোন স্থানে রতি বিভাবত্ব হইয়া থাকে। সঞ্চারি ভাব দুই প্রকার—পরতন্ত্র এবং স্বতন্ত্র। "পরতন্ত্র"—বর ও অবর ভেদে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভেদে পরতন্ত্র ভাবও দুই প্রকার হয়। "বর পরতন্ত্র"—সাক্ষাৎ ও ব্যবধান ভেদে বর পরতন্ত্রও দুইরূপে কথিত হয়। তন্মধ্যে—"সাক্ষাৎ", যথা—যে ভাব মুখ্য রতিকে পুষ্ট করে তাহাকে সাক্ষাৎ বলা যায়। যথা—হায়! যাঁহার নাম শ্রবণ মাত্রেই আমার লোমাবলী ও তনু নৃত্য বিস্তার করিতেছে সেই মাথুরা মণ্ডলকে যে চক্ষু অবলোকন করিল না, তাহাতে প্রয়োজন কি? উক্ত পদ্যে মথুরা মণ্ডল দর্শনেচ্ছা ভগবৎ রতি-স্বরূপা একারণ সাক্ষাৎ রতিকে পুষ্ট করিল। এস্থলে নির্ব্বেদ সাক্ষাৎ ভাব। "ব্যবহিত অর্থাৎ ব্যবধান।" যে ভাব গৌণী রতিকে পুষ্ট করে তাহাকে ব্যবহিত বলিয়া জানিতে হইবে। যথা—আমি ভীম, আমার বাহুদ্বয় পরিঘ সদৃশ, ইহারা যখন কৃষ্ণদ্বেষকারি দুষ্ট শিশুপালকে পেষণ করিতে সমর্থ হইল না, তখন এ ভুজদ্বয়কে ধিক্। এ স্থলে ক্রোধের বশীভূত প্রযুক্ত এই নির্ব্বেদকে রতির ব্যবহিত জানিতে হইবে। উক্ত পদ্যে ক্রোধকেই ক্রোধরতি বলা যায়, ক্রোধরতি গৌণ রৌদ্র রসের স্থায়ীভাব, ইহা গৌণী রতিকে পোষণ করিল।

অবর—যে ভাব দুইটী রসের অঙ্গত্ব প্রাপ্ত হয় না তাহাকে অবর বলা যায়। যথা—"যাহাতে সুস্পষ্ট রূপে দন্ত সকল গর্জ্জন করিতেছে এমত বদন সমূহ দ্বারা জগদাস্বাদনকারি জাজ্জ্বল্যমান ধৃত বিশ্বরূপ কৃষ্ণকে সন্দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের বদন শুষ্ক হইয়া গেল এবং তৎকালে তিনি ভয়ে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন।" ভয়ানক কার্য্যাদির অনুভব হেতু সহজ রতিকে আবৃত করিয়া যে দুর্ব্বার ভীতির আবির্ভাব হয়, তাহার নাম ভয়াধীন মোহ। 'স্বতন্ত্র'—পূর্ব্বোক্ত ভাব সকলের সর্ব্বদা পরাধীনত্ব অর্থাৎ অন্যভাবের অপেক্ষিত হইলেও কোন কোন সময়ে উহাদের স্বতন্ত্রতা হইয়া থাকে, যেমন রাজকর্ম্মচারীগণ সতত পরাধীন হইলেও কখন কখন রাজস্ব গ্রহণ বা বিবাহাদি কালে স্বাধীন হয় তদ্রূপ। ভাবজ্ঞ সকল রতিশূন্য, রত্যনুস্পর্শ এবং রতিগন্ধ ভেদে স্বতন্ত্রকে ত্রিবিধ রূপে কীর্ত্তন করেন। তন্মধ্যে "রতিশূন্য" যথা—রতিশূন্য জন সকলে রতিশূন্য ভাব হইয়া থাকে। যথা—ভা ১০।২৩।৪০—যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা কহিলেন—শৌক্র, সাবিত্রী ও দৈক্ষ্য এই তিন প্রকার জন্ম আমাদের হইয়াছে; এই ত্রিবিধ জন্মকে ধিক্; ব্রহ্মচর্য্যকেও ধিক্, বহুজ্ঞতাকেও ধিক, কুলকেও ধিক্, কর্ম্মদক্ষতাকেও ধিক্, কারণ আমরা অধোক্ষজ ভগবানে বিমুখ। এক্ষণে নিশ্চয় বোধ হইতেছে ভগবতী মায়া যোগিদিগেরও মোহজনিকা; যেহেতু বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ আমরাও আপন বিষয়ে মুগ্ধ হইলাম। ইহা স্বতন্ত্র নির্ব্বেদ।

রত্যনুস্পর্শন, যথা—যে স্বয়ং রতিগন্ধ শূন্য হইয়া প্রসঙ্গাধীন পশ্চাৎ রতিকে স্পর্শ করে তাহাকে রত্যনুস্পর্শ বলাযায়। যথা—ভয়ানক বৃষাসুরের গর্জ্জনে বিকল এবং বধির হইয়া হা কৃষ্ণ রক্ষা কর, রক্ষ কর এই বলিয়া গোপবালিকাগন চীৎকার করিতে লাগিলেন। এ স্থলে ত্রাস প্রকাশ পাইল, এই ত্রাস পশ্চাৎ কৃষ্ণরতিকে স্পর্শ করিয়াছে। "রতিগন্ধি"—যে স্বতন্ত্র হইয়াও রতিগন্ধকে প্রকাশ করে তাহার নাম রতিগন্ধি। যথা—"নপ্ত্রি! তুমি যে পীত বসন পরিধান করিয়াছ ইহা আমি চিনিতে পারিয়াছি। অতএব আর গোপন বিষয়ে যত্ন করিও না, আর্য্যা এই কথা বলিলে শ্রীরাধা মস্তক অবনত করিয়া সহসা বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা বদন আচ্ছাদন করিলেন।" এস্থলে লজ্জা পশ্চাৎ কৃষ্ণ রতিকে স্পর্শ করিল। উক্ত ভাব সকলের অস্থানে প্রয়োগ হইলে তাহার নাম আভাস। ঐ অস্থান প্রতিকূল্য ও অনৌচিত্য রূপে দুই প্রকার। "প্রতিকূল্য" যথা—উক্ত ভাব সকলের বিপক্ষে বৃত্তি হইলে তাহাকে প্রাতিকূল্য কহে। যথা—"আমার প্রাণসদৃশ কেশি দৈত্যকে যখন রণ বিষয়ে অশিক্ষিত গোপে বিনষ্ট করিল, তখন আমি যে ক্রীড়া করিতে করিতে দেবরাজকে পরাজয় করিয়াছি সেই হত কংসরাজের দুর্জীবনে প্রয়োজন কি? এই স্থলে নির্ব্বেদের আভাস মাত্র প্রকাশ হইল। যথাবা—কংস অক্রুরকে তিরস্কার করিয়া বলিল, আরে মূর্খ! যে ব্যক্তি একটা জলচর-ঢোঁড়া সাপ কালিয় নাগকে দমন এবং লোষ্ট্রখণ্ডের সহোদর তুল্য গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে উত্তোলন করিয়াছে বলিয়া সেই ব্যক্তিকে জগদীশ্বরত্ব অর্পণ করিয়াছিস্, ইহা আর অদ্ভুত কর্ম্ম কি! এ স্থলে অসূয়া প্রতিকূল ভাব। "অনৌচিত্য"—অসত্যতা ও অযোগ্যতা রূপে অনৌচিত্য দুই প্রকার; কিন্তু অপ্রাণি দ্রব্যে অসত্যতা ও পশুপক্ষ্যাদিতে অযোগ্যতা প্রকাশ পায়। তন্মধ্যে "অপ্রাণিতে অনৌচিত্য"—যথা,—যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের ছায়াকে একবারও, আশ্রয় করে নাই তাদৃশ আমার জীবনকে ধিক্! হে কদম্ব! তুমি কাতর হইও না, শ্রীকৃষ্ণ কলিয় সর্পকে মর্দ্দন করিয়া অচিরে তোমার চরিতার্থতা বিধান করিবেন।" "পক্ষি বিষয়ে অনৌচিত্য"—যথা—গরুড় কহিলেন আমি অতি পবিত্র, এমত পক্ষী কে আছে যে, সে আমার সদৃশ হইতে সমর্থ হইবে, কারণ শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াই তাহার পক্ষ ভজনা করিবেন।" এস্থলে গর্ব্বের অনৌচিত্য প্রকাশ হইল। সর্ব্বদা জ্ঞান ও বিজ্ঞান মাধুরী বহনকারি কদম্বাদি বৃক্ষ বিষয়ক সামান্য দৃষ্টিকে আভাস বলে। কোন কোন স্থানে ভাব সকলের উৎপত্তি, সন্ধি, শাবল্য ও শান্তিরূপ চারিটী দশা হইয়া থাকে, কিন্তু এই সকল দশার উৎপত্তিকে সম্ভব বলে যথা—"সূর্য্যমণ্ডল লোহিতবর্ণ হইলে যশোদা অদূরে বেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়া স্বেদজলে কঞ্চুলিকা আর্দ্রীভূত করিয়াছিলেন।" এ স্থলে হর্ষের উৎপত্তি হইল। যথাবা—"সখি! তুমি প্রাতঃকালে নির্জ্জনে মিলিত হইলে

তোমার প্রিয়সখী মেখলা বিলাস বিক্ষেপে ভুগ্না হইয়া বিরাজ করিতেছে অবলোকন কর। মাধব এই প্রকারে রহস্য বিস্তার করিলে শ্রীরাধা তাঁহার প্রতি ভ্রূকুটীর সহিত যে বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, ঐ বক্র দৃষ্টিই তোমাদিগকে পবিত্র করুন।" এ স্থলে অসূয়ার উৎপত্তি হইল।

সন্ধি—সমানরূপ অথবা ভিন্নরূপ ভাবদ্বয়ের পরস্পর মিলনের নাম সন্ধি। তন্মধ্যে "সমান ভাব দ্বয়ের সন্ধি, যথা—ভিন্ন ভিন্ন কারণ জন্যই সমান রূপ ভাবদ্বয়ের মিলনে সন্ধি হয়। যথা—"রাত্রিতে রাক্ষসীর অঙ্গ পতিত হইয়াছে এবং তাহার স্তনের উপর পুত্র হাস্য করিতেছে, নিশাবসানে এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রজরাজগৃহিণী যশোদা ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।" এই স্থানে ইষ্ট ও অনিষ্ট দর্শন হেতু জড়তা দ্বয়ের মিলন হইল।

ভিন্ন ভাবদ্বয়ের সন্ধি—এক কারণ জনিত অথবা ভিন্ন কারণ জনিত ভাবদ্বয়ের পরস্পর মিলনে সন্ধি হয়। তন্মধ্যে "এক কারণ জনিত ভাবদ্বয়ের সন্ধি" যথা—'যশোদা কহিলেন এই শিশুর চপলতা অতিশয় দুর্ব্বার, এ নিরন্তর গোকুলের অন্তর ও বাহ্যে ধাবমান হইতেছে, যাহা হউক ইহার এই নির্ভরত্ব দেখিয়া আমায় হৃদয় অতিশয় ব্যথিত ও কম্পিত হইতে লাগিল। এ স্থলে হর্ষ ও শঙ্কা এতদুভয়ের সন্ধি। "ভিন্ন কারণ জনিত ভাবদ্বয়ের সন্ধি", যথা—দেবকী দেবী প্রফুল্ললোচন ক্রীড়াপর সন্তানকে তথা বলিষ্ঠ মল্লমণ্ডলীকে অগ্রে অবলোকন করিয়া চক্ষুর্দ্বয়ে শীতল এবং উষ্ণ জল ধারণ করিলেন। এই স্থলে হর্ষ ও বিষাদের সন্ধি হইল। এক কারণে অথবা বহুকারণে সম্ভূত বহু ভাবের সন্ধি স্পষ্টই অবলোকিক হইয়া থাকে। তন্মধ্যে "এক কারণ জণিত বহু ভাবের সন্ধি" যথা—যিনি কালিন্দী তটবর্ত্তি বনভূমিতে বলিষ্ঠ মুকুন্দ কর্তৃক অবরুদ্ধ হওয়াতে ঐ মুকুন্দের প্রতি অন্তরে ঈষৎ হাস্য এবং বাহ্যে চঞ্চল অথচ উজ্জ্বল তারা দ্বারা স্পষ্টরূপে অবজ্ঞা বিস্তার কারি অরুণবর্ণ কুটিল অপাঙ্গ শোভায় সুশোভিত নয়ন নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই বৃষভানুকুলমণি শ্রীরাধা জয়যুক্ত হউন। এই স্থলে হর্ষ, ঔৎসুক্য, গর্ব্ব, ক্রোধ এবং অসূয়া এই সকলের সন্ধি হইল। "অনেক কারণ জনিত ভাব সকলের সন্ধি" যথা—কোন এক সময়ে ব্রজরাজগৃহে মহোৎসবে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের পরিহিত হার কণ্ঠে ধারণ করায় উহা হৃদয় পর্য্যন্ত লম্বিত হইয়াছিল, তদ্দর্শনে সমীপস্থ ভূমির সম্মুখবর্ত্তিনী জননীকে হাস্যবদনা দেখিয়া শ্রীরাধা তর্ক করিতেছিলেন এমত সময়ে অদূরে শ্রীকৃষ্ণ এবং মহোৎসবে সমাগত স্বীয় স্বামী অভিমন্যুকে অবলোকন করিয়া সহসা বিনত ও ম্লান বদনে স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিলেন। এখানে লজ্জা, ক্রোধ, হর্ষ ও বিষাদের একত্র মিলন হইল।

শাবল্য—ভাবসকলের পরস্পর সম্মর্দ্দের নাম শাবল্য। যথা—কংস কহিল সে বালকটা কি করিতে পারে, তাহার ত' কিছুই শক্তি নাই, পরক্ষণে জানিল যে সে আমার সমুদায় মিত্র পক্ষকে সংহার করিয়াছে, তবে কি করি, শীঘ্র গিয়া তাহার শরণাগত হই, কোন বীর এ প্রকার কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হয় নাই, পরে স্মরণ করিল আমার ত' বলিষ্ঠ বলিষ্ঠ মল্লগণ বিহার করিতেছে ভয় কি ? পরে জানিতে পারিল সেও ত সামান্য বলবান্ নয়, হস্ত দ্বারা গোবর্দ্ধন উত্তোলন করিয়াছিল, তবে কি করি, আমি এখনি বৃন্দাবনে গিয়া পীড়া দিতে প্রবৃত্ত হই, হায়! তাহাই বা কি রূপে করিব, তাহার ভয়ে যে আমার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল।" এই উদাহরণে গর্ব্ব, বিষাদ, দৈন্য, মতি, স্মৃতি, শঙ্কা, ক্রোধ ও ত্রাস এই আটটী ভাবের পরস্পর সম্মর্দ্দ হইল। যথাবা—কোন গৃহী ব্যক্তি কহিল "হায়! আমার এই সুদীর্ঘ লোচনদ্বয় মথুরা সন্দর্শন করিতেছে না, অতএব ইহাদিগকে ধিক্, আমার বিদ্যাও সামান্য নয়, এই বিদ্যা দ্বারা নৃপতি কিঙ্কর সদৃশ হইয়া রহিয়াছেন, কালকেও দুর্ব্বল দেখিতেছি না, সে সকলকেই আকর্ষণ করিবে এবং আমার গৃহে সর্ব্বদাই লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন, হা কষ্ট! এ সম্পদই বা কে ভোগ করিবে, তনু যে দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল, তবে এখন কি করি, গৃহে বসিয়াই হরিভজন করি, হায়! তাহাও যে করিতে পারিতেছি না, বৃন্দাবন আমার চিত্ত আকর্ষণ করিতে লাগিল।" এই উদাহরণে নির্ব্বেদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ধৈর্য্য, বিষাদ, মতি এবং ঔৎসুক্য এই সাত ভাবের সম্মর্দ্দ হইল।

শান্তি—যে ভাব অতিশয় উৎকট হয়, তাহার বিনাশের নাম শান্তি। যথা—"ব্রজশিশুগণ শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে ম্লান বদন এবং বিবর্ণ হইয়া বনমধ্যে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছিলেন, ইতোমধ্যে পর্ব্বতে মৃদু মধুর মুরলী রব শ্রবণ করিয়াই তাঁহাদের অঙ্গ সমুদয় পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।" এই উদাহরণে বিষাদের শান্তি হইল।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ ব্যভিচারী ভাব এবং হাস্যাদি সাতটী গৌণ রস এবং একটী মুখ্য যাহা স্থায়িভাবে বর্ণিত হইবে এই সমুদায়ে একচত্বারিংশৎ ভাব হইয়া থাকে, এই সকলকে মুখ্য ভাব বলা যায়, ইহারা শরীর এবং ইন্দ্রিয়বর্গের বিকার বিধান করে এবং ভাবের আবির্ভাব হইতে জন্মায় বলিয়া চিত্তের বৃত্তিরূপে কথিত হয়। কোন ভাব কোন স্থানে স্বাভাবিক এবং কোন স্থানে আগন্তুক হয়। তন্মধ্যে যে স্বাভাবিক ভাব সে অন্তর এবং বাহ্য ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে। যেমন মঞ্জিষ্ঠাদি দ্রব্যে তন্মত্র বর্ণ সহজেই চক্ষুতে লক্ষিত হয়, সেইরূপ এস্থানে নাম মাত্রেই বিভাবের বিভাবতা উপলব্ধি হয়। রতি একরূপা হইলেও ভক্তভেদে বিবিধ প্রকারে প্রতিভাত হয়। যেরূপ বস্ত্রাদিতে রক্তবর্ণ যোগ করিলেই বস্ত্র রক্তবর্ণ দেখায়, আগন্তুক ভাবও সেই প্রকার, পূর্ব্বোক্ত বিভাবাদি দ্বারা অর্পিত ও উদ্দীপ্ত হয়। বিভাবাদির বৈশিষ্ট্য এবং ভক্তের ভাব বশতঃ প্রায় সকল ভাবের বিশিষ্টতা উৎপন্ন হয় শান্ত দাস্য প্রভৃতি বিবিধ ভক্তের বিশিষ্টতা হেতু তাঁহাদের মনও বিবিধ প্রকার এবং মন অনুসারে ভাব সকলের উদয় বিষয়ে তারতম্য হইয়া থাকে। চিত্ত গরিষ্ঠ অথবা গম্ভীর কিংবা মহৎ বা কর্কশ হইলে ঐ সকল ভাব সম্যক্‌রূপে উন্মীলিত লইয়া থাকে, কিন্তু লোকে ঐ সকল ভাব জানিতে পারে না। চিত্ত লঘু অথবা তরল কিংবা ক্ষুদ্র বা কোমল হইলে ঐ সকল ভাব অল্প উন্মীলিত হয় এবং লোকে তাহা স্পষ্টরূপে জানিতে পারে। গরিষ্ঠ মন স্বর্ণ পিণ্ডের মত, এবং লঘিষ্ঠ মন তুলারাশির ন্যায়, কিন্তু ঐ চিত্তদ্বয়ে ভাবের পবনের তুল্যতা জানিতে হইবে অর্থাৎ গুরুচিত্তকে চঞ্চল করিতে পারে না কিন্তু লঘুচিত্তকে চঞ্চল করে। গম্ভীর চিত্ত সমুদ্রের তুল্য এবং তরল চিত্ত পল্বলাদির মত, এই দুই প্রকার চিত্তে মহাপর্ব্বতের শৃঙ্গের ন্যায় ভাবের উপমা অর্থাৎ বৃহৎ পর্ব্বতের শৃঙ্গ সমুদ্রে নিমগ্ন হইতে পারে কিন্তু পল্বলে অর্থাৎ গর্ত্তের জলে নিমগ্ন হয় না। মহিষ্ঠ চিত্ত নগরের তুল্য এবং ক্ষুদ্র চিত্ত কুটীর সদৃশ। এই চিত্তে প্রদীপ অথবা হস্তীর ন্যায় ভাবের উপমা, অর্থাৎ নগরে হস্তী বা প্রদীপ থাকিলে কেহ তাহা লক্ষ্য করিতে পারে না কিন্তু কুটীরে তাহা অনায়াসেই লক্ষ্য হয়। কর্কশ তিন প্রকার, বজ্র, স্বর্ণ ও জতু (লাক্ষা) এই তিন প্রকার কর্কশ চিত্তে ভাব অগ্নিসদৃশ। বজ্র নিতান্ত কঠিন, কখন তাহা মৃদু হয় না, তাপসদিগের চিত্তও এইরূপ কঠিন কোমল হয় না। স্বর্ণ অগ্নির অতিশয় উত্তাপে দ্রবীভূত হয়, স্বর্ণ তুল্য চিত্ত গুরুতরভাবে আর্দ্রীভূত হয়। জতু অল্প উত্তাপে সর্ব্বতোভাবে দ্রবীভূত হয়, তদ্রূপ চিত্ত ভাবের অল্পতায় আর্দ্রীভূত হইয়া যায়।

কোমল তিন প্রকার যথা—মধু, নবনীত ও অমৃত। এই তিন প্রকার চিত্তে ভাব, সূর্য্যের আতপ সদৃশ। তন্মধ্যে মধু ও নবনীত যথাবিধি আতপ সংযোগে গলিয়া যায়। অমৃত যেমন স্বভাবতঃ সর্ব্বদাই দ্রবীভূত, তদ্রূপ গোবিন্দের প্রিয়তম ভক্তের চিত্ত স্বভাবতই অমৃত সদৃশ। বিশেষ বিশেষ কৃষ্ণভক্তের পূর্ব্বোক্ত গুণ সমুদায়ে অথবা দুই তিন গুণে মন সর্ব্বদা সমবেত হইয়া থাকে। কিন্তু স্থায়ী ভাব সকল উৎকর্ষ লাভ করিলে সর্ব্ব প্রকার চিত্তকেই ক্ষুব্ধ করিতে পারে, কারণ ঔষধ বিশেষের সংযোগে হীরকেরও দ্রবীভূত হওয়ার যোগ্যতা আছে। যথা—দানকেলিকৌমুদীতে—প্রেম সমূহের উদয় হইলে সাধু সকল আপনাদিগের বৃদ্ধি ও বিকারকে স্থগিত করিতে পারেন না, যেমন চন্দ্র উদিত হইলে সমুদ্র আপনার বৃদ্ধি ও বিকার সম্বরণ করিতে পারে না, তদ্রূপ। সমুদ্রের সাধর্ম্ম্য এই যে, সমুদ্র অশ্রান্ত ও গভীর অর্থাৎ অবিগাহ্য ও দুরধিগম পার অর্থাৎ পারের অধিগম করা অসাধ্য এবং নিরন্তর যাহার সীমা অবধারণ করা যায় না ; ঐ সমুদ্র চন্দ্রোদয়ে আপনার বিকারও সম্বরণ করিতে পারে না, তদ্রূপ সাধু মণ্ডলী কৃষ্ণচন্দ্রের আস্পদ ধারণ করিয়া আপনাদের বৃদ্ধি ও বিকার সম্বরণ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। ইতি ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর দক্ষিণ বিভাগে ভক্তিরস সামান্য নিরূপণে ব্যভিচারী নামক চতুর্থ লহরী।

দক্ষিণ বিভাগে পঞ্চম লহরী "স্থায়ীভাব"—হাস্য প্রভৃতি অবিরুদ্ধ এবং ক্রোধ প্রভৃতি বিরুদ্ধ ভাব সকলকে বশীভূত করিয়া যে ভাব মহারাজের ন্যায় বিরাজ করেন তাহাকে স্থায়ী ভাব বলে। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়া রতিকেই স্থায়ীভাব বলা যায়, মুখ্য ও গৌণ ভেদে ঐ রতি দুই প্রকার। তন্মধ্যে মুখ্যা রতি যথা—শুদ্ধ-সত্ত্ব বিশেষরূপ যে রতি তাহাকে মুখ্যারতি বলে, মুখ্যা রতিও স্বার্থ ও পরার্থ ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে "স্বার্থা-মুখ্যা রতি যথা—অবিরুদ্ধ ভাব সকল দ্বারা আপনাকে যে স্পষ্টরূপে পোষণ করে এবং বিরুদ্ধভাব সকল দ্বারা যাহার গ্লানি উৎপন্ন হয়, তাহাকে স্বার্থা রতি বলা যায়। "পরার্থা, মুখ্যা রতি"—যে রতি স্বয়ং সঙ্কুচিত হইয়া বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ভাবকে গ্রহণ করে তাহাকে পরার্থা মুখ্যা রতি বলে। উক্ত মুখ্যারতি স্বার্থ এবং পরার্থ রূপে শুদ্ধা, প্রীতি, সখ্য, বাৎসল্য ও প্রিয়তা ভেদে পুনরায় পাঁচ প্রকার। এই রতি পাত্রের বৈশিষ্ট্য প্রযুক্ত বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয়, যেমন প্রতিবিম্বিত সূর্য্য স্ফটিকাদি দ্রব্য সকলে উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকেন তদ্রূপ।

শুদ্ধা—"সামান্যা", "স্বচ্ছা" এবং "শান্তি" ভেদে শুদ্ধা তিন প্রকার। এই শুদ্ধা অঙ্গ কম্পন এবং চক্ষু মীলন ও উন্মীলনাদি করিয়া থাকে। তন্মধ্যে "সামান্যা" যথা—সাধারণ জন এবং বালিকাদির সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে স্বচ্ছা বা শান্তিরূপ কিঞ্চিৎ বিশেষ প্রাপ্ত না হইয়া যে রতি উৎপন্ন হয় তাহাকে "সামান্যা" বলে। যথা—সখে! বল দেখি এই মথুরার মার্গে মধুর সূর্য্য অগ্রে উদিত হইলে আমার যে মানস চন্দ্র মৃদু হয় তাহার কারণ কি? যথাবা হে বৃদ্ধে! ত্রিবর্ষ বয়স্কা বালিকা অগ্রে শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া হুঙ্কার পূর্ব্বক ধাবমানা হইতেছে অবলোকন কর। "স্বচ্ছা"—নানাবিধ ভক্তের সঙ্গহেতু সেই সেই সাধন দ্বারা সাধক সকলেরও বিবিধত্ব হয়, একারণ এস্থলে পূর্ব্বোক্ত শুদ্ধা রতি স্বচ্ছা বলিয়া সম্মত হয়। সাধকের বিবিধত্বের প্রতি কারণ এই যে, যখন যে প্রকার ভক্তে রতির আসক্তি হয়, স্ফটিক মণির ন্যায় তখন সেই প্রকার ভাব ধারণ করে, এ নিমিত্ত ইহার নাম স্বচ্ছা রতি। যথা—কোন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কখন ভগবান্‌কে প্রভু বলিয়া স্তব, কখন বন্ধু বলিয়া পরিহাস, কখন তনয় বলিয়া রক্ষা, কখন কান্ত বলিয়া উল্লাস এবং কখন পরমাত্মা বলিয়া মানসিক চিন্তা এইরূপ বিবিধ সেবা দ্বারা মানসিক বৃত্তিও বিবিধ প্রকার প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সেই ভাব নিষ্ঠারূপ সুখসাগরে বিশেষ আস্বাদ শূন্য চিত্ত অতি শুদ্ধ আর্য্যদিগের প্রায় স্বচ্ছা রতি হইয়া থাকে। "শান্তি"—মনোমধ্যে যে নির্ব্বিকল্পত্ব অর্থাৎ সংশয়াদি রাহিত্য তাহাকে শম বলা যায়। এই বিষয়ে প্রাচীনগণের উক্তি—বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া যাহা হইতে মনের আনন্দ হয়, তাহার নাম শম স্বভাব। প্রায় শম প্রধান ব্যক্তিদিগের পরমাত্মা জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণে মমতাগন্ধ বিবর্জ্জিত শান্তি রতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যথা—দেবর্ষি নারদ বীণা দ্বারা হরিলীলা মহোৎসব গান করিলে সনক ঋষি ব্রহ্মানুভাবী হইলেও তাঁহার তনুতে কম্প উপস্থিত হইয়াছিল। যথাবা—হরিবল্লভ অর্থাৎ বৈষ্ণবসেবা দ্বারা সর্ব্বতোভাবে মোক্ষ সুখ পরিত্যাগ করিয়া আমার মনঃ স্বীয় অভীষ্টদেব মেঘকান্তি হরিকে দেখিতে অভিলাষ করিতেছে। অগ্রে বক্ষ্যমান প্রীত্যাদি আশ্রিত স্বাদ দ্বারা এই রতির অসম্পর্ক হেতু ইহাকে শুদ্ধা বলিয়া উল্লেখ করা যায়।

প্রীতি প্রভৃতি ভাবত্রয় দ্বারা রতির হৃদয়ঙ্গম তিন প্রকার ভেদ আছে, এই ভেদত্রয় গাঢ় আনুকূল্যে উৎপন্ন এবং সর্ব্বদা স্নেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ঐ ভেদত্রয় কৃষ্ণভক্তরূপ অনুগ্রহের পাত্র, সখা এবং গুরুজন এই তিনে ক্রমে প্রীতি, সখ্য ও বাৎসল্যরূপ হইয়া থাকে। ইহাতে নেত্রাদির ফুল্লত্ব, জৃম্ভণ, উদ্ঘূর্ণন প্রভৃতি হয়। এই রতিত্রয়ী কেবলা ও সঙ্কুলা ভেদে দুই প্রকার হইয়া থাকে। "কেবলা"—অন্য রতির গন্ধশূন্য হইলে তাহাকে কেবলা বলে, এই কেবলা ক্রমে ব্রজানুগ রসালাদি ভৃত্যবর্গে, শ্রীদামাদি সখাগণে, এবং নন্দ প্রভৃতি গুরুজনে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। "সঙ্কুলা"—পূর্ব্বোক্ত প্রীতি প্রভৃতি ভাবত্রয়ের মধ্যে দুই বা তিনের একত্র সম্মিলন হইলে তাহাকে সঙ্কুলা বলা যায়। এই সঙ্কুলা ক্রমে উদ্ধবাদি, ভীমাদি ও ব্রজেশ্বরীর ধাত্রী মুখরাদিতে প্রকাশ পায়। যাহার যেভাবের আধিক্য থাকে, তাহাকে সেই ভাবাক্রান্ত বলা যায়। যেমন উদ্ধবে সখ্যভাব থাকিলেও দাসত্বের প্রাধান্য বলিয়া

অনুগ্রাহ্য বলা যায়। "প্রীতি"—যে ব্যক্তি আপনা হইতেই ন্যূন হয় তাহাকে হরির অনুগ্রহের পাত্র বলা যায়। তাহাদের রতি, ইনি আরাধ্য এই জ্ঞানস্বরূপা এবং আরাধ্যে আসক্তি বিধান করে ও অন্যত্র প্রীতি বিনষ্ট করিয়া দেয়, এ কারণ এই রতিকে প্রীতি বলে। যথা—মুকুন্দমালায়—হে নরকান্তক! স্বর্গে অথবা পৃথিবীতে কিম্বা নরকে আমার বাস হউক তাহাত কোন দুঃখ নাই, কিন্তু মরণকালেও তোমার শারদ অরবিন্দ নিন্দাকারী চরণপদ্ম চিন্তা করিব।

সখ্য—যাঁহারা মুকুন্দের তুল্য, সৎসকলের মতে তাঁহারাই সখা, সখাদিগের রতি বিশ্বাসরূপা, এ কারণ এ স্থলে এই রতিকে সখ্য বলিয়া কীর্ত্তন করা গেল। এই রতি পরিহাস এবং প্রহাসকারিণী অতএব ইহাকে অযন্ত্রণা বলে। যথা—ব্রহ্মা বালকগণ অপহরণ করিলে রজনী যোগে শ্রীকৃষ্ণচিন্তা করিতে করিতে কহিলেন, হায়! আজি আমি বৃন্দাবনে গোচারণ করিতে করিতে পুষ্পিত কানন অবলোকন করিতে গিয়াছিলাম তৎকালীন বয়স্য বালকগণ আমার নিমেষকাল বিচ্ছেদে ব্যথিতচিত্ত হইয়া দূর হইতে আমি অগ্রে স্পর্শ করিব এই বলিয়া পুলকাঞ্চিত কলেবরে আমাকে স্পর্শ করত বিহার করিয়াছিল। যথাবা—হে দামোদর! তুমি শ্রীদামের বাহুবলে আপনার দর্পকে যথেষ্ট রূপে দরিদ্র করিলেও তথাপি সদ্যঃ আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করতঃ স্বীয় লজ্জা রূপা রাজমহিষীকে অঞ্জলি ত্রয় প্রদান করিয়াছ।

বাৎসল্য—হরির গুরুত্বাভিমানময় রতিযুক্ত মানবগণই পূজ্য বলিয়া বিখ্যাত এবং তাঁহাদের অনুগ্রহময়ী রতির নাম বাৎসল্য। এই বাৎসল্যে লালন, মাঙ্গল্যক্রিয়াসম্পাদন, আশীর্ব্বাদ ও চিবুক স্পর্শ প্রভৃতি হইয়া থাকে। যথা—অকারণ বিরোধকারি কংসের পর্ব্বত অপেক্ষাও গুরুতর কিঙ্করগণ গোসকল হরণ করিয়াছে শুনিয়া আমার মৃদু বালক গোগণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত অবিরত বনে গমন করিতেছে, হায়! এখন আমি কি করিব। যথাবা—গৃহাগ্রবর্ত্তি পুত্রকে অবলোকন করিয়া স্নুতস্তনী ব্রজরাজ-গৃহিণী যশোদা দয়ার্দ্র চিত্তে অঙ্গুলি দ্বারা ঐ পুত্রের চিবুক ধারণ করতঃ লালন করিতে লাগিলেন।

প্রিয়তা—হরি এবং মৃগাক্ষী রমণীর পরস্পর স্মরণ দর্শন প্রভৃতি অষ্টবিধ সম্ভোগের আদি কারণের নাম প্রিয়তা। ইহার অন্য নাম মধুরা। ইহাতে কটাক্ষ, ভ্রূক্ষেপ, প্রিয়বাক্য এবং হাস্য প্রভৃতি হইয়া থাকে। যথা—গোবিন্দবিলাসে—চিরকাল উৎকণ্ঠিতমনা রাধা মাধবের নির্জ্জন নিরীক্ষণ জনিত প্রত্যাশা পল্লব জয়যুক্ত হউক।' উত্তরোত্তর স্বাদবিশেষোল্লাসময়ী এই রতি বাসনা দ্বারা স্বাদ বিশিষ্ট হইয়া কোন স্থানে কাহার সম্বন্ধে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইতি মুখ্যা।

গৌণীরতি—সঙ্কোচময়ী রতি দ্বারা বিভাব অর্থাৎ আলম্বন জনিত যে কোন ভাববিশেষ স্বয়ং প্রকাশ পায়, তাহার নাম গৌণীরতি। হাস্য, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয় এবং জুগুপ্সা অর্থাৎ নিন্দা এই সাত প্রকারকে ভাব বিশেষ বলা যায়। মুখ্যা রতির অধীন প্রযুক্ত হাস্য আদি ভয় পর্য্যন্ত এই ছয়টী ভাব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আলম্বনত্ব সম্ভব হয়, আর সাধারণ রতির অধীন বলিয়া সপ্তমী যে জুগুপ্সা তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের আলম্বনত্ব হইতে পারে না, তাহাতে কেবল দেহাদি মাত্রের আলম্বনত্ব সম্ভব হয়। স্বার্থারতি হইতে হাসাদি ভাব সকল ভিন্ন হইলেও পরার্থারতির যোগ-হেতু ঐ হাসাদিতে রতি শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে। যে রতির উত্তরে হাস্য আছে তাহাকে হাস রতি বলা যায়, এই প্রকার বিস্ময়াদি ছয়টী রতিতে রতি শব্দ জানিতে হইবে অর্থাৎ যে রতির উত্তরে বিস্ময় আছে তাহাকে বিস্ময় রতি বলে, এই রূপ হাস্য প্রভৃতি সমুদায় গৌণী রতি। হাসাদি তত্তল্লীলার অনুসারে রতি দ্বারা মনোহরত্ব লাভ করিয়া কোন সময়ে কোন ভক্তে স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়, এ নিমিত্ত এই সাতটীর ধারাবাহিকত্ব নাই এবং ইহারা সময় বিশেষে প্রকাশ পায়। সহজ অর্থাৎ স্বতসিদ্ধ ভাবও বিরোধী ভাবদ্বারা তিরস্কৃত হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়।

যে রতি স্বীয় স্বরূপ দ্বারা আপনার আধারকে অতিক্রম না করে, সেই রতিই নিখিল ভক্তজনে আত্যন্তিক স্থায়িভাব বলিয়া পরিণত হয়। এই ভাব ব্যতিরেকে সমুদয় ভাব নিরর্থক। বিপক্ষাদি গত হইয়া ক্রোধাদি ভাব

সর্ব্বদা স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু রতিশূন্য বলিয়া ভক্তিরসে যোগ্য হইতে পারে না। নির্ব্বেদাদি অখিল সঞ্চারী ভাব সকল অবিরুদ্ধ ভাবসমূহ দ্বারা অস্পৃষ্ট হইলেও বিলয় প্রাপ্ত হয়, কখন স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয় না। এই হেতু মতি ও গর্ব্বাদি ভাব সকলের স্থায়িত্ব ঘটে না, যদি কেহ তাহার স্থায়িত্ব অভিলাষ করেন, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে ভরত মুনির মত থাকা আবশ্যক। হাসাদি সাতটী পূর্ব্বোক্ত বিভাবাদি ভাব সকল দ্বারা পুষ্ট হইয়া ভক্ত সকলে স্থায়িত্ব লাভ করত সেই সকল ভক্তে রুচি বিস্তার করে।

প্রাচীনদিগের মত যথা—শুদ্ধ পঞ্চভাব মুখ্যত্ব প্রযুক্ত এক এবং হাসাদি সাত, এই আট ভাব সংস্কারের স্থাপক এই আট ভাব দ্বারা অন্যান্য ভাবের সংস্কার তিরস্কৃত হওয়াতে তাহাদের স্থায়িত্ব উচিত হয় না।

হাসরতি যথা—বাক্য, বেশ ও চেষ্টাদির বিকৃতি প্রযুক্তচিত্ত বিকাশকারী হাস্য হয়, ইহাতে স্বীয় নেত্রের প্রকাশ এবং নাসা, ওষ্ঠ ও কপোলের স্পন্দনাদি হইয়া থাকে। এই হাস কৃষ্ণ সম্বন্ধি চেষ্টা দ্বারা উৎপন্ন এবং স্বয়ং সঙ্কোচময়ী রতি কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া হাস রতি বলিয়া কথিত হয়। যথা—সুমুখি! তোমায় শপথ করিয়া বলিতেছি আমি দধির প্রতি দৃষ্টিমাত্রও নিক্ষেপ করি নাই, তথাপি তোমার এই নির্লজ্জা সখী (রাধা) আমার মুখের আঘ্রাণ লইতেছেন, অতএব ছল পূর্ব্বক মিথ্যা সাধুতা প্রদর্শন কারিণী ইহাকে নিবারণ কর, শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে দূতী আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

বিস্ময় রতি—অলৌকিক বিষয় দর্শনে চিত্তের যে বিস্তার, তাহার নাম বিস্ময়। ইহাতে নেত্র বিস্ফার, সাধুক্তি ও পুলকাদি হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত রীতি ক্রমে বিস্ময় রতি নিষ্পন্ন হয়। যথা—ব্রহ্মা গো এবং গোপদিগের শিশুগণকে পীত বসন, শ্রীবৎসাঙ্ক বিশাল ভুজ চতুষ্টয়ে শোভমান এবং বহু বহু ব্রহ্মাণ্ডনাথ বিধিগণ কর্ত্তৃক অতিশয়রূপে স্তূয়মান হওত পরব্রহ্মের উল্লাস প্রকাশ করিতে দেখিয়া, হায়! একি একি এই বলিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

উৎসাহ রতি—সাধুগণ কর্ত্তৃক যাহার ফল প্রশংসিত হয় এমন যুদ্ধাদি কর্ম্মে ত্বরার সহিত যে স্থিরতর মনের আসক্তি তাহার নাম উৎসাহ রতি। ইহাতে কালাপেক্ষা না করা, ধৈর্য্যত্যাগ এবং উদ্যম প্রভৃতি হয়। পূর্ব্বোক্ত বিধানে সিদ্ধ হয় বলিয়া উহাকে উৎসাহ রতি বলে। যথা—কালিন্দী তট ভূমিতে পত্র, শৃঙ্গ ও বংশীর ধ্বনি হইতেছিল, তদ্দ্বারা গগনমণ্ডল শব্দায়মান হইলে, অঘদমন শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া শ্রীদাম দৃঢ়রূপে কটি-বন্ধন বন্ধন করিলেন।

শোকরতি—ইষ্ট বিয়োগ নিমিত্ত চিত্তের যে ক্লেশাতিশয় তাহাকে শোক বলে। ইহাতে বিলাপ, পতন, নিশ্বাস, মুখশোষ ও ভ্রমাদি উৎপন্ন হয়, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সম্পন্ন হইলে, ইহা শোকরতি হয়। যথা—ভাঃ ১০।৭।২৫—অতঃপর ধূলিবৃষ্টি নিবৃত্ত এবং বায়ু শান্তভাব ধারণ করিলে গোপীগণ যশোদার রোদনধ্বনি শ্রবণ পূর্ব্বক তথায় আগমন করিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় অনুতপ্ত চিত্তে অশ্রুপূর্ণ মুখে রোদন করিতে লাগিলেন।

ক্রোধরতি—প্রাতিকূল্যাদি দ্বারা চিত্তের যে দাহ, তাহাকে 'ক্রোধ' বলে। ইহাতে পারুষ্য, ভ্রূকুটি ও নেত্র লৌহিত্যাদি প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বোক্ত বিধিমত, সিদ্ধ হইলে এই ক্রোধই 'ক্রোধরতি' রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই রতি দুই প্রকার—শ্রীকৃষ্ণ বিভাবা এবং শ্রীকৃষ্ণ শত্রু বিভাবা। "শ্রীকৃষ্ণ বিভাবা"—শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠতটে শ্রীরাধার কান্তিশালী মণিহার দেখিতে পাইয়া জটিলা বিকট ভ্রূভঙ্গে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে বহুক্ষণ যাবৎ দৃষ্টিপাত করিয়াই রহিলেন। "শ্রীকৃষ্ণবৈরী-বিভাবা"—কংস সহোদররূপ তীব্র জালা-(অস্ত্র)-ধারী দাবাগ্নিতে যুদ্ধ করিতে শ্রীকৃষ্ণ অভ্যুত্থিত হইলে শ্রীবলদেবের ললাটরূপ আকাশে তখন হঠাৎ ভ্রূকুটী রূপ মেঘ দেখা দিয়াছিল।

ভয়রতি—অপরাধ এবং ঘোরতর প্রাণির দর্শনাদি জনিত চিত্তের চাঞ্চল্যকে 'ভয়' বলে। ইহাতে আত্মগোপন, হৃদয়শোষ, পলায়ন ও ভ্রমাদি সংঘটিত হয়। পূর্ব্ববৎ নিষ্পন্ন হইলে এই ভয়ই 'ভয়রতি' হইয়া থাকে। ক্রোধরতির ন্যায় ইহাও শ্রীকৃষ্ণ বিভাবা এবং শ্রীকৃষ্ণবৈরি বিভাবা ভেদে দ্বিবিধ। "শ্রীকৃষ্ণ বিভাবা"—স্যমন্তক মণিটীকে

বস্ত্র দ্বারা গুপ্ত করিয়া রাখিলেও অক্রূরকে শ্রীকৃষ্ণ সভামধ্যে চাতুর্য্যবিধানে ঐ মণিটী যাচ্ঞা করিলেন, কিন্তু অক্রূর প্রত্যুত্তর-দানে অসমর্থতা বশতঃ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভয়ে ভ্রম প্রাপ্তি করিলেন। "দুষ্ট বিভাবজা"—অহো! মেঘাকার বৃষাসুর গোকুল দ্বারে কটুরব করিতে থাকিলে পুত্র রক্ষায় যত্নাতিশয়ব্রতী যশোদা কম্পিতা হইয়াছিলেন।

জুগুপ্সা-রতি—ঘৃণাস্পদ বস্তুর অনুভব করিলে চিত্তের যে সঙ্কোচ হয়, তাহাকে 'জুগুপ্‌সা' বলে। ইহাতে নিষ্ঠীবন, মুখবক্রতা এবং দোষ কীর্ত্তনাদি প্রকাশ পায়। রতির অনুগ্রহে ইহার জন্ম হইলে জুগুপ্‌সা ও 'জুগুপ্‌সারতি' পদ বাচ্য হয়। যথা—নবনবায়মান-রসবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মে যেদিন হইতে আমার চিত্ত রতিলাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেইক্ষণ হইতেই পূর্ব্বাবস্থায়কৃত নারীসঙ্গমের কথা স্মরণ হইলেই যথেষ্ট মুখবিকার ও নিষ্ঠীবন হইতেছে।

মুখ্যারতি পঞ্চবিধা হইলেও রতিত্ব হিসাবে এক এবং হাসাদি সাত—এই আটটি স্থায়ী রসাবস্থা লাভ না করা পর্য্যন্ত ব্যভিচারী ভাব সমূহ স্বতন্ত্র হইলে অর্থাৎ স্থায়ীভাবের অঙ্গরূপে রসাবস্থ না হইলে তেত্রিশ এবং সাত্ত্বিক আট—সর্ব্বসমেত ভাব হইতেছে উনপঞ্চাশটি। এই হর্ষাদি ভাব কৃষ্ণ স্ফুরণময় বলিয়া অপ্রাকৃত প্রচুর আনন্দময়ই, আবার বিষাদাদি ও কৃষ্ণের সহিত অন্বিত হইয়া (কৃষ্ণস্ফুরণময় বলিয়া) তাদৃশ সুখময়ই বলিতে হইবে। প্রাকৃত (গুণময়) সুখ-দুঃখাদিবৎ প্রতীয়মান হইলেও কিন্তু বস্তুতত্ত্ববিচারে বিষাদ শোকাদিকালেও অন্তরে শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হওয়ার আনন্দই বিদ্যমান থাকে। লজ্জা, বোধ ও উৎসাহাদি সাত্ত্বিকবৎ; গর্ব্ব, হর্ষ; সুপ্তি ও হাসাদি রাজসবৎ, এবং বিষাদ, দৈন্য, মোহ ও শোকাদি তামসবৎ স্ফুরিত হইলেও পূর্ব্বোক্ত বিচারে ইহাদিগকে আনন্দ প্রাপ্তিরই অবস্থাবিশেষ বলিতে হইবে। বিষাদাদি আনন্দময় হইলে তদাশ্রিত ভক্তের দুঃখবোধ হয় কেন এবং ত্যাগেচ্ছা হয় কেন? উত্তর—বিষাদ—শোকদশাতে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তি ভাবনারূপ উপাধির বর্ত্তমানতায় বিষাদ প্রভৃতিতে দুঃখময়জ্ঞান ঔপাধিকই; যেমন শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনজ-আনন্দাশ্রুকে দর্শন প্রতিবন্ধক বলিয়া গোপীগণ ধিক্কার করেন, তদ্রূপই শ্রীকৃষ্ণ বিরহে আনন্দময় বিষাদ শোকাদিকে ও তাঁহারা ধিককার করেন। তপ্তেক্ষু চর্ব্বনকালে ইক্ষুরসের উষ্ণতানুভবে ত্যাগেচ্ছা হইলেও যেমন মাধুর্য্যাস্বাদন সেইরস ত্যাগ করিতে দেয় না, তদ্রূপ আনন্দ ও দ্বিবিধ—উষ্ণ ও শীত—বিষাদাদি উষ্ণ এবং হর্ষাদি শীত। বিষাদাদির উষ্ণ স্বভাবে ত্যাগেচ্ছা জন্মিলেও কিন্তু তাহাদের মাধুর্য্যানুভববশতঃ ত্যাগ করিতেও পারা যায় না। সুখময় ভাবগুলি প্রায়ই শীত এবং দুঃখময়ভাব উষ্ণ বলিয়া রসশাস্ত্রে উক্ত হয়। উৎকণ্ঠা ও শঙ্কর প্রাধান্য থাকায় রতিতে স্বতঃই উষ্ণতা থাকে। যদিও এই রতি পরমানন্দসান্দ্রা, তথাপি আশ্চর্য্যের ব্যাপার এইযে ইহা সময়বিশেষে উষ্ণও হয়। শীত হর্ষাদি বলিষ্ঠ ভাবদ্বারা পুষ্টিপ্রাপ্ত হইয়া ঐ রতি হর্ষাদির সহিত অভিন্নতায় শীতই হয়, পক্ষান্তরে রতির স্বতঃ অত্যুষ্ণতা নাই বলিয়া উষ্ণ বিষাদাদি-সহযোগে পুষ্টিপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তিভাবনা-রূপ উপাধিবশতঃ অত্যুষ্ণ তাপদান করে বলিয়া মনে হয় অর্থাৎ বিয়োগদুঃখ বিষাদাদির গুণ ঐ রতিতে আরোপিত হয় মাত্র; বাস্তবিক পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণময় বলিয়া উহাতে দুঃখানুভব সম্ভাবিত হয় না। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিচ্ছেদকালে বিপ্রলম্ভরসে মহাদুঃখের আভাস (প্রতীতি মাত্র) হয়, কিন্তু দুঃখাতিশয় আদৌ নহে। এস্থলে 'আভাস' বলার তাৎপর্য্য এইযে দুঃখাতিশয় আদিতে ও অন্তে স্থায়ীভাবে থাকে না, মধ্যাবস্থায় বিয়োগ লক্ষণ উপাধির সাহচর্য্যে অন্তরূপে প্রতীয়মান হয় মাত্র।

রতি মুখ্যা ও গৌণী ভেদে দ্বিধা; রতির কারণ, কার্য্য ও সহায়রূপে উক্ত কৃষ্ণ, [ভক্তাদি, স্মিত-স্তম্ভাদি এবং নির্ব্বেদাদি] প্রভৃতির শ্রবণে তদ্বাচক শব্দ দ্বারা 'ইহারা কৃষ্ণাদি' এই বোধ জন্মিলে, অভিনয়াদিতে দর্শনাদি দ্বারা অবগতিতে অথবা মনে ভাবনাদ্বারাও বোধ জন্মিলে ঐ রতি বিভাবনা, অনুভাবনা ও সঞ্চারণা প্রাপ্তি করত কৃষ্ণ-ভক্ত নিকটে রস হয়। যেমন দধ্যাদি দ্রব্যে শর্করা ও মরীচাদি ভাগ বিশেষের সংযোজনে রসালা নামে রস হয়। সেই রূপ এখানে কৃষ্ণাদির সাক্ষাৎ অনুভব হেতু ভক্তগণকর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রকারে কোন অদ্ভুত গাঢ় আনন্দ চমৎকার রস

আস্বাদনীয় হয়। ঐ রস রতি এবং বিভাবাদির একভাব স্বরূপ হইলেও সেই সেই বিভাবাদির প্রকাশ হেতু তত্তৎ বিশেষরূপে জ্ঞেয় হয়। এই বিষয়ে প্রাচীনদিগের মত যথা—প্রথমে বিভাবাদি ভাব ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়, পরে একত্র মিলিত হইলে অখণ্ড রসরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ এক রসস্বরূপ হইয়া যায়, যেমন মরীচ ও শর্করা পানীয় দ্রব্যে একত্র মিশ্রিত হইলে কোথাও কাহারও সম্বন্ধে অন্যরূপ রস আস্বাদনীয় হয় তদ্রূপ বিভাবাদির রস বিষয়ে আস্বাদ বিশেষ হইয়া থাকে।

যে সকল রতির কারণ স্বরূপ কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তাদি, কার্য্যস্বরূপ স্তম্ভাদি ও সহায়রূপ নির্ব্বেদাদি ইহারা সকল কার্য্য-কারণ শব্দ বাচ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া রসকালীন বিভাবাদি আখ্যা প্রাপ্ত হয়। যে সকল ভাব রতির তত্তৎ আস্বাদ বিশেষে অতিশয় যোগ্যতা বিধান করে পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে "বিভাব" নামে কীর্ত্তন করেন।৪৬

যে সকল সাত্ত্বিক কটাক্ষাদি ভাব পূর্ব্বোক্ত বিভাবিতা রতিকে মনোমধ্যে আস্বাদাতিশয় অনুভব করায়, এইকারণ তাহাদিগকে অনুভাব বলে। যে সকল নির্ব্বেদাদি ভাব বিভাবিতা রতিকে সঞ্চার করে এবং বিচিত্রতা প্রাপ্ত করায় এনিমিত্ত তাহারা "সঞ্চারি" ভাব বলিয়া সম্মত হয়। ভগবৎ সম্বন্ধীয় কাব্যনাট্য শাস্ত্রানুরাগিগণ সেবাকেই পরম কারণ বলিয়া থাকেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি যেরূপ সেবা করে তাহার সম্বন্ধে সেইরূপ ভাবোদয় হয়। কিন্তু এস্থলে অতর্ক্য অদ্ভুত মাধুর্য্য সম্পদ্‌শালিনী এই ভগবদ্বিষয়া রতির বক্ষ্যমান প্রকার উত্তম কারণ হয়। হ্লাদিনীশক্তির-বিলাসরূপ হেতু এই অবিচিন্ত্য স্বরূপ-বিশিষ্ট রতি নামক ভাব তর্কদ্বারা বোধ করা উপযুক্ত নহে, কারণ শারীরক ভাষ্যকার শাস্ত্রজ্ঞ ব্যাসাদি ঋষি ও ভরতাদি মুনির উক্তি উদাহরণ করিয়াছেন। উদ্যমপর্ব্বে উক্ত আছে যথা—অচিন্ত্যভাব সকলকে তর্ক দ্বারা যোজনা করিবে না যাহা প্রকৃতির পর অর্থাৎ অপ্রাকৃত তাহার নাম অচিন্ত্য।

মনোহরা রতি কৃষ্ণাদিকে বিভাবতা প্রাপ্ত করাইয়া ঐ কৃষ্ণাদি বিভাবের সহিত স্পষ্টরূপে আপনাকে বর্দ্ধিত করে। যেমন রত্নাকর আপনার সলিল দ্বারা মেঘ সকলকে পূর্ণ করিয়া পরে ঐ মেঘ সকলের বর্ষিত জলের সহিত আপনাকে বারিধিরূপে বিধান করে, তদ্রূপ। যদি বল কাব্য নাট্যের ব্যর্থতা হইল, তাহার সমাধান এই যে, কাব্যাদির অর্থ-চর্ব্বণাভিজ্ঞ কোন হরিভক্তের নূতন রত্যঙ্কুর উৎপন্ন হইলে তৎসম্বন্ধে হর্য্যাশ্রিত কাব্য নাট্যের বিভাবাদি কিঞ্চিৎ কারণ স্বরূপ হয়। তবে কি প্রকারে আরূঢ় ভাব সকল কাব্যনাট্যাদির কারণত্ব না হইবে? উত্তর এই যে, হরির ঈষৎ শ্রবণ মাত্রে সৎসকলের রসাস্বাদ হয়, কৃষ্ণাদির বিভাবত্বাদি নির্ব্বাহে রতিরই প্রভাব হেতু হইয়া থাকে।

রতি মাধুর্য্যাদির আশ্রয় প্রযুক্ত কৃষ্ণাদিকে প্রকাশ করে এবং কৃষ্ণাদিও অনুভব গোচর হইয়া রতিকে বিস্তীর্ণ করিয়া থাকেন। অতএব বিভাবাদি চতুষ্টয় এবং রতি এই উভয়ের এস্থলে নিরন্তর সহায়ত্ব দৃষ্ট হয়। রতির বিরূপতা ঘটিলে তদীয় প্রভাব সঙ্কুচিত হয় কিন্তু কৃষ্ণভক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণরূপ বিভাবাদির বৈরূপ্য উপযুক্ত হয় না, সুতরাং তাঁহাদের সঙ্কোচ নাই। অলৌকিকী প্রকৃতি দ্বারা এই সুদুরূহা রসস্থিতি হয়, যে রসস্থিতিতে সামান্যাকারে স্পষ্টরূপে ভাব সকল স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। এই ভাবসকলের স্বরূপ সম্বন্ধের যে অনির্ণয়, পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ তাহাকে সাধারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ভরত মুনির উক্তি—যথা,—ক্রিয়াতে বিভাবাদির কোন সাধারণী শক্তি আছে, প্রমাণকর্ত্তা ঐ শক্তি দ্বারা বিভাবাদির সহিত আপনাকে অভেদরূপে প্রতিপন্ন করেন। কদাচিৎ যদি হৃদয় মধ্যে দুঃখাদি স্বীয় রূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ঐ দুঃখাদি গাঢ় আনন্দ চমৎকারের চর্ব্বণকে বিস্তার করে, আর কদাচিৎ যদি হৃদয়ে পরাশ্রয়রূপে সুখাদি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ঐ সুখাদি পরমানন্দের সন্দোহকে বর্দ্ধিত করে। শ্রীকৃষ্ণলীলাপরিকর-গত বিভাবাদির যদি কিঞ্চিন্মাত্রেরও সদ্ভাব সম্পন্ন হয় অর্থাৎ যদি আধুনিক তত্তদ্বাসনাযুক্ত ভক্তের হৃদয়ে সদ্ভাব আবির্ভূত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক এবং সঞ্চারী এই চতুষ্টয়ের স্ফূর্ত্তি হেতু ঐ সদ্ভাব সিদ্ধ

হইয়া থাকে। "লৌকিক হেতু প্রযুক্ত অনুকরণ কার্য্যে রতি স্থিত হইলে তাহাতে রস উৎপন্ন হয় না", নাট্যজ্ঞেরা এই যাহা বলিয়া থাকেন তাহা যুক্তি সঙ্গত বটে।

এই কৃষ্ণরতি অলৌকিকী, সর্ব্বাদ্ভুত হইতেও অদ্ভুত, ইহা হরিপ্রিয় ব্যক্তিতে যোগ হইলে রস বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয় এবং বিয়োগ হইলে অতিশয় আনন্দের বিবর্ত্তত্ব অর্থাৎ পরিপাক ধারণ করিয়া এই রতি প্রগাঢ় দুঃখভরের আভাসত্ব বিস্তার করে।

তন্মধ্যে আবার নন্দনন্দনাশ্রিতা রতি নিবিড় আনন্দ চমৎকারের পরমসীমা পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া থাকে। কারণ যে বৃন্দাবন চন্দ্রের সুখ সমূহের লেশরূপী অগস্ত্য স্বীয় তেজে রুক্মিণীনাথের মাধুরী-সাক্ষাৎকার রূপ আনন্দ সমুদ্রকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পান করিয়াছেন অর্থাৎ নন্দনন্দনের মাধুর্য্য রুক্মিণীনাথের মাধুর্য্যকে তিরোহিত করিয়াছে। বস্তুতঃ হ্লাদিনী শক্তির সহিত তাদাত্ম্য প্রযুক্ত রত্যাদি অর্থাৎ রতি প্রেম স্নেহাদি রসের স্বপ্রকাশত্ব এবং অখণ্ডত্ব সিদ্ধ হয়।

পূর্ব্বে মুখ্য ও গৌণ ভেদে রতির দুই প্রকার উল্লেখ করা হইয়াছে অতএব এই ভক্তিরসও মুখ্য ও গৌণ ভেদে মুখ্য ভক্তিরস ও গৌণ ভক্তিরস। রতির ঐক্য প্রযুক্ত পাঁচপ্রকার ভেদ থাকিলেও মুখ্য এক এবং গৌণ সাত, এই উভয়ে মিলিত হইয়া ভক্তিরস আট প্রকার হয়।

মুখ্য ভক্তিরস যথা—মুখ্য ভক্তিরস পঞ্চ প্রকার। যথা—শান্ত, প্রীত, প্রেয়, বৎসল ও মধুর কিন্তু এই পাঁচের পূর্ব্ব পূর্ব্বকে কনিষ্ঠ জানিতে হইতে হইবে। "গৌণ ভক্তিরস" সাতপ্রকার যথা—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস। এই মুখ্য গৌণ ভেদে ভক্তিরস দ্বাদশ প্রকার হয়, কিন্তু পুরাণাদিতে পাঁচ প্রকারই দৃষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত দ্বাদশ রসের দ্বাদশ প্রকার বর্ণ যথা—শ্বেত, চিত্র, অরুণ, রক্ত, শ্যাম, পাণ্ডর, পিঙ্গল, গৌর, ধূম্র, রক্ত, কাল ও নীল। দ্বাদশ রসের দ্বাদশ অধিষ্ঠাতৃদেবতা যথা—কপিল, মাধব, উপেন্দ্র, নৃসিংহ, নন্দনন্দন, বলরাম, কূর্ম্ম, কল্কী, রাঘব, ভার্গব, বরাহ ও মীন।

পূর্ত্তি, বিকাশ, বিস্তার, বিক্ষেপ ও ক্ষোভ হেতু সকল ভক্তিরসের আস্বাদ পঞ্চধা রূপে পরিকীর্ত্তিত হয়। শান্তরসে পূর্ত্তি, প্রীতাদি হাস্য পর্য্যন্ত পঞ্চরসে বিকাশ, বীর ও অদ্ভুত রসে বিস্তার, করুণ ও উগ্ররসে বিক্ষেপ এবং ভয়ানক ও বীভৎসে ক্ষোভ, পণ্ডিতগণ এইরূপ বিধান করিয়া থাকেন।

শান্তাদি ভাব সকলের অখণ্ড সুখরূপত্ব হইলেও রসবিষয়ে কোন উত্তম নিবিড় আস্বাদ বিশেষ হইয়া থাকে। অজ্ঞ গ্রাম্য লোক কর্ত্তৃক করুণাদি রসসকল আশু দুঃখরূপে প্রতীয়মান হইলেও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ তৎসমুদয়কে গাঢ় আনন্দময় বলিয়া বোধ করেন। স্বতঃ পরমানন্দরূপা রতির লীলাবশতঃ করুণাদি রস অলৌকিক বিভাবত্ব প্রাপ্ত হইলে সৎ সকলের উক্তি ক্রমে ঐ করুণাদি রস হইতে স্পষ্টরূপে সুখ উৎপন্ন হয়, রসবেত্তাদিগের এই মর্য্যাদা।

নাট্যাদিতে যথা—করুণাদি রসে যে পরম সুখের উৎপত্তি হয়, তাহাতে সহৃদয় (শ্রোতা) দিগের অনুভবই কেবল প্রমাণ। রামায়ণাদির প্রতি কাণ্ডে করুণ রসের প্রকাশ জন্য ভাবক ভক্ত সকলে অল্প প্রকার দুঃখের হেতুতা হয়। যদি রামায়ণে প্রকৃত দুঃখই হইবে তাহা হইলে শ্রীরামচন্দ্র পাদাব্জের প্রেমতরঙ্গের সমুদ্র স্বরূপ হনুমান্ প্রীতি পূর্ব্বক নিত্য কেন রামায়ণ শ্রবণ করিবেন? আরও সুহৃদ অর্থাৎ স্বীয় অভীষ্ট রসের আশ্রয় স্বরূপ ভক্ত-বিশেষ শ্রীরাধাদি বিষয়ে সজাতীয় ভাব ভক্তে পরস্পর রতির বিষয়াশ্রয়রূপ ললিতাদি মুখ্য সখীগণের একতরাশ্রয়া রতি, সে যদি কৃষ্ণ বিষয়া রতির সম অথবা উন হয়, তাহা হইলে তাহার সঞ্চারীভাব বলিয়া আখ্যা হয়, এবং মধুরাখ্য রসে ঐ সুহৃদ্ রতি যদি কৃষ্ণবিষয়া রতি হইতে অধিকা এবং সতত অভিনিবেশ দ্বারা সম্বর্দ্ধমানা হয় তাহা হইলে সঞ্চারি সত্ত্বেও বৈশিষ্ট্য অপেক্ষায় ঐ রতির নাম ভাবোল্লাস হয়।

যাহারা ফল্গুবৈরাগ্যে দগ্ধ হইতেছে অর্থাৎ ভক্তিবিষয়ে আদর পরিত্যাগ করিয়া কেবল বৈরাগ্য মাত্র ধারণ

করিয়াছে, তাহাদের শুষ্ক জ্ঞান (ভক্তি অনাদরী হৈতুক তর্কনিষ্ঠ) এবং মীমাংসক অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডপরায়ণ ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানকারী তাহারা ভক্তিরসাস্বাদনে বহির্ম্মুখ।

চৌর হইতে মহানিধি রক্ষার ন্যায়, ভক্তিরসিকগণ মূর্খ, মীমাংসক ও ফল্গুবৈরাগীগণের সমক্ষে কৃষ্ণভক্তিরস প্রকাশ করিবেন না। অভক্তগণের নিকট ভক্তিরস সর্ব্বপ্রকারেই দুরূহ, কিন্তু ভগবচ্চরণারবিন্দই যাঁহাদের সর্ব্বস্ব সেই ভক্তগণই ভক্তিরসাস্বাদন করিতে পারেন।

ভাবনার পথ অতিক্রম পূর্ব্বক যে চমৎকারাতিশয়ের আধারস্বরূপ হইয়া সত্ত্বশোধিত উজ্জ্বল হৃদয়ে আস্বাদিত হয় তাহাকে রস বলে। ভাবনা বিষয়ে অনন্য বুদ্ধি হইয়া পণ্ডিতগণ হৃদয় মধ্যে দৃঢ় সংস্কার দ্বারা যাহাকে ভাবনা করেন তাহার নাম ভাব। ইতি ভক্তিরস সামান্য নিরূপণে স্থায়ী ভাব লহরী নামক দক্ষিণ পঞ্চম লহরী সমাপ্ত।

পঞ্চম বিলাস

পশ্চিম বিভাগ, শান্তভক্তিরসাখ্য প্রথম লহরী, শান্তভক্তিরস—ইহাতে শান্তাদি মুখ্যপঞ্চ ভক্তিরস নিরূপিত হইবে। পঞ্চ রস পঞ্চ লহরীতে কীর্ত্তিত হইবে। যথা—বিভাবাদি দ্বারা শমত সম্পন্ন ঋষিগণ কর্ত্তৃক যে স্থায়ী শান্তি রতি আস্বাদনীয় হয় পণ্ডিতগণ তাহাকে শান্ত ভক্তিরস বলিয়া বর্ণন করেন। যোগিগণ ব্রহ্মানন্দরূপসুখস্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা অতি অল্পতর, আর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্ফূর্ত্তিরূপ যে ঈশময় সুখ তাহা প্রচুরতর। এই ঈশময় সুখেতেও শ্রীবিগ্রহের সাক্ষাৎকারতাই গুরুতর হেতু, দাসাদির ন্যায় মনোজ্ঞত্ব লীলাদির সাক্ষাৎকারে গুরুতর হেতু হয় না অর্থাৎ আত্মারাম মুনিগণ কেবল ভগবৎ সাক্ষাৎকার মাত্রেই কৃতার্থ হইয়া থাকেন লীলাদিতে তাঁহাদের দাসাদির ন্যায় রুচি উৎপন্ন হয় না।

শান্তরসের আলম্বন যথা—চতুর্ভুজ এবং শান্তগণ এই শান্ত রসে আলম্বন বলিয়া সম্মত। তন্মধ্যে "চতুর্ভুজ" যথা—তাপস শান্তগণ কহিলেনএই যে মনোহর চতুর্ভুজ, আনন্দরাশি ও অখিল আত্মরূপ তরঙ্গের সাগর-স্বরূপ শ্যামাকৃতি প্রকাশ পাইতেছেন, ইনি যদি নয়নদ্বয়ের পথগত হয়েন তাহা হইলে সর্ব্বব্যাপক পরব্রহ্ম হইতে পরমহংস মুনিগণের মন মুগ্ধ হইয়া পড়ে। এই শান্তরসে সচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তি, আত্মারাম শিরোমণি, পরমাত্মা পরমব্রহ্ম, শান্ত, দান্ত, শুচি, বশী, সদাস্বরূপসংপ্রাপ্ত, হতারিগতিদায়ক ও বিভু ইত্যাদি গুণসম্পন্ন হরিই আলম্বনস্বরূপ। "শান্তগণ"—কৃষ্ণ এবং—কৃষ্ণভক্তের করুণা বশতঃ যাঁহারা রতি লাভ করিয়াছেন এমত আত্মারাম ও ভগবন্মার্গে বদ্ধশ্রদ্ধ তাপসগণই শান্ত। তন্মধ্যে আবার "আত্মারাম" যথা—সনক সনন্দনাদিকে আত্মারাম বলে। সনকাদির প্রাধান্য হেতু তাঁহাদের রূপ এবং ভক্তি বর্ণন করিতেছি। তন্মধ্যে "রূপ"—সনকাদি চারিজন, পাঁচ বা ছয় বৎসরের বালক সদৃশ, তেজঃ দ্বারা উজ্জ্বল, গৌরবর্ণ, উলঙ্গ এবং প্রায় চারিজনে একত্র বিচরণ করেন। ইঁহাদের "ভক্তি" যথা—হে মুকুন্দ! যাবৎ তোমার সুখময় জ্ঞানঘনস্বরূপ অদ্ভুত নবতমালসদৃশ নীলদ্যুতি আকৃতি সাক্ষাৎকার না হয়, তাবৎ ইন্দ্রিয়াগোচর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপ বস্তুতে স্বয়ং সুখ উদ্দীপিত হইয়া থাকে। "তাপসগণ"—যাঁহাদের বিষয় পরিত্যাগ নিমিত্ত নির্ব্বিঘ্না ভক্তি এবং যাঁহারা যুক্ত বৈরাগ্য স্বীকার করেন ও যাঁহাদের মুক্তিবিষয়ে অভিলাষ আছে, তাঁহাদিগকেই তাপস বলে। যথা—কবে আমি পর্ব্বতগুহায় অথবা বিপুল বৃক্ষের ক্রোড়দেশে বসতি বিধান করিব, কবেই বা আমি কৌপীন পরিধান করিব, কবেই বা আমার ফল মূল ভোজনে রুচি হইবে এবং কবেই বা আমি হৃদয় মধ্যে বারম্বার মুকুন্দ নামক চিদানন্দ জ্যোতিকে ধ্যান করিয়া ক্ষণকালের ন্যায় দিবা রাত্র যাপন করিব। ভক্ত, আত্মারাম ও করুণা বিস্তারকারিকে তাপস বলে, এই তাপসেরা হৃদয়াকাশে শান্ত নামক ভাবচন্দ্রের কলা আশ্রয় করিয়া থাকেন।

উদ্দীপন—মহোপনিষৎ শ্রবণ, নির্জনস্থানে বাস, শুদ্ধসত্ত্বাত্মক চিত্তবৃত্তিতে শ্রীকৃষ্ণের স্ফুরণ, তত্ত্ববিচার, জ্ঞানশক্তির প্রাধান্য, বিশ্বরূপ-দর্শন, জ্ঞানিভক্তের সঙ্গ এবং ব্রহ্মসত্র অর্থাৎ সমবিদ্যা ব্যক্তিদিগের পরস্পর উপনিষদ বিচার ইত্যাদিকে পণ্ডিতগণ শাস্তরসে অসাধারণ উদ্দীপন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। "মহৎ উপনিষদের শ্রবণ" যথা—পঞ্চক্লেশ রহিত বেদজ্ঞ যোগীন্দ্রগণের নয়জনই ব্রহ্মার সভায় প্রবেশ করিয়া উপনিষৎ শ্রবণ পূর্ব্বক যদুপুরীতে গমন করিবার জন্য পুলকাঙ্কিত কলেবরে অত্যুচ্চ ঔৎসুক্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ভগবৎপাদপদ্মের তুলসীগন্ধ, শঙ্খনাদ, পবিত্র পর্ব্বত, শুভ অরণ্য, সিদ্ধক্ষেত্র, গঙ্গা, বিষয়াদির ক্ষয়িষ্ণুতা এবং কালের নিখিল হারিত্বাদি, দাস বিশেষের সহিত শান্তগণের সাধারণ (সমান) উদ্দীপন। "তদীয়পদাব্জ-তুলসী-গন্ধ" যথা—ভাঃ ৩।১৫।৪৩—সনকাদি মুনিগণ পদ্মপলাশলোচন শ্রীনারায়ণের পাদপদ্মে প্রনাম করিলে ভগবানের শ্রীচরণকমলের কেশরের সহিত সংলগ্ন তুলসী পত্রের গন্ধযুক্ত বায়ু মুনিগনের নাসারন্ধ্রযোগে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইলে ব্রহ্মানন্দে মগ্ন তাঁহাদের চিত্তে অতিশয় হর্ষ এবং শরীরে রোমাঞ্চ হইল।

অনুভাব—নাসাগ্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ, অবধূতের ন্যায় চেষ্টা, চতুর্হস্ত পরিমিত স্থান অবলোকন করিয়া পশ্চাৎ পাদ নিক্ষেপ, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর যোগ রূপ মুদ্রা ধারণ, হরিদ্বেষির প্রতি দ্বেষরহিত ভগবৎপ্রিয়ভক্তে ভক্তির অল্পতা, সংসারধ্বংস এবং জীবন্মুক্তির প্রতি বহু আদর, নিরপেক্ষতা, নির্ম্মমতা, নিরহঙ্কারতা এবং মৌন ইত্যাদি ইঁহাদের শীতা রতি এবং অসাধারণ ক্রিয়া।

নাসাগ্র দৃষ্টি যথা—'এই অগ্রবর্ত্তি মুনি নাসাগ্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্পন্দন দ্বারা মস্তক ঈষৎ দুলাইতেছেন ; মনে হয় শ্রীহরি ইহার নির্ব্যাকুল প্রচিত্তগুহায় প্রবেশ করিয়াছেন।' জৃম্ভা, অঙ্গমোটন, ভক্তি বিষয়ক উপদেশ, শ্রীহরির প্রতি নতি ও স্তুতি প্রভৃতি দাস বিশেষের সহিত ইহাদের সাধারণ ক্রিয়া। "জৃম্ভা"—হে যোগীন্দ্র! তোমার হৃদয়াকাশে নিশ্চয়ই ভাবসূর্য্য উদয় লাভ করিয়াছেন, যেহেতু তোমার বদনপদ্ম ক্রমশঃ জৃম্ভা অবলম্বন করিতেছে।

সাত্ত্বিক—শান্তরসে প্রলয় ব্যতীত রোমাঞ্চ, স্বেদ, কম্পাদি সাত্ত্বিকভাব হইতে পারে। "রোমাঞ্চ" যথা—পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি গিরিগুহাবাসী যোগিদের অন্তর ক্ষুব্ধ করত তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের 'সমাধি ভঙ্গ করিল এবং তাঁহাদের দেহে পুলকাবলীর উদয় করাইল। এই সকল নিরভিমান যোগীদের দেহাদিতে সাত্ত্বিকভাব সমূহ 'জলিত' হইতে পারে, কিন্তু দীপ্ত হয় না।

সঞ্চারী—নির্ব্বেদ, ধৃতি, হর্ষ, মতি, স্মৃতি, বিষাদ, ঔৎসুক্য, আবেগ ও বিতর্কাদি শান্তরসে সঞ্চারি বলিয়া গণিত হয়। "নির্ব্বেদ"—এই দ্বারকা নগরীতে যখন সুঘনমূর্ত্তি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন, তখন হায়! আত্মারামতা হিসাবে আমি বহুকাল বৃথাই অতিবাহিত করিয়াছি।

স্থায়ী—এই শান্তরসে শান্তিরতি স্থায়ীভাব, ইহা সমা ও সান্দ্রা ভেদে দ্বিবিধা। "সমা" যথা—শ্রীভগবদ্বাক্য—এই যোগীর অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিকালে আমি লীলাক্রমে উপস্থিত হইলে ইহার দেহ উৎকম্পিত হইয়াছিল। "সান্দ্রা" যথা—সর্ব্ববিধ অবিদ্যা-ধ্বংসপূর্ব্বক নির্ব্বিকল্প সমাধিতে যে গাঢ় আনন্দ আবির্ভূত হইয়াছিল, যাদবেন্দ্র সাক্ষাৎকার হইলে সেই আনন্দ কোটিগুণে সান্দ্রতা লাভ করিয়াছিল। পরোক্ষ ও সাক্ষাৎকার—ভেদে এই শান্ত আবার দুই প্রকার।

পরোক্ষ শান্ত—হে মুনীশ্বর! বলুন দেখি আমার এই মহৎ তপস্যা কি সফল হইবে? পুরাতনী পরম যোগচর্য্যাও কি সফল হইবে? বলুন ত' নরাকৃতি নবজলধরকান্তি পরব্রহ্ম কি আমার নয়নের চমৎকার নির্ম্মাণ করিবেন?

সাক্ষাৎকার শান্ত যথা—হে ভগবন্। পরমাত্ম-স্বরূপে অতিস্নিগ্ধ আপনার সাক্ষাৎকার জনিত আনন্দ হইতেও অধিকতর কি প্রয়োজন ব্রহ্মানন্দীর থাকিতে পারে? কখনও যদি কাহার প্রতি শ্রীনন্দনন্দনের কৃপাতিশয় ঘটে

তবে তিনি প্রথমতঃ জ্ঞাননিষ্ঠ হইলেও পরে সেই শ্রীকৃষ্ণই উচ্চরতি প্রাপ্তি করান। "বিল্বমঙ্গল স্তবে যথা— "যাঁহারা স্বানন্দানুভবরূপ সিংহাসনে পূজিত হইতেছেন অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প-ব্রহ্মসমাধিগ্রস্ত, তাঁহারা অদ্বৈতমার্গ অবলম্বী-পথিকগণ-কর্তৃক উপাস্য হইতে পারেন ; আমরা কিন্তু কোন শঠ গোপবধূ লম্পট-কর্তৃক দাসীকৃত হইয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় এই শান্তরসভক্তেরও জ্ঞানসংস্কারসমূহ শিথিলিত হইলে তিনি শ্রীশুকদেবের ন্যায় ভক্তিরসানন্দনিপুণও হইতে পারেন। শমভাবের নির্ব্বিকারত্ব হেতু নাট্যজ্ঞেরা ইহাকে 'রস' বলিয়া স্বীকার করেন না ; কেবল শান্তরস সম্বন্ধে তাঁহারা বিরোধ করিলেও কিন্তু ভক্তিবাদিসম্মত শান্তরসে তাঁহারা বিরোধ করিতে পারেন না। যেহেতু শ্রীভগবানে রতি মাত্রেই রসতা পূর্ব্বেই স্থাপিত হইয়াছে। যথা, শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।১৯।৩৬)—"বুদ্ধির মদেকনিষ্ঠতাকে 'শম' বলে," কিন্তু শান্তিরতি ব্যতীত বুদ্ধির ভগবন্নিষ্ঠা সুদুর্ঘট। কেবল শান্তরসে বিরোধিদের মত নিরাকরণ পূর্ব্বক স্বমত স্থাপন করিতেছেন—(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে কেবল শান্তরসও স্থাপিত হইয়াছে) যথা—যাহাতে সুখ, দুঃখ বা দ্বেষ, মাৎসর্য্য নাই এবং সকল জীবের প্রতি সমভাব বিদ্যমান, তাহাই শান্তরস নামে প্রসিদ্ধ। যদি সর্ব্বদাই অহঙ্কার-রহিত হইতে পারে, তবে ধর্ম্মবীর, দানবীর ও দয়াবীর—শান্তরসের অন্তর্ভূত হইতে পারে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ এই শান্তরসে কেহ ধৃতিকে, কেহ বা নির্ব্বেদকে স্থায়িভাব বলিয়াছেন ; তত্ত্বজ্ঞানোদ্ভূত হইলে বিষয়ে নির্ব্বেদ স্থায়ী হইতে পারে, কিন্তু ইষ্টানিষ্টবিয়োগ-সম্ভূত নির্ব্বেদ হইলে উহা ব্যভিচারি মধ্যে গণিত হইবে। ইতি পশ্চিম প্রথম।

প্রীতভক্তিরসাখ্য দ্বিতীয় লহরী—শ্রীধরস্বামিপাদ রসপ্রসঙ্গে (ভাঃ ১০।৪৩।১৭) এই প্রীতিভক্তি রসকেই 'সপ্রেমভক্তিক' নামক রসোত্তম বলিয়াছেন। নামকৌমুদীকার শ্রীলক্ষ্মীধরও স্বতিস্থায়িতায় ইহাকে এবং সুদেবাদি আলঙ্কারিকগণ শান্তরূপে তত্ত্বতঃ এই প্রীতিরসই বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রীতভক্তিরস—আস্বোচিত বিভাবাদি দ্বারা ভক্তদের চিত্তে প্রীতি যদি আস্বাদনীয়তা প্রাপ্ত হয়, তবে তাহাকে 'প্রীতভক্তিরস' কহে। অনুগ্রাহ্য ব্যক্তির দাসত্ব ও লাল্যত্ব ভেদে এই প্রীতভক্তিরসও সম্ভ্রম এবং গৌরব প্রীত নামে দুই প্রকার হয়। সম্ভ্রমপ্রীত -দাসাভিমানিদের শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে সম্ভ্রম-প্রধানা প্রীতি পুষ্ট হইলে যে রস হয়, তাহাকে 'সম্ভ্রম প্রীত' বলে।

আলম্বন—এই রসে হরি বিষয় ও দাসগণই আশ্রয়ালম্বন। 'হরি'—এই সম্ভ্রমপ্রীত রসে গোকুলবাসিদের নিকট দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণই আলম্বন, অন্যত্র (দ্বারকা মথুরাদিতে) কখনও দ্বিভুজ, কখনওবা চতুর্ভুজ। "ব্রজে" যথা,—নবজলধর হইতেও সুন্দর, সুবর্ণ-বিনিন্দিত-পট্টাম্বরভূষিত, ময়ূরপিচ্ছ-নির্ম্মিত চূড়াধারী আমাদের প্রভু গিরিরাজের তটদেশে পর্য্যটন করিতে করিতে দুইহস্তে মুরলী ধরিয়া বাদন করিলে স্বর্গে দেবগণকে এবং মর্ত্ত্যে কিঙ্কর আমাদিগকে সুখদান করেন। অন্যত্র 'দ্বিভুজ' যথা—এই প্রভু সর্ব্বদাই পীতাম্বর ধারণ করেন, ইহার হস্তে চক্র ও শঙ্খ, বর্ণটি মেঘশ্যামল, দেখিলে মনে হয় যেন বিদ্যুৎশোভিত একখণ্ড নবমেঘ রবি ও চন্দ্র মণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া শোভা পাইতেছেন। (চক্র—সূর্য্য ; শঙ্খ—চন্দ্র)। "চতুর্ভুজ"—(ললিতমাধবে নারদের বাক্য) "যাঁহার কণ্ঠে কৌস্তুভমণির কিরণমালা ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতেছে, যাঁহার উজ্জ্বল ভুজচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম বিরাজমান, দিব্যালঙ্কারে যাঁহার দেহ সুমণ্ডিত, গরুড়বাহন সেই কংসনাশন আমাকে বৈকুণ্ঠলোক সম্পত্তির কথা বিস্মরণ করাইয়াছেন।" যাঁহার এক একটি রোমকূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, যিনি কৃপাসমুদ্র, অবিচিন্ত্য-মহাশক্তি, সর্ব্বসিদ্ধি-নিষেবিত, অবতারাবলীবীজ, আত্মারামগণাকর্ষী, ঈশ্বর,পরমারাধ্য, সর্ব্বজ্ঞ, সুদৃঢ়ব্রত, সমৃদ্ধিমান্, ক্ষমাশীল, শরণাগত-পালক, দক্ষিণ, সত্যবচন, দক্ষ, সর্ব্বশুভঙ্কর, প্রতাপী, ধার্ম্মিক, শাস্ত্রচক্ষু, ভক্তসুহৃত্তম, বদান্য, তেজস্বী, কীর্ত্তিমান্, বরীয়ান্, বলবান্, প্রেমবশ্য ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট এই শ্রীকৃষ্ণই চতুর্ব্বিধ দাসগণের আলম্বন।

দাসগণ—সেই দাসগণ প্রশ্রিত (অবনত দৃষ্টিতে অবস্থিত), স্ব-স্বযোগ্য কর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞায় স্বতঃরুচিশীল,

বিশ্বস্ত ও প্রভুজ্ঞানে বিনম্রিত বুদ্ধিবিশিষ্ট। 'আমাদের এই প্রভু নিখিলগুণে গরীয়ান, ইনি অতুলনীয়' এবম্বিধ স্থির-সিদ্ধান্তে নম্র, হিতা চরণশীল হরিসেবকগণকে ভজন কর।' এই দাসগণ অধিকৃত, আশ্রিত, পারিষদ ও অনুগ'ভেদে চারি প্রকার। "অধিকৃত দাস"—ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্রাদি দেবগণকে 'অধিকৃত দাস' বলে। ইঁহাদের রূপ প্রসিদ্ধই আছে বলিয়া তাঁহাদের ভক্তিবিষয়ে বলা হইতেছে যথা—গবাক্ষরন্ধ্রে নয়ন দিয়া কালিন্দী জাম্ববতীর নিকটে দেবগণের পরিচয় করাইতেছেন—(প্রশ্নোত্তরক্রমে) কে প্রদক্ষিণ করিতেছেন? অম্বিকা; শ্রীহরির দর্শনে কাহার কম্প হইতেছে? শিবের; তাঁহার স্তব করিতেছেন কে? ব্রহ্মা; ভূমিতে লুণ্ঠন করিয়া কে প্রণাম করিতেছেন? ইনি ইন্দ্র। দৈত্যারি শ্রীকৃষ্ণের অনুজগণ স্তুতপ্রাপ্তি দেখিয়া কাহাকে উপহাস করিতেছেন? ইনি আমার পূর্বজ যম।

আশ্রিত—ইঁহারা শরণ্য, জ্ঞানিচর ও সেবানিষ্ঠরূপে ত্রিবিধ। যথা (মাথুর মালাকার সুদামার উক্তি)—কেহ কেহ সংসারভয়াদিতে ভীত হইয়া সর্ব্বতোভাবে তোমারই শরণ গ্রহণ করে, কোন কোন জ্ঞানিচর মুমুক্ষা ত্যাগ করত তোমার বিষয়ে অনুভব পাইয়া ব্রহ্মানুভব অপেক্ষা তোমার অনুভবের তারতম্য বুঝিয়া—পুরুষার্থ বিজ্ঞাত হইয়া তোমায় আশ্রয় করে। কিন্তু হে বৃন্দাবনোৎসব লীলাবিনোদী! আমরা সাধুগণের মুখে তোমার নবনবায়মান মাধুরী শুনিয়া তোমার সেবা প্রার্থনা করি। "শরণ্য" কালিয় এবং জরাসন্ধ কর্ত্তৃক আবদ্ধ রাজন্যবর্গই শরণ্য ভক্ত। যথা—হে প্রভুবর আমি মহাপরাধী নাগ হইলেও কিন্তু অদ্য তোমার মহাদ্ভুত করুণা লাভ করিলাম, যেহেতু ভক্তগণেরও দুর্ল্লভ পদচিহ্ন দ্বারা আমি উজ্জ্বলিত হইয়াছি। 'অপরাধভঞ্জনে' যথা—প্রভো! আমি কালি ক্রোধাদি রিপুবর্গের কত কত না দুষ্ট আদেশ সকল প্রতিপালন করিয়াছি, তথাপি তাহারা আমার প্রতি দয়া করিল না, না তাহাদের লজ্জা বা উপশমই হইল; অতএব হে যদুপতে! সম্প্রতি আমি জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া অভয়স্বরূপ আপনারশরণাগত হইলাম, আপনি আমাকে স্বীয় দাস্যে নিযুক্ত করুন॥ "জ্ঞানিচর"—শৌনক প্রমুখ মুনিগণ—যাঁহারা মুমুক্ষা ত্যাগ করিয়া শ্রীহরিরই সমাশ্রয় করিয়াছেন—তাঁহাদিগকে 'জ্ঞানিচর' বলে। যথা—হরিভক্তি সুধোদয়ে—অহো মহাত্মন! মনুষ্যলোকে জন্ম বহুদোষদুষ্ট হইলেও কিন্তু সুখাবহ 'সৎসঙ্গ'-নামক একটি মাত্র গুণই প্রতিভাত হইতেছে, যেহেতু এই গুণেই অদ্য আমাদের মোক্ষবাঞ্ছা দূরীকৃত হইয়াছে। 'সেবানিষ্ঠ'—প্রথম হইতেই যাঁহারা ভজনাসক্ত, তাঁহাদিগকে 'সেবানিষ্ঠ' বলে। চন্দ্রধ্বজ, হরিহর, রাজাবহুলাশ্ব, ইক্ষাকু, শ্রুতদেব, পুণ্ডরীক প্রভৃতি সেবানিষ্ঠ দাস। যথা—হে অঘহর! তোমারগুণ আত্মারামগণকেও স্বিদীয় গানসভায় আকর্ষণ করে, নির্জ্জন উদ্যানে বর্ত্তমান বিহগ-সদৃশ তপস্বিগণকেও যথেচ্ছ ভিক্ষুবৎ আচরণ করায়,—বিস্ময়সহকারে এইরূপ অনির্ব্বচনীয় বিচিত্র উৎকর্ষ শ্রবণ করিয়াই আমি তোমার সেবায় শ্রদ্ধাপূরিত অভিলাষ করিতেছি।

পারিষদগণ—উদ্ধব, দারুক, জৈত্র, শ্রুতদেব, শত্রুজিৎ (শ্রীকৃষ্ণভ্রাতা), নন্দ, উপনন্দ ও ভদ্রাদি যদুপুরের পার্ষদ। ইঁহারা পরামর্শ ও সারথ্যাদি কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেও অবসর ক্রমে পরিচর্য্যাও করিয়া থাকেন। কৌরবগণ মধ্যে ভীষ্ম, পরীক্ষিত ও বিদুরাদি পার্ষদ। ইঁহাদের 'রূপ'—যদুবীর সভাসদগণ সকলেই রসময় ও শ্রীকৃষ্ণবৎ বেশভূষাধারী; তাঁহাদের কান্তিলেশেও দেবতাগণ মোহিত হন, সর্ব্বদাই উঁহারা প্রচুর অলঙ্কারে উজ্জ্বল হইয়া জয়যুক্ত। 'ভক্তি' যথা,—(নারদ ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন) "বাষ্প গদ্গদকণ্ঠেশবের পরাজয়াদিসূচক বিরুদমালা গান করত—কালাগ্নিরুদ্র হইতেও উদ্বেগদায়ক শঙ্কাপঙ্কাদিকে মদভরে গণনা না করিয়া—তোমাতেই সমর্পিতবুদ্ধি উদ্ধবাদি পার্ষদগণ দ্বারকাপুরীর অগ্রিম-দ্বারে সেবার জন্য উৎসুক হইয়া অবস্থান করিতেছেন।" এই যাদবগণের মধ্যে প্রেমবশ শ্রীমান্ উদ্ধবই সর্ব্বপ্রধান। 'উদ্ধবের রূপ'—যাঁহার কান্তি কালিন্দীর ন্যায় মধুর শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মাল্যমালাদ্বারা ভূষিত, যাঁহার পরিধানে গোরোচনাবৎ পীতবর্ণ বস্ত্র, অর্গল হইতেও সুন্দর ভুজযুগে দীপ্তিশীল, পদ্মলোচন, ভক্তিতরঙ্গে বশীকৃত এবং পার্ষদপ্রধান—সেই উদ্ধবকে ভজনা করি। 'উদ্ধবের উক্তি'—ব্রহ্মাশিবের শাসনকর্ত্তা হইয়াও যিনি উগ্রসেনের শাসনকে শিরোধার্য্য করেন, ব্রহ্মাণ্ড কোটীর অধীশ্বর হইয়াও যিনি

সমুদ্রের নিকট স্বল্পপরিসর দ্বারকাভূমিটী প্রার্থনা করেন—বিজ্ঞানসমুদ্র হইয়াও যিনি অল্পজ্ঞ আমাকেও মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করেন—আমাদের সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণই বিচিত্র চরিতের প্রকটনে মুহুর্মুহু ক্রীড়া করিতেছেন॥

অনুগ—সর্ব্বদাই প্রভুর পরিচর্য্যায় আসক্ত চিত্ত অনুগগণ পুরস্থ ও ব্রজস্থ ভেদে দ্বিবিধ। 'পুরস্থ'—সুচন্দ্র, মণ্ডন, স্তম্ব, সুতম্বাদি পুরস্থ অনুগ। ইহাদের রূপ ও অলঙ্কারাদি প্রায়ই পার্ষদের ন্যায়। মণ্ডন নামক দাস শ্রীকৃষ্ণের উপরিভাগে স্বর্ণদণ্ড ছত্র ধরেন, সুচন্দ্র চন্দ্র হইতেও শুভ্রতর চামর ব্যজন করেন, সুতম্ব অত্যুৎকৃষ্ট তাম্বুলবীটিকা দান করেন, এই ভাবে মহাভাগ্যবান্ দাসগণ বিবিধ পরিচর্য্যা করিতেছেন। 'ব্রজস্থ'—রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুকণ্ঠ, মধুব্রত, রসাল, সুবিলাস, প্রেমকন্দ, মকরন্দ, আনন্দ, চন্দ্রহাস, পয়োদ, বকুল, রসদ, শারদাদি ব্রজস্থ অনুগ। ইহাদের 'রূপ'—অঙ্গ মণিময় অত্যুত্তম অলঙ্কারে উজ্জ্বল; যাঁহারা সুবর্ণ, জবাপুষ্প, ভ্রমর, চন্দনাদির ন্যায় কান্তিধারী এবং নিজ নিজ দেহের উপযুক্ত দিব্য বস্ত্র শোভিত, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের ভৃত্যগণকে নমস্কার করিতেছি। "সেবা" যথা—হে বকুল! পীতপট্টবস্ত্র শীঘ্র পরিষ্কার কর, হে বারিদ! উৎকৃষ্ট অগুরু দ্বারা জল সুবাসিত কর; হে রসাল! তাম্বুল পত্র দ্বারা বীটিকা প্রস্তুত কর; গোগণের খুরোত্থিত রজঃসমূহ পূর্ব্বদিক আচ্ছন্ন করিয়াছে॥ সকল ব্রজানুগগণের মধ্যে রক্তকই বরীয়ান্। রক্তকের 'রূপ'—রমনীয় পীতপট্টধারী, দুর্ব্বাদল শ্যামল' গোষ্ঠযুবরাজের সর্ব্বদা সেবা-পরায়ণ এবং কণ্ঠে বসন্তাদি রাগ নিত্য বিরাজমান, সেই রক্তকের অনুগত হইতে ইচ্ছা করি। "ভক্তি"—হে রসদ! শ্রবণ কর—গিরিধারী রাজপুত্র এই শ্রীকৃষ্ণের চরণদ্বয়ের সর্ব্বথা সেবাচাতুর্য্যেই আমার রতি সদাকলের জন্য আবিষ্ট থাকুক।

এই পারিষদ ও অনুগগণ ধূর্য্য, ধীর ও বীর ভেদে ত্রিবিধ। ইহাদের যথোত্তর ন্যূনতা জানিবে। 'ধূর্য্য'—শ্রীকৃষ্ণে, তাঁহার প্রেয়সীগণে এবং দাসাদিবিষয়ে যে ভক্ত যথাযোগ্য প্রীতি করেন, তাঁহাকে 'ধূর্য্য ভক্ত' বলা হয়। যথা—দেব শ্রীকৃষ্ণ যেমন আমার সেব্য তদ্রূপ তাঁহার প্রেয়সী দেবীগণও আমার সেব্য, শ্রীকৃষ্ণের সকল ভক্তই আমার প্রাণ-সমান। শ্রীকৃষ্ণে প্রণত গর্দ্দভের প্রতি ও প্রীতির অভিধানে যিনি সুস্থ থাকেন, সেই ভক্তাভিমানী ব্যক্তির দুঃসাহসের কথা স্মরণ করিয়াও আমি ভীত হইতেছি। "ধীর"—প্রেয়সীর আশ্রয়ে থাকিয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণের নাতি সেবাপরায়ণ, অথচ তাঁহার মুখ্য প্রসাদপাত্র, সেই ব্যক্তিই "ধীর"। যথা—হে যদুকুল-কমল-ভাস্কর! তোমার অনুগ্রহ-সম্পত্তির জন্যও পৃথগ্‌ভাবে অল্পমাত্রও কোনও চেষ্টা আমার নাই, যেহেতু পারিজাতের প্রদানে তোমা-কর্ত্তৃক পূজিত দেবী সত্যভামার পরিজনগণের মধ্যে আমার নাম নিশ্চয়ই লিখিত হইয়াছে। (সত্যভামার ধাত্রী-পুত্রের উক্তি)॥ "বীর"—শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতিরেক সমাশ্রয় করত যিনি অন্য কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, অথচ শ্রীকৃষ্ণেই অতুলনীয় প্রেম করেন, তাঁহাকে 'বীর' বলা হয়। যথা—বলদেব ঈশ্বর হউন, তাঁহা দ্বারা আমার কি কার্য্য সাধন হইবে? কুমার প্রদ্যুম্ন হইতেও আমার কোন ফল লাভ আশা নাই; অধিক কি বলিব, শ্রীপ্রভুর কৃপাকটাক্ষ সম্পত্তিতে উদ্ধত হইয়া আমি প্রেয়সীগণ শ্রেষ্ঠা সত্যভামাকেও গণনা করি না। (সত্যভামার অন্তরঙ্গ ব্যক্তির সম্মুখে নির্জ্জনে এই উক্তি কৌতুকবিশেষই বাহ্য গর্ব্ব-ব্যঞ্জকবাক্য, নতুবা স্পষ্ট বাক্য হইলে বলদেব ও সত্যভামার অতিক্রমে বিরসতাপত্তি দোষ অনিবার্য্য।) যথাবা—(ভা ৪।২০।২৮) পৃথুবাক্য—"হে জগদীশ! জগজ্জননী লক্ষ্মীর ন্যায় আমিও আপনার শ্রীচরণ সেবা রত বলিয়া তাঁহার সহিত বিরোধ হইতে পারে। কারণ আপনি দীনবৎসল সুতরাং ভক্তকৃত তুচ্ছসেবাকেও বহুমানন করেন, বিশেষতঃ আপনি স্বরূপেই অবস্থিত বলিয়া লক্ষ্মীর কোন্ প্রয়োজন?" শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত, পার্ষদ ও অনুগগণের নিত্যসিদ্ধ, সিদ্ধ ও সাধক রূপ ভেদ ত্রয় বর্ত্তমান।

উদ্দীপন—অনুগ্রহ সংপ্রাপ্তি, চরণরজঃ প্রাপ্তি, মহাপ্রসাদাঙ্গীকার এবং দাস্যরসাশ্রিত ভক্তসঙ্গ প্রভৃতি এই ভক্তগণের সাধারণ উদ্দীপন। 'অনুগ্রহ-সংপ্রাপ্তি'—"হে কৃপাদি যোদ্ধৃগন! দীন আমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা নিরীক্ষণ কর, অহো! যোগিধ্যেয় শ্রীকৃষ্ণ আমার মরণ-সময়ে নয়নগোচর হইয়াছেন।" "মুরলী ও শৃঙ্গের-

ধ্বনি, তদীয় সহাস্য দৃষ্টিপাত, তদীয় গুণোৎকর্ষ শ্রবণ, পদ্ম, ধ্বজবজ্রাদি চরণচিহ্ন, নবীন মেঘ এবং তাঁহার অঙ্গ-সৌরভাদি শান্তাদি রস চতুষ্টয়ের সহিত এই রসেও সমান ভাবে উদ্দীপন হইয়া থাকে। 'মুরলীস্বন'—(বেদবাদি-গণের উক্তি) ঐ দেখ—উৎকণ্ঠাভরে মুরলীর স্বরাদি কৌশলাত্মক পরম্পরা শ্লেষরূপ বিমর্দ্দন শুনিয়া দেবরাজের দেহ ঘূর্ণিত হইয়া সহস্র চক্ষু হইতেই পৃথিবীতে অশ্রুধারাপাত হইতেছে। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে মেঘ ব্যতিরেকেও সমগ্র ব্রজমণ্ডল অদ্য ঐ অশ্রুপাতেই অভিষিক্ত হইয়াছিল।

অনুভাব—স্বাধিকারযোগ্য সেবায় সর্ব্বথা অধিক প্রবর্ত্তন, কৃষ্ণভক্তজন-বিষয়ে ঈর্ষ্যাস্পর্শরহিত মিত্রতা, প্রীতিমাত্রনিষ্ঠতা প্রভৃতি দাসগণে অসাধারণ শীত (সুখময় ভাব) ক্রিয়া। শ্রীকৃষ্ণের ব্যজনকালে সাক্ষাৎভাবে মহাঅন্তরায়কারী হইয়াছিল বলিয়া যে প্রেমানন্দ অঙ্গস্তম্ভের আটোপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতেছিল—সেই প্রেমানন্দকেও দারুক অভিনন্দন করেন নাই। প্রেমের দুই কার্য্য; স্তম্ভাদি ও আজ্ঞাপালন। দাসগণে আজ্ঞা-পালনেরই আধিক্য, অতএব স্তম্ভকরাংশে সেবাবিঘাতক বলিয়াই প্রেমানন্দকে অভিনন্দন করেন নাই, কিন্তু আজ্ঞা পালনাংশে বরণই করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত উদ্ভাস্বরগণ, সুহৃদাদর এবং বিরাগাদি যে শীতক্রিয়া, তাহা "সাধারণ" বলিয়া কথিত হইতেছে। যথা—বহুলাশ্বের ন্যায় শ্রুতদেবও নিজগৃহে সমাগত শ্রীকৃষ্ণ ও মুনিগণকে প্রণাম পূর্ব্বক সাতিশয় আনন্দে মস্তকোপরি বস্ত্র সঞ্চালন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। (ভাঃ ১০।৮৬।৩৮) ॥ যথাবা—তুমি নৃত্যাদি কলাবিদ্যায় বিমুখ হইলেও যে বিচিত্র গমনভঙ্গী স্বীকারে চারণদিগকেও আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছ, অহহ! তাহাতেই মনে হয় যে তুমি প্রেমরূপ নাট্যগুরুর নিকট অপূর্ব্ব নৃত্যবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ।

সাত্ত্বিক—স্তম্ভাদি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব প্রীত, প্রেয় ও মধুরে সম্মত। যথা—ঐ দেখ, গোকুলেন্দ্রের গুণগান রসে ঐ বৈষ্ণবরাজ অদ্ভুত স্তম্ভপ্রাপ্তি করত ভক্তিরস-মণ্ডপের মূলস্তম্ভই যেন হইয়াছেন॥ যথাবা ভাঃ (১০।৮৫।৩৮) বলিমহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্ম পুনঃ পুনঃ প্রেমার্দ্রচিত্তে ধারণ পূর্ব্বক আনন্দাশ্রু-পূরিত নয়নে পুলকাঞ্চিত কলেবরে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিলেন।

ব্যভিচারী—হর্ষ, গর্ব্ব, ধৃতি, নির্ব্বেদ, বিষণ্ণতা, দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি, শঙ্কা, মতি, ঔৎসুক্য, চাপল্য, বিতর্ক, আবেগ, হ্রী, জাড্য, মোহ, উন্মাদ, অবহিত্থা, বোধ, স্বপ্ন, ক্লম, ব্যাধি ও মৃতি—এইগুলি এই রসে ব্যভিচারী। মদ, শ্রম, ত্রাস, অপস্মার, আলস্য, ঔগ্র্য, আমর্ষ, অসূয়া ও নিদ্রা—এই নব ব্যভিচারী সম্ভ্রমপ্রীতরসের নাতি পোষক। তন্মধ্যে মদের পোষকতা নাই, যেহেতু মধুপানজ ও অনঙ্গবিক্রিয়াজ দুই মদই এ রসের অযোগ্য। কখন জন্মিলেও শ্রম সেবোৎকণ্ঠাপোষক হইলে পোষকতা হয় বটে, কিন্তু আলস্যজনক শ্রমের পোষকতা অস্বীকৃত। আবার ত্রাসাদি যদি শ্রীকৃষ্ণশত্রু সমাগমে উদ্ভূত হয়, তবে পোষক হইতে পারে বলিয়া 'নাতিপোষক' অর্থাৎ স্থলবিশেষে কাহারও পোষক হইতে পারে। 'যোগে' হর্ষ, গর্ব্ব ও ধৃতি এবং অযোগে ক্লম, ব্যাধি ও মৃতি এই তিনটী ব্যভিচারি ভাব দেখা যায়। অন্যান্য নির্ব্বেদাদি ব্যভিচারী ভাবচয় যোগে ও অযোগে হইতে পারে বলিয়া সজ্জনগণের মত।

যোগে হর্ষ—(ভাঃ ১।১১।৪)—সেই প্রজাগণ প্রীতি প্রসন্ন বদনে ও আনন্দ গদ্‌গদ্ বাক্যে সর্ব্বজন-সুহৃৎ ও রক্ষক শ্রীকৃষ্ণকে পিতৃসন্নিধ্যে শিশুগণের ন্যায় বলিতে লাগিলেন।

অযোগে ক্লম—যথা, স্কান্দে—হে দেব! গ্রীষ্মকালে সূর্য্য যেমন সরোবর শুষ্ক করে, তদ্রূপ তোমার বিরহে আধিও তাহার মুখপদ্ম ম্লান করত মনকে শুষ্ক করিয়াছিল।

নির্ব্বেদ—হে সূর্য্য! তোমার সহস্র কিরণ ধন্য, যেহেতু ইহারা যদুপতির চরণদ্বয়ে সর্ব্বদা পতিত হইবার ভাগ্য পাইয়াছে। কিন্তু হায়! আমার এই সহস্র নেত্রও বিফল, যেহেতু দূর হইতেও মুহূর্ত্তমাত্রও তাঁহাকে দর্শন করিতে ইহারা সৌভাগ্য পাইল না।

স্থায়ী—প্রভুতা জ্ঞানবশতঃ চিত্তে যে সাদর কম্প হয়, তাহাকে সম্ভ্রম বলে ; ইহার সহিত ঐক্য প্রাপ্ত প্রীতিকে সম্ভ্রম প্রীতি বলে। এই সম্ভ্রম প্রীতিই এই রসে স্থায়ীভাব। আশ্রিত প্রভৃতির রতি-প্রাদুর্ভাবের প্রকার পূর্ব্ববিভাগে ভাবভক্তিলহরীতে 'সাধনাভিনিবেশজ' ইত্যাদিতে বলা হইয়াছে। পারিষদাদির রতি প্রাদুর্ভাবের হেতু কেবল সংস্কারই। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-শ্রবণাদি দ্বারাই সংস্কারের আবির্ভাব হয়। এই সম্ভ্রমপ্রীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রেম, স্নেহ ও রাগরূপে ত্রিবিধ অবস্থায় পরিণত হয়। যথা' ভাঃ ১০।৩৮।৬—আজ আমার সমস্ত অমঙ্গল নষ্ট হইল, জন্ম সার্থক হইল ; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের যোগিজনা-ধ্যেয় চরণ-পঙ্কজে প্রণত হইতে পারিব।

প্রেম—এই সম্ভ্রমপ্রীতি বদ্ধমূলা অতএব হ্রাসশঙ্কা-বিচ্যুত হইয়া 'প্রেম' নাম ধরে। প্রীতিবিষয়ে অবিচ্যুত আসক্তি প্রভৃতি ইহার অনুভাব বলিয়া কথিত হয়। যথা, বলির উক্তি—হে প্রভো! অনিমাদি—সৌখ্য তরঙ্গে কিম্বা অবীচি-নামক নরকের দুঃখ-প্রবাহেই আমাকে লইয়া যাও না কেন, তাহাতে আমার কোনই বিকার নাই, যে-হেতু আমি তোমার চরণকমল অবলম্বন করিয়াছি। যথাবা—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—কোপে জ্বলিতবুদ্ধি শুক্র-কর্ত্তৃক যথেষ্ট অভিশপ্ত হইয়াও মহাছলবিস্তরে আমাকর্ত্তৃক জগত্রয় হৃত হইলেও—বিশেষরূপে নিন্দা করত বলপূর্ব্বক নাগপাশে বদ্ধ হইয়াও—অহো! সেই বলি আমাতে দ্বিগুণতর অনুরক্তই হইয়াছে।

স্নেহ—চিত্তদ্রবকারী সান্দ্র (নিবিড়) প্রেমকেই 'স্নেহ' বলা হয়। এই অবস্থায় ক্ষণিক বিয়োগও সহ্য হয় না। যথা—হে দারুক! কৃষ্ণকে দেখিয়া তোমার চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া বাষ্পজলপাত ছলে প্রস্রুত হইতেছিল, অতএব তুমি যে চিত্তের মহাবিকৃতিভরে কাষ্ঠকল্প হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি ?

রাগ—যে স্নেহ-হেতু পরিস্ফুট দুঃখজনক বস্তুও শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধলেশ-বশতঃ সুখজনক হয়। এবং প্রাণব্যয়েও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি (আনুকূল্য) করা হয়, সেই স্নেহই 'রাগ' বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। যথা—তক্ষক নাগ হইতে গুরুতর ভয়, বিরাট রাজ্যচ্যুতি এবং প্রাণান্ত গুরুতর অনশনব্রত—এ গুলি পরম দুঃখজনক হইলেও মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে সন্তরণ করতেন বলিয়া তাঁহার প্রচুরতর আনন্দই বিধান করিয়াছিল। প্রায়ই অধিকৃত ও আশ্রিত দাসের প্রেম, পার্ষদগণে স্নেহ এবং পরীক্ষিতে, দারুকেও উদ্ধবে রাগ জন্মিয়া থাকে। ব্রজানুগ রক্তক-প্রমুখ অনেক দাসেই রাগ দেখা যায়। এই রাগের উদয়ে প্রায়শঃই ইহাতে সখ্যলেশ-মিশ্রিত ভাবের প্রকাশ থাকে। যথা—অন্তঃপুর হইতে সমাগত শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া উদ্ধবের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হওয়ায় কথা কহিতে না পারিলেও তিনি নয়নাঞ্চল কিঞ্চিত কুঞ্চিত করিয়া অন্তঃকরণ দ্বারা শ্রীহরিকে আলিঙ্গন করিলেন। এই প্রীতিরসে অযোগ ও যোগ দুই ভেদ থাকে। পণ্ডিতগণ শ্রীহরির সহিত সঙ্গের অভাবকে 'অযোগ' বলেন। এই অবস্থায় শ্রীহরিতেই মন সমর্পণ এবং তাঁহার গুণানুসন্ধান এবং তৎপ্রাপ্তির উপায়-চিন্তাদি সকল দাসেরই ক্রিয়া। উৎকণ্ঠিত ও বিয়োগভেদে অযোগও দ্বিবিধ। 'উৎকণ্ঠিত'—অদৃষ্টপূর্ব্ব হরির দর্শনেচ্ছাকেই 'উৎকণ্ঠিত' বলে। যথা—অহো! অদ্য ভূভার হরণের জন্য নিজেচ্ছায় মনুষ্যদেহে প্রকট ভগবানের লাবণ্যশালী রূপদর্শন হইবে, তবে আমার এই নয়নের যথার্থ ফল লাভ অবশ্যই হইবে। (ভাঃ ১০।৩৮।১০)॥

এই প্রীতিরসে অযোগ সম্বন্ধীয় সকল ব্যভিচারিরই সম্ভাবনা থাকিলেও ঔৎসুক্য, দৈন্য নির্ব্বেদ, চিন্তা, চাপল, জড়তা, উন্মাদ ও মোহের উদ্রেক জানিতে হইবে। 'ঔৎসুক্য' যথা, কৃষ্ণকর্ণামৃতে—হে হরি! হে অনাথবন্ধু! হে করুণার একমাত্র সমুদ্র! তোমার দর্শন বিনা আমার এই অধন্য দিবারাত্রি সকল আমি কিরূপে যাপন করিব ? 'দৈন্য' যথা,—কৃষ্ণকর্ণামৃতে—হে দেব! হে দয়া সাগর! আমি মস্তকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক সাতিশয় দৈন্য সহাকারে মুক্তকণ্ঠে এই প্রার্থনাই করিতেছি যে আপনি একবারও কটাক্ষকারুণ্যলেশে আমাকে অভিসিক্ত করুণ। 'নির্ব্বেদ'—হে কৃষ্ণ! দীর্ঘকাল যাবৎ শ্রুতিশাস্ত্র সেবাদ্বারা আমার নয়নদ্বয় প্রতিষ্ঠিত হইলেও কিন্তু ইহারা দুর্ভাগা ও মন্দ,

যে হেতু তোমার পাদপদ্মের নখরাঙ্কুর হইতে প্রসরণশীল মাধুর্য্য সম্পত্তির ভাজনস্বরূপ যে কান্তি, তাহা দর্শনের ভাগ্য ইঁহাদের নাই। সুতরাং নয়নদ্বয় নষ্ট হইয়া যাউক। "চিন্তা"—হরি হরি! স্বযোগ্যতা না দেখিয়া ও শ্রীহরির চরণকমলের দর্শন-তৃষ্ণায় চঞ্চলমতি আমার অবনতমস্তকে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতেই রাত্রিগুলি অতিবাহিত হয়। 'চাপল'—কৃষ্ণকর্ণামৃতে—হে বংশীবিলাসি কৃষ্ণ! তোমার শৈশব-মাধুর্য্য ত্রিভবনের মধ্যে অদ্ভুত। আমার চাপল্য তুমিই জান ও আমিই জানি, আর কেহ জানে না। এই চক্ষু দুইটী দ্বারা বিরলে তোমার মুখাম্বুজ দর্শন করিবার জন্য এখন কি করিব॥ "জড়তা"—(ভাঃ ৭।৪.৩৭) শ্রীনারদ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন—প্রহ্লাদ বাল্যকালেই কৃষ্ণমনা হইয়া ক্রীড়া পরিত্যাগ করতঃ জড়তুল্য হইয়াছে এবং কৃষ্ণরূপ গ্রহ-কর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়া সাধারণ জীবের ন্যায় এই জগৎকে দর্শন না করিয়া কৃষ্ণমূর্ত্তিময়ই দেখিতেছে। "উন্মাদ"—(ভাঃ ৭।৪।৪০) প্রহ্লাদ কখন উচ্চকণ্ঠে চীৎকার, কখন নির্লজ্জভাবে নৃত্য, কখনও বা ভগবদ্ভাবে অভিনিবিষ্ট ভগবল্লীলানুকরণ করিতেন। 'মোহ'—হরিভক্তিসুধোদয়ে—হে দ্বিজ! ভগবদ্দর্শন-বিষয়ে নিজের অযোগ্যতা-বিবেচনা করায় প্রহ্লাদ তাঁহার অপ্রাপ্তিনিমিত্ত কাতর ও উদ্বেলিত দুঃখসাগরে চিত্ত মগ্ন করিয়া অশ্রু-ধারা বিসর্জ্জন করত ভূমিতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন। 'বিয়োগ'—প্রাপ্তসঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিচ্ছেদকে 'বিয়োগ' বলে। যথা—বাণাসুরের ভুজসমূহ কর্ত্তনার্থ শ্রীকৃষ্ণ শোণিতপুর গমন করিলে উদ্ধবের বুদ্ধিও কম্পিত ও দুঃখিত হইল, বিরহে আকুলিতমনা ও নিরুৎসব হইয়াই তিনি রহিলেন।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তাপ; কৃশতা, জাগর্য্যা, চিত্তের অনবস্থিতি, সর্ব্বত্র রাগশূন্যতা, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু—বিয়োগে সম্ভ্রম প্রীতির এই দশবিধ অবস্থা প্রকীর্ত্তিত হয়। 'অবলম্বন শূন্যতা'-অর্থে চিত্তের চাঞ্চল্য, 'অধৃতি'-পদে সর্ব্ববিষয়ে স্পৃহাহীনতাকে বুঝায়, অন্য আটটীর অর্থ সহজ।

তাপ—নারদকে উদ্ধব বলিলেন—সূর্য্যমিত্র পদ্ম আমাদিগকে তাপদান করুক, বাড়বাগ্নি দ্বারা মধ্যপ্রদেশ পূর্ণ বলিয়া সমুদ্র ও আমাদের তাপদ হউক; কিন্তু পরম-শীতল চন্দ্রের সুহৃৎ এই নীলকমল কেন শ্রীভগবানের স্মরণ করাইয়া ও সভ্যদিগকে তাপদান করিতেছে? 'জাগর্য্যা'—বহুদিন পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বিরহে দুঃখিত ও পরিখিন্নচিত্ত বহুলাশ্ব রাজার সম্বন্ধে ক্ষণদা (উৎসব দায়িনী 'বলিয়া প্রসিদ্ধ) অর্থাৎ রাত্রিসমূহও উৎসবশূন্য হইয়াছিল। "কৃশতা"—হে কৃষ্ণ! অদ্য তোমার সেবকগণের ভুজ-পরিঘ এরূপ কৃশতা ও পাণ্ডুতাপ্রাপ্ত হইয়াছে যে মৃণাল বুদ্ধিতে হংসগণ তাহাতেই উত্তমরূপে পতিত হইতেছে। 'আলম্বশূন্যতা'—শ্রীকৃষ্ণ-ব্যতিরেকে ত্রিভুবনে আমাদের আর কেহই কুটুম্ব নাই, অহো! তাঁহার পদাব্জ না দেখিয়া অন্য জগৎ ভ্রমণ করিয়াও কোথাও চিত্ত অবস্থান করিতেছে না!! "অধৃতি"—হে মুরারে! তোমার রক্তক নামক পদকমলানুরক্ত দাস তোমার বিরহে ময়ূরপুচ্ছ দেখিয়া নেত্র-নিমীলন করিতেছে, গোসমূহ দূরে ত্যাগ ও লগুড় ধারণেরও অনিচ্ছা করিতেছে। "জড়তা"—শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে গমন করিলে খেদানল মৃহে অতিবিহ্বল উদ্ধবের অঙ্গগুলি স্বেদাশ্রুপ্রবাহে কেবল জলতা প্রাপ্তি করে নাই, পরন্তু ক্রিয়ারহিত হইয়া জড়তাই প্রাপ্ত করিয়াছিল। 'ব্যাধি'—দ্বারকানগরী হইতে মণির অন্বেষণে প্রস্থিত মুরারীর বহু বিলম্ব ঘটিলে পবন ব্যাধি (উদ্ধব) নূতন রোগে আক্রান্ত হইয়া স্বনাম সার্থক করিতেছেন। 'উন্মাদ'—নিজ প্রাণাধিদেবতা প্রবাসে গেলে উদ্ধব রৈবতক-পর্ব্বতে ঘন মেঘ দেখিয়া উন্মাদ বশতঃ অধীরচিত্ত হইয়া কখনও স্তব, কখনও ক্রীড়া, আবার কখনও বা নমস্কার করিতেছেন। 'মূর্চ্ছা'—হে যদুবর! তোমার বিরহে ব্রজের সেবকমণ্ডলীর এমন দশা হইয়াছে যে প্রথমতঃ তাঁহাদের নিদ্রালেশও ছিল না, এক্ষণে মৃদুমন্দ-শ্বাসে তাঁহাদের জীবন আছে কিনা বিচার্য্য এবং নিরন্তর নিশ্চেষ্টাঙ্গ হইয়া তাঁহারা যমুনাতটেই শায়িত আছেন। "মৃতি"—হে দৈত্যারি কৃষ্ণ! (জীবন) জলস্বরূপ তুমি অকস্মাৎ দূরদেশে চলিয়া গেলে—প্রচুর বিরহতাপে হৃদয়-পদ্মসমূহ শুষ্ক হইয়া গেলে—এই ব্রজবাসী তোমার দাসরূপ সরোবর সমূহে আর প্রাণ হংস

আর্ত্ত হইয়া বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছে না ॥ কোন কোন সিদ্ধভক্তে মৃত্যু অমঙ্গলকর বলিয়া ঘটিতে পারে না ; সাধকভক্তে মৃত্যু হইতেও পারে। সিদ্ধভক্তে বিয়োগ ক্ষোভক বলিয়া ক্ষোভকে লক্ষ্য করিয়াই জাতপ্রায় মৃত্যুতে মৃতি-শব্দ প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং মৃত্যুর পূর্ব্বাবস্থাকেই মৃত্যু-শব্দ ব্যবহার করা হইল।

যোগ—কৃষ্ণের সহিত সঙ্গমকেই 'যোগ' শব্দে কীর্ত্তন করা হয়। যোগ তিন প্রকার—সিদ্ধি, তুষ্টি ও স্থিতি। "সিদ্ধি"—উৎকণ্ঠিত অবস্থায় যদি হরির প্রাপ্তি ঘটে, তাহাকে 'সিদ্ধি' বলে। যথা, কৃষ্ণকর্ণামৃতে—যাঁহার মস্তকে শিখিপুচ্ছ ভূষণ, দেহটী মরকত-স্তম্ভবৎ সুন্দরতর, মুখ বিচিত্র মনোজ্ঞ হাস্যে মধুর, নয়নদ্বয় কোমল অথচ চঞ্চল, বাক্যগুলি শৈশবের অংশতঃ বর্ত্তমানতায় বা কৈশোরতায় তাপনাশক ; গতি, অবলোকন এবং করচালনাদির মর্যাদা মদমত্ত হস্তীরও প্রশংসনীয়—যিনি নিজ্জনে মন্দগতিতে বৃন্দাবনে মৃদু প্রবেশ করিতেছেন—ইনি কে? "তুষ্টি"—কৃষ্ণের বিয়োগ হইলে পরে যে সম্প্রাপ্তি, তাহাকে 'তুষ্টি' বলে। যথা (ভাঃ ১।১১।১০) হে নাথ ! আপনি বহুদিন যাবৎ প্রবাসে থাকিলে প্রসন্ন দৃষ্টিতে নিখিল তাপ-শোক-নাশন, সুন্দর হাস্যশোভিত আপনার মনোহর বদন না দেখিয়া আমরা কিরূপে জীবন ধারন করি ? "স্থিতি"—মুকুন্দের সহিত সহবাসকেই 'স্থিতি' বলে। যথা—"আভীরভয়দ কঠিন অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের অগ্রদেশে মণিস্তম্ভ অবলম্বন পূর্ব্বক কুরুবংশের বার্ত্তা যাঁহাকে শ্রবণ করাইতেছেন আর বৃহস্পতির শিষ্য উদ্ধব জানুদ্বারা স্বর্ণস্থলী আক্রমণ করত যাঁহার পাদসম্বাহনে রত হইয়াছেন—তিনিই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জানিবে।"

নিজ অবসরমত শুশ্রূষাকার্য্যে সাবধানতা, শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপবেশনাদি ক্রিয়া দাসগণের 'যোগে' ক্রিয়া' বলিয়া জানা যায়। কোনও কোনও ভক্তিবহির্ম্মুখ প্রাকৃত আলঙ্কারিক এই রতির ভাবত্ব নিশ্চয় করত ইহার রসাবস্থত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সমীচিন নহে, যেহেতু কোন কোন পুরাণে তাহা দেখা গেলেও শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকটভাবেই এই সম্ভ্রমপ্রীতরসের বর্ণনা দেখা যায়। যথা, ভাঃ ১১।৩।৩২—অলৌকিক ভক্তগণ অচ্যুত-চিন্তাদ্বারা কখনও রোদন, হাস্য, আনন্দ, বাক্যালাপ, নৃত্য, গান এবং কখনও বা শ্রীহরি অনুশীলন করিয়া থাকেন। এই রূপে তাঁহারা পরমার্থ প্রাপ্তিকরতঃ নির্বৃত ও মৌনী হইয়া থাকেন। ভাঃ ৭।৭।৩৪—শ্রীভক্তগণ শ্রীহরির নিরুপম ভক্ত-বাৎসল্যাদিগুণ, দধি-দুগ্ধচৌর্য্যাদি কর্ম্ম এবং গোবর্দ্ধনধারণ, কংসবধাদি বীর্য্যপ্রকাশক কাহিনী শ্রবণ পূর্ব্বক অতি হর্ষে অশ্রু ও গদ্‌গদ বাক্যাদি প্রকটন করত উচ্চকণ্ঠে গান, চীৎকার ও নৃত্য করেন। এ স্থলে ভাগবতীয় শ্লোকে ভক্তভাবের প্রায়িকী প্রক্রিয়াই মাত্র বলা হইল কিন্তু দেশকালাদির বৈশিষ্ট্যে কখনও অধিক সীমা পর্য্যন্ত লঙ্ঘন হইতে পারে।

গৌরব প্রীতি—লাল্যাভিমানী পুত্র কিম্বা কনিষ্ঠ ভ্রাতাদির শ্রীকৃষ্ণে যে প্রীতি, তাহাকে 'গৌরবোত্তরা' প্রীতি বলে। শ্রীকৃষ্ণরূপ-গুরুনিষ্ঠ যে গুরুত্ব, তাহাই উত্তর অর্থাৎ প্রৌঢ়ত্বে পর্য্যবসিত হয় যে রতিতে, তাহাই 'গৌরবোত্তরা'। এই প্রীতিই বিভাবাদি দ্বারা পুষ্টপ্রাপ্ত হইলে 'গৌরবপ্রীত' রস হয়। এই রসে হরি ও তাঁহার লাল্যগণই আলম্বন। 'শ্রীহরি'—"বৃষ্ণিবংশীয়গণ ইতিহাস বলিতে লাগিলে তাহার শ্রবণ জন্য এই যদুপতি উৎকর্ণ হন, তৎকালে মৃদুমন্দ হাস্যোদ্গমে তাঁহার মুখ উজ্জল হয়। সুধর্ম্মা সভামধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক তিনি পুত্র আমাদিগকে পূর্ব্ব মহাজনদিগের পথ অনুসরণ করিবার জন্য হিতোপদেশ করেন।' "মহাগুরু, মহাকীর্ত্তি, মহাবল, রক্ষী ও লালক ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট শ্রীহরি—আলম্বন। "লাল্য"—কনিষ্ঠ ও পুত্রত্বাদির অভিমানিগণই লাল্য। "কনিষ্ঠ"—সারণ, গদ ও সুভদ্রা প্রভৃতি এবং 'পুত্র'—প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ ও সাম্ব প্রভৃতি। ইহাঁদের "রূপ"—মণ্ডন, বেশ, গুণ ও শোভায় শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদগণ হইতেও অধিকতর, কৃষ্ণ, পীত ও শ্বেত বর্ণবিশিষ্ট সেই যদুকুমারগণ পুরমধ্যে ক্রীড়া করিতেছেন। ইহাঁদের 'ভক্তি'—ইহাঁরা হরির সহিত সহভোজন, মুখ উন্নত করত দীয়মান তাম্বুল-চর্ব্বিত চর্ব্বণাদি করেন, মস্তক-আঘ্রাণ করিলে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক অশ্রুপাত করেন—অহো ! সাম্বাদি প্রাচীনকালে কত তপস্যাই না

করিয়াছিলেন লাল্যদের মধ্যে রুক্মিণী-নন্দন প্রদ্যুম্নই শ্রেষ্ঠ। "প্রদ্যুম্নের রূপ"—সুকুমার যদুকুমারগণের চূড়ামণি কামদমন (প্রদ্যুম্ন) জয়যুক্ত হউন—যিনি রূপের দ্বারা সকল লোককেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ভ্রান্তি জন্মাইয়া থাকেন। "ভক্তি"—প্রদ্যুম্নবাক্য—প্রভাবতি! ঐ দেখ—আকাশপথে কৃপাসমুদ্র, আমাদের পরমগুরু, গরুড়বাহন যদুপতি বিরাজমান—ইঁহার লালনেই আমরা মহাদর্পান্বিত হইয়া তীব্রক্রোধ রুদ্রকেও যুদ্ধে তিরস্কার করিয়া থাকি।

সেবক ও লাল্যগণ সদাকাল আরাধ্য বুদ্ধিতেই ভজন করিলেও উভয়ের কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। সেবকগণের শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেরই প্রাবল্য থাকে, কিন্তু লাল্যগণের নিজ সম্বন্ধস্ফূর্ত্তিই সর্ব্বথা বিরাজমান। ব্রজানুগদের পরমৈশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্য বুদ্ধি থাকিলেও কিন্তু গোপরাজ-তনয়রূপেই যে ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ ইন্দ্রজয়াদি-প্রভাব, তাহার অনুভবটি থাকেই। "উদ্দীপন"—শ্রীহরির বাৎসল্য, স্মিত ও দৃষ্টিপাত ইত্যাদি। যথা—গদ সম্মুখে সদয় অগ্রজ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া ব্যগ্রচিত্তে তাঁহার চরণকমলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। "অনুভাব"—শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে নীচাসনে উপবেশন, গুরুরপদে আনুগত্য, শ্রীকৃষ্ণদত্ত কার্য্যভার স্বীকার, যথেচ্ছাচার-পরিত্যাগ ইত্যাদি লাল্যগণের 'শীত'ক্রিয়া বলিয়া কথিত। 'নীচাসনে উপবেশন'—যদুসভায় সুরেন্দ্রগণ-কর্ত্তৃক অগ্রে শীঘ্র গিয়া সমানীত এবং ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক সুখপ্রদ-কমণ্ডলু-জলে অভিষিক্ত-দেহ প্রদ্যুম্ন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম পূর্ব্বক স্বর্ণপীঠাদি ত্যাগকরতঃ ভূমিতে কম্বলাসন স্বীকার করিলেন।

দাসগণের সমান কতকগুলি ভাব এক্ষণে বলা হইতেছে—প্রণাম, মৌনবাহুল্য, সঙ্কোচ, বিনয়প্রাচুর্য্য, নিজ প্রাণনাশেও শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞা-প্রতিপালন, অধোবদনতা, স্থিরতা, কাস-হাসাদি-ত্যাগ এবং শ্রীকৃষ্ণের রহঃকেলি বার্ত্তাদি হইতে নিবৃত্তি। "সাত্ত্বিক"—হে কন্দর্প! তুমি মুকুন্দ চরণারবিন্দে নয়নপাত করিলেও অদ্য তোমার নিষ্কম্প, রোমাঞ্চিত ও স্বেদব্যাপ্ত দেহটি যেন হিমবিন্দুব্যাপ্ত কণ্টকিফলের অনুকরণ করিয়াছিল। "ব্যভিচারী"—অব্যবহিত পূর্ব্বে উক্ত সকল ব্যভিচারি ভাবই এস্থলেও ধর্ত্তব্য। "হর্ষ"—দূরে আকাশে পাঞ্চজন্য ধ্বনি উদ্‌গত হইলে যদুপুরস্থিত কুমারগণের রোমাবলিরূপ হৃষ্ট নটগণও নৃত্য করিতেছিল। "নির্ব্বেদ"—প্রদ্যুম্নের উক্তি—হে সাম্ব! তুমিই ধন্য, যেহেতু তুমি রিঙ্গণ করিতে করিতে ধূলিধূসরিতাঙ্গ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে গেলে তিনি বাৎসল্যভরে আকর্ষণ করতঃ নিজক্রোড়ে তোমাকে আরোহণ করান; কিন্তু দুর্ভগ আমাকে শতধিক্, যেহেতু আমি শম্বর-নামক দৈত্যের দুর্দ্দৈব ঘটনাজালে বিপর্য্যস্ত হইয়া একক্ষণের জন্যও পিতার লালনরতি আস্বাদন করিতে পারি নাই। "স্থায়ী"—স্বাভাবিক দেহ সম্বন্ধিতা হেতু যে মান্ অর্থাৎ স্বাভাবতঃই বাল্যে তদীয়াভিমানময় যে ভাব, তাহা হইতে যে গুরু-বুদ্ধি হয়; তাহাকে 'গৌরব' বলে। সেই লালক শ্রীকৃষ্ণে যে প্রীতি, তাহাকে 'গৌরব প্রীতি' বলে। ভক্তদের হৃদয়ব্যাপিনী স্বয়ং প্রাদুর্ভূতা এই গৌরবপ্রীতিই এই রসে স্থায়িভাব। সেই গৌরবপ্রীতি কোনও বৈশিষ্ট্য প্রাপ্তিতে প্রেম, প্রেমই বৈশিষ্ট্যযোগে স্নেহ এবং স্নেহ ও বৈশিষ্ট্যলাভে 'রাগ'রূপে পরিণত হয়। ইহাই গৌরবপ্রীতি। "গৌরবপ্রীতি" যথা—প্রদ্যুম্ন কিছুই বলেন না, ক্ষরিত অশ্রুবিন্দুতে ব্যাপ্ত বদনটি উন্নমিত করেন না, কিন্তু ধীর হইয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে অতি সঙ্কোচিত দৃষ্টিই নিক্ষেপ করিতেছেন। "প্রেমা"—হে দৈত্যদমন! অতি-ক্ষুদ্র শত্রুগন-কর্ত্তৃক পুত্র অভিমন্যু নিহত হইলেও—জগতে অপ্রতিহতেচ্ছ তোমারই হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক পুত্রকে আকর্ষণ করিয়া লইলেও—সুভদ্রার তোমা-বিষয়িকা কল্যাণময়ী প্রীতি অণুমাত্রও ম্লান হইল না। "স্নেহ"—হে বৎস প্রদ্যুম্ন! বিশাল কম্প ত্যাগ কর, গদ্‌গদভাবও পরিহার কর, অশ্রুব্যাপ্ত নয়নদ্বয় মার্জ্জন করত আমার দিকে দেখ ত, প্রকট রোমাঞ্চযুক্ত হস্তও আমাতে দাও, পিতার নিকট পুত্রের আবার সম্ভ্রম কি? "রাগ"—এই প্রদ্যুম্ন পিতার আজ্ঞায় বিষকেও অমৃতের ন্যায় আনন্দে পান করেন, আবার পিতার অসম্মতিতেও সুধাকে বিষবৎ মনে করিয়া সদ্যই ত্যাগ করেন।" সম্ভ্রমপ্রীত, প্রেয় এবং বৎসলের ন্যায় এই গৌরব প্রীতরসেও অযোগ ও যোগ-নামক ভেদদ্বয় স্বীকৃত হইতেছে। "অযোগ উৎকণ্ঠিত"—হে সুমুখি! সেই শত্রু শম্বর দুর্ব্বিপত্তির অবধিরূপে মৃত্যুকে

বরণ করত শূন্য প্রাপ্তি করিয়াছে। এক্ষণে কবে নীলকমলবৎ কান্তিশীল পাঞ্চজন্যধারী শ্রীগুরু শ্রীকৃষ্ণকে আমরা দর্শন করিব? "বিয়োগ"—শ্রীকৃষ্ণ কুরুপুরীতে গমন করা অবধি আমার বাঞ্ছিত গেণ্ডুক্রীড়া ও মন ইচ্ছা করে না, ক্ষত্রিয়োচিত অস্ত্রাভ্যাস করিতেও ইচ্ছা হয় না; অধিক কি এই দ্বারাবতী যেন কারাগার হইয়াছে। "যোগে সিদ্ধি" —শম্বর-পুর হইতে আসিয়া মিলিত হইলে ধীর প্রদ্যুম্ন সম্মুখে পিতাকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া নিজেকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইলেন। "তুষ্টি"—যুধিষ্ঠির-নগর হইতে প্রত্যাগত গরুড়-বাহন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া দ্বারকাপুরে কুমারগণের আনন্দবশতঃ সম্ভ্রম-প্রাচুর্য্য দেখা দিল। "সিদ্ধি"—প্রতিদিনই প্রদ্যুম্ন বাষ্পবারি-সম্মিলিত-পক্ষ্মযুক্ত অক্ষিদ্বয়কে কিঞ্চিত কুঞ্চিত করিয়া পিতার পাদপদ্ম যুগলে প্রণত হন। উৎকণ্ঠিত ও বিয়োগ প্রভৃতিতে এ স্থলে যাহা যাহা বিস্তারিত হয় নাই, তাহা তাহা সমস্তই সম্ভ্রম প্রীতিবৎ বলিয়া বুধগণ জানিবেন। ইতি পশ্চিম দ্বিতীয়।

প্রেয়োভক্তিরস (পশ্চিম তৃতীয় লহরী)—"প্রেয়োভক্তিরস"—আলোচিত বিভাবাদি দ্বারা সখ্যরতি স্থায়ী-ভাব প্রাপ্ত হইয়া সজ্জন চিত্তে আস্বাদনীয়তা প্রাপ্তি করিলে তাহাকে এই রসশাস্ত্রে 'প্রেয়োভক্তিরস' বলা হয়। "আলম্বন"—শ্রীহরি ও তাঁহার বয়স্যগণ এই প্রেয়োরসে আলম্বন। তন্মধ্যে "হরি"—পূর্ব্ববৎ এই রসেও দ্বিভুজ-আদিরূপধারী শ্রীহরি আলম্বন। "ব্রজে" যথা—অহহ! যাঁহার কান্তি ইন্দ্র নীলমণি হইতেও সুন্দরতর অধরে কুন্দকুসুমের ন্যায় অত্যুত্তম শুভ্র হাসি, পরিধানে প্রফুল্ল স্বর্ণ কেতকীর ন্যায় রমণীয় পট্টবস্ত্র, বনমালায় বক্ষদেশ মনোজ্ঞ, সেই অঘনাশন শ্রীহরি ব্রজ হইতে মুরলী বাদনপূর্ব্বক আসিতে আসিতে সখা আমাদের মন হরণ করিতেছে !! অন্যত্র—যাঁহার কণ্ঠদেশে কৌস্তভমণির কিরণ মালা ইতস্ততঃ প্রসৃত হইতেছে, যাঁহার উজ্জ্বল ভুজ চতুষ্টয় শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম-বরণে মনোজ্ঞ হইয়াছে। পীতবসন সেই ইন্দ্রনীলমণি কান্তি-বিজয়ী শৌরি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করত পাণ্ডুপুত্রগণ আনন্দামৃতের আস্বাদনে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন। এ স্থলে যুধিষ্ঠিরাদির বাৎসল্য মিশ্রণ থাকিলেও সৌহৃদ্যরূপ সখ্যে অন্যান্য অংশের (বাৎসল্য, দাস্যাদির) সদ্ভাবও জানিতে হইবে। ইঁহারা চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিলেও তাহাতে নরাকারতার সদা বর্ত্তমানতায় তাঁহাদের প্রীতি সঙ্কোচিত হইত না। শ্রীহরির "গুণ"—সুবেশ, সর্ব্ব সল্লক্ষণান্বিত, বলিষ্ঠ, বিবিধাদ্ভুভাষাবিৎ, বাবদূক, সুপণ্ডিত, বিপুল প্রতিভাশালী, দক্ষ, করুণ, বীরশ্রেষ্ঠ, বিদগ্ধ, বুদ্ধিমান, ক্ষমাশীল, রক্তলোক, সমৃদ্ধিমান, সুখী ও বরীয়ান্ ইত্যাদি গুণান্বিত শ্রীহরি প্রেয়োরসের আলম্বন। "বয়স্যগণ"—যাঁহারা রূপে, গুণে ও বেশে শ্রীহরির সমান, দাসের সঙ্কোচ যাঁহাদের বিন্দুমাত্রও নাই এবং যাঁহারা প্রগাঢ় বিশ্বাসময়, তাঁহারাই 'বয়স্য' বলিয়া কীর্ত্তিত হন। যাঁহারা ভয়শূন্য, মহানুগ্রহ পূর্ণ, প্রগাঢ় বিশ্বাসাতিশয়যুক্ত সমতা-বুদ্ধিতে শ্রীহরিতে সুখ-সেবাদি বিস্তার করিতেছেন—সেই শ্রীকৃষ্ণ বয়স্যগণকে প্রীতিভরে বন্দনা করি! এই বয়স্যগণ পুর ও ব্রজ সম্বন্ধে দ্বিবিধ। পুরস্থ বয়স্য—অর্জ্জুন, ভীম, দ্রৌপদী, শ্রীদামবিপ্র প্রভৃতিকে পুরাশ্রিত সখা বলা যায়। যথা,—শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলে রাজা যুধিষ্ঠির ব্যাকুল চিত্তে তাঁহার শিরোঘ্রাণ করিলেন পুলকিতাঙ্গ ভীম ও অর্জ্জুন তাঁহাকে পরিঘ-সদৃশ বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন, অশ্রুসিক্ত বদনে নকুল ও সহদেব তাঁহার চরণ কমলে নিপতিত হইলেন; এইরূপে অবশবুদ্ধি পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন। পুরবাসী সখাগণের মধ্যে ভাগ্যবান্ অর্জ্জুনই শ্রেষ্ঠ। তাঁহার রূপ—যাঁহার হস্তে গাণ্ডীব; উরু করিরাজের শুণ্ড হইতেও অধিক সুন্দর, কান্তি, ইন্দীবর হইতেও মনোহর; লোচন রক্তবর্ণ—সেই অর্জ্জুন চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত রত্ন খচিত রথে আরোহণ করত অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছেন। অর্জ্জুনের সখ্য—উৎকৃষ্ট পালঙ্কের উপরি শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়ে নিঃশঙ্কচিত্তে প্রণয়ভরে শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধ স্থাপনপূর্ব্বক অর্জ্জুন নব নব পরিহাস বাক্য রচনায় নৈপুণ্য প্রকাশ করত হাস্যশোভিত মুখে বিরাজ করিলেন। "ব্রজবাসী" বয়স্যগণ—যাঁহারা ক্ষণকালের, অদর্শনে দুঃখিত শ্রীকৃষ্ণের সহিত সদাবিহারী এবং শ্রীকৃষ্ণই যাঁহাদের জীবন, তাঁহারা ব্রজবাসী বয়স্য। বয়স্যগণ মধ্যে ইঁহারাই সর্ব্বথা প্রধান। "রূপ"—যাঁহারা বয়সে, গুণে, বিলাসে, বেষে ও সৌন্দর্য্যে শ্রীকৃষ্ণসদৃশ, সর্ব্ব-প্রিয়কর সল্লকী পত্র নির্ম্মিত বংশী, শৃঙ্গ ও বেণুধারী, ইন্দ্রনীলমণি, স্বর্ণ, স্ফটিক ও পদ্মরাগের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট এবং

প্রণয়শালী—সেই শ্রীহরির বয়স্যগণ তোমাদিগকে সর্ব্বদা পালন করুন। তাঁহাদের "সখ্য"—সখে! তুমি নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সপ্তরাত্রি দণ্ডায়মান হইয়া অতিবাহিত করিয়াছ, অহো! এখন বোধ হয় শ্রান্ত হইয়াছ, অতএব শ্রীদামের হস্তে গিরিরাজকে অর্পণ কর। তোমার কষ্ট দেখিয়া আমাদের মনঃপীড়া হইতেছে, নতুবা ক্ষণকালের জন্য দক্ষিণ হস্তে পর্ব্বতটা ধর, আমরা তোমার বাম হস্তটী উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া দিতেছি।" 'ব্রজবালকের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ' —(বলরাম প্রতি শ্রীকৃষ্ণ) "হে ভ্রাতঃ! সহচরগণকে শীঘ্রই অঘাসুরের জঠরান্তঃকোটরে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া আমার নয়নদ্বয় হইতে অবিরলধারে উষ্ণ অশ্রুপাত হইয়া শুষ্ক গণ্ডস্থলকে প্রক্ষালিত করিয়াছিল এবং ক্ষণকাল অবসাদ-প্রাপ্ত ও শূন্যচিত্ত হইয়াছিলাম।" গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের বয়স্যগণ চারি প্রকার; সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয়নর্ম্মসখা। 'সুহৃদগণ'—ইহাদের বাৎসল্য-গন্ধযুক্ত সখ্য, বয়সও শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক, ইহারা দুষ্টগণ হইতে শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষার্থ অস্ত্রধারী। সুভদ্র, মণ্ডলী ভদ্র, ভদ্র বর্দ্ধন, গোভট, যক্ষ, ইন্দ্রভট, ভদ্রাঙ্গ, বীরভদ্র, মহাগুণ, বিজয় ও বলভদ্র প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের সুহৃদ বলিয়া কীর্ত্তিত। ইহাদের 'সখ্য' যথা—অহে মণ্ডলীভদ্র! তুমি কেন বিমল খড়্গ ঘুরাইয়া ধাবিত হইতেছ? হে বলদেব! আপনি গুরুতর গদা গ্রহণ করিবেন না; বিজয়! তুমি বৃথা ক্ষোভ করিও না; হে ভদ্রবর্দ্ধন! তুমি আর শক্তি নিক্ষেপ করিও না; ঐ দেখ অগ্রবর্ত্তী মেঘই গর্জ্জন করিতে করিতে গোবর্দ্ধনে পতিত হইতেছে, ওটা বৃষাকৃতি বলবান্ অরিষ্টাসুর নহে।" মণ্ডলীভদ্র ও বলভদ্রই সুহৃদগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। মণ্ডলীভদ্রের 'রূপ'—পাটলবর্ণ মনোহর বসনধারী, হস্তে, লগুড়, মস্তকে ময়ূর-পুচ্ছ চূড়া এবং ভ্রমরের ন্যায় কান্তিকন্দলী ধারণে শোভমান। ইহাঁর 'সখ্য'—"আমাদের পরম সুহৃদ শ্রীকৃষ্ণ দিবসে গুরুতর বনভ্রমণ-বিনোদে অতি খেদ পাইয়াছে, এক্ষণে রজনীকালে ব্রজগৃহে সুখে শয়ন করুক, ধীরে ধীরে মস্তক মর্দ্দন করিতেছি। হে সুবল! তুমি ইহার সহিত পরামর্শ ত্যাগ করিয়া উরুদেশ সম্বাহন কর। "বলদেবের রূপ"—যাঁহার গণ্ডে একটি মাত্র কুণ্ডল আন্দোলিত হইতেছে; কর্ণোৎপলে অলিকুল আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, তিলক—কস্তুরি রচিত, বিশাল হৃদয়ে উজ্জ্বল গুঞ্জামালা, শুভ্রকান্তি, পরিধানে—নীলাম্বর, ভুজ—আজানুলম্বিত, গর্জ্জন—গুরুগম্ভীর—সেই প্রলম্বনাশন বীর বলদেবের আশ্রয় করিলাম। 'ইহাঁর সখ্য' —হে সুবল! অদ্য জন্মনক্ষত্রযুক্ত তিথিতে অভিষেকার্থ স্নেহময়ী জননিকর্ত্তৃক গৃহে আবদ্ধ হইয়াছি, তুমি আমার কথা বলিয়া মুকুন্দকে বল—যেন সে আজ কখনও কালিয়হ্রদ নিকটে না যায়।

সখা—যাঁহারা কনিষ্ঠকল্প, দাস্যগন্ধি-সখ্যরসিক, তাঁহারাই 'সখা'। বিশাল, বৃষভ, ওজস্বী, দেবপ্রস্থ, বরূথপ, মরন্দ, কুসুমাপীড়, মণিবন্ধ, করন্ধম প্রভৃতি সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের সেবাসৌখ্য-বিলাসী। ইহাদের "সখ্য"—(দেবপ্রস্থের উক্তি)"—হে বিশাল! তুমি পদ্মিনীদল দ্বারা বীজন কর, হে বরূথপ! তুমি লম্বিত অলকগুলিকে ঊর্দ্ধদিকে সরাইয়া দাও। হে বৃষভ! বৃথা বাক্য পরিত্যাগ করত তুমি অঙ্গ সম্বাহন কর—কেন না, আমাদের সখা আজ ঘোরতর বাহুযুদ্ধে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন।" এই দেবপ্রস্থই সকল সখার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহাঁর রূপ—"বলীয়ান, গজেন্দ্রবিজয়ি-বিক্রম ও রক্তবর্ণ, দেবপ্রস্থ হস্তে কন্দুক ধারণ ও শুক্ল উজ্জ্বল বস্ত্রপরিধান করত রজ্জুদ্বারা উচ্চ মৌলী বন্ধন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণপার্শ্বে গমন করিলেন। "ইহাঁর সখ্য"—হে সুন্দরি! ব্রজেন্দ্রনন্দন বিশ্রামার্থে পর্ব্বতকন্দরে শ্রীদামের বৃহৎ ভুজোপরি মস্তক বিন্যাস পূর্ব্বক, দামের বাহুদ্বারা নিজবক্ষ আবদ্ধ করত শয্যায় শয়ন করিলে সুদক্ষ দেবপ্রস্থ প্রীতিভরে পাদসম্বাহন করিয়া প্রিয়তমকে সুখী করিলেন।

প্রিয় সখা—যাঁহারা বয়সে সমান এবং কেবল সখ্যরসাশ্রয়ী, তাঁহারাই 'প্রিয়সখা'। শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, কিঙ্কিণি, স্তোককৃষ্ণ, অংশু, ভদ্রসেন, বিলাসী, পুণ্ডরীক, বিটঙ্ক ও কলবিঙ্ক ইত্যাদি প্রিয় সখাগণ সদা বিবিধ-কেলিদ্বারা এবং বাহু যুদ্ধ, দন্তাদন্তি ইত্যাদি কৌতুকেও শ্রীকৃষ্ণকে সুখদান করেন। "সখ্য"—'হে কৃশাঙ্গি! তোমার সখাকে কোন প্রিয়সখা গদ্‌গদ বক্রোক্তি প্রয়োগে উপহাস করেন, কেহ, পুলকাঞ্চিত-ভুজদ্বয় প্রসারণ করত তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন, এবং কেহ বা পশ্চাদ্দিক্ হইতে নিভৃতে আসিয়া চঞ্চল কর দ্বারা তাঁহার নয়নদ্বয় নিরোধ

করত আনন্দদান করেন।' এই প্রিয় সখাগণের মধ্যে শ্রীদামই শ্রেষ্ঠ। শ্রীদামের রূপ—"পরিধানে নীলপীত-মিশ্র বস্ত্র, হস্তে শৃঙ্গ, মস্তকে তাম্রবর্ণ উষ্ণীষ, শরীর শ্যামলবর্ণ ও অতিরমণীয় এবং গলদেশে মালা—যিনি সৌহার্দ্দ বশতঃ মাধবের সহিত স্পর্দ্ধা করিতেছেন।" "সখ্য'—হে কঠোর! তুমি আমাদিগকে যমুনার তটে হঠাৎ ত্যাগ করত গিয়াছ কেন? ভাগ্যবশতঃ এক্ষণে তোমাকে দেখিলাম। আহো! নিবিড় আলিঙ্গন দানে এই সখাগণকে সন্তুষ্ট কর। হে কৃষ্ণ! সত্যই বলিতেছি, তোমার বিন্দুমাত্র অদর্শনেও কি ধেনুগণ, কি আমরা, কি গোষ্ঠ, কি অভীষ্ট সর্ব্ববিষয়ই অল্পক্ষণের, মধ্যেই বিপর্য্যস্ত (মনঃপ্রতিকুল) হইয়া যায়। "প্রিয়নর্ম্ম বয়স্য"—ইঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সুহৃৎ, সখা এবং প্রিয়সখা হইতেও শ্রেষ্ঠ ভাববিশেষযুক্ত (সখীভাবাবিষ্ট) এবং আন্তরিক রহস্য কার্য্যে (প্রেয়সী সাহায্যময় গুপ্তকার্য্য বিশেষে) নিযুক্ত থাকেন। সুবল, অর্জ্জুন, গন্ধর্ব্ব, বসন্ত, উজ্জ্বল (মধুমঙ্গল, পুষ্পাঙ্ক, হাসাঙ্ক প্রভৃতি বিদূষকগণ) প্রিয়নর্ম্ম বয়স্য। ইঁহাদের "সখ্য"—ঐ দেখ সুবল শ্রীরাধার বার্ত্তা সকল শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে বলিতেছেন; উজ্জ্বল শ্যামার কামলেখ নিভৃতে শ্রীকৃষ্ণের হস্তকমলে সমর্পণ করিতেছেন, চতুর পালীদও তাম্বূল উঁহার বদনে দিতেছেন এবং কোকিল তারা-প্রদত্ত মালা উঁহার মস্তকে পরাইতেছেন। এইভাবে প্রিয়নর্ম্ম বয়স্যগণ শ্রীকৃষ্ণের সেবা কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে সুবল ও উজ্জ্বলই শ্রেষ্ঠ। সুবলের 'রূপ'—যাঁহার অঙ্গকান্তিতে সুবর্ণ ধিক্কৃত হইতেছে, যাঁহার গলে হার, পরিধানে হরিদ্বর্ণ বস্ত্র, লোচন ইন্দীবর সদৃশ এবং নীতি দ্বারা বান্ধবগণের আনন্দ প্রদান করেন, সেই হরিপ্রিয় সুবলকে বন্দনা করি।' সুবলের 'সখ্য'—সর্ব্ববিধ ইঙ্গিতজ্ঞ বয়স্য গোষ্ঠিতেও সুবলের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে হস্তাদির সঙ্কেতে বার্ত্তা চলিতেছিল, তাহা কেহই বুঝিতে পারেন নাই। 'উজ্জ্বলের রূপ'—যাঁহার পরিধানে অরুণ-বস্ত্র, নয়ন সর্ব্বদা চঞ্চল, বর্ণ ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় এবং যাঁহার বাসন্তপুষ্পেই প্রসাধন, মণিখচিত-হারে উজ্জ্বল সেই হরিপ্রিয় উজ্জ্বলকে ভজনা করি। 'উজ্জ্বলের সখ্য'—সখি! আমি কিরূপে মান রক্ষা করিতে সমর্থা হইব? ঐ দেখ উজ্জ্বল দূত আসিতেছে! যথায় উজ্জ্বল আসিয়া উপনীত হয়—তথায় লজ্জাশীলা, কুলবতী ও পতিপরায়ণা কোন্ গোপকিশোরী না সেই গোপকিশোরকে ভজনা করিয়া থাকে? "উজ্জ্বল বিশেষভাবে সর্ব্বদা নর্ম্মোক্তি বিষয়ে লালসান্বিত। যথা—হে অঘনাশন! সমুদ্র যেরূপ বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গ মালায় অনবরত জলই বৃদ্ধি করিতেছে, তদ্রূপ তুমিও কামতরঙ্গভরে সর্ব্বমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতেছ, সুমধুর রসস্বরূপ এবং দুর্গম পারাবার রহিত, অতএব তুমিই সমুদ্র আর জগতের যত যুবতিজাতি নদী স্বরূপা হইয়া সর্ব্বপথে তোমাতেই আসিয়া মিলিত হইতেছে।

এই সখাগণের মধ্যে কেহ বা শাস্ত্রে, কেহ বা লোকে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা নিত্যপ্রিয়, সুরচর ও সাধনসিদ্ধ ভেদে ত্রিবিধ, কেহ কেহ স্বভাবতঃ স্থির এবং মন্ত্রীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে পরামর্শ দেন; কেহ বা চপল-স্বভাব বশতঃ পরিহাসক-রূপে তাঁহাকে হাসাইতেছেন—কেহ কেহ সরল স্বভাব এবং সরলব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করাইয়া থাকেন। কেহ বা বাম্য (বক্র) স্বভাবে তাঁহাকে বিস্ময়ান্বিত করেন। কেহ বা প্রগল্‌ভ স্বভাবে তাঁহার সহিত বাদবিতণ্ডা করেন, কোন সৌম্য বা ধন্য সখা আবার সুমিষ্টবাক্যে তাঁহার প্রীতিবিধান করেন। এইরূপ বিবিধ প্রকৃতি দ্বারা সকল মধুর সখাই পবিত্র মৈত্রীর বৈচিত্রী বিষয়ে সুকৌশল অর্জ্জন করিয়াছেন। 'উদ্দীপন'—শ্রীহরির বয়স, রূপ, শৃঙ্গ, বেণু, শঙ্খ, বিনোদ, পরিহাস, পরাক্রম, গুণ, প্রেষ্ঠজন এবং রাজাও দেবাবতারাদির চেষ্টা-নুকরণ ইত্যাদিকে সখ্য রসের উদ্দীপন বলা হয়।

বয়স—শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়স—কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোরই এই রসে সম্মত। গোষ্ঠে কৌমার ও পৌগণ্ড এবং পুরে ও গোকুলে কৈশোর বয়স উদ্দীপন রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

কৌমার—বৎসল রসেই উপযুক্ত বলিয়া সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। যথা—ভা:১০।১৩।১১) যিনি সর্ব্ব-যজ্ঞের ভোক্তা তিনি বাল্য-লীলাপরায়ণ হইয়া উদর বস্ত্রদ্বয়ের মধ্যে বংশী, বামকক্ষে শৃঙ্গ ও বেত্র, হস্তে স্নিগ্ধ দধিমিশ্রিত অন্নগ্রাস, অঙ্গুলী সকলের সন্ধিভাগে বিল্বাদি ফল ধারণ এবং পদ্মের কর্ণিকার ন্যায় সকলের অভিমুখে মধ্যস্থলে উপবেশন

পূর্ব্বক স্বীয় আচরিত পরিহাস বাক্যে নিজের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট সুহৃদগণের হাস্য উৎপাদন করিতে করিতে ভোজন করিতেছেন। অহো! স্বর্গবাসি দেবগণ তখন বিস্ময় সহকারে দর্শন করিতেছিলেন।

পৌগণ্ড—আদ্য, মধ্য ও শেষ ভেদে পৌগণ্ড তিন প্রকার। তন্মধ্যে আদ্য পৌগণ্ড—অধরের মনোজ্ঞ রক্তিমা, উদরের কৃশতা এবং কণ্ঠে শঙ্খের ন্যায় রেখাত্রয়ের উদ্গমাদি প্রথম পৌগণ্ডে প্রকটিত হয়। যথা—(বিদেশীয় বন্দিগণের উক্তি) "হে মুকুন্দ! তোমার উদর ধীরে ধীরে অশ্বত্থ পত্রের শোভা ধারণ করিতেছে। হে অম্বুজ নয়ন! তোমার কণ্ঠ শঙ্খের ন্যায় উজ্জ্বল রেখাত্রয়ের ভজনা করিতেছে; হে শুভ্রভ্রূ! তোমার অধরোষ্ঠ পদ্মরাগ সমূহের শোভাকেও নিন্দা করিতেছে। আধুনিক তোমার অনির্ব্বচনীয় এই শোভা সুহৃদগণের নয়নে আনন্দ দান করিতেছে।" এই বয়সে পুষ্প মণ্ডনের বৈচিত্রী, গিরিধাতু দ্বারা তিলকাদি এবং পীতবর্ণ বস্ত্রাদি প্রসাধনরূপে প্রোক্ত হইয়াছে। সকল বন ভ্রমণ করিয়া করিয়া উৎকৃষ্ট গাভী সমূহের চারণ, বাহুযুদ্ধ ও কেলিনৃত্যাদির শিক্ষারম্ভই এই বয়সের চেষ্টা। সৌরভশালী বৃন্দাবনের সর্ব্বত্র সুরভীবৃন্দের রক্ষণবিহারী শ্রীকৃষ্ণ—গলদেশে গুঞ্জামালা, মস্তকে ময়ূরপিঞ্ছ নির্ম্মিত চূড়া, পরিধানে পীত পট্টবস্ত্রের শোভা, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার পুষ্প এবং বক্ষঃস্থলে প্রস্ফুটিত মল্লিকা মাল্য ধারণ করত বাহুযুদ্ধ রঙ্গে নটবৎ নৃত্য করিতে করিতে সুহৃদ্গণকে যথেষ্ট আনন্দ দান করিতেছেন।

মধ্য পৌগণ্ড—উচ্চনাসা ও তাহার অগ্রভাগে সুন্দরতা; কপোলদ্বয় মণ্ডলাকার এবং পার্শ্বাদি অঙ্গ সমূহের সুবলন প্রভৃতি মধ্য পৌগণ্ডে প্রকাশিত হয়। যথা—যাঁহার নাসিকার শোভা তিল কুসুমকে উপহাস করে, গণ্ডদেশ নবমণি-দর্পণের দর্প খর্ব্ব করে এবং পার্শ্ব দ্বয়ের স্থিতি ও সুবলিত, সেই হরি স্বীয় শোভাদ্বারা সখাদের আনন্দ বিধান করিতেছেন, বিদ্যুৎবর্ণ পট্টসূত্র জনিত রজ্জুদ্বারা উষ্ণীষ এবং তিন হস্ত উচ্চ, অগ্রভাগে—স্বর্ণ মণ্ডিত শ্যামবর্ণ যষ্ঠি ইত্যাদি এই বয়সে ভূষণ। ভাণ্ডীর বনে ক্রীড়া, গোবর্দ্ধনোত্তোলন প্রভৃতি এই বয়সের চেষ্টা। যথা—হে সখে! ঐ দেখ, মুকুন্দ হস্তত্রয়-পরিমিত, প্রান্তদ্বয়ে স্বর্ণমণ্ডিত ও শ্যামবর্ণ যষ্টি—মনোজ্ঞ মঞ্জরী বিরচিত চূড়ায় উজ্জ্বল শোভা এবং পার্শ্বদেশে স্বর্ণবর্ণ-পট্ট-রজ্জুযুক্ত শোভাযুক্ত উষ্ণীষ ধারণ করত মিত্রবৃন্দকে সুখী করিতেছেন। বর্ণ-পুষ্টতাদির মনোরমতায় অদ্ভুত রূপ আবিষ্কার করায় ইনি পৌগণ্ড ও মধ্যেই সর্ব্বলক্ষণ-লক্ষিত রাজকুমারের ন্যায় প্রথম কৈশোরারম্ভবৎ ক্রীড়া বিনোদে বিশেষভাবে প্রকাশিত হইলেন।

শেষ পৌগণ্ড—নিতম্ব পর্য্যন্ত লম্বিত বেণী, লীলাক্রমে বিন্যস্ত কুঞ্চিত কেশ-কলাপের শোভা এবং স্কন্ধদেশের উচ্চতা প্রভৃতি চরম কৈশোরে প্রকাশ পায়। এই সময়ে উষ্ণ বক্রতা, হস্তে লীলাকমল এবং কুঙ্কুম দ্বারা উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণাদি মণ্ডন রূপে গণিত হয়। যথা—হে কেশব! উষ্ণীষে ঈষৎ বক্রতা, করে প্রফুল্ল লীলাকমল, ললাটে পীতবর্ণ কস্তুরী-বিন্দুযুক্ত উর্দ্ধ তিলক ধারণ করত যে সুন্দর বেশ রচনা করিয়াছ, তাহা পরাক্রমশালী এই সুবলকেও যখন ঘূর্ণিত করিতেছে—তখন স্বভাব মৃদুলা ব্রজবালাদের আর কথা কি? এই বয়সে বাক্যভঙ্গী, নর্ম্মসখাগণের সহিত কর্ণাকর্ণি, কথায় রস এবং ইহাদের নিকট গোপীদের সৌন্দর্য্য-প্রশংসা ইত্যাদি চেষ্টা প্রকাশ পায়।

কৈশোর—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই শৈশবমিশ্র যৌবনেই প্রায় শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বভক্তের নিকট প্রতিভাত হন, কৌমার-পৌগণ্ড-শোভা ন্যূনতর ও ন্যূনরূপে তাঁহাদের রুচিকর হয়, কৈশোরের উপরিতন বয়স ভক্তদের নিকট প্রতিভাত হয় না বলিয়া কেবল যৌবন-শোভা এই শ্রীকৃষ্ণে উদয় হয় না। সুতরাং এই স্থলে যৌবন-বিষয়ে সামান্য মাত্রও বিস্তার করা হইল না। "শ্রীকৃষ্ণের রূপ"—যথা—হে পঙ্কজনেত্র! তোমার অঙ্গ অলঙ্কৃত করিবার প্রয়োজন নাই, হে ধীমন্! তোমার অঙ্গই স্বতঃসিদ্ধ শোভা দ্বারা সখাদিগকে সুখ দিতেছে। 'শৃঙ্গ'—অহো! উষাকালে ব্রজমধ্যে স্বীয় আবাসরূপ চন্দ্রশালিকার দ্বারে শৃঙ্গবর অত্যুচ্চ ধ্বনি করিতে থাকিলে সরোমাঞ্চ সখাগণ

জাগ্রত হইয়াছিলেন। 'বেণু'—অহে বন্ধুগণ! তোমরা কাতর হইয়া হরির অন্বেষণে আর যমুনাতীরে যাইও না, এস্থলে বেণুনাদরূপ দূত—শ্রীকৃষ্ণ পর্ব্বত-শিখরে আছে বলিয়া—আমাদের সুখবিধান করিল। 'শঙ্খ'—হে শিব! ঐ দেখ—পাঞ্চজন্যের ধ্বনি-শ্রবণে পাঞ্চালীপতি পাণ্ডবগণ আনন্দিত হইয়া সিংহবিক্রমে গমন করিলেন। 'বিনোদ'—হে প্রিয় সখি! শ্রীকৃষ্ণ শ্যামার মান-প্রশমনার্থ রাধাবেশ ধরিয়াছেন—তাঁহার পরিধানে অরুণবসন, কুঙ্কুম-লেপে গাত্র গৌরবর্ণ হইয়াছে, মস্তকে শ্রোণিবিলম্বিত প্রকাণ্ড বেণী রচনা করিয়াছেন এবং কর্ণে রত্নতাটঙ্ক ধারণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই রাধাবেশ দেখিয়া সুবল বিস্মিত ও সস্মিত হইলেন।

অনুভাব—বাহুযুদ্ধ, কন্দুক, দ্যূত, বাহ্য-বাহক, লগুড়ালগুড়ি-ক্রীড়া-যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষণ, পালঙ্ক, আসন ও দোলা প্রভৃতিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র শয়ন ও উপবেশন, সুন্দর-বিচিত্র-পরিহাস, জল-বিহার ইত্যাদি এবং মিলিত হইয়া নৃত্য গীতাদি সকলপ্রকার বয়স্যের ক্রিয়া। 'বাহুযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ সন্তোষণ'—"হে অঘহর! তুমি যে আত্মজয়াভিমানী হইয়া যুদ্ধার্থ বাহু কণ্ডূয়ন পূর্ব্বক বয়স্য সভায় আপন পরাক্রমের প্রশংসা করত পর্য্যটন করিতেছ, বল দেখি, আমার প্রচণ্ড বাহুদ্বয়ের দোর্দ্দণ্ড চেষ্টা দেখিয়াই কি তুমি রণরঙ্গে বিরাম দিয়া দুর্ব্বলাঙ্গে অবস্থান করিতেছ?" কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের উপদেশ, হিতকর কর্ম্মে প্রবর্ত্তন, সকল কার্য্যে প্রায়ই অগ্রগমনাদি সুহৃদ্গণের ক্রিয়া। মুখে তাম্বুলার্পণ, তিলকরচনা, চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য বিলেপন এবং পত্রভঙ্গী প্রভৃতির চিত্র-বিচিত্র ক্রিয়া "সখাদের" ক্রিয়া। যুদ্ধে পরাজিত করা, তদীয় বস্ত্রধারন করত আকর্ষণ, হস্ত হইতে পুষ্পাদি কাড়িয়া লওয়া, কৃষ্ণহস্তে নিজের প্রসাধন, হস্তে হস্তে পরস্পর ধরিয়া আকর্ষণাদিরূপ প্রকৃষ্ট সঙ্গাদি "প্রিয় সখাদের" ক্রিয়া। ব্রজকিশোরীগণের নিকট দ্যূত করণ, তাঁহাদের প্রণয়ের অনুমোদন, গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কেলিকলহ ঘটিলে সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ-সমর্থন, গোপীদের অসাক্ষাতে স্ব স্ব যথেশ্বরীর পক্ষ-সমর্থন-বিষয়ে চাতুর্য্য বিস্তার এবং কর্ণাকর্ণি কথাদি—"প্রিয়নর্ম্ম সখাগণের ক্রিয়া।" বন্যপুষ্পাদি ও রত্নালঙ্কারাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রসাধন, তাঁহার অগ্রে নৃত্যগীতবাদ্য, গোশুশ্রূষা, অঙ্গসম্বাহন, মাল্যগুম্ফন এবং বীজনাদি ক্রিয়াগুলি দাসগণে ও বয়স্যগণে সমানভাবে দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত অনুভাব-সমূহের মধ্যে অগণিত অন্যান্য কোনও কোনও অনুভাব এস্থলে যথাযোগ্য রূপে ধর্ত্তব্য।

সাত্ত্বিক—স্তম্ভ, যথা—ঐ দেখ, কালিয়নাগকে দমন করত শ্রীকৃষ্ণ নির্গত হইলে শীঘ্রই আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা থাকিলেও এই শ্রীদাম সংভ্রমভরে স্তম্ভযুক্ত বাহুদ্বয়কে আর উত্তোলন করিতে পারিতেছেন না। "স্বেদ"—মুকুন্দরূপ স্বাতিনক্ষত্রীয় মেঘ রমনীয় মুরলী ধ্বনিরূপ গর্জ্জন সহ ক্রীড়োৎসবরূপ আনন্দবারি বর্ষণ করিতে থাকিলে শ্রীদামের দেহরূপ উৎকৃষ্ট শুক্তি ঘর্ম্মবিন্দুরূপে মুক্তামালা প্রসব করিল। 'রোমাঞ্চ'—হে সুবল! তুমিই ধন্য, কেন না গুরুজন-সমক্ষেও অবাধে তুমি বিপুল-পুলক-মণ্ডিত বাহুদ্বয় প্রসারণ করত শ্রীকৃষ্ণকে যথেচ্ছ আলিঙ্গন করিতেছ; শ্রীকৃষ্ণ আবার তোমার স্কন্ধে ভুজগ-সদৃশ ভুজ-বিন্যাস করিতেছেন—অতএব বলত তুমি কোন সিদ্ধক্ষেত্রে কিরূপ তপশ্চর্য্যা করিয়াছ। 'স্বরভেদাদি'—শ্রীকৃষ্ণ কালিয়হ্রদে প্রবিষ্ট হইলে তদীয় সুহৃদ্গণ তখন বিপুল পুলকে ব্যাকুলিত, বিবর্ণদেহ, ক্ষণ-মধ্যেই বিকট ঘর্ঘরধ্বনি বিশিষ্ট হইয়া নিকটবর্ত্তী ভূমিতলে সুষুপ্তি অবস্থা লাভ করিলেন। 'অশ্রু'—মুঞ্জাটবীতে দাবানল বিচরণ করিতেছে দেখিয়া তাহার নির্ব্বাপণ নিমিত্তই যেন অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে করিতে পদ্মমাল্যধারী গোপবালকগণ নিজেদের দেহকেও উপেক্ষা করত শ্রীকৃষ্ণকে চতুর্দ্দিক হইতে আবরণ করিলেন।

ব্যভিচারী—ভাবজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন ঔগ্র, ত্রাস ও আলস্য ব্যতীত অন্যান্য ব্যভিচারি ভাবসকলই এই প্রেয়োরসে যথাযোগ্য সঙ্গমনীয়। অযোগে মদ, হর্ষ, গর্ব্ব, নিদ্রা ও ধৃতি বিনা এবং মিলনে মৃতি, ক্লম, ব্যাধি, অপস্মার ও দীনতাদি ব্যতীত অন্যান্য ব্যভিচারীভাব প্রকাশ হইতে পারে। 'হর্ষ'—কালিয়নাগকে নির্ব্বাসিত করত

ব্রজেন্দ্রনন্দন সখাদের সহিত মিলিত হইলে সুহৃদ্‌গণ আনন্দাতিরেকে স্খলিতপদ, তাঁহাদের বাক্য ও পদাবসানের অনির্ণয়তায় স্খলিতপদ এবং অক্ষরাবসানের অনির্ণয়েও বিবশাঙ্গ হইয়াছিল।

পরস্পর প্রায় সমান সখাদ্বয়ের যে গৌরবকৃত-সম্ভ্রম বিমুক্ত বিশ্রম্ভ প্রধান (প্রগাঢ় বিশ্বাসময়) রতি, তাহাকে 'সখ্য' বলে। এই প্রেয়োরসে সখ্যই স্থায়িভাব। 'বিশ্রম্ভ' বলিতে সর্ব্বসঙ্কোচ রহিত গাঢ় বিশ্বাস বিশেষই বাচ্য, এই সখ্য রতি বৃদ্ধিক্রমে প্রণয়, প্রেম, স্নেহ ও রাগরূপে স্ব-সহিত পঞ্চবিধ বলিয়া কথিত হয়। 'সখ্যরতি'—অর্জ্জুন অক্রূরকে বলিতেছেন—হে গান্দিনীপুত্র! আপনি মুকুন্দকে এই বার্ত্তাটী বলিবেন যে 'হে গরুড়ধ্বজ! অর্জ্জুন কবে তোমাকে আলিঙ্গন করিবে?

প্রণয়—যে রতিতে স্পষ্টতঃ সংভ্রমাদির প্রাপ্তি যোগ্যতা থাকিলেও তাহাতে যদি সংভ্রমলেশও স্পর্শ না করে, তবে তাহাকে 'প্রণয়' বলে। যথা—ত্রিপুরারি আদি দেবগণ স্তুতি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মসম্পত্তি হইতে পরম অধিক পারমৈশ্বর্য্য প্রকট করিতে লাগিলেও অর্জ্জুনসখা শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধোপরি স্বীয় পুলকিত বামভুজ সমর্পণ পূর্ব্বক তদীয় মস্তকস্থিত ময়ূপিচ্ছের রজঃ সমূহ সংস্কার করিতেছিলেন।

প্রেম—(পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাসকালে নারদের উক্তি) হে মুকুন্দ! সুহৃৎ ও ঈশ্বর তোমার উদয় লাভে পাণ্ডবগণের রাজ্যচ্যুতি, বনবাস এবং পরগৃহে দাস্যকর্ম্ম ইত্যাদি স্পষ্ট অমঙ্গলময়ী গতি হইলেও কিন্তু তোমাতে তাঁহাদের সখ্যামৃতই দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

স্নেহ—যথা,—(ভাঃ ১০।১৫।১৮)—হে মহারাজ! মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ শ্রান্ত হইয়া শয়ন করিলে অন্যান্য বালকগণ স্নেহে আর্দ্রচিত্ত হইয়া ধীরে ধীরে তদীয় মনোজ্ঞ গীতাবলী গান করিতে লাগিলেন।

রাগ—বৃষভ নামক সখা সমগ্র বন প্রদেশে শ্রীকৃষ্ণের বনমালা রচনার উচিত কুসুম চয়ন করিতে করিতে মধ্যাহ্ন-কালীন জ্যৈষ্ঠমাসীয় প্রখর সূর্য্যাতপকেও চন্দ্রজ্যোৎস্না বলিয়া মনে গণিতেন। "অযোগে উৎকণ্ঠিত"—যথা—হে কৃষ্ণ! অর্জ্জুন ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে করিতে বাষ্পপূরিত গদ্‌গদকণ্ঠে তোমাকে আলিঙ্গন নিবেদন করিয়াছেন। 'বিয়োগে'—অঘাসুরের জঠরানল, কালিয়হ্রদের বিষ এবং দাবানলের গ্রাস হইতে তুমি যাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছ, এক্ষণে সেই সখাগণকে এই তিন হইতেও ঘোরতর মহাভীষণ বিরহজ্বর হইতে কেন রক্ষা করিতেছ না? এই বিয়োগেও পূর্ব্ববৎ তাপাদি দশ দশা হইয়া থাকে।

তাপ—হে কংসারে! তোমার বিরহ-জনিত তাপের ভীষণ প্রতাপ! যেহেতু অতিশীতল ভাণ্ডীর বটেও উহা প্রচণ্ডতাধিক্য বিস্তার করে, আবার হিমতুল্য যমুনাস্রোতেও অধিকতর বৃদ্ধিশীল হয়। অহো! ঐ উত্তাপ সুবলাদি মিত্র মণ্ডলীকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে।

কৃশতা—হে দৈত্যারি! তুমি মধুপুরী গমন করিলে দারুণ খেদে গোপদের দেহে ভূতচতুষ্টয়ের (পৃথিবী, জল, অগ্নি ও আকাশের) তনুতা (কৃশতা) হইয়াছিল, কেবল নাসারন্ধ্রে বায়ুই প্রবলতর হইয়াছিল। "জাগর্য্য"—হে যাদবেন্দ্র! বররূপ সখার নেত্রপদ্ম বাষ্প বারিতে পূর্ণ দেখিয়া নিদ্রারূপা ভ্রমরী নির্ব্বেদে ঐ নেত্রপদ্মের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল। "অবলম্বন শূন্যতা"—প্রিয়সুহৃৎ বৃন্দাবন হইতে গমন করিলে আমার নিরালম্ব মন তৎক্ষণাৎ এত লঘু হইয়াছিল যে উহা তুলাবৎ পতন ও উত্থান করিতে করিতে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোথাও বিন্দুমাত্রও স্থিরতা প্রাপ্তি করিল না। 'অধৃতি'—হে যদুবর! তোমার বিরহে বয়স্যগণ গোচারণরূপ নিজ বৃত্তিতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, নৃত্য-শিল্প-কলাদি বিস্মৃত হইতে কোটি কোটি যত্ন করিতেছেন; অধিক কি বলিব, জীবন ধারণ করিতেও আর প্রয়োজন মনে করিতেছেন না!! 'জড়তা'—তোমার বিরহে সুহৃদবর্গ পর্ব্বতাগ্রজাত বৃক্ষের ন্যায় পরিচ্ছদহীন (বেশাদি হীন, পত্রশূন্য), কৃশ, বিশীর্ণ ও রুক্ষাঙ্গ হইয়াছে, সর্ব্বদা বিফল বৃত্তিকা (বৃথা

জীবন ধারণ, ফলশূন্যাবস্থা), ছায়াশূন্য (কান্তি বা অনাতপহীন), এবং বিরাবহীন (উচ্চশব্দ রহিত পক্ষীধ্বনিশূন্য) হইয়া অবস্থান করিতেছে।

ব্যাধি—হে যদুবীর! তোমার বিরহ-জ্বরের সন্তাপে গোপবালকগণ গাত্রাবরণহীন হইয়া বহুদিন যাবৎ যমুনাতটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন! "উন্মাদ"—হে মথুরানাথ! তুমি অনুস্মরণ না করায় অধুনা বিরহ-বিভ্রমবশতঃ গোপগণ জগতের যাবতীয় ব্যবহার ক্রিয়াকলাপ বিস্মৃত হইয়াছেন! তাঁহারা কখন ভূমিতে লুণ্ঠন, কখন শয়ন, কখন হাস্য, কখন বা ধাবন, আবার কখন বা রোদন করিতেছেন। 'মূর্চ্ছিত'—হে মধুর মধুনাথ! সম্প্রতি তুমি মথুরায় রাজ্যপ্রাপ্তি করত বিলাস করিতে থাকিলে সমস্ত জগৎ আনন্দিত হইলেও কিন্তু গোকুলবাসিগণ মুহুর্মুহু রোদন ও মূর্চ্ছালাভ করিয়া মহাব্যাকুলই হইয়াছেন।

মৃতি—হে কংসারে! তোমার বিরহজ্বর জনিত জ্বালা সমূহে গোপগণ জর্জর হইয়া গিরিরাজের তটে অত্যল্প শ্বাস পরিত্যাগ করত এমনভাবে শায়িত আছেন, যাহাতে চির-পরিচয়ে স্নেহ-ভাজন মৃগগণও বারম্বার আসিয়া সুবিপুল নয়ন-জলপ্রবাহে তাঁহাদের নিশ্চল দেহকে আপ্লাবিত করত শোক প্রকাশ করিতেছে।

প্রকটলীলানুসারে এই বিরহাবস্থা বর্ণিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজবাসিদের বিয়োগ অপ্রকট (নিত্য) লীলায় কখনই সম্ভাবিত নহে। যথা—স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—শ্রীবলদেবও গোপবালকগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে বৎস ও বৎসতরী চরণ প্রসঙ্গে নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছেন।

যোগে সিদ্ধি—অর্জ্জুন দ্রুপদ নগরের কুম্ভকার-গৃহে শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করতঃ বিস্মিত হইয়া মিত্রযোগ্য ইঙ্গিত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। "তুষ্টি" (ভাঃ ১০।৭১।২৭)—শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলে ভীম সেই মাতুলেয়কে আলিঙ্গন করত হাস্যবদনে প্রেমাশ্রুধারায় ব্যাকুল হইলেন। নকুল, সহদেব ও অর্জ্জুন সুহৃত্তম অচ্যুতকে পাইয়া প্রেমানন্দে ও বাষ্পভরে আলিঙ্গন করিলেন। যথাবা—কুরুক্ষেত্রে সম্মুখেই বাঞ্ছিত-সঙ্গ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া মণি-কুণ্ডলধারী ব্রজবাসী সুহৃদগণ পুলকাঙ্কিত ভুজসমূহে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। 'স্থিতি'—(ভাঃ ১০।১২।১২) যোগিগণ বহুজন্ম যাবৎ যমনিয়মাদি কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া চিত্তস্থির করত যাঁহার চরণের একটি মাত্র রেণুও লাভ করিতে পারেন না, সেই ভগবান্ স্বয়ং যাঁহাদের নেত্রগোচর হইয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই ব্রজবাসিদের মহাভাগ্যের কথা কি আর বর্ণনা করা যায়?

শ্রীকৃষ্ণ ও সখাগণের সমজাতীয়-ভাবমাধুর্য্যশালী এই প্রেয়োরস অনির্ব্বচনীয় চিত্ত-চমৎকার পোষণ করে। প্রীত (দাস্য) ও বৎসলরসে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত দুইয়েরই পরস্পর ভাবের ভিন্ন জাতীয়তা আছে, এই জন্য এই প্রেয়োরসই সর্ব্বরস মধ্যে প্রিয়তর হইয়া থাকে, সখ্যসমাযুক্ত-হৃদয় সাধুগণই এই তত্ত্ব অনুভব করিতে পারেন। ইতি পশ্চিম তৃতীয় লহরী সমাপ্ত।

বৎসলভক্তিরসাখ্যা চতুর্থলহরী—বৎসল ভক্তিরস—আস্বোচিত বিভাবাদি দ্বারা বাৎসল্য রতি স্থায়ীভাব পুষ্টতা প্রাপ্তি করিলে তাহাকে 'বৎসলভক্তিরস' বলিয়া পণ্ডিতগণ কীর্ত্তন করেন।

আলম্বন—বুধগণ এই বৎসলরসে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার গুরুজনকে আলম্বন বলেন। শ্রীকৃষ্ণ যিনি নবনীলোৎপল-মালার ন্যায় স্নিগ্ধশ্যামল ও কোমলাঙ্গ, যাঁহার নেত্ররূপ অম্বুজের প্রান্ত ভাগটি অতি চঞ্চল-অলকারূপ (কুঞ্চিতকেশ-কলাপরূপ) ভ্রমরগণে পরিব্যাপ্ত, সেই পুত্রটিকে ব্রজভূমিতে বিহার করিতে দেখিয়া ব্রজেশ্বরী স্বয়ংপ্রবাহিত স্তন্যধারায় দেহ আর্দ্র করিয়াছিলেন। শ্যামাঙ্গ, রুচির, সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিত, মৃদু, প্রিয়বাক, সরল, হ্রীমান, বিনয়ী, মান্যমানকৃৎ ও দাতা ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণই আলম্বন-বিভাবরূপে কথিত হয়। পুত্ররূপে অভিব্যক্ত অথচ অনভিব্যক্ত প্রভাব এই কৃষ্ণের সম্বন্ধে যে অনুগ্রাহ্যত্ব ভাব, তাহা হইতেই মাতা পিতা প্রভৃতিতে বাৎসল্য রতির আস্বাদজনকতা সিদ্ধ হয়। যদিও পুত্ররূপে আবির্ভাব হইলে ঐ আস্বাদজনকতা সিদ্ধই হইল, তথাপি পূর্ব্বরীতিতে অনুগ্রহোদয় হইলে কিন্তু

এই রতির সর্ব্বতঃ প্রসারিণী কীর্ত্তি হয়। পূর্ব্বোক্ত 'শ্যামাঙ্গ' ইত্যাদি গুণগণও কেবল উদ্দীপনতা মাত্রেই চরিতার্থ। বাৎসল্য ও অনুগ্রহ—কারণ ও কার্য্য হিসাবে ভিন্ন, 'আমার পুত্র, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র' এইভাবে স্নিগ্ধতাই বাৎসল্য, আর পুত্রাদি-বিষয়ে হিতেচ্ছাই অনুগ্রহ। যথা (ভাঃ ১০।৮।৪৫)—বেদত্রয়, উপনিষৎ, সাংখ্য-যোগ এবং সাত্বত শাস্ত্রে যাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই হরিকে যশোদা আত্মজবুদ্ধিই করিতেন। যথাবা—হে সখি! আমার সহিত গোষ্ঠপতি যে নিত্য বিষ্ণুর আরাধনা করেন, তাঁহারই প্রসাদে বোধ হয় পুতনাদি বিনষ্ট হইয়াছে, যমলার্জ্জুন বৃক্ষদ্বয় ও বাত্যা-কর্ত্তৃক উন্মূলিত হইয়াছে, তাহাতে পুত্রের কোন সম্বন্ধ নাই, বরং পুত্রটি বিষ্ণুর প্রসাদেই রক্ষা পাইয়াছে। গিরিরাজ ত ঐ ব্রজরাজই বিষ্ণু প্রসাদে ধারণ করিয়াছেন—যদি আমার শিশুটি ঐ সকল দুরন্ত কার্য্যগুলি করিতে পারিত, তবে বলরামও তাহা করিতে পারে না কেন? সুতরাং আমার পুত্রের পক্ষে ঐ সকল দুরূহ কার্য্য সম্পাদন করা সম্ভবে না।

গুরুগণ—আমিই বড়—এই বোধ, শিক্ষাদান এবং লালকত্বাদি-গুণে উপলক্ষিত গুরুগণই এই বাৎসল্যরসে আশ্রয়ালম্বন হইয়া থাকেন। যথা—যাঁহারা প্রচুরতর-অনুগ্রহ-সমাযুক্ত চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের লালন ব্যাপারে সমুৎসুক এবং সর্ব্বথা কৃপাকুল, সেই জগদ্গুরুর অগণিত গুরুগণকে মহাগৌরবে আশ্রয় করিতেছি। গুরুবর্গ—ব্রজরাজ্ঞী, ব্রজেশ্বর; রোহিণী, পিতৃব্য-পত্নীগণ, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক হৃত পুত্রা গোপীগণ। দেবকীও তাঁহার সপত্নীগণ, কুন্তী, বসুদেব, সান্দীপনি-প্রমুখ মুনিগণ—ইঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের গুরুজন, ইঁহাদের মধ্যেই পূর্ব্বপূর্ব্ব জন উত্তরোত্তর হইতে শ্রেষ্ঠ। সমুদয় গুরুবর্গ মধ্যে ব্রজেশ্বরী ও ব্রজরাজই শ্রেষ্ঠ। "ব্রজেশ্বরীর রূপ" (ভাঃ ১০।৯।৩)—সুভ্রু যশোদার বিশাল কটিদেশে সূত্রবদ্ধ পরমসূক্ষ্ম অতসীতন্তু-সম্ভূত বস্ত্র, পুত্রস্নেহে তাঁহার স্তন্য ক্ষরিত এবং দেহ মুহুর্মুহু কম্পিত, বারম্বার রজ্জুর আকর্ষণে বাহুদ্বয় শ্রান্ত হওয়ায় হস্তস্থিত কঙ্কণ শব্দায়মান, কর্ণের কুণ্ডলদ্বয় কম্পমান, বদন ঘর্ম্মাক্ত ও কবরী হইতে মালতী পুষ্পসমূহ বিগলিত হইলেও তিনি দধি মন্থনই করিতে লাগিলেন। "বাৎসল্য"—প্রত্যুষে যশোদা শ্রীহরির দেহে গদ্গদবাক্যে মন্ত্রন্যাস, অশ্রুপূর্ণলোচনে ললাটে রক্ষাতিলক-রচনা এবং ভুজে রক্ষা-বন্ধন করেন—পুত্রস্নেহে স্নাতস্তন্যা যশোদা যেন মূর্ত্ত পুত্রবাৎসল্য-সমূহরূপে বিরাজ করিতেছেন। "ব্রজরাজের রূপ"—যাঁহার মস্তকে শ্যামমিশ্র-শ্বেতবর্ণ কেশদাম, পরিধানে নব ভাণ্ডীরবটের পত্রবৎ সুন্দর বসন' উদরটি স্থূল হইলেও সুন্দর, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কান্তি বিশিষ্ট, এবং অত্যুত্তম শ্মশ্রুধারী সেই ব্রজরাজকে আশ্রয় করি। 'বাৎসল্য'—নিজের করাঙ্গুলি ধরিয়া অঙ্গনে স্খলিতপদে ভ্রমণকারী পুত্রকে দেখিয়া ব্রজরাজ নয়নধারায় বক্ষ প্লাবিত করত আনন্দিত হইলেন। "উদ্দীপন"—কৌমারাদি বয়স, রূপ, বেশ, শৈশব-চাঞ্চল্য, মধুরবাক্য, মৃদুমন্দ হাস্য ও লীলাদি বাৎসল্যের উদ্দীপন বলিয়া কথিত হয়।

কৌমার—আদ্য, মধ্য ও শেষ ভেদে ত্রিবিধ কৌমার। "আদ্য কৌমার"—প্রথম কৌমারে মধ্যদেশ ও উরুর স্থূলতা, অপাঙ্গের শ্বেতাভা; স্বল্প দন্তোদ্গম এবং প্রব্যক্ত কোমলতাদি প্রকাশ পায়। যথা—'যাঁহার মুখ-চন্দ্রে তিন চারিটি দন্তোদ্গম হইয়াছে; মধ্যদেশ, কটি ও উরুস্থল পৃথুতর; যিনি নবীন পদ্ম হইতেও সুকোমল সেই কুমারটি ব্রজরাজ ও ব্রজেশ্বরীর সাতিশয় আনন্দ বিধান করিয়াছিলেন।' এই বয়সে মুহুর্মুহু পদবিক্ষেপ, ক্ষণে ক্ষণে রোদন ও হাস্য, স্বীয় অঙ্গুষ্ঠ চোষণ ও উত্তান শয়নাদিকে 'চেষ্টা' বলে। এই বয়সে কণ্ঠে ব্যাঘ্রনখ, ললাটে রক্ষাতিলক, চক্ষুতে অঞ্জন, কটিতে পট্টডোরী এবং হস্তে সূত্র ইত্যাদিই 'মণ্ডন।' "মধ্য কৌমার"—অলকগুলির নেত্র-প্রান্তে মিলন, ঈষৎ নগ্নতা, কর্ণবেধ, মৃদুমধুর বাক্যবিন্যাস, হামাগুড়ি প্রভৃতি মধ্য কৌমারে প্রকট হয়। যথা—যাঁহার নাসিকার অগ্রভাগে মুক্তা, হস্তপদ্মে নবনীত এবং কটি প্রভৃতিতে কিঙ্কিণী প্রভৃতিই "প্রসাধন"। "শেষ কৌমার"—মধ্য দেশের কিঞ্চিৎ ক্ষীণতা, বক্ষঃস্থলের কিঞ্চিৎ বিস্তৃতি, এবং মস্তকে কাকপক্ষাদিই শেষ কৌমারে প্রকাশিত

হয়। এই বয়সে ধটী, ফণপটী, সামান্য বন্যভূষণ এবং হস্তে ক্ষুদ্র বেত্র ইত্যাদি—"ভূষণ"। ব্রজের নিকটে বৎসচারণ, বয়স্যগণ সহিত বিবিধ খেলা, স্বল্পবেণু-শৃঙ্গ পত্রাদির বাদন প্রভৃতি "চেষ্টা" ॥

পৌগণ্ড—যথা—ঐ আমার পুত্রটি মস্তকে উষ্ণীষ ও স্বর্ণ-রত্নাদি নির্ম্মিত শিরোভূষণ, অপাঙ্গে ধবলিমা; গাত্রে কঞ্চুক, চরণে মৃদুমন্দ রবকারী মনোজ্ঞ নূপুর ধারণ করিয়া সুরভীদের পথে পথে নিকটবর্ত্তি দেশ হইতে ব্রজভূমিতে আসিতেছে। (পূর্ব্বে উক্ত হওয়ায় সংক্ষেপে লিখিত হইল)।

কৈশোর—"হে যশোদে! যাঁহার অপাঙ্গদ্বয় অরুণবর্ণ, বক্ষস্থল অত্যুচ্চ, কণ্ঠে বিমল হার, রোমাবলীর মনোরম সৌন্দর্য্য, শ্যামলাঙ্গ, তোমার জঠরখনি-জাত এই পুরুষমণি আমার নেত্রের অতিমাত্রায় আনন্দ দান করিতেছে!! গোপেন্দ্রনন্দন নবযৌবনে শোভিত হইলেও কেবল-বাৎসল্য-রসনিষ্ঠ গুরুজনের নিকট পৌগণ্ড বয়সান্বিত বলিয়াই প্রতিভাত হন। পক্ষান্তরে সুকুমার (প্রথম) পৌগণ্ড বয়সান্বিত হইলেও দাস বিশেষ (লোকপাল) দিগের নিকট সর্ব্বদা কিশোর তুল্যই প্রতিভাত হন।

শৈশব-চাপল্য—শ্রীকৃষ্ণ দুগ্ধপানপাত্র ভঞ্জন, প্রাঙ্গণে দধি নিঃক্ষেপ, নরচুরি, মন্থনদণ্ড কর্ত্তন এবং অগ্নিতে অবিরত নবনীত নিঃক্ষেপ করিয়া মাতার প্রমোদাতিরেকই সম্পাদন করিতেছেন। যথা—'মুখরে! ঐ দেখ—কৃষ্ণ গব্যচুরি করিবার ইচ্ছায় সশঙ্কিত হইয়া চারিদিকে দেখিয়া দেখিয়া পুনঃ পুনঃ মৃদুমন্দ পদক্ষেপ সহকারে লতাজালে আবৃত হইয়া এখানেই আসিতেছে। তুমি এস্থলে অজ্ঞানের মত নিশ্চল হইয়া থাক, আমি উহার চৌর্য্যশঙ্কায় ঘূর্ণায়মাণ-ভ্রূলতাবিশিষ্ট, ত্রস্তলোচনযুক্ত, শুষ্যদধর শোভিত রমণীয় মুখখানা একবার দেখিতে ইচ্ছা করি।

অনুভাব—মস্তকাঘ্রাণ, হস্তদ্বারা অঙ্গমার্জ্জন, আশীর্ব্বাদ, আজ্ঞাকরণ, স্নপনাদি লালন, প্রতিপালন এবং হিতোপদেশ-দানাদি বাৎসল্য রসের 'অনুভাব' বলিয়া কীর্ত্তিত। 'শিরোঘ্রাণ'—ব্রজেশ্বরী ক্ষরিত স্তনদুগ্ধে লিপ্তাঙ্গী হইয়া পুত্রের মস্তক ঘ্রাণ করত তদীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মুহুর্মুহু মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। চুম্বন, আলিঙ্গন, নামগ্রহণ-পূর্ব্বক আহ্বান এবং তিরস্কারাদি—মিত্র ও বৎসলরসের সাধারণ ক্রিয়া।

সাত্ত্বিক—স্তম্ভাদি আট এবং স্তন্যক্ষরণ—বাৎসল্যরসে এই নয়টি সাত্বিক ভাব। যথা—"হে কৃষ্ণ! তোমার সুব্যক্ত পত্রাবলি রচনাদি গোরজঃ সমূহে বিলুপ্ত হইয়াছিল, মা যশোদা কুচ-কলস-বিমুক্ত স্নেহময় মাধ্বীকপূর্ণ পরম পবিত্র দুগ্ধধারায় ঐ ধূলিকণা প্রক্ষালন পূর্ব্বক তোমার নূতন অভিষেক করিতেছেন।" "স্তম্ভাদি"—শ্রীকৃষ্ণ গিরিধারণ করিলে গোকুলেশ্বরী স্তব্ধগাত্রী হইয়া পুত্রকে কিছুতেই আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না। বাষ্পভরে চক্ষু আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহাকে দেখিতেও সমর্থ হইলেন না; কণ্ঠরোধ হওয়ায় উপদেশ দিতেও অসমর্থা হইয়া কেবল ব্যাকুলাই হইলেন।

ব্যভিচারী—দাস্যভক্তিরসের উক্ত যাবতীয় ব্যভিচারী এবং অপস্মার এই বৎসলের ব্যভিচারী ভাব বলিয়া কথিত। 'হর্ষ'—যথা—হে কৃষ্ণ! তোমার স্পর্শ-মহোৎসব কস্তুরি চূর্ণ, জ্যোৎস্না, বেণামুল, নীলপদ্ম ও চন্দনের শীতলতাদি পরাজয় করত আমাকে সর্ব্বদাই শৈত্যমাধুর্য্যপ্রাপ্তি করাইতেছে। 'স্থায়ী'—অনুকম্পার্হ ব্যক্তির প্রতি অনুকম্পাকারির যে সম্ভ্রমাদিশূন্য রতি, তাহাকেই এস্থলে 'বাৎসল্য' নামক স্থায়ীভাব বলে। যশোদাদির বাৎসল্যরতি স্বভাবতই প্রৌঢ়া (রাগপরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত), কিন্তু সময়বিশেষে অন্যান্য লোকের প্রেম, স্নেহ, ও রাগের ন্যায় বাহিরে প্রতীয়মান হইলেও অন্তরে সর্ব্বদাই প্রৌঢ়াই। 'বাৎসল্য রতি'—যথা,—"মা যশোদা অদ্য মুরলি-নিনাদ শ্রবণ মানসে কর্ণাগ্র বিন্যাস করিয়াই আছেন—প্রদোষকালে পুনরায় দ্বিগুণিত উৎকণ্ঠাভরে স্তন হইতে দুগ্ধধারা মোচন করিতে করিতে গৃহ হইতে অঙ্গনে এবং অঙ্গন হইতে গৃহে প্রবেশ করত ব্যাকুল হইয়া বারংবার গোবিন্দের পথপানে দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

প্রেমবৎ—সূর্য্য গ্রহণোপলক্ষে ব্রজবাসিদের আগমন হইতে পারে ভাবিয়া উৎকণ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে

আগমন করিলে মাতৃজনোচিত চরিত-প্রকটনে দেবকী তাঁহার বদন মার্জনা করিলেন, বহুলোক 'বসুদেব নন্দন' বলিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন—তথাপি কিন্তু নন্দ ও যশোদার প্রেম সাতিশয় উল্লাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। "স্নেহবৎ"—"হে ব্রজেশ্বরি! তোমার স্তনপর্ব্বত হইতে ক্ষরিত অমৃতকান্তি-দুগ্ধধারায় জাহ্নবী এবং নয়নপদ্ম-জনিত অঞ্জন-মিশ্র শ্যামবর্ণ জলধারায় কালিন্দী উৎপন্ন হইয়া তোমার মধ্যদেহরূপ প্রয়াগে পতিত হইতেছে; অহো! তুমি গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে স্নান করিয়াও আবার পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে স্পষ্টতঃ বাঞ্ছা করিতেছ? "রাগবৎ"—হে মুকুন্দ! গোষ্ঠেশ্বরী যদি তুষানলের উপর অবস্থান করিয়াও তোমাকে দেখিতে পান, তবে তুষানলকে তিনি তুষারবৎ মনে করেন, যদি অমৃত-সমুদ্রে অবস্থান করিয়াও তোমার বদনপদ্ম না দেখেন তবে অমৃতসাগরও তাঁহার পক্ষে উৎকট কালকূটবৎ মনে হয়।

অযোগে উৎকণ্ঠিত—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ বাটিকায় বিহার করিতে গেলে "হায়! 'বৎসের শারদচন্দ্র-বিনিন্দিত বদন কবে আমাদের নয়নোৎসব বিধান করিবে?' বলিয়া দেবকনন্দিনীদের গুরুতর আবেগ জয়যুক্ত হউক।" "বিয়োগ"—"ঐ দেখ শ্রীকৃষ্ণ কংসরাজপুরে গমন করিলে গোকুলরাজগৃহিণীর মুখমণ্ডল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধূম্র অলকা ব্যাপ্ত হইল, বিস্রস্ত দেহে ভূমিতে কঠোরভাবে লুণ্ঠন করিতে করিতে গাত্রে ব্রণ হইয়াছে ও দেহ ক্ষীণ হইয়াছে! "হা পুত্র হা পুত্র" বলিয়া চীৎকার সহকারে তিনি দুই হস্তে সজোরে বক্ষে আঘাত করিতেছেন॥" এই বিয়োগে বহু বহু ব্যভিচারি ভাবের সম্ভাব হইলেও এস্থলে কেবল চিন্তা, বিষাদ, নির্ব্বেদ, জাড্য, দৈন্য, চাপল্য, উন্মাদ ও মোহ প্রভৃতিই বিশেষরূপে উদ্রিক্ত হইয়া থাকে। "চিন্তা"—হে গোপেশ্বরি! তোমার স্পন্দন মন্দীভূত, বিপুল ক্লমভরে চিত্তও ব্যাকুলিত, লোচনদ্বয়ের তারা বহুকাল যাবৎ স্থির ও বক্র হইয়া রহিয়াছে, উক্ত নিশ্বাসভরে স্তন্যদুগ্ধ ক্ষরণ হইতে না হইতেই ফুটিতেছে; মনে হয় যে তুমি পুত্রবিরহজাত উদ্ঘূর্ণায় আক্রান্ত হইয়াছ। "বিষাদ",—হায়রে! শৈশবাপগমে নবতরুণিমার প্রবেশকালে পুত্রের মার্জ্জিত ও রমণীয় বদনকমল দেখিলাম না! অভিনব বধূযুক্ত ঐ পুত্রকে রাজ-প্রাসাদেও প্রবেশ করাইলাম না! অহহ! অক্রূর আমার মস্তকে বজ্রপাতই করিয়াছে!!! "নির্ব্বেদ"—অমর্য্যাদ-সম্পত্তিশালিনী আমার এই হতভাগ্য জীবনে অদ্য শত ধিক্, কেননা ক্ষরিত স্তন্যধারায় অভিষিক্ত হরির মস্তক আমি আঘ্রাণ করিতে পারিলাম না! সদা নব-সুধাদানকারী এই পরার্দ্ধ গোগণকেও ধিক্, যেহেতু ইহাদের সুরভিগন্ধি দধি সেই চঞ্চল বালকটি চুরি করিয়া খাইল না!! "জাড্য"—হেপদ্মলোচন! তোমার গোষ্ঠে অবস্থানকালে যে দণ্ড তোমার করপদ্মের ভূষণস্বরূপ ছিল, অদ্য সেই দণ্ড দর্শন করিয়া তোমার মাতাও নিশ্চলেন্দ্রিয় হইয়া দণ্ডাকৃতি হইয়াছেন। "দৈন্য" যথা,—হে মৎসর বিধাতঃ! দন্তে তৃণধারণপূর্ব্বক তোমার নিকট যশোদা এই প্রার্থনা করিতেছেন যে, অদ্য একটিবারও আমার বৎসটিকে লোচন গোচর করাও। "চাপল" যথা,—'ব্রজপতি' বলিয়া ইহাকে এ জগতে মুগ্ধলোকগুলি আনন্দে আহ্বান করে, অহহ! তাহাদের এই উক্তি যুক্তিযুক্তই বটে, কেন না প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া এই কঠিনহৃদয় গোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া যথেচ্ছ (লোকভয়-ত্যাগেও) সুখভোগ করিতেছেন!! "উন্মাদ"—হে কৃষ্ণ! তোমার মাতা উন্মত্ত হইয়াছেন—তিনি কদম্ব বৃক্ষাদিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"আমার পুত্র কোথায়? বল দেখি কুরঙ্গগণ! কৃষ্ণ কি তোমাদের নিকট ভ্রমণ করিয়াছে? ওহে মধুকরগণ! কৃষ্ণবার্ত্তা বল ত'!" এই ভাবে ভ্রমভরে সাতিশয় কাতরা যশোদা দিক্‌বিদিকে কেবল তোমারই বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। "মোহ"—"হে কুটুম্বিনি! তুমি কেন মনে মনে বিকলতা ধারণ করিতেছ, একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ ত', ঐ যে তোমার পুত্র সম্মুখেই দণ্ডায়মান! হে গৃহিণি! আমার এই গৃহকে তুমি শূন্য করিও না!!"—হে যদুকুলেন্দ্র! তোমার পিতা ব্যাকুল হইয়া তোমার মাতার নিকট এইভাবে শোক প্রকাশ করিতেছেন।

যোগে সিদ্ধি—বসুদেবের পত্নীগণ রঙ্গস্থলে সমাগত নয়নাভীষ্ট-দর্শন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া ক্ষণকালের মধ্যেই

স্তন্য ধারায় নব কঞ্চুলিকার অঞ্চলটি সেচন করিতে লাগিলেন। "যোগে তুষ্টি"—'শ্রীকৃষ্ণ মাতৃগণকে প্রণাম করিলে তাঁহারা পুত্রকে ক্রোড়ে লইলেন, স্নেহভয়ে তাঁহাদের স্তন্য ক্ষরিত হইল, হর্ষবিহ্বল চিত্তে তাঁহারা নেত্রধারায় তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন।' "অহহ! গোপরাজমহিষী প্রীতিনিবন্ধন নয়নদ্বয় ও স্তনদ্বয় হইতে ক্ষরিত অশ্রু ও দুগ্ধধারায় স্বপুত্রকে অভিষেক করিলেন। 'যোগে স্থিতি'—অহহ! হে মুকুন্দ! যশোদা তোমার পদ্মগন্ধি মুখচন্দ্রের সৌন্দর্য্যরাশিতে নয়ন-নিক্ষেপ করত হর্ষাতিরেকে কুচকলস-মুখ হইতে বসন আর্দ্র করিয়া ক্ষীরধারাই মুহুর্মুহু বর্ষণ করিতেছেন।

কোন কোন নাট্যজ্ঞও এই বৎসলকে রস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্রাচীনদের উক্তি—চমৎকারিতা-প্রযুক্ত পণ্ডিতগণ বৎসলকেও রস বলিয়া জানেন এবং এই রসের স্থায়িভাব বৎসলতা, এবং আলম্বন—পুত্রাদি। অধিকন্তু—হরিকর্তৃক রতির (অপ্রতীতে) অনির্ণয়ে প্রীতিরস অপুষ্ট হয়, প্রেয়োরস তিরোধান করে, কিন্তু বৎসলের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হয় না।

পরমাদ্ভুত এই রসত্রয়ী (প্রীতি, প্রেয় ও বৎসল) প্রোক্ত হইল, তার মধ্যে আবার কোনও কোনও ভক্তে এই তিন রসের মিশ্রণও কথিত হইয়াছে। বলদেবের সখ্য—প্রীত ও বাৎসল্যযুক্ত, যুধিষ্ঠিরের বাৎসল্য—প্রীত ও সখ্য মিশ্রিত। উগ্রসেনাদির প্রীতি—বাৎসল্য মিশ্রিত। এবং প্রাচীনা গোপীদের বাৎসল্য—সখ্যসঙ্গত। নকুল, সহদেব ও নারদাদির সখ্য—প্রীতি-রসান্বিত এবং রুদ্র, গরুড় ও উদ্ধবাদির প্রীতি সখ্য মিশ্রিত। কেহ কেহ বলেন অনিরুদ্ধাদি পৌত্রগণেরও এইরূপ (সখ্য মিশ্র দাস্যভাব); অন্যান্য ভক্তগণের মধ্যেও কোথাও কোথাও এই অনুসারে ভাব মিশ্রণ বুঝিতে হইবে। ইতি ভঃ রঃ সিঃ পশ্চিম বিভাগে চতুর্থী লহরী সমাপ্ত।

মধুরভক্তিরসাখ্য পঞ্চমলহরী—"মধুরভক্তিরস"—আলোচিত বিভাবাদি-সমাবেশে মধুরা-রতি (শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক কান্তরতি দ্বারা স্পৃষ্টচিত্ত) সৎসকলের হৃদয়ে পুষ্টিতা লাভ করিলেই 'মধুরভক্তিরস' হয়। প্রাকৃত শৃঙ্গাররসের সহিত সাম্যদর্শনে ভগবতরস হইলেও বিরক্ত তাপসাদির ইহাতে প্রয়োজনীয়তা বোধ বা যোগ্যতা নাই বলিয়া দুর্বোধ্য ও রহস্য বলিয়া এই মধুররস অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে বহু বিস্তৃত হইলেও এস্থলে সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

আলম্বন—এই মধুররসে শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজসুন্দরী প্রেয়সীগণই আলম্বন। তন্মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ণ'—এই মধুর রসে অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য ও লীলাবৈদগ্ধী প্রভৃতির আশ্রয়রূপ শ্রীহরিই আলম্বন। যথা,—হে সখি! সকল গোপীর সন্তোষ-সাধনে আনন্দ জন্মাইয়া, ইন্দীবর-শ্রেণী হইতেও সুশ্যামল এবং কোমল অঙ্গসমূহ দ্বারা তাঁহাদের অনঙ্গোৎসব সম্পাদন করত সেই ব্রজসুন্দরীগণ-কর্তৃক স্বচ্ছন্দে প্রত্যঙ্গে সর্ব্বথা আলিঙ্গিত হইয়া সেই মনোজ্ঞ হরি এই মধু (বসন্ত) মাসে মূর্ত্তিমান শৃঙ্গারবৎ ক্রীড়া করিতেছেন।

প্রেয়সীগণ—যাঁহারা নবনবায়মান উৎকৃষ্ট মাধুর্য্যাতিশয় ধারণ করেন, যাঁহাদের অন্তঃকরণের প্রত্যেক বৃত্তিই প্রণয়-তরঙ্গে মিশ্রিত এবং যাঁহারা স্বীয়-রমণরূপে হরির ভজন করেন, সেই পরমাদ্ভুত কিশোরীগণকে প্রণাম করি। শ্রীহরির এই প্রেয়সীগণ মধ্যে শ্রীরাধিকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। "শ্রীরাধার রূপ"—যাঁহার নয়ন মদমত্ত চকোরীর চারুতা চুরি করে; বদন রাকাচন্দ্রমার কীর্ত্তি দমন করে, অত্যুৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্য বিশুদ্ধ স্বর্ণের কান্তিকেও বিনিন্দা করে, ঐ দেখ! সেই মাধুর্য্য মধু-পাত্রী শ্রীরাধা বিরাজ করিতেছেন। "শ্রীরাধার রতি"—আমার নর্ম্মোক্তিতে শ্রীরাধার পরমানন্দোৎসব জন্মিলেও তিনি তাহাতে যেন কর্ণপাত না করিয়াই উর্দ্ধমুখী হইয়া রহিলেন। পক্ষান্তরে অনাদর-ব্যঞ্জক বাক্যভঙ্গীদ্বারা লঘুতা প্রকাশ করিলেও কিন্তু তাহা মৈত্রী-গৌরবের অপেক্ষাও শতগুণে আমার প্রীতিই বিধান করিয়াছে। এস্থলে-সৌভাগ্যগর্ব্বজ বিব্বোক প্রকাশ হইয়াছে। "শ্রীরাধায় শ্রীকৃষ্ণ-

রতি"—শ্রীগীতগোবিন্দ—লীলাসমূহের মধ্যে সারভূত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে রাসোৎসব—তাহার বাসনা দ্বারা বদ্ধপ্রেমময়-শৃঙ্খলা-স্বরূপ যিনি, সেই শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণকে ত্যাগ করিলেন।

উদ্দীপন—মুরলী-নিনাদ প্রভৃতি এই মধুররসে 'উদ্দীপন'। যথা—পদ্যাবলী—অহো গুরুজনের গঞ্জনা, অপযশ এবং গৃহস্বামির অনির্ব্বচনীয় দারুণ ব্যবহার ইত্যাদি যাবতীয় বস্তুই শ্রীকৃষ্ণের মুরলীনিনাদ বিস্মরণ করাইতেছে !!

অনুভাব—কটাক্ষদৃষ্টি ও মৃদুমন্দ হাস্যাদিকে 'অনুভাব' বলে। যথা, ললিতমাধবে—শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গভঙ্গী-রূপ যমুনার সঙ্গমে ত্রিবেণীকৃত শ্রীরাধার মৃদুমন্দ হাস্যচন্দ্রিকারূপ সুরধুনীর প্রবাহে অমৃত (জল) পান করিয়াছি, সন্তোষরূপ-শীতল জলে স্নানলেশেই আমাদের অন্তঃকরণের সর্ব্ব তাপ চিরবিলীন হইয়াছে, সম্প্রতি আমরা সপ্তজগৎ অতিক্রম পূর্ব্বক যেন সর্ব্বোর্দ্ধ্বধামে অবস্থান করিতেছি।

সাত্ত্বিক—পদ্যাবলী—হে সখি চন্দ্রবদনে! তোমার দেহ পুলকিত, নয়নে অশ্রু, বাক্যে গদ্‌গদপদতা, বক্ষে কম্প দেখিয়া জানিতেছি যে মুকুন্দ-মুরলি-রবের মাধুরী তোমার চিত্তকে চঞ্চল করিয়াছে।

ব্যভিচারী—আলস্য ও ঔগ্র ব্যতীত সমুদয় ব্যভিচারীভাবই মধুররসে ধরিতে হইবে। "নির্ব্বেদ"—হে কন্দর্প! তুমি এ শরীরে পঞ্চশর নিক্ষেপ করিও না; হে বায়ো! তুমিও নিবিড় পুষ্পরসে এ শরীরকে সিঞ্চিত করিও না; কেন না—শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ভঙ্গ হেতু নিন্দিত এই অঙ্গ সকল কি আর কোনও জীব পোষণ করিতে পারে? "হর্ষ"—দানকেলীকৌমুদী—গিরিবনচারী এই ধূর্ত্ত পৃথিবীর মত যুবতিগণকে নয়ন ভৃঙ্গদ্বারা ইন্দীবর-দলের শোভা-মাধুর্য্যশালী স্বীয় অঙ্গকান্তি আস্বাদন করাইয়া মদমত্ত করিশাবকের নিন্দাকারী-লীলাতরঙ্গ আবিষ্কার করত আমার ধৈর্য্যকেও যে গ্রাস করিল !!

স্থায়ী—মধুর রতিই এ রসে 'স্থায়ীভাব' হয়। যথা, পদ্যাবলী—হে সখি! ভ্রূলতার নৃত্যকলা-বিস্তারে যাঁহার মুখশোভা সমধিক মধুর হইয়াছে, যাঁহার কর্ণরন্ধ্র অশোক-কলিকায় সুশোভিত, যিনি পীতাম্বর পরিধান করিয়াছেন এবং আমাকে বংশীরবে অবশীকৃত করিয়াছেন, তিনি কে?

কেবলমাত্র শ্রীরাধামাধবেরই রতি সজাতীয় বা বিজাতীয় ভাবের সমাবেশেও কোনও স্থলে কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না অর্থাৎ স্বকার্য্য সাধন হইতে বিরত হয় না। যথা—কিঞ্চিদ্ দূরে ব্রজেশ্বরী, চতুর্দ্দিকে বয়স্যগণ, চক্ষুর সম্মুখে চন্দ্রাবলী এবং ব্রজদ্বারস্থ মঞ্চরূপে সঞ্চিত শিবাসমূহের উপরিভাগে অরিষ্টাসুর স্ফুরিত হইতেছে। তথাপি দক্ষিণ-দিকে কুসুমিত লতাসমূহে আবৃতদেহা শ্রীরাধার প্রতিই মুকুন্দের চঞ্চল কটাক্ষশ্রী বিদ্যুতের ন্যায় মুহুর্মুহু পতিত হইতেছে। এস্থলে ক্রমশঃ মধুরভাব-বিরোধী ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত ও বৎসল বিদ্যমান থাকিলেও শ্রীরাধার ভাবের ম্লানি হয় নাই। প্রাকৃত জগতের পদ্মবিরোধী রাত্রি (তামসী), প্রালেয় (হিম) এবং চন্দ্রের বিদ্যমানতায় পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ই না, বরং ম্লানই হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রীরাধার ভাব-পদ্ম বিকশিতই রহিল। মধুররস সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ ভেদে দ্বিবিধ। "বিপ্রলম্ভ"—পূর্ব্বরাগ, মান, প্রবাসাদি ভেদে বিপ্রলম্ভ বহুবিধ হয় বলিয়া পণ্ডিতগণ বলেন। "পূর্ব্বরাগ"—কান্ত ও কান্তার মিলনের পূর্ব্বে যে পরস্পরের ভাব, তাহাকে 'পূর্ব্বরাগ' বলে। কান্তার পূর্ব্বরাগই ভক্তিরস, কিন্তু কান্তের পূর্ব্বরাগ উদ্দীপনরূপে বোদ্ধব্য। যথা, পদ্যাবলী—হে সখি! আমি যমুনার তটে যাইতে যাইতে অকস্মাৎ পথে জনৈক নবজলধর-শ্যামল-দেহ পুরুষকে দেখিয়াছি। তিনি নয়নভঙ্গী করিয়া কি যেন করিলেন, তাহা ত' আমি জানি না, কিন্তু তদবধি আমার মন অতি চঞ্চল হইয়া কোনও গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইতেছে না। "মান"—এ রসে মান প্রসিদ্ধই আছে। যথা, শ্রীগীতগোবিন্দে—"বনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সাধারণভাবে সকল গোপীর সহিত বিহার করিতেছেন দেখিয়া শ্রীরাধা নিজের উৎকর্ষ-লঘুতায় ঈর্ষ্যাবশত অন্যত্র গমন করিলেন এবং শব্দায়মান-মধুকরগণ-মুখরিত-শিখরযুক্ত কোনও লতাকুঞ্জে লুক্কায়িত হইয়া দুঃখিত চিত্তে নির্জ্জনে স্বীয় সখীকে বলিলেন।" "প্রবাস"—সঙ্গ বিচ্যুতির নাম 'প্রবাস'। যথা, পদ্যাবলী—যদবধি শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় মঙ্গল যাত্রা করিয়াছেন, সেই

দিন হইতে পদ্মাক্ষী শ্রীরাধা হস্তমধ্যে একটি কপোল বিন্যাস করিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুধারায় বদনমণ্ডল আর্দ্র করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার কি আর নিদ্রালেশও থাকিতে পারে? প্রহ্লাদসংহিতায় উদ্ধববাক্য—ভগবান্ গোবিন্দও কামশরে পীড়িত হইয়া দিবারাত্রি তোমাদের চিন্তা করিতে করিতে ভোজন ও শয়ন কিছুই করিতেছেন না।

সম্ভোগ—কান্ত ও কান্তার মিলনে যে ভোগ হয়, তাহাকে 'সম্ভোগ' বলে। যথা—পদ্যাবলী—পরমানুরাগাবধিপ্রাপ্তা এবং আলিঙ্গন-কৌশলে স্ব-ভাব-প্রকাশিকা সেই শ্রীরাধার সহিত শিখিপিঞ্ছমৌলি শ্রীকৃষ্ণ-কামপুঞ্জোৎসব নির্ব্বাহ করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতাদি যোগ্যশাস্ত্রে প্রকাশিত জ্ঞানদ্বারা আমি এই মুখ্য পঞ্চ ভক্তিরস প্রকাশ করিলাম। ইতি পশ্চিম বিভাগে মধুর ভক্তিরস লহরী। ভঃ রঃ সিঃ পঃ লঃ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ বিলাস

উত্তর বিভাগ—হাস্যভক্তিরসাখ্য প্রথম লহরী—দাস্যাদি মুখ্যভক্তিরস যেরূপ দাসাদি-ভক্তেই নিত্য উদয় লাভ করে, হাস্যাদি সপ্ত গৌণ ভক্তিরস কিন্তু তদ্রূপ নহে, কিন্তু কদাচিৎ কোনও ভক্তে উদয় লাভ করে। এই সপ্ত হাস্যাদি ভক্তিরসই ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে। শান্তাদি পঞ্চবিধ ভক্তমধ্যেই গৌণরসে হাস্যাদি রসের কোনও একজন দাস আলম্বন হয়। কোথাও বা করুণাদি গৌণরসে শান্ত দাস্যাদি অনেকই আলম্বন হয়। শান্ত দাস্যাদি পঞ্চবিধ ভক্ত ব্যতীত হাস্যাদি গৌণরস সম্ভবপর নহে, অতএব দাস্যাদির ন্যায় হাস্যাদি-গৌণ রসবিশিষ্ট ভক্তগণের পৃথক্ সংজ্ঞা উচিত নহে।

বক্ষ্যমান বিভাবাদি দ্বারা হাসরস পুষ্ট হইয়া 'হাস্য ভক্তিরস' নামে পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক কথিত হয়। পরার্থা-রতির বিষয়-রূপে এবং তাহা দ্বারা ব্যক্তীকৃত হাসের হেতুরূপে শ্রীকৃষ্ণ এই রসের আলম্বন এবং ঐ কৃষ্ণের আনুগত্যে চেষ্টাশীল ব্যক্তি ঐ রতির আশ্রয়-রূপেও ঐ হাসের হেতুরূপে আলম্বন হয়েন। পণ্ডিতগণ বৃদ্ধ ও শিশু-প্রমুখ লোকগণকেই প্রায় হাস্যরতির আশ্রয় বলেন। বিভাবনাদির বৈশিষ্ট্য হইলে সময় বিশেষে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরাও হাসরতির আশ্রয় হইয়া থাকেন। (হাস চিত্তের বিকাশমাত্র বলিয়া ইহার বিষয়ালম্বন নাই, যাহার উদ্দেশ্যে রতি প্রবর্ত্তিত হয়, সেই ত' বিষয়; হাস শব্দ পরিহাস বা উপহাস বাচী হইলে কদাচিৎ বিষয় থাকিলেও তাহা উপাদেয় নহে। [শ্রীজীব] ।

শ্রীকৃষ্ণ আলম্বন যথা—শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, মা! আমি এই জীর্ণ-শীর্ণাকৃতির নিকট যাইব না। উহার নিকট গেলে, ও আমাকে ভিক্ষাপাত্রের মধ্যে আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে, এই বলিয়া অদ্ভুত শিশুরূপী হরি চকিত নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলে, যদিচ নারদমুনি হাস্য সম্বরণ করিয়াছিলেন তথাপি তাহা শীঘ্র প্রকাশ পাইল।

তদন্বয়ী আলম্বন—যাঁহার চেষ্টাসকল কৃষ্ণবিষয়ক হয়, তাহাকে 'তদন্বয়ী' বলা হয়। যথা—"হে কৃষ্ণ তোমাকে দধিমিশ্রিত ফেণী দিতেছি, মুখবিস্তার কর ত'—সম্মুখস্থা বৃদ্ধার এই বাক্যে কৃষ্ণ কোমল ওষ্ঠ বিস্তার করিলে বৃদ্ধা একটী নবীন পুষ্প শ্রীকৃষ্ণের মুখমধ্যে নিঃক্ষেপ করিলেন। ইহাতে তিক্তরসাস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণ মুখবক্র করায় ব্রজবালকগণ মনোরম উচ্চ হাস্য করিয়াছিলেন।

উদ্দীপন—এই হাস্য রসে শ্রীকৃষ্ণ ও তদন্বয়ী ব্যক্তির ঐরূপ (বিকৃত) বাক্য, বেশ ও চরিতাদি।

অনুভাব—নাসা, ওষ্ঠ ও গণ্ডাদির বিশেষভাবে স্পন্দনাদি। "ব্যভিচারী"—হর্ষ, আলস্য, অবহিত্থা প্রভৃতি এবং "স্থায়িভাব"—হাস রতিই। হাসরতি ছয় প্রকার—স্মিত, হসিত, বিহসিত, অবহসিত, অপহসিত ও অতিহসিত। প্রথম দুইটী জ্যেষ্ঠ (মুনি, সখী প্রভৃতি উত্তম) লোকে; দ্বিতীয়ে দুইটী (বৃদ্ধা, দূতী প্রভৃতি) মধ্যমলোকে ও শেষ দুইটী (বালক প্রভৃতি) কনিষ্ঠ ব্যক্তিতে প্রকাশ পায়। ভাবজ্ঞ বলেন যে বিভাবনাদির বৈচিত্র্য ঘটিলে সময় বিশেষে

উত্তম পাত্রেও বিহসিতাদি প্রকাশিত হয়। "স্মিত"—যে হাস্যে দন্ত লক্ষিত হয় না অথচ নেত্র ওগণ্ডের বিকাশ হয়, তাহাকে 'স্মিত' বলে। যথা—হে সুবল! 'দধি চুরি করিয়াছি বলিয়া ধল বৃদ্ধা আমাকে ধরিবার জন্য ধাবিত হইতেছে, এখন কোথায় যাই, শীঘ্র আমাকে রক্ষা কর'—এই বলিয়া মহাভয়ে পলায়ণ-পর শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া স্বর্গে মুনিদের বদনে ঈষৎ হাস্যরেখা প্রকাশিত হইল। "হসিত"—ঐ স্মিতেই যদি দন্তাগ্রভাগ ঈষৎ দৃষ্ট হয়, তবে তাহার নাম—'হসিত'। 'মা, এই আমি তোমার পুত্র অভিমন্যু, কিন্তু আমার বেশে সম্মুখে হরি আসিতেছে, ঐ দেখ'—শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে বিশ্বস্তা জটিলা ক্রোধে রক্তচক্ষু হইলেন। 'আমিই তোমার পুত্র, আমাকে তাড়না করিও না' এই বাক্য সম্যক উচ্চারণ করিতে না পারিয়া কেবল 'মা মা' এই বাক্য উচ্চারণকারী স্বপুত্রকেই জটিলা চিৎকার-পূর্ব্বক প্রাঙ্গণ হইতে তাড়াইয়া দিলে সখীগণের অধর দন্তকিরণে শুভ্র হইয়াছিল। "বিহসিত"—যে হাসিতে শব্দ হয় এবং দন্তও দৃষ্ট হয়, তাহকে 'বিহসিত' বলে। যথা—(শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিতেছেন) হে সখে! শীঘ্র দধি চুরি কর, বৃথা কেন মনে আশঙ্কা আনিতেছ? এই গৃহে জটিলা প্রবল নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে নিদ্রা যাইতেছেন।" শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে কপট নিদ্রিতা বৃদ্ধা শীর্ণ দন্তস্থল প্রকটন পূর্ব্বক উচ্চশব্দে হাসিয়া উঠিল। "অবহসিত"—যে বিহসিতে নাসিকা প্রফুল্ল ও চক্ষু কুঞ্চিত হয়, তাহার নাম 'অবহসিত'। যথা—হে পুত্র! তোমার লোচনে কি নিবিড় ধাতুরাগ এখনও লগ্ন হইয়া রহিয়াছে? বলদেবের নীল বস্ত্রই বা কেন পরিধান করিয়াছ?" সম্মুখস্থা ব্রজেশ্বরীর এই বাক্য শ্রবণে দূতীর নাসিকা প্রফুল্ল এবং লোচন সঙ্কুচিত হইয়াছিল—তিনি আর অবহসিত রোধ করিতে পারিলেন না। "অপহসিত" যে হাস্যে লোচন অশ্রুযুক্ত এবং স্কন্ধ কম্পিত হয় তাহাকে 'অপহসিত' বলে। যথা—যিনি ব্রহ্মাদি দেবগণকে স্পষ্টতঃই নাচাইতেছেন—সেই অপ্রাকৃত ব্রজশিশু শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধার স্তোভবাক্যে নৃত্য করিতেছেন দেখিয়াই দেবর্ষি নারদ অশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক স্বস্ক দেশকে ঈষৎ কম্পিত করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে হাস্যাবসরে দন্তপংক্তির শুভ্রকিরণমালায় মেঘসমূহকেও শুভ্রবর্ণ করাইলেন। "অতিহসিত"—হস্ততাল ও অঙ্গবিক্ষেপের সহিত হাস্যকে 'অতিহসিত' বলে। যথা—শ্রীকৃষ্ণ জরতীকে কহিলেন—"হে বৃদ্ধে! তোমার মুখচর্ম্ম লোলিত হওয়ায় তুমি বলিতাননা (বানরমুখী), হইয়াছ, এইজন্য এই বলীমুখ বর (বানররূপী বর) তোমাকে যোগ্য পাত্রী দেখিয়া বিবাহ করিতে উৎসুক হইয়া আমাকে সাধন করিতেছে!" বৃদ্ধা উত্তর দিলেন—"আমি এই সকল বলি (শ্লথচর্ম্ম) দ্বারা উপদ্রুতবুদ্ধি হইয়া বলিধ্বংসী (পূতনাতৃণাবর্ত্তাদি মহাবলিদের বিনাশক) তোমা ভিন্ন অন্য কাহাকেও বরণ করিব না",—মুখরার এই বাক্য শুনিয়া বালিকাগণ করতালিকা বাদনে উচ্চহাস্য করিতে লাগিল। হাসের কর্ত্তা যদি কোনও স্থলে সাক্ষাৎ ভাবে সম্বন্ধবদ্ধ নাও হয়, তথাপি বিভাবাদির প্রভাবে তাহার উপলব্ধি হইয়া থাকে। যেমন—হে কুটিলে! তোমার স্তনদ্বয় শিম্বীর ন্যায় লম্বমান, নাসাটি ভেক-বধূর তিরস্কার করে! জরাজীর্ণ কচ্ছপীর ন্যায় তোমার দৃষ্টি, ওষ্ঠের তুলনা অঙ্গারের সহিত হইতে পারে, উদরটী যেন একটী মৃদঙ্গ, ওহে! তোমা হইতে পরমাসুন্দরী পৃথিবীতে ত' আর কেহই নাই; অহো! ব্রজসুন্দরীদের পুণ্যবলে বংশীও তোমার ধৈর্য্য হরণ করিতে পারে না!!

ভরতাদি কৃত নিবন্ধে'এবং স্বকৃত নাটক চন্দ্রিকায় কৈশিকীবৃত্তি-প্রসঙ্গে শৃঙ্গারাদি-রসোদ্ভূত এই হাস্যরসের বহু প্রকার বিস্তার দেওয়া হইয়াছে। (ভঃ রঃ সিঃ উঃ বিঃ ১ম লঃ সমাপ্ত।)

দ্বিতীয় লহরী—অদ্ভুত ভক্তিরস—আলোচিত বিভাবাদির সম্মিলনে বিস্ময়রতি যদি ভক্তচিত্তে আস্বাদনীয়তা প্রাপ্তি করে তবেই 'অদ্ভুত ভক্তিরস' হয়। সর্ব্ববিধ ভক্তই এই বিস্ময় রতির আশ্রয়ালম্বন হইতে পারেন, অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন-হেতু শ্রীকৃষ্ণই এই রতির "বিষয়ালম্বন", শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টাবিশেষই এই রসের "উদ্দীপন"; নেত্র বিস্তার, স্তম্ভ, অশ্রু, পুলকাদিই ইহার; "অনুভাব"; আবেগ, হর্ষ, জাড্য প্রভৃতি 'ব্যভিচারী' এবং লোকোত্তর কর্ম্ম, রূপ, গুণাদি হইতে জাত বিস্ময়রতি "স্থায়ী" হয়। এই লোকোত্তর কর্ম্মও আবার সাক্ষাৎ ও অনুমিত,

—ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে "সাক্ষাৎ"—ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে 'সাক্ষাৎ' বলে, তাহা দৃষ্ট, শ্রুত ও সংকীর্ত্তিতাদি-ভেদে ত্রিবিধ। "দৃষ্ট"—দ্বারকায় প্রতি মহিষীর মন্দিরে একই কালে একই দেহে শ্রীকৃষ্ণকে বহুকার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়া নারদমুনি জড় হইয়া গেলেন। "শ্রুত"—'যুদ্ধে নরকাসুরের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত যাবতীয় অস্ত্রই শ্রীকৃষ্ণ তিনটি শরেই ছেদন করিয়াছেন।' কংসারির এই প্রভাব শুনিয়া রাজা পরীক্ষিৎ নেত্র বিস্তার করিয়া পুলকাঞ্চিত হইলেন। "সংকীর্ত্তিত"—'বালকগণ পীতাম্বর, মেঘকান্তি ও চতুর্ভুজ হইয়াছেন। বৎসগুলিও আবার তদ্রূপ দশা লাভ করিয়াছে' এই কথা বলিতেই আমার দেহে স্তম্ভ-সম্পত্তির উদ্‌গমে আমি কেমন বিবশ হইলাম, দেখ দেখি !! আর এক আশ্চর্য্য বলিতেছি,—ঐ সকল বালক ও বৎসগণের প্রত্যেককে 'ব্রহ্মাণ্ডনাথ পদ্মাসন ব্রহ্মাগণ চতুর্দ্দিক হইতে স্তব করিতে লাগিলেন !!

অনুমিত—"ব্রজবালকগণ চক্ষুরুন্মীলন করত সম্মুখেই আবার অতুলনীয় ভাণ্ডীর বটকে এবং নিজের সহিত গবাদি পশু সমুদয়ও দাবানল হইতে রক্ষা পাইয়াছে দেখিয়া মনে মনে সাতিশয় চমকৃৎ হইলেন।" যাহাতে প্রীতি নাই, বরং দ্বেষই আছে, তাহার ক্রিয়া অলৌকিক হইলেও বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারে না ; পক্ষান্তরে যাহাতে প্রীতি আছে, অলৌকিক ক্রিয়ার বিন্দুমাত্র প্রকাশেও বিস্ময় উৎপাদন করেই—ইহাই সার্ব্বত্রিক নিয়ম। এই সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইলে প্রিয়েরও প্রিয় (মহাপ্রীতিপাত্র) শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বলোকোত্তরা ক্রিয়া যে বিস্ময় উৎপাদন করিবেই—ইহাও কি বলিতে হয় ? (শ্রীকৃষ্ণেই কেবল অদ্ভুতরস সমুদ্ভূত হইতে পারে—এই সিদ্ধান্ত বলিয়া সকল রসই বিস্ময়-রসে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন)। এইজন্য এই বিস্ময়-বিষয়ে রতির অনুগ্রহ মাধুরী কথিত হইয়াছে। চমৎকারই রসে সার ; চমৎকারিতার অভাবে সৎকাব্যও রসশূন্য হইয়া যায়। সুতরাং চমৎকারিতা-ঘটক বিস্ময়ই সর্ব্বরসকে পোষণ করিয়া প্রচুরতর আস্বাদনীয়তা দান করে। ইতি—(ভঃ রঃ সিঃ উঃ বিঃ ২য় লঃ সমাপ্ত)।।

তৃতীয় লহরী—বীরভক্তিরস—আলোচিত বিভাবাদির সহযোগে উৎসাহরতি স্থায়িভাবরূপে আস্বাদনীয়তা প্রাপ্ত হইলেই 'বীরভক্তিরস' হইয়া থাকে। এই বীরভক্তিরসে যুদ্ধ, দান, দয়া ও ধর্ম্ম-বীর ভেদে ভক্তচতুষ্টয়ই আলম্বন বলিয়া কথিত হয়। কোনও ভক্তের যুদ্ধোৎসাহ, কাহারও দানোৎসাহ ইত্যাদিরূপে এই উৎসাহরতি সকল ভক্তেই সম্ভব হইতে পারে। "যুদ্ধবীর"—শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধান জন্য যুদ্ধোৎসাহী সখা বা বন্ধুবিশেষকেই এ ক্ষেত্রে 'যুদ্ধবীর' বলা হয়। মুকুন্দই প্রতিযোদ্ধা অথবা তিনি দ্রষ্টা-রূপে অবস্থান করিলে তাঁহার ইচ্ছামত অন্য সুহৃদ্বর ও প্রতিযোদ্ধা হয়।

"শ্রীকৃষ্ণ"—প্রতিযোদ্ধা—হে মাধব ! অপরাজিত-মানী চঞ্চল তোমাকে হঠাৎ পরাভূত করিয়া এক্ষণেই আমি সুহৃদ্গণকে সন্তুষ্ট করিব—যদি তুমি ছলক্রমে সমর হইতে পরাঙ্মুখ না হও।

সুহৃদ্বর—"সখাগণ-কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিক হইতে নিক্ষিপ্ত-তূণ পূর্ণ চর্ম্মফলক বিশিষ্ট অগণিত বাণ রাশিকে কুশল দাম এরূপ ভাবে লগুড় ঘুরাইয়া দূরীভূত করিলেন, যাহার দর্শনে ব্রজেন্দ্রনন্দন দামকে লগুড়-পঞ্জরের মধ্যবর্ত্তী বলিয়াই মনে করিয়া পুলকাঞ্চিত বিগ্রহে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।" স্বভাবতঃ শূরব্যক্তিদের সময় বিশেষে স্বপক্ষগণ-সহিতও পরমাদ্ভুত যুদ্ধকেলি সমুৎসাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যথা—বিভু মধুসূদন ক্রীড়া করিতে করিতেই একদা কুন্তীর সম্মুখে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে পরাজয় করিয়াছেন।

উদ্দীপন—আত্মশ্লাঘা, আস্ফোট (তালঠোকা), বিস্পর্দ্ধা, বিক্রম, অস্ত্রগ্রহণাদি, প্রতিযোদ্ধার-বাক্যাদি-দ্বারা বোধ বিষয় হইয়া এই বীর রসের 'উদ্দীপন' হয়। "কথিত" (আত্মশ্লাঘা)—যথা—হে দামোদর ! তুমি কেবল ভোজন মাত্র পটু, ছলক্রমেই অবলাঙ্গ (দুর্ব্বল, স্ত্রীদেহ) হইলেও সুবলকে যুদ্ধে জয় করিয়া আর বৃথা আত্মশ্লাঘা করিও না, তোমার বৃহদ্‌ভুজরূপ সর্পের দর্পহারী হইয়া এই স্তোককৃষ্ণরূপ কলাপী (ময়ূর,) তূণধারী বা ভূষণবিশিষ্ট গভীর ধ্বনি সহকারে মত্ত হইয়া নিকটে নৃত্য করিতেছে।

অনুভাব—পূর্ব্বকথিত কথিতাদি স্বনিষ্ঠ হইলে অনুভাব হয়। তথা—অহোপুরুষিকা (অহঙ্কার দ্বারা স্বশক্তি-প্রকাশ), ক্ষ্বেড়িত (সিংহনাদ), আক্রোশ, যুদ্ধার্থ গতিবিশেষ, সহায় ব্যতিরেকেও যুদ্ধেচ্ছা, যুদ্ধ হইতে অপলায়নও ভীতব্যক্তিকে অভয়দান প্রভৃতিকেও বিজ্ঞগণ 'অনুভব' বলিয়া জানিবেন। তন্মধ্যে "কথিত" (অনুভাব) —হে কেশিসূদন ! আমি ভদ্রসেন, আমার প্রভাব জানিয়াও কেন তুমি আগ্রহ সহকারে অতিদুর্ব্বল বলদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রোৎসাহিত করিতেছ ? দিব্য অর্গল সদৃশ আমার এই ভুজরূপ প্রতিযোদ্ধা যে ইহাতে লজ্জিত হইতেছে !! "অহোপুরুষিকা"—'আমিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট যোদ্ধা, তোরা ত' অতি ক্ষুদ্র' এই বলিয়া আক্ষেপের সহিত ব্রজেন্দ্ররূপ-জলধির চন্দ্রমা শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ হেতু বাহুযুদ্ধোপযোগী কটী বন্ধন করিলে রোমাঞ্চ ও উৎকণ্ঠা সহকারে নৃত্যশীল এবং সিংহনাদ-কারী মুখযুক্ত শ্রুদামের ঘন ঘন অহোপুরুষিকা জয়যুক্ত হউক।

বীর চতুষ্টয়েই অষ্ট সাত্ত্বিক এবং গর্ব্ব, আবেগ, ধৃতি, লজ্জা, মতি, হর্ষ, অবহিত্থা, অমর্ষ, উৎসুকতা, অসূয়া এবং স্মৃতি প্রভৃতি ব্যভিচারী প্রকাশিত হয়। এই বীররসে যুদ্ধোৎসাহ-রতিই 'স্থায়িভাব', স্বশক্তিদ্বারা আহার্য্য ও সহজ এবং সহায় দ্বারা আহার্য্য এবং সহজ যে যুদ্ধ বিষয়ে অতিস্থিরা জিগীষা রতি (জয়েচ্ছা), তাহাকেই 'যুদ্ধোৎসাহ' বলে। "স্বশক্তিদ্বারা আহার্য্য উৎসাহরতি"—'সর্ব্বপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিস্, ধিক্ তোকে' !—এই বলিয়া পিতা শাসন করিলে স্তোককৃষ্ণ যুদ্ধে অনিচ্ছুক হইলেও কৃষ্ণকর্ত্তৃক যুদ্ধে আহুত হইয়া যুদ্ধোৎসাহ প্রকাশ করত দণ্ড উত্তোলন পূর্ব্বক ঘুরাইতেছিলেন।

স্বশক্তি দ্বারা সহজোৎসাহ রতি—অরে ক্ষুদ্র ভদ্রসেন ! আমি শ্রীদাম, আমার দুর্গাকার ভুজদণ্ড দেখিয়া তুমি ভীত হইও না ; অবলীলাক্রমে এক্ষণেই বলরামকে জয় করত শ্রীকৃষ্ণকেও যুদ্ধার্থ আহ্বান করিব। "সহায় দ্বারা আহার্য্য উৎসাহ রতি"—'অহো'। আমি ভীম বিক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে লম্ফ দিতেছি, তুমি যেন যুদ্ধ হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিও না।' মিত্রমুখে এই বাক্য শ্রবণে বরূথপ-সখা ঘোরতর শব্দ করিতে করিতে হরির নিকট গেলেন।" "সহায় দ্বারা সহজ উৎসাহ রতি",—দামোদরকে পরাজয় করিতে সংগ্রাম-কামুক-ভুজবিশিষ্ট সুদামা স্বয়ংই যথেষ্ট কৃতী, তাহাতে যদি আবার বলবান্ সুবল সাহায্য করে, তবে ত' উৎকৃষ্ট স্বর্ণদ্বারা মণিই মণ্ডিত হইল বলিতে হইবে।" বীররসে সুহৃৎই শ্রীকৃষ্ণের প্রতিযোদ্ধা হয়, শত্রু কখনই নহে। ভক্ত-ক্ষোভকারী বলিয়া শত্রু রৌদ্র রসেই আলম্বন হইতে পারে। রৌদ্ররসে ও বীররসে এই মাত্র পার্থক্য যে রৌদ্ররসে ক্রোধাবেশে চক্ষু প্রভৃতিতে রক্তিমা হয়, কিন্তু বীররসে তাহা হয় না।

দানবীর—'বহুপ্রদ' ও 'উপস্থিত-দুর্ল্লভার্থ-পরিত্যাগী ভেদে দানবীর দ্বিবিধ। "বহুপ্রদ দানবীর"—যে ব্যক্তি স্বয়ং কৃষ্ণ-সন্তোষনার্থ হঠাৎ যথাসর্ব্বস্ব দান করিতে পারেন, তাঁহাকে 'বহুপ্রদ' বলে। ইহাতে সম্প্রদান-পাত্রের প্রতি নিরীক্ষণাদি 'উদ্দীপন' আর বাঞ্ছাতিরিক্ত দাতৃত্ব, স্মিতপূর্ব্ব বাক্য-প্রয়োগ, স্থৈর্য্য, দাক্ষিণ্য ও ধৈর্য্যাদি 'অনুভাব' প্রকটিত হয়। বিতর্ক, ঔৎসুক্য ও হর্ষাদি ব্যভিচারী ভাবগুলিও জানিবে। দানোৎসাহ রতিই 'স্থায়িভাব' বলিয়া কথিত হয়। প্রগাঢ় ও স্থিরতর দানেচ্ছাই দানোৎসাহ।

পণ্ডিতগণের মতে বহুপ্রদও দ্বিবিধ—আভ্যুদয়িক ও তৎসম্প্রদানক। তন্মধ্যে 'আভ্যুদয়িক'—শ্রীকৃষ্ণের অভ্যুদয় (কল্যাণ) জন্য যিনি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণাদিকে যথা সম্ভব দান করেন, তাহাকে 'আভ্যুদয়িক' বলা হয়। যথা—শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসবে বিশুদ্ধচিত্ত ব্রজরাজ নন্দ ব্রাহ্মণদিগকে উত্তমোত্তম ধেনুসকল এরূপ ভাবেই দান করিলেন, যাহাতে পরিতৃপ্ত ব্রাহ্মণগণ সমস্বরে বলিয়াছিলেন যে সম্প্রতি নৃগ রাজের দানজ বিশাল কীর্ত্তিও বিলুপ্ত হইল। "তৎসম্প্রদানক"—যে ব্যক্তি হরিতত্ত্ব অবগত হইয়া নিজের অহন্তা-মমতাস্পদ যথাসর্ব্বস্বই দান করেন—তাঁহাকে 'তৎসম্প্রদানক' বলে। সেই দান প্রীতি ও পূজা ভেদে দুই প্রকারের সংঘটিত হয় ; বন্ধু প্রভৃতি-রূপী হরিকে যাহা দেওয়া হয়—তাহাই 'প্রীতি দান'। যথা—"রাজসূয় যজ্ঞের সর্ব্ববিধি পূর্ত্তনন্তর সভায় যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে চন্দন-

বিলেপন, বৈজয়ন্তী মাল্য, উত্তম স্বর্ণে উজ্জ্বল অত্যুৎকৃষ্ট বস্ত্র, মাণিক্যযুক্ত ভূষণরাজি, স্বর্ণালঙ্কার শোভিত গজ, রথ, তুরঙ্গ প্রভৃতি, রাজ্য কুটুম্ব এবং আত্ম পর্য্যন্ত দান করিতে ইচ্ছা করিয়াও যখন অন্য উৎকৃষ্ট দেয় বস্তু কোথাও দেখিলেন না, তখন তিনি ব্যাকুল হইলেন।"

বিপ্ররূপি ভগবান্‌কে যাহা দেওয়া হয়, 'পূজা দান' তাহাকেই বলে। যথা—(ভাঃ ৮।২০।১১) বলিরাজ শুক্রাচার্য্যকে বলিলেন—হে মুনিবর! বেদবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মে নিপুণ ভবাদৃশ মহাত্মাগণ সোমযাগ করিয়া সাদরে যে যজ্ঞপুরুষের আরাধনা করেন—সেই বিষ্ণু আমার বরদাতাই হউন অথবা শত্রুই হউন, আমি কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট ভূমি অবশ্যই তাঁহাকে দান করিব।

উপস্থিত-দুর্ল্ভার্থ-ত্যাগী'—তুষ্ট হইয়া শ্রীহরি সার্ষ্টি প্রভৃতি মুক্তি অথবা অন্য বর দিতে ইচ্ছা করিলেও যিনি তাহা গ্রহণ করেন না, তাঁহাকে 'উপস্থিত দুরাপার্থ-ত্যাগী' বলে। পূর্ব্ব হইতে এস্থলে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে কারক-বিপর্য্যয় হইল—অর্থাৎ ভক্ত সম্প্রদান এবং ভগবান্ অপাদান কারক। এ রসে কৃষ্ণের কৃপা, আলাপ ও হাস্যাদি উদ্দীপন। শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ-বর্ণনে দৃঢ়তাই "অনুভাব" এবং ধৈর্য্যেরই প্রবল 'ব্যভিচারিতা' দেখা যাইতেছে। ত্যাগোৎসাহ-রতিকেই এ রসে 'স্থায়িভাব' বলা হইয়াছে, ঐরূপ (সার্ষ্ট্যাদিতে অনিচ্ছাময়ী) প্রৌঢ়া ত্যাগেচ্ছাকেই "ত্যাগোৎসাহ" রতি বলে। যথা—হরিভক্তিসুধোদয়ে—শ্রীধ্রুব বলিলেন—"হে দেব! আমি রাজসিংহাসন কামনা করিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, কিন্তু দেবমুনীন্দ্রগুহ্য আপনাকে দেখিলাম, ভাগ্যবশতঃ কাঁচ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াও কেহ দিব্যরত্ন পাইতে পারে, তদ্রূপ আমিও আপনাকে পাইলাম। হে স্বামিন্! আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আর বর যাচ্ঞা করি না।" এই উপস্থিত-দুরাপার্থ-ত্যাগীই অতি প্রৌঢ় দাস্যরূপ ভাববিশেষ সাধন করিতে করিতে প্রোক্ত "ধূর্য্য, ধীর ও বীর, এই ত্রিবিধ পার্ষদ" এই বাক্যস্থ তৃতীয় বীর-সংজ্ঞক দাসের পদবী প্রাপ্তি করেন।

দয়াবীর—যিনি দয়ার্দ্রচিত্তে নিজদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়াও ছন্নমূর্ত্তি কৃষ্ণকে সমর্পণ করিতে পারেন, তাঁহাকে এই রসশাস্ত্রে 'দয়াবীর' বলে। যাঁহাকে দয়া করিতে হইবে, তদ্বিষয়ক পীড়া ব্যঞ্জনাদি এই দয়াবীর রসে "উদ্দীপন" বলিয়া উক্ত। স্বীয় প্রাণ বিনিময়েও বিপন্নের ত্রাণশীলতা, আশ্বাসবাক্য, স্থিরতাদি—ইহার বিক্রিয়া "অনুভাব"। ঔৎসুক্য, মতি, হর্ষাদি ইহার "সঞ্চারিভাব", দয়োৎসাহ রতি "স্থায়িভাব", এ রসে দয়াতিশয্যযুক্ত উৎসাহকে 'দয়োৎসাহ' বলা হইয়াছে। যথা—অহো! যাঁহার কথারম্ভে আমি কষ্টানুভবে গদগদকণ্ঠ হইয়াছি—যে বুদ্ধিমান্ কপট ব্রাহ্মণ বেশধারী কৃষ্ণকে স্বদেহের অর্দ্ধেক দান করিতে ইচ্ছা করিয়া নিজ পত্নী ও পুত্রের হস্তে উল্লাসভরে করাত দ্বারা স্বমস্তক বিদারিত করিয়াছিলেন—সেই বীর ময়ূরধ্বজকে আমি মুহুর্মুহু কৃতাঞ্জলিপুটে বন্দনা করি। যদি ময়ূরধ্বজের এই তত্ত্বজ্ঞান হইত যে ইনি ব্রাহ্মণ নহেন, কিন্তু হরিই—তবে আর তাঁহার দয়া হইত না, এবং দয়ার অভাবে তিনিও স্পষ্টতঃ দানবীরেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িতেন। এই রাজা বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ ছিলেন বলিয়া সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণে রতি বিধানই করিতেন, এস্থলে ব্রাহ্মণরূপী শ্রীকৃষ্ণেতে ভক্তি বিধান করাতে তাঁহার ভক্ততাই প্রমাণিত হইল। বোপদেব প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দয়াবীরকে দানবীরের অন্তর্গত করিয়া বীররসেরই ত্রিবিধতাই স্বীকার করিয়াছেন। "ধর্ম্মবীর"—শ্রীহরি পরিতোষণরূপ ধর্ম্মেই যিনি সর্ব্বদা পরিনিষ্ঠিত হইয়াছেন, এতাদৃশ ধীর শান্ত ব্যক্তিকেই প্রায়শঃ 'ধর্ম্মবীর' বলা হয়।

সচ্ছাস্ত্র-শ্রবণাদি এই ধর্ম্মবীর রসের "উদ্দীপন"; নীতি, আস্তিক্য, সহিষ্ণুতা, যমাদি 'অনুভাব'; মতি ও স্মৃতি প্রভৃতিকে 'ব্যভিচারী' বলিয়া জানিবে। বীরগণ এ রসে ধর্ম্মোৎসাহরতিকেই "স্থায়িভাব" বলিয়াছেন। ধর্ম্মেতেই মাত্র অভিনিবেশ হইলে ধর্ম্মোৎসাহ হয়—ইহাও সাধুসজ্জনের সম্মত। যথা—"হে দৈত্যনাশন কৃষ্ণ! তোমাতে রতি লাভেচ্ছায় যুধিষ্ঠির নিজপুরে যজ্ঞভাগ গ্রহণ জন্য নিত্যই ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেন বলিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত শচী

পতি-বিরহে বামহস্তে গণ্ডদেশ স্থাপন পূর্ব্বক শোক করিতেন।" এ স্থলে 'যজ্ঞ' বলিতে পূজাবিশেষই বাচ্য, বৈষ্ণবগণ
শ্রীকৃষ্ণের ভূজাদি অঙ্গের আশ্রয়রূপে (বিভূতি স্বরূপে) ইন্দ্রাদিকে ধ্যান করিয়া (স্বতন্ত্রভাবে ইন্দ্রাদিকে আরাধনা
না করিয়া) এই ইন্দ্রাদিতে যজ্ঞরূপ (পূজাবিশেষ) আহুতি সমর্পণ করেন বলিয়া বৈষ্ণবদের অনন্যত্ব হানি হয় না।
আর মহাভাগবতোত্তম প্রেমরত্নাকর যুধিষ্ঠির ও সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই আদেশে যজ্ঞবিধান করিয়াছেন—তখন তাহাতে
আর অনন্যত্ব হানির আশঙ্কাই উঠে না।

ধ্বনিকাদি কতিপয় পণ্ডিত দানাদি ত্রিবিধ বীরকে স্পষ্টতঃ স্বীকার করত ধর্ম্মবীরকে মানিতে চাহেন না।
(·ইতি ভঃ রঃ সিঃ উঃ বিঃ বীররস নামক তৃতীয় লহরী সমাপ্ত)।

করুণভক্তিরস। চতুর্থ লহরী—আত্মোচিত বিভাবাদির সম্মিলনে শোকরতি ভক্ত হৃদয়ে
পুষ্টিপ্রাপ্ত হইয়া আস্বাদ্য হইলে করুণভক্তিরস নামে অভিহিত হয়। "আলম্বন"—এই শ্রীকৃষ্ণ অব্যাচ্ছিন্ন-মহানন্দ-
স্বরূপ বলিয়া তাঁহাতে কোনই অনিষ্টাশঙ্কা না থাকিলেও কিন্তু প্রেমবিশেষ বশতঃ অনিষ্ট-প্রাপ্তি-ভাজনস্বরূপে বেদ্য
হইলে করুণ রসের "বিষয়", শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জন এবং যাহারা ভক্তিসুখশূন্য অথচ ভক্তগণের পিতৃপুত্রাদি বন্ধুবর্গ,
তাঁহারাও করুণ রসের বিষয়। সুতরাং করুণ ভক্তিরসে তিন প্রকার বিষয়ালম্বন জানিতে হইবে। ঐরূপ কৃষ্ণাদি
ত্রিবিধ ব্যক্তির অনুভব কর্ত্তা ত্রিবিধ ভক্তজনই এই রসের "আশ্রয়ালম্বন"; শান্তভক্তে প্রায়ই করুণরস উদিত
হয় না। শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্ম, গুণ ও রূপাদি এই রসে "উদ্দীপন"; মুখশোষ, বিলাপ, শিথিলগাত্রতা, শ্বাস, চীৎকার,
ভূমিপতন, ভূমিতে আঘাত, এবং বক্ষঃতাড়নাদি "অনুভাব"; "সাত্ত্বিক"—অষ্টপ্রকার; জাড্য, নির্ব্বেদ, গ্লানি, দৈন্য,
চিন্তা, বিষাদ, ঔৎসুক্য, চাপল্য, উন্মাদ, মৃত্যু, আলস্য, অপস্মৃতি, ব্যাধি ও মোহাদি "ব্যভিচারী"। অনিষ্টপ্রাপ্তি
প্রতীতিরূপ শোকাস্বাংশকে পরিণতি প্রাপ্তা রতিকে শোকরতি কহে, ইহাই করুণ ভক্তিরসে "স্থায়িভাব"।

অলম্বন শ্রীকৃষ্ণও—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখাগণ ও গোপগণ শ্রীকৃষ্ণেই আত্মা, সুহৃদ, অর্থ কলত্র ও কামনাদি
সমপণ করিয়াছেন—(যথা ভা ১০।১৬।১০) এক্ষণে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে কালিয়নাগের দেহদ্বারা পরিবেষ্টিত ও নিশ্চেষ্ট
দেখিয়া অতিশয় আর্ত্ত হইলেন এবং দুঃখ, অনুশোচনা ও ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন।

আলম্বন ভক্ত—শ্রীরাধাদি শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াগণকে শঙ্খচূড় আকর্ষণ করিতে লাগিলে বলদেবের মুখচন্দ্র মুহুর্মুহ
নীলিমা ধারণ করিল। "আলম্বন স্বপ্রিয়" যথা—সহদেব শ্রীগোবিন্দের কান্তিচ্ছটার দর্শনে প্রমোদপূর্ণ হইয়া বিলাপ
করিতেছেন, "হে মাতঃ মাদ্রি! এক্ষণে তুমি কোথায় গিয়াছ? হে পিতঃ পাণ্ডো! তুমি কোথায় আছ?
অহো! এই নিবিড় আনন্দ-সমুদ্র শ্রীকৃষ্ণকে তোমরা দেখিতে পাইলে না!! রতি ব্যতিরেকেও স্থলবিশেষে
হাসাদির উদ্গম হয়, কিন্তু রতি ব্যতীত এই শোকের কখনও সম্ভাবনা নাই। রতির আধিক্যে শোক প্রবলতর
হয়, আর রতির ন্যূনতায় শোকও অল্প হয়। রতি না হইলে শোক হয় না বলিয়া হাসাদি অপেক্ষাও এই শোক
রতির বৈলক্ষণ্য (স্বাদবৈশিষ্ট্য) সূচিত হইল।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকিলে শ্রীকৃষ্ণে অনিষ্টানুসন্ধান আসে না, আবার অনিষ্টানুসন্ধান ব্যতীতও শোকোৎপত্তি হয় না,
ঐশ্বর্য্য বিষয়ে অজ্ঞান গাঢ় প্রেম-বিশেষেই হয়, অবিদ্যা দ্বারা নহে, যেহেতু মায়াতীত তাদৃশ সিদ্ধভক্তে অবিদ্যার
অধিকার নাই। উৎকতা প্রাপ্তি করিয়াও ঐরূপে প্রাদুর্ভূত শোক কোনও লোকাতীত অনির্ব্বচনীয় সুখের
দুরূহা (শোককৃত বলিয়া তর্কের অগম্য) গতিই বিস্তার করে। 'দুরূহ' বলার তাৎপর্য্য—ঐ সুখটি আগন্তুক দুঃখানুভবে
আবৃত থাকে। উৎকট দুঃখের মধ্যেও যে সুখ থাকে, তাহা যুক্তিবলে প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং করুণ-
ভক্তিরসে আপাততঃ দুঃখের মধ্যেও সুখময়তা আছেই, কিন্তু তাহা গোচরে আসে না অর্থাৎ দুরূহ গোচর। (ভঃ রঃ
সিঃ উঃ বিঃ চতুর্থ সমাপ্ত)

রৌদ্র ভক্তিরস (পঞ্চম লহরী)—ভক্তজন-হৃদয়ে নিজোচিত বিভাবাদির সাহচর্য্যে পুষ্টিপ্রাপ্ত
ক্রোধ-রতিকেই 'রৌদ্রভক্তিরস' কহে। "আলম্বন"—কৃষ্ণ, হিত ও অহিত-ভেদে ক্রোধের বিষয় তিন প্রকার।

কৃষ্ণবিষয়ে সখী, জরতী প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ভক্তই আশ্রয়ালম্বন। হিত ও অহিত বিষয়ে ও ক্রোধে সখী, জরতী প্রভৃতিই আশ্রয়ালম্বন হয়; "শ্রীকৃষ্ণে সখীর ক্রোধ"—স্বযূথেশ্বরীর শ্রীকৃষ্ণ হইতে অতিভয় হইলে শ্রীকৃষ্ণে সখীর ক্রোধ হয়; যথা—বিদগ্ধমাধবে—হে মেধাবিনি রাধে! অদ্য আমরা অন্তঃক্লেশে কলঙ্কিত হইয়া যমপুরীতেই যাইতেছি, তথাপি ইনি নানাবিধ বঞ্চনারচনপটু হাস্য পরিত্যাগ করিলেন না!! মহাকপটী গোপবধূটী-কামুক কৃষ্ণে তোমার এত গরীয়ান্ প্রেম হইল কি প্রকারে? "শ্রীকৃষ্ণে জরতীর ক্রোধ"—জরতী প্রভৃতি সকল ব্রজবাসীরই শ্রীকৃষ্ণে সাহজিক প্রীতি বর্ত্তমান থাকিলেও কৃষ্ণের এ জগতে অপ্রতিষ্ঠা ও পরলোকে অধর্ম্মের নিরাকরণার্থ হিতৈষী ব্রজবাসিগণের বাহিরে ক্রোধ প্রকাশিত হয়। যথা—অরে যুবতি তস্কর! স্পষ্টতঃ তোর বক্ষে বধূর উত্তরীয় দেখিতেছি, তথাপি 'না না' বলিতেছিস? কেহ কি আমার চীৎকার শুনিতেছে না? ব্রজরাজনন্দন আমার পুত্রের গৃহে অগ্নি জ্বালাইয়াছে!!! চন্দ্রাবলির পতিম্মন্য তোষল নামক জনৈক গোপ (কংসের মহামল্ল) আগন্তুক হিসাবে ব্রজে বাস করিয়া 'গোবর্দ্ধন' নামে খ্যাত হইয়াছিল। এই গোবর্দ্ধন-ব্যতীত সকল ব্রজবাসিরই গোবিন্দে প্রৌঢ়ারতি বিরাজমান ছিল।

হিত—অনবহিত, সাহসী ও ঈর্ষ্যান্বিত ব্যক্তিভেদে তিন প্রকার। তন্মধ্যে "অনবহিত"—শ্রীকৃষ্ণের পালক হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের জন্য ভোজনাদি-সমগ্রী সম্পাদন কার্য্যে অভিনিবেশ বশতঃ কখনও কৃষ্ণরক্ষা বিষয়ে অসাবধান হন—তাঁহাকে 'অনবহিত' বলে। যথা—রোহিণী যশোদাকে বলিলেন—হে মূঢ়ে উঠ, আর বিলম্ব করিও না। তোমাকে ধিক্, পুত্রশিক্ষা-বিজ্ঞমানিনী! তোমার রজ্জুবদ্ধ পুত্রটি ছিন্ন অর্জ্জুনবৃক্ষদ্বয় মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে!!

সাহসী—যে ব্যক্তি ভয়স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে বলিষ্ঠ মনে ভাবিয়া প্রেরণ করেন, তাঁহাকে 'সাহসী' বলে। যথা—'প্রিয় সখাদের বাক্যেই গোবিন্দ তালবনে গিয়াছে'—একথা স্পষ্টতঃ শ্রবণ করিয়া যশোদা ভ্রূভঙ্গে বক্রদৃষ্টিতে ঐ বালকগণের মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

ঈর্ষ্যু—যাঁহাদের মানই একমাত্র ধন এবং প্রৌঢ় ঈর্ষ্যাভরে যাঁহাদের চিত্ত আক্রান্ত—তাঁহারাই ঈর্ষ্যু। যথা—কলহান্তরিতা শ্রীরাধাকে ললিতা বলিতেছেন—তুমি যে দুস্ত্যজ মানরূপ মন্থনদণ্ডে মথিতা হইয়াছ! তোমাকে আর কি বলিব? তুমি দূরে যাও, যেহেতু আমার নিকট থাকিলে আমিও জলিয়া মরিতেছি!! হায় তোমাকে ধিক!! প্রিয়তম তোমার চরণাগ্রভাগকে নিজ চূড়াস্থিত ময়ূরপুচ্ছের অগ্রভাগ দ্বারা প্রণতিকালে নির্ম্মঞ্ছন করিয়াছেন, তখন তুমি রক্তমুখী হইয়াই ছিলে! সম্প্রতি আমরা কি করিব?

অহিত—নিজ অহিত ও হরির অহিত ভেদে দুই প্রকার। "নিজের অহিত"—যিনি কৃষ্ণ সম্বন্ধের বাধক, তিনি নিজের 'অহিত'। যথা, উদ্ধব সন্দেশ—হে অকরুণ অক্রূর! কৃষ্ণকে গোষ্ঠ হইতে বলপূর্ব্বক চুরি করিয়া তুই অতি নিষ্ঠুরতাই করিতেছিস্! দেখ এক্ষনই তুই রথারোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসহ যাত্রা করিলে হায়রে! এই নিযুত নিযুত স্ত্রীদেরও প্রাণ যাইবে, সুতরাং অনন্ত স্ত্রীবধজন্য যদুকুলের অপ্রতিষ্ঠা হইবে, তাই বলি অরে গান্দিনেয়! যদুকুলের মর্য্যাদা লোপ করিস না! "হরির অহিত"—হরির শত্রুপক্ষই হরির অহিত। যথা—উপনিষৎ সমূহের মুকুট মণির কিরণ রাজিতে যাঁহার চরণ-পঙ্কজ নির্ম্মঞ্ছিত হইতেছে, সেই কৃষ্ণের প্রতি শিশুপাল -নামক ক্ষুদ্র ব্যক্তি যে অবজ্ঞা করিতেছে, তাহাতে ভীম নামক এই মল্ল (আমি) যমদণ্ড হইতেও ভয়ঙ্কর বামপদ তাহার মুকুটোপরি তিনবার ফেলিতেছি।

এই রৌদ্ররসে শ্রীকৃষ্ণের অহিত ও হিত ব্যক্তিতে অবস্থিত সোল্লুণ্ঠ হাস, বক্রোক্তি, কটাক্ষ, ও অনাদর প্রভৃতি "উদ্দীপন" হইয়া থাকে। হস্তনিষ্পেষণ, দন্তঘট্টন, রক্তনেত্রতা, ওষ্ঠ দংশন, ভুজাস্ফালন, তাড়ন, নিঃশব্দতা, নত-বদন, নিশ্বাস, বক্রদৃষ্টি, ভর্ৎসন, শিরশ্চালন, নেত্রান্ত পাটলবর্ণ, ভ্রূভেদ, অধর-কম্পনাদি এই রসে "অনুভাব"। ইহাতে স্তম্ভাদি সকল "সাত্ত্বিকই" প্রকট হয়। আবেগ, জাড্য, গর্ব্ব, নির্ব্বেদ, মোহ, চাপল, অসূয়া, উগ্রতা, অমর্ষ ও শ্রমাদি

"ব্যভিচারী"। এই রসে ক্রোধরতিই "স্থায়ী", এই ক্রোধও ত্রিবিধ—কোপ, মন্যু ও রোষ। শত্রুর প্রতি "কোপ," বন্ধুর প্রতি "মন্যু", তাহাও আবার পূজ্য, সম ও ন্যূন বন্ধুভেদে ত্রিবিধ; স্ত্রীদিগের দয়িতের প্রতি রোষ হয়, অতএব আস্তরসে এই রোষ ব্যভিচারিত্ব প্রাপ্তি করে। কোপে হস্তমর্দ্দনাদি, মন্যুতে তুষ্ণীম্ভাব এবং রোষে নেত্রোস্ত-রক্ততাদি ক্রিয়া প্রকাশ পায়। শত্রুর প্রতি কোপ যথা—উন্মত্ত জরাসন্ধ মথুরাপুরী অবরোধপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে অগাধসত্ত্বাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যৎপরোনাস্তি বক্র আক্রোশ করিতে থাকিলে হলধর শত্রু সমূহের মাংসগ্রাসী লাঙ্গলের প্রতি জলদঙ্গারতুল্য পিঙ্গল (রক্ত) নেত্র নিঃক্ষেপ করিলেন। "পূজ্যপ্রতি মন্যু"—পৌর্ণমাসী-প্রতি শ্রীরাধার উক্তি—হে মাতঃ চণ্ডি! আমি চীৎকার করিলে বলবান্ হরি করপল্লবে তৎক্ষণাৎ আমার মুখাচ্ছাদন করেন, ভয়ে ধাবমান হইতে থাকিলে তিনি বাহুপ্রসারণ করত আমার পথ রোধ করেন এবং আমি যদি তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হই তাহা হইলে ঐ মধুরিপু ক্রোধভরে বারম্বার আমার অধরে দংশন করেন। বলুন দেখি কি প্রকারে আমি শিখি-পিঞ্ছমৌলি শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারিব? "সমপ্রতি মন্যু"—যথা—জটিলা—হে দুর্ম্মুখি মুখরে! তোর কথায় আমার মর্ম্মে তুষানল জ্বলিতেছে। মুখরা—হে জটিলে! তোর কথায় ত আমার মস্তক দগ্ধ হইতেছে! বল্ দেখি পামরি! গিরিধারী কবে আমার দৌহিত্রীকে মদভরে স্পর্শ করিয়াছে? "ন্যূন প্রতি মন্যু"—হায়। ঐ ত' হরিকণ্ঠতট-বিলম্বিত মনোহর হারটি এই বধূটির কুচমস্তকে শোভা পাইতেছে! দেখ দেখি—কি কষ্ট! তথাপি এই স্বকুল কজ্জল—মঞ্জরী ছলপূর্ব্বক আমাকে বঞ্চনাই করিতেছে॥

যদিও এই মন্যুতে রতির অনুগ্রহ স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হইতেছে না (যেহেতু 'গোবর্দ্ধনমল্ল ব্যতীত অন্যান্য ব্রজবাসিদের শ্রীকৃষ্ণে প্রৌঢ়া রতিই আছে'—এই সিদ্ধান্তানুসারে বাহ্যিক মন্যুসত্ত্বেও জটিলার অন্তরে রতি জাগরূক আছে) তথাপি উদাহরণ মাত্রের জন্য উহা এস্থলে প্রদর্শিত হইল। ক্রোধাশ্রয় শিশুপালাদি শত্রুগণের স্বভাবজাত ক্রোধ রতিহীন বলিয়া ভক্তিরসতা প্রাপ্তি করিতে পারে না। ইতি ভঃ রঃ সিঃ উঃ বিঃ ৫ম লহরী সমাপ্ত।

ভয়ানক ভক্তিরস (ষষ্ঠ লহরী)—বক্ষ্যমান বিভাবাদি দ্বারা ভয়রতি পুষ্টি প্রাপ্ত হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে 'ভয়ানক ভক্তিরস' বলেন। এই ভয়ানক ভক্তিরসে শ্রীকৃষ্ণ ও দারুণ (অসুরাদি) দ্বিবিধ বিষয়ালম্বন। তন্মধ্যে ভক্ত সকল অপরাধী হইলে তাহাতে কৃষ্ণ বিষয়ালম্বন, স্নেহবশতঃ যাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাপ্তি আশঙ্কা করেন—সেই সকল বন্ধুগণ আশ্রয়ালম্বন হইলে দারুণ শত্রুগণ দর্শন, শ্রবণ ও স্মরণ হেতু বিষয়া-লম্বন হইয়া থাকে।

অনুকম্প্য ভক্ত সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ—হে ঋক্ষরাজ! তোমার মুখ শুষ্ক হইয়াছে কেন? চিত্তস্থ বিপুল কম্প ত্যাগ কর, আমাতে বিশ্বাস করিয়া প্রকৃতিস্থ হও, তোমার বিন্দুমাত্রও অপরাধ নাই; তুমি ত হঠাৎ ক্রোধ সন্তাপযুক্ত বীর্য্য বিস্তার করিয়া প্রত্যুত আমার যুদ্ধ কৌতুকময়ী মহাসেবাই করিয়াছ!!

বন্ধুগণ সম্বন্ধে দারুণ ('দর্শনহেতু' আলম্বন)—হায় কি করি! হে গোপরাজ! অতিচঞ্চল বালককে বলপূর্ব্বক গৃহমধ্যে অবরোধ করিয়া রাখ। ঐ দেখ—কেশী দৈত্য ভূমণ্ডলের সহিত আমার মনকে চঞ্চল করিয়া বৃক্ষাগ্রভাগ পর্য্যন্ত লঙ্ঘন করিতেছে!! "শ্রবণ হেতু"—প্রচণ্ড অশ্বাকৃতি দৈত্য ক্রোধভরে গোকুলে প্রবেশ করিয়াছে শুনিয়া ব্রজেশ্বরী সহসা পুত্ররক্ষণে ব্যাকুলা এবং শুষ্কবদনা হইলেন। "স্মরণ-হেতু"—ও মা! পূতনার প্রসঙ্গ তুলিও না, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও; ঐ কথা স্মৃতিপটে আসিয়াই এক্ষণেও অঙ্গকম্প হইতেছে। সেই পূতনা আমার বালকটীকে গ্রাসার্থে ক্রোড়ে লইয়া ভয়ানক শব্দ করিতে করিতে অতি বিকটাকার ধারণ করিয়াছিল।" এই ভয়ানক রসে বিষয়ালম্বনের ভ্রূকুটি প্রভৃতি "উদ্দীপন"; মুখশোষ, উচ্ছ্বাস, পশ্চাৎদৃষ্টি, নিজেকে গোপন, উদ্‌ঘূর্ণা, আশ্রয়ান্বেষণ, চীৎকার প্রভৃতি "অনুভাব"; অশ্রু ব্যতীত সপ্ত "সাত্বিক"; সন্ত্রাস, মরণ, চাপল, আবেগ, দৈন্য,

বিষাদ, মোহ, অপস্মার, শঙ্কা প্রভৃতি "ব্যভিচারী"। এই রসে 'ভয়রতি' "স্থায়ী"; ভয়—অপরাধ ও ভীষণ হইতেই উত্থিত হয়। অপরাধ বহুপ্রকারই হইতে পারে। অনুকম্প্যজন ব্যতিরেকে অপরাধজ ভয় অন্যত্র সম্ভবে না; আকৃতি, প্রকৃতি এবং প্রভাববশতঃ যাঁহারা ভীষণ—বিষয়ালম্বন-রূপে ইহাদের হইতে যে ভয়, তাহা কেবল প্রেমবান্‌গণে এবং স্ত্রী-বালকাদিতে প্রায়ই উদ্ভূত হয়। আকৃতি দ্বারা পূতনাদি, প্রকৃতি দ্বারা দুষ্ট নৃপতি শিশুপালাদি এবং প্রভাবদ্বারা ইন্দ্র ও শঙ্করাদি ভীষণ হইয়া থাকেন। কংসাদি অসুরগণ ভগবানের নিকট হইতে সর্ব্বদা আত্যন্তিকী ভয় পাইলেও রতিশূন্য বলিয়া এই ভয়ানক ভক্তিরসে আলম্বন হইতে পারে না। ভক্ত ব্যতীত অন্য কেহই আশ্রয়ালম্বন হইতে পারে না। (ইতি ভঃ রঃ সিঃ উঃ বিঃ ৬ষ্ঠ লঃ সমাপ্ত)

বীভৎস ভক্তিরস (সপ্তম লহরী)—জুগুপ্সারতি নিজোচিত বিভাবাদি দ্বারা পুষ্টিপ্রাপ্ত হইলে ধীরগণ তাহাকে 'বীভৎস ভক্তিরস' বলেন। এই রসে আশ্রিত শান্ত (তপস্বী) আলম্বন। যথা—"যিনি পূর্ব্বে রতি-লম্পটদিগের পথে পাণ্ডিত্য-লাভে নিখিল স্ত্রীলম্পটদিগের নগরে যথেষ্ট কামাচরণ করত কামদীক্ষায় ব্রতী হইয়াছিলেন—কি আশ্চর্য্য! তিনিই এক্ষণে হরিগুণ গান করিতে করিতে বাষ্পাকুল-লোচন হইতেছেন, স্ত্রীবদনে দৃষ্টিপাত হইলে মুখ বক্র করিয়া বিশেষ ভাবে ক্ষুব্ধ হইতেছেন এবং নিষ্ঠীবন করিতেছেন।" এই বীভৎসরসে নিষ্ঠীবন (থুথু), মুখবক্রতা, নাসিকাচ্ছাদন, ধাবন, কম্প, পুলক ও প্রস্বেদাদি "অনুভব"; গ্লানি, শ্রম, উন্মাদ, মোহ, নির্ব্বেদ, দৈন্য, বিষাদ, চাপল, আবেশ, জাড্যাদি—'ব্যভিচারী'। এ রসে জুগুপ্সারতিই 'স্থায়ীভাব', তাহাও আবার বিবেকজা ও প্রায়িকী ভেদে দ্বিবিধা।

বিবেকজা জুগুপ্সা—কোনও জাতরতি কৃষ্ণভক্ত-বিশেষের দেহাদিতে বিবেকোত্থা জুগুপ্সাই 'বিবেকজা'। যথা—হায়! ভগবানে যদি রতিলেশও উদিত হয়, তবে জ্ঞানী ব্যক্তি আর ঘনরুধিরময়, চর্ম্মাচ্ছাদিত, মাংসমিশ্রিত এবং আমগন্ধশালী এই শরীরে রমণ করিবেন কেন?

প্রায়িকী জুগুপ্সা—অমেধ্য (অপবিত্র) ও পূতি (দুর্গন্ধ) বস্তুর অনুভব হেতু সর্ব্ববিধ ভক্তের যে সর্ব্বথা জুগুপ্সা জন্মে, তাহাকে 'প্রায়িকী' বলে। যথা—হে কংসারে! রক্ত-মূত্র-পরিব্যাপ্ত, ঘনবিষ্ঠা-পঙ্করাশিযুক্ত (বা নিবিড়-পাপরূপ-পঙ্কের পুনঃপুনঃ স্পর্শজনক) মাতার উদরে ক্লেদযুক্ত ও জড়দেহ লইয়া বাস করা হেতু আমার চিত্তে ক্ষোভ হইতেছে!! হে কৃপাসাগর! তোমার ভজন-বিষয়ে অসমর্থ এই দীনের প্রতি কৃপা কর!

যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণে রতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারই মন সর্ব্বদা পরম পবিত্র তাহা ঘৃণিত বস্তুর লেশেও ক্ষুব্ধ হয়, অতএব জুগুপ্সা রতিতে রত্যনুগ্রহ (মুখ্যরতি কর্ত্তৃক পোষণ) স্বীকার করিতে হয়।

এই হাস্যাদি গৌণ রতির যে রসত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহা কিন্তু প্রাচীন ভরতাদির মতানুসারে বলিয়া সুধীগণ বিজ্ঞাত হইবেন। শান্তাদি পাঁচটিই হরিভক্তিরস বলিয়া সম্মত, এই পঞ্চরসে হাস্যাদি প্রায়ই ব্যভিচারিতা প্রাপ্ত হয়। (ইতি ভঃ রঃ সিঃ বীভৎস ভক্তিরস সপ্তমলহরী সমাপ্ত)

রস সকলের মৈত্রী-বৈর-স্থিতি-নামক অষ্টম লহরী—অঙ্গীরস কোনও অনুচিত অঙ্গের সহিত মিলিলে রস বিঘাত হয়, পক্ষান্তরে তদুচিত রসের সহিত মিলিলে রসপোষণ হয়, অর্থাৎ কোন্ রসের সহিত কোন্ রসের মিলনে রসপোষণ বা রসাভাসাদি হয়—এই প্রকরণে তাহাই প্রদর্শিত হইবে। শান্তরসে—প্রীত, বীভৎস, ধর্ম্মবীর ও অদ্ভুত ইহারা সুহৃদ্বর। বীভৎস ও ধর্ম্মবীর এস্থলে তপস্বিশান্তেরই সুহৃদ্বর; যেহেতু রসবিষয়ে উদাসীন ও বিরোধীর বীভৎসিততা-ভাবনায় এবং শ্রীকৃষ্ণঃও কৃষ্ণভক্তের ধার্ম্মিকতা-পর্য্যালোচনায় তাপসশান্তেরই রসোদয় হইয়া থাকে; কিন্তু আত্মারাম শান্ত অন্য কোনও বিষয়েই মনোযোগী নহেন বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে বীভৎস ও ধর্ম্মবীর রসকে অঙ্গস্বরূপে বর্ণনা করিলে দোষই হইবে। শান্তপ্রায় তাপসেরও অদ্ভুতরসে শ্রীভগবানে দুই প্রকারে চমৎকারিতা জন্মে—ব্রহ্মানুভব হইতে ও ভগবানের মাধুর্য্যানুভব জনিত আনন্দ দ্বারা এবং কখনও শত্রুপক্ষ

নিগ্রহাদি লীলার আশ্চর্য্য-জনকতায়। অদ্ভুতরসটি দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের সুহৃদ্বরই জানিতে হইবে।
মধুররস ও যুদ্ধবীর দ্বিবিধ শান্তেরই শত্রু ; রৌদ্র ও ভয়ানক আত্মারাম-শান্তের শত্রু ; কিন্তু যমাদির উগ্রতা দর্শনে
নিজের সংসার-ভয় উৎপন্ন হয় বলিয়া ভয়ানকরস তপস্বিশান্তের শান্তি পুষ্টি করে ; এবং রৌদ্ররস
স্বাভাবিকতঃই দ্বেষ্য ।

দাস্য রসে—বীভৎস, শান্ত এবং ধর্ম্ম ও দানবীর—মিত্র ; মধুর, যুদ্ধবীর ও রৌদ্র—শত্রু। যুদ্ধবীর ও
রৌদ্র এক বিভাবক অর্থাৎ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে উৎপন্ন শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্বকর্ত্তৃক-যুদ্ধময় এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রতি স্বকোপময়
এই উভয়ই দাস্যরসে বিরুদ্ধ। "সখ্যরসে"—(কৃষ্ণগত) মধুর, হাস্য ও যুদ্ধবীর—সুহৃদ্বয় এবং বৎসল, বীভৎস, রৌদ্র ও
ভয়ানক —শত্রু। ইহারাও পূর্ব্ববৎ কৃষ্ণবিভাবক অর্থাৎ কৃষ্ণ বিষয়ক ও কৃষ্ণাশ্রয়ক।

বাৎসল্য রসে—হাস্য, করুণ ও অসুর বিষয়ক ভয়ানক ভেদ—মিত্র এবং মধুর, যুদ্ধবীর, দাস্য ও রৌদ্র—শত্রু,
এস্থলেও শ্রীকৃষ্ণ বিভাবক। মধুররসে—হাস্য ও সখ্য—সুহৃৎ এবং বৎসল, বীভৎস, শান্ত, রৌদ্র ও ভয়ানক—শত্রু।
কেহ কেহ যুদ্ধবীর ও ধর্ম্মবীরকে মধুর রসের সুহৃৎ বলেন, কেহ কেহ বা শত্রু বলেন। (দ্বিতীয় মতটী শ্রীরূপপাদের
অভিপ্রেত নহে)। "হাস্যরসে"—বীভৎস, উজ্জ্বল ও বৎসল—সুহৃৎ (বীভৎসিত বেশধারী বিদূষকাদি, কিন্তু দুর্গন্ধাদি
জন্য নহে) ; করুণ ও ভয়ানক—শত্রু। "অদ্ভুতরসে"—বীর ও শান্তাদি মুখ্য পঞ্চরস—মিত্র ; রৌদ্র ও বীভৎস—
শত্রু। অলৌকিক অন্য বস্তুর অনুভবজাত চমৎকার ভীষণ ও বীভৎসজাত অনুভবে বিনষ্ট হয় ; কিন্তু ভীষণ ও
বীভৎসরসের স্বাভাবিক চমৎকারিতা নিষিদ্ধ নহে। "বীররসে"—অদ্ভুত, হাস্য, সখ্য ও দাস্য—সুহৃৎ এবং
ভয়ানকই—শত্রু। কাহারও মতে শান্তরসও বীরের শত্রু, শ্রীবলরামাদিবৎ যুদ্ধবীরাদির এবং শ্রীনন্দরাজাদিবৎ দান-
বীরাদির সম্বন্ধে বৎসল রসও কদাচিৎ সুহৃৎ হইতে দেখা যায়। কোনও যুদ্ধবীরের ভয়ানক ও শান্ত এবং দানবীরের
ভয়ানক—শত্রু। "করুণ রসে"—রৌদ্র ও বৎসল—মিত্র। 'রৌদ্র' পদে স্বপ্রিয়জনের পীড়ন-জ্ঞানে রৌদ্রেরই স্মরণ
মাত্র বুঝিবে, বর্ত্তমান রৌদ্র কেবল ভয় মাত্রই জন্মায় বলিয়া গ্রাহ্য নহে। হাস্য, সম্ভোগাত্মক শৃঙ্গার এবং অদ্ভুত—
শত্রু। "রৌদ্র রসে"—করুণ ও বীর—সুহৃদ্বর, এবং হাস্য, মধুর ও ভয়ানক—শত্রু। "ভয়ানক রসে"—বীভৎস ও
করুণ—সুহৃদ্বয় এবং বীর, শৃঙ্গার, হাস্য ও রৌদ্র—শত্রু। "বীভৎসরসে"—তাপস-শান্ত, হাস্য ও দাস্য— সুহৃৎ।
বিদূষকাদিকৃত —কুবেষাদিতেই হাস্যরসের মিত্রতা বুঝায়, কিন্তু সর্ব্বত্র নহে। দাস্যরসও আরব্ধরতি-ভক্ত
প্রভৃতিতে লক্ষিত। শৃঙ্গার ও সখ্যই ইহার শত্রু। অন্যান্য রস সম্বন্ধেও এই ভাবে যুক্তিবলে শত্রুতা ও মিত্রতা
জানিতে হইবে। সাক্ষাৎভাবে উক্ত এবং যুক্তিবলে জ্ঞাত বলিয়া যে সকল রসের শত্রুতা ও মিত্রতা নিরূপিত
হইল—এতদ্ব্যতীত অন্যান্য রস 'তটস্থ' বলিয়াই বিদ্বানগণের মত।

সুহৃৎরসের কার্য্য—সুহৃদের সহিত সুহৃৎরসের মিলনেই রস সম্যক্‌রূপে আস্বাদ্য হয়। দুই রসের
মিলনে আত্যন্তিক সাম্য ভাবনা করা দুঃসাধ্য, সুতরাং উভয়ের অঙ্গাঙ্গিভাব একত্র উৎপত্তিই পণ্ডিতগণের সম্মত।
মুখ্য বা গৌণ যে রস যে স্থলে অঙ্গী হইবে, সেই স্থলে সেই রসের সুহৃৎকেই পণ্ডিতগণ অঙ্গরূপে ব্যবহার করিবেন,
বৈরী বা তটস্থকে ব্যবহার করিবেন না।

প্রথমতঃ এস্থলে মুখ্য শান্তাদি পঞ্চরসের অঙ্গিত্ব লেখা যাইতেছে,—যে মুখ্যরসরূপ অঙ্গিতে সুহৃৎ মুখ্য ও গৌণ-
রস সকল অঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে—"মুখ্যশান্ত অঙ্গীরসে মুখ্যদাস্যের অঙ্গতা"—যথা—যিনি জীবরূপ স্ফুলিঙ্গের পক্ষে
স্বপ্রকাশ অগ্নিপুঞ্জ—যিনি বিগ্রহাকারে সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মস্বরূপ, সেই মদীয় আলম্বন শ্রীবিগ্রহের কি চরণসেবা
করিতে পারিব ? এস্থলে পরতত্ত্বের সহিত কোনও সম্বন্ধ সূচিত নাই, অথচ সচ্চিদানন্দ সান্দ্রাঙ্গ পূর্ণানন্দ ইত্যাদি
রূপে তত্ত্ব-বস্তুর স্ফুরণে শান্তরসেরই অঙ্গিতা বুঝা যাইতেছে, এস্থলে দাস্য-রসোচিত পাদসম্বাহনেচ্ছা কদাচিৎ
হইলেও অঙ্গরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া শান্তরসেরই প্রাশস্ত্য দ্যোতন করিতেছে।

শান্তে গৌণবীভৎস রসেরঅঙ্গতা, যথা—হায়রে! আমি কফ-শুক্র-শোণিতময় বিস্তৃত চর্ম্মাচ্ছাদিত এই শরীরে বিচিত্র বিষয়াস্বাদন-জন্য উৎসাহান্বিত হইয়া নিরত!! হায় হায়! দুরাত্মা আমি ত সুখ ঘন পরমাত্মার স্মরণে শিথিল হইয়া পড়িলাম !!

শান্তেমুখ্য-দাস্য ও গৌণ-অদ্ভুত এবং বিভৎসের অঙ্গতা—আমি এই মাংস-বদ্ধ ও রক্তার্দ্র দেহে (বীভৎস) স্বভাবজ সুখ ত্যাগ করতঃ কবে প্রীতিপূরিত মনে তুস্তর্কাতীত-মহিমান্বিত (অদ্ভুত) স্বর্ণসিংহাসনোপরি আসীন, মেঘশ্যামল পরব্রহ্মকে (শান্ত) সুচারু চামর-ব্যজনের চাতুর্য্য-প্রকটনে সেবা করিব ? (দাস্য)।

মুখ্য অঙ্গীদাস্যে মুখ্যশান্তের অঙ্গতা—আমি অবিদ্যারাহিত্য-প্রযুক্ত (শান্তি বাসনা) নির্দ্দুষণ হইয়া কবে মাধুর্য্য-মণ্ডিত পদ্মপলাশ লোচন ইন্দীবর সুন্দর প্রভুকে ভজনা করিব ? "দাস্যে গৌণ বীভৎসের অঙ্গত্ব"—যিনি পদ্মিনী নারীদেরও দর্শনে যথেষ্ট ঘৃণা-বোধ করেন—সেই বৈষ্ণব, প্রভুর পাদপদ্ম স্মরণ পূর্ব্বক নৃত্য করিকে করিতে ভ্রমণ করিতেছেন।

দাস্যে বীভৎস, শান্ত ও বীরের অঙ্গতা—হে প্রভো! আমার মন যুবতি সঙ্গে রঙ্গোদয়ে মুখবিকার আনয়ন করে (বীভৎস), সুখময় ব্রহ্মসমাধির উদ্দেশ্যে শ্রবণ মননাদি সর্ব্বসাধনের প্রতিও পর্য্যাপ্ত বুদ্ধি হইয়াছে (শান্ত); করতলগত সিদ্ধি সমূহের প্রতিও আর লালসা হয় না (দানবীর); কেবল তোমার পাদার্চ্চনেই তৃষ্ণাশীল হইয়াছি (দাস্য)।

মুখ্য অঙ্গী সখ্যরসে মুখ্য শৃঙ্গারের অঙ্গতা—হে সুবল! যে সকল চঞ্চলা ব্রজঙ্গনা শিখিপিঞ্ছমৌলি শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা পান করেন, তাঁহারাই ধন্যা-শিরোমণি।" এস্থলে শুচিরসের উদয় কিন্তু অনুমোদাত্মক, সম্ভোগেচ্ছাময় নহে।

সখ্যরসে গৌণ হাস্যের অঙ্গতা—"হে মুগ্ধে! লোচন ভঙ্গিতে আর কি প্রয়োজন ? প্রতি-নিবৃত্ত হইয়া ব্রজে গমন কর; আমাকে যেমন মনে করিতেছ, আমি কিন্তু সেরূপ নহি, অতএব বহু প্রয়াসের আবশ্যকতা নাই"—মাধব ছল করিয়া নববিলাসিনীকে এই কথা বলিলে সুবল বিস্ফারিত ও হাস্যশোভিত নয়নে শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

সখ্যরসে শৃঙ্গার ও হাস্যের অঙ্গতা—শ্রীরাধার বেশে গুপ্ত হইয়া সুবল মনোজ্ঞ অশোক-বিরাজিত যমুনাতীরে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে শ্রীরাধার স্পর্শ-বাঞ্ছায় শ্রীকৃষ্ণ গাত্রোত্থান করিলে সুবল হাস্যবিকসিত-গণ্ডশোভিত বদন আচ্ছাদন করিলেন।

মুখ্য অঙ্গী বাৎসল্যে গৌণ করুণের অঙ্গতা—গোপাল আমার ছত্রহীন ও পাদুকাশূন্য হইয়া দুর্গম পথে বিচরণ করিতেছে। অহো! বিবিধ অনিষ্টাশঙ্কায় আমার মন সন্তপ্ত হইতেছে !!

বাৎসল্যে হাস্যের অঙ্গতা—'যশোদে! তোমার পুত্র আমার গৃহমধ্যে হইতে স্থূল নবনীতপিণ্ড গ্রহণ করত তত্রত্য নিদ্রিত বালকের মুখে তাহার এক কণিকা নিক্ষেপ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে।' কোন পুরন্ধ্রীর মুখে এই বার্ত্তা শুনিয়া কুটিল-ভ্রূযুক্ত বালকের মুখে সহাস্য-দৃষ্টি-নিক্ষেপকারিণী ব্রজেশ্বরী তোমার কল্যাণ বিধান করুন।

বাৎসল্যে গৌণ ভয়ানক, অদ্ভুত, হাস্য ও করুণের অঙ্গতা—গিরিরাজ-উত্তোলন করিতে গেলে শ্রীহরির কুঞ্চিত কেশদামের প্রান্তদেশে স্বেদবিন্দুর উদ্গমে যিনি গোবর্দ্ধনের পতনাশঙ্কায় কম্পিতা হইয়াছেন—গিরিধারণ জন্য বামহস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলন হইলে যিনি সপ্তবর্ষ বালকের সাহস-দর্শনে বিস্ময়ে

চক্ষু বিকাশন করিয়াছেন—সহচর বালকগণের সহিত হাস্য পরিহাসে গোপালের মুখে শত শত ভঙ্গী দর্শনে যাঁহার হাস্যোদ্গমে গণ্ডফলক বিস্ফারিত হইয়াছিল—সপ্তাহকাল ব্যাপিয়া বামহস্তটি উর্দ্ধ দিকেই থাকিতে দেখিয়া অশ্রুসিক্ত হইয়া যিনি ক্ষরিত দুগ্ধ ধারায় পরিধেয় বস্ত্র আর্দ্র করিয়াছেন—সেই ব্রজেশ্বরী বিশ্ব পালন করুন।" শুদ্ধ বাৎসল্যে অন্য মুখ্যরসের মিশ্রতা নাই বলিয়া মুখ্যরসের অঙ্গতা লিখিত হইল। "মুখ্য অঙ্গী মধুরে মুখ্য সখ্যের অঙ্গতা" —শ্রীরাধার উক্তি—হে সখি! ঐ দেখ—মদ্বেষধারী পুলকাঞ্চিত কলেবর সুবলের স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ মনোজ্ঞ ভুজ স্থাপন পূর্ব্বক উহার কর্ণে স্পষ্টতঃই আমার নিমিত্ত কোনও বার্ত্তা দিতেছেন। "মধুরে গৌণ হাস্যের অঙ্গতা"—"হে নির্দ্দয়ে! আমি তোমার ভগিনী, তুমি আমাকে চিনিতেছ না কেন? হে কৃশাঙ্গি! প্রণয়ভাবে আমায় অলিঙ্গন দাও"—যুবতি বেশে প্রচ্ছন্ন শ্রীহরি এইরূপ মনোজ্ঞ বাক্য বলিলে অভিজ্ঞা শ্রীরাধা গুরুজন-সম্মুখে তখন হাস্যই করিলেন। "মধুরে মুখ্য-সখ্য ও গৌণ বীররসের অঙ্গতা"—এই মুকুন্দ চন্দ্রাবলীর চঞ্চল তারা শোভিত বদনচন্দ্রে দূর হইতে কন্দর্প ভাব প্রকাশক অথচ অসম্পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক সখার পুলকবিশিষ্ট স্কন্ধদেশে সর্পতুল্য ভুজ বিন্যাস করত ঘনঘন সিংহনাদে অরিষ্টাসুরকে যুদ্ধে উদ্যুক্ত করিতেছেন!!

গৌণ রস সকলের অঙ্গিতা—হাস্যাদি গৌণরসসমূহের যে সকল উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, সেই অনুসারে ইহাদের অঙ্গিতা" ও মুখ্য রস সকলের অঙ্গতা পরিব্যক্ত হইলেও সামান্য বৈশিষ্ট্য দেখাইতে কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে—"গৌণ অঙ্গি হাস্যে মুখ্য শৃঙ্গারের অঙ্গতা" যথা,—কুব্জা কামান্ধা হইয়া হঠাৎ পীতবসনের অঞ্চল ধারণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ জনগণ সমক্ষে প্রফুল্ল-গণ্ডবিশিষ্ট স্বীয় বদন অবনত করিলেন। "গৌণ অঙ্গি বীরে মুখ্য সখ্যের অঙ্গতা"—অরে বিশাল! সেনাপতি ভদ্রসেনকে পরাজিত হইতে দেখিয়া তুই আমার সম্মুখে যুদ্ধ করিতে আসিতেছিস কেন? প্রচণ্ড বিশাল তেজস্বী এই শ্রীদাম শত শত বলরামকেও গণনা করে না, তুই আবার কোথাকার কে? "গৌণ অঙ্গি রৌদ্রে মুখ্য সখ্য ও গৌণ বীরের অঙ্গতা"—শ্রীযদুনন্দনের নিন্দায় উদ্ধত শিশুপালকে যুদ্ধে বধ করিতে ইচ্ছুক অতিরক্তচক্ষু পাণ্ডুনন্দনগণ উত্তমোত্তম অস্ত্রধারণ করিলেন। "গৌণ অঙ্গী অদ্ভুতে মুখ্য সখ্য ও গৌণ বীর ও হাস্যের অঙ্গত্ব"—মিত্রগণ পরিবৃত ও গদাযুদ্ধে গুরুম্মন্য বলদেবকে দুর্ব্বল ষষ্টিদ্বারা পরাজয় করত তৎসম্মুখে সোপহাস ধ্বনি করিতেছেন যে শ্রীদাম—তাঁহার ক্রীড়াযুদ্ধের গর্ব্বোৎসব-পটুতা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ফুল্লগণ্ড, পুলকাঞ্চিত ও বিস্ফারিত-নেত্র হইয়া শোভা পাইতেছিলেন।

এইভাবে কবিগণ অন্যান্য গৌণরসের ও অঙ্গিতা এবং তাহাতে মুখ্য ও গৌণ রস সমূহের অঙ্গতা নির্ণয় করিবেন। বহুরসের মিলন-স্থলে মুখ্য বা গৌণ যে কোন রসই হউক না কেন, তাহা যদি অন্যান্য রস সকলকে অতিক্রম অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা আস্বাদাতিরেক দান করে, তাহাই অঙ্গী এবং যে রস স্বয়ং সঞ্চারিতা প্রাপ্তি করত অঙ্গি-রসকে পোষণ করে, তাহাই অঙ্গ। নাট্যাচার্য্যগণও বলিয়াছেন—যে রসটি মুখ্যতম, তাহাই মাত্র স্থায়ী হয়, অন্যান্য রস মুখ্যরসের আনুগত্যে ব্যভিচারী বলিয়া গণিত হয়। যথা, শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—সমবেত রসসমূহের যাহার স্বরূপ অধিক (সর্ব্বাতিগ) হয়, সেই রসকে স্থায়ী এবং তদভিন্ন অন্য রসের সঞ্চারী বলা হয়।

অনেক রসের মিলন-স্থলে যে রস অত্যল্প বিভাবন হইতে জাত হয়, তাহা গৌণ এবং ব্যভিচারিতা প্রাপ্তি পূর্ব্বক মুখ্য রসের পোষণ করত সেই মুখ্য রসেই লীন হইয়া থাকে। রস গৌণ হইলেও কিন্তু বিভাবনের উৎকর্ষ বশতঃ প্রকৃষ্টরূপে উদিত হইলে সঙ্কুচিত নিজনাথ মুখ্য রস কর্ত্তৃক পুষ্ট হইয়া আবার অঙ্গিত্ব প্রাপ্তি করে। মুখ্য রস অঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইয়াও উপেন্দ্র কর্ত্তৃক নিজ বৈভব-গোপনে ইন্দ্রের পোষকতার ন্যায় গৌণ অঙ্গিরসকেই পুষ্টি করে; কিন্তু এই মুখ্য রস গৌণ ও সঞ্চারীর ন্যায় লীন না হইয়া পূর্ব্বসিদ্ধ সংস্কারের প্রকাশ বিশিষ্ট, ভক্ত চিত্তে পরিস্ফুটরূপে ব্যক্তই হয়। মুখ্য অঙ্গিরস অঙ্গস্বরূপ সমান জাতীয় ও (শত্রুবর্জ্জিত-পূর্ব্বদর্শিত অন্য কোনও) বিজাতীয় ভাবসকল দ্বারা আপনাকে বর্দ্ধিত করিয়া স্বতন্ত্ররূপে বিরাজ করে।

লীলাভেদে যে রস নিজের মুখ্যতা বিশেষ প্রকটিত করে, তাহার ভক্ত নিত্যই নিজরসেরই আশ্রয়ে থাকে, তাহার সম্বন্ধে সেই রসই অঙ্গী হয় এবং মুখ্য অন্য রসও অঙ্গত্ব প্রাপ্তি করে। অধিকন্তু—অঙ্গিরসে যদি অঙ্গ রস আস্বাদাতিশয়ের কারণ হয়, তবেই তাহার অঙ্গত্ব সিদ্ধ হয়; আস্বাদাতিশয়ের হেতুতা না থাকিলে রস বর্ণনায় অঙ্গরসের মিলনই বৈফল্য আনয়ন করে। যেমন মাজ্জিত রসালায় দৈবাৎ পতিত ঘাসাদির চর্ব্বণ করিলে তৃণ সহিত ভোজন কর্ত্তৃতা হয়, তদ্রূপ অত্যুত্তম অঙ্গিরসের আস্বাদন কালে অঙ্গ রসের হেয়তা রসাস্বাদনের বিঘ্নই ঘটায়।

বৈরি রস কার্য্যে—সুমিষ্ট পানকাদিতে ক্ষার, তিক্ত প্রভৃতির যোগ হইলে যেমন বিস্বাদ জন্মায়, তদ্রূপ রসসমূহ বৈরি রসের সহিত মিলিত হইলে বিরসতাই আনয়ন করে। যথা—হা! ব্রহ্মজ্ঞানবতী আমার সমাধিব্রতাবলম্বনে বহুকালই নিষ্ফলে অতিবাহিত হইল! কিন্তু সান্দ্রানন্দমূর্ত্ত সেই ব্রহ্মকে আমি বামচক্ষুর একটি কোণদ্বারাও বক্রভাবেও দেখিলাম না। ব্রহ্মনিষ্ঠ চিত্ততা শান্তরসের, বাম দৃক্ প্রেক্ষারূপ উজ্জ্বল রসের বর্ণনায় বৈরস্য হইয়াছে। "যিনি কোটি কোটি পিতৃ-অপেক্ষাও বৎসল; দেব ও মুনিগণ যাঁহার চরণ বন্দনা করিতেছেন, যিনি লক্ষ্মীপতি এবং যাঁহার দেহ বরাঙ্গনাদের নখচিহ্নে সুশোভিত—সেই প্রভুকে ক্ষণকালের জন্যও দর্শন করিতে আমার মনঅভিলাষ করিতেছে"। এস্থলে উজ্জ্বল রসের দ্বারা দাস্যরসের বিরসতা। "হে সখে! অর্গল সদৃশ দীর্ঘ ভুজ যুগলদ্বারা আমাকে আলিঙ্গন কর, হে কৃষ্ণ! তোমার শিরোঘ্রাণ করিয়া তবে তোমার সহিত খেলিব।" এস্থলে বৎসল রস দ্বারা সখ্যরসের বৈরস্য। এই অনুসারে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ অন্যান্য রস বিরোধিতাও জ্ঞাত হইবেন। এই রসবিরোধ প্রায়ই রসাভাসকক্ষায় পর্য্যবসিত হয়, কখন বা ততোঽধিক অধম কক্ষায় প্রবিষ্ট হয়।

পরস্পর শত্রু দুই রসের সংযোগে একতরের যুক্তিযুক্ত বাধ্যতা-নিরূপণে, বিরোধি রসটি স্মর্য্যমান হইয়া সন্তব-পক্ষে উক্ত হইলে, বৈরি রসদ্বয়ের সমানভাবে উক্তি থাকিলে, তটস্থ বা প্রিয় রসান্তর দ্বারা ব্যবধানে এবং বিরুদ্ধ রসদ্বয়ের এক বিষয় ও একাশ্রয় হইলে বৈরস্য হয় না।

একতরের বাধ্যতা-বর্ণনে বৈরস্যাভাব যথা—পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীকে বলিলেন—আশ্চর্য্য দেখ—মুনিগণ বিষয় হইতে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া যাঁহাতে ক্ষণকালের জন্য সংলগ্ন করিতে চাহেন, এই বালা রাধা তাঁহা হইতে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করত বিষয়ে নিবেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। অহো! হৃদয়ে যাঁহার বিন্দুমাত্র স্ফূর্ত্তির জন্য যোগিগণ সমুৎকণ্ঠিত হ'ন, এই মুগ্ধা তাঁহাকেই হৃদয় হইতে নিষ্কাসিত করিতে আকাঙ্ক্ষা করিতেছে।" এস্থলে শৃঙ্গার রসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট-প্রতিপাদনে শান্ত রসের অপকর্ষরূপ বাধ্যত্ব হইল; এ জাতীয় বর্ণনা বক্তৃভেদেই রসোৎপাদক; কিন্তু সর্ব্বত্র নহে। (বিদগ্ধ মাধব)।

স্মর্য্যমান বিরোধ রস—স্বর্গস্থ কোন ক্ষুদ্র দেবতা কহিলেন—যিনি পরিহাসময় কৌতুকে ব্রজবাসিদের হাস্যরস বিধাতা ছিলেন। হায়! সেই কৃষ্ণ আজ কালিয়নাগ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া আমাদের বিলাপ রাশিই বিস্তার করিতেছেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ কোন অসুরকর্ত্তৃক পরাভূত না হইলেও গোপের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানাভাবে কৃষ্ণনিষ্ঠ বন্ধন-জনিত স্নেহেই বিলাপ অনুমিত হইতেছে। 'হাস্যবিধাতা' বাক্যটি স্মরণ জনিত বলিয়া করুণ রসের সহিত এই হাস্যরসের মিলনে বিরসতা হইল না।

সাম্য বচনে—শ্রীরাধা ব্রহ্মবিদ্যার ন্যায় বিশ্রান্তষোড়শ কলা; নির্ব্বিকল্প, নিরাবৃত্তি, এবং সুখাত্মা হইয়া বিরাজ করিতেছেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নর্ম্মময় বলিয়া রসাবহ হইতেছে।

রসান্তর দ্বারা ব্যবধানে—রম্ভা অপ্সরার প্রশ্ন—তুমি কে? উত্তর—আমি শান্তা, প্রশ্ন—তবে অন্তরীক্ষে কেন? উত্তর—পরব্রহ্মকে দেখিতে। প্রশ্ন—বিস্ময়বশতঃ চক্ষু প্রসারণ করিলে কেন? উত্তর—হে রম্ভে! এই কৃষ্ণের রূপমাধুর্য্যে আমি অনির্ব্বচনীয়ভাবে ব্যাকুলাত্মা হইয়াছি এবং অদ্যাবধি আমার কন্দর্পচেষ্টা হইতেছে!! এস্থলে অদ্ভুত রূপমাধুর্য্যে শান্তিরতির আচ্ছাদনে মধুর রতি উদ্ভাবিত হইতেছে।

বিষয় ভিন্নতায়—(ভাঃ ১০।৬০।৪৫) "হে নাথ! যে নারী আপনার পদারবিন্দের মকরন্দ আঘ্রাণ করিতে পারে নাই, সেই বিমূঢ়াই বাহিরে ত্বক, শ্মশ্রু, রোম, নখ ও কেশদ্বারা আচ্ছাদিত, অথচ অন্তরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা ও বাত-পিত্ত-কফে পরিপূর্ণ জীবন্মৃত দেহকে কান্ত জ্ঞানে ভজন করে।" এস্থলে রুক্মিণীতে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক শৃঙ্গার রস এবং প্রাকৃত পুরুষ-বিষয়ক বীভৎস রস, অতএব বিষয় ভেদ বর্ণনায় বৈরস্য হইল না।

আশ্রয় ভিন্নতায়—যুদ্ধক্ষেত্রে উত্তম যোদ্ধার ন্যায় লীলা বিনোদী বিজয়ী কৃষ্ণকে দেখিয়া গোপ-বালকদের দেহে পুলক এবং শত্রুদেহে কালিমা ধারণ হইয়াছিল। এস্থলে বীর ও ভয়ানক রসের আশ্রয় ভিন্নতা।

বিষয় ও আশ্রয়ের ভিন্নতা হইলেও মুখ্য শত্রুর সহিত মুখ্যরসের মিলন হইলে বৈরস্যই হইয়া থাকে। "বিষয়ভেদে" যথা—কোন মথুরা বাসিনী স্ত্রী কহিলেন, পিতঃ! শীঘ্র অর্গলাবন্ধন বিমোচন করুন, আমি সান্দীপনি মুনির গৃহে গমন করিব; শ্যাম যুবা আমার মন হরণ করিয়াছে। এ স্থলে কন্যার পিতৃ-বিষয়ক দাস্যরতি এবং শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক শৃঙ্গার রতি—দুইটি মুখ্য বলিয়া ভিন্ন-বিষয়ক হইলেও রস বিঘাত হইল। ইহা বিষয়ভেদের উদাহরণ।

আশ্রয়ভেদে—যথা—যাঁহার বক্ষঃস্থল রুক্মিণীর কুচকুঙ্কুমে পঙ্কিল হইয়াছে, সেই সদানন্দ পরব্রহ্মকে কবে আমি নয়নে দেখিয়া সেবা করিব? এস্থলে বক্তার শান্তরসে শৃঙ্গাররসের আশ্রয়ের মিলনে বৈরস্য হইল।

জ্ঞানমার্গেরতচিত্ত কোনও কোনও ভক্ত শান্তরসের আশ্রয় ভিন্নতা হইলেও বৈরস্য স্বীকার করেন না। অধিকন্তু ভৃত্যদ্বয় স্বভাবতঃই বিদ্বেষ পরায়ণ হইলেও যেমন গৃহস্বামির পোষণ করে, তদ্রূপ পরস্পর বিরোধি অঙ্গদ্বয় মিলিত হইয়াও নায়ক (মুখ্য) অঙ্গীরসের পুষ্টি করে। যথা—শ্রীনন্দরাজ বলিলেন—হে প্রিয়তমে! তব পুত্র মল্লীপুষ্পাপেক্ষাও সুকোমল আর এই কেশী দৈত্যটী পর্ব্বতাপেক্ষাও গরিষ্ঠ—এই চিন্তা করিয়া আমার মন কম্পিত হইতেছে। মঙ্গলই হউক, দেখ আমি এই স্তম্ভসদৃশ ভুজ উত্তোলন করিয়া এই খলকে বিদীর্ণ করিয়া ব্রজকে স্তম্ভিত করিতেছি। এস্থলে বীররস বিরোধী হইলেও বীর এবং ভয়ানকরস বৎসলের পুষ্টি করিয়াছে।

যুধিষ্ঠির প্রভৃতিতে পরস্পর বিরুদ্ধ প্রীত ও বাৎসল্য ভাব দুইটী কালভেদে প্রকট হয় বলিয়া দূষনীয় নহে। অযোগ্য রস দোষ ঘটে; যুধিষ্ঠিরে প্রীত, বাৎসল্য ও সখ্য ভাবত্রয় তাঁহার যোগ্যতা। অধিরূঢ় মহাভাবে বিরুদ্ধ রস সকলের একত্র মিলন হইলেও বিরস হয় না, ইহা শৃঙ্গার রসে শ্রীরাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে। অবিচিন্ত্য-মহাশক্তি পুরুষশেখর শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বরসের সমাবেশেও স্বাদাধিক্যই লাভ হয়।

রসাবলির বিষয়রূপে শ্রীকৃষ্ণও—(ললিতমাধবে)—কুবলয়পীড় হত্যার পরে গজরক্তাদি-লিপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে রঙ্গমঞ্চে দেখিয়া কংস-পুরোহিতগণ মুখে বিকার (বীভৎস), মল্লবর্য্যগণ অরুণবদন (রৌদ্র), সখাগণ গণ্ডবিকাশ (হাস্য ও সখ্য), খলশ্রেষ্ঠগণ প্রলয় (ভয়ানক), ঋষিগণ ধ্যানাবস্থা (শান্ত), দেবক্যাদি জননীগণ উষ্ণঅশ্রুধারা (বাৎসল্য ও করুণ), উত্তমোত্তম যোদ্ধাগণ রোমাঞ্চ (বীর), ইন্দ্রাদি দেবগণ অন্তরে অভিনব চমৎকারিতা (অদ্ভুত), ভৃত্যবর্গ নৃত্য (দাস্য), এবং নীলনয়না যুবতিগণ কটাক্ষ (শৃঙ্গার) প্রাপ্ত হইলেন!!!

সর্ব্বরসের আশ্রয়রূপে—যিনি গিরিরাজ ধারণ করিয়া ও স্ববিষয়ে নিরহঙ্কার (শান্ত), শিশুগণকে পর্ব্বত ধারণ করিতে উদ্যত দেখিয়া যিনি সহাস্য (হাস্য ও বৎসল), আমগন্ধ দধিতে থুৎকারী (বীভৎস), প্রণয়ি সখ্যগণের নিকট গোবর্দ্ধন-ধারণ জন্য বলিষ্ঠতাবিকারী (সখ্য ও বীর), ইন্দ্রের প্রতি রক্তচক্ষু (রৌদ্র), বর্ষাবাত্যায় দুঃখিত গোষ্ঠজনকে দেখিয়া সাশ্রু (করুণ), ইন্দ্রবজ্র বিনাশ করত গুরুবর্গ সমীপে কম্পান্বিত (দাস্য ও ভয়ানক) জলধারাপাতে বিস্ফারিত-নয়ন (অদ্ভুত), যুবতীগণের দর্শনে পুলকান্বিত (মধুর)—সেই গিরিধারী (যুদ্ধবীর) বিভু তোমাদিগকে রক্ষা করুণ। (ইতি ভঃ রঃ সিঃ উঃ বিঃ অষ্টম লহরী সম্পূর্ণ)

রসাভাসাখ্যা নবমলহরী—পূর্ব্ব-কথিত রস লক্ষণ সমূহের বৈকল্য (বিভাবাদির বৈরূপ্য) বা

অঙ্গহীনতা) হইলে আপাততঃ প্রতীয়মান রসগুলিও রসাভাস হয়—ইহাই রসজ্ঞগণের মত। রসাভাস ক্রমশঃ উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে উপরস, অনুরস ও অপরস নামে ত্রিবিধ হইয়া থাকে।

উপরস—স্থায়ী বিভাব এবং অনুভবাদি বিরূপতা প্রাপ্ত হইলে দ্বাদশ রসই 'উপরস হয়। "শান্ত উপরস",—আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়) ইত্যাদি বাক্যে প্রতিপাদিত পরব্রহ্ম শ্রীভগবানে ব্রহ্মমাত্র দৃষ্টি, সর্ব্বকারণ তাঁহার সহিত সকলের অত্যন্ত অভেদ-চিন্তা, নিরন্তর দেহাদিতে জুগুপ্সা-ভাবনা বশতঃ শান্ত উপরস হয়। উক্ত দুই প্রকারে শান্তউপরস দুই প্রকার। তন্মধ্যে আদ্য যথা—ভগবানে ব্রহ্মসাম্য দর্শন—বিজ্ঞানসুষমা-ধৌত সমাধিতে যে ব্রহ্মসুখ উদিত হয়, সেই সুখই অন্ত পুরাণ পুরুষ তোমার দর্শনে প্রাপ্ত হইলাম। দ্বিতীয়—"ভগবানের সহিত সর্ব্ব স্তর অভেদ দর্শন"—যথা—যে যে বিষয়ে আমার দৃষ্টিপাত হইতেছে, সেই সেই বিষয়েই আমি তোমাকেই দেখিতেছি, যে হেতু তুমিই নিরঞ্জন ও কার্য্যকারণ বীজ, অতএব তোমা ব্যতীত অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই।

প্রীত উপরস—শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে অতিধৃষ্টতা, ভক্তের প্রতি অবহেলা, স্বাভীষ্ট দেবতা হইতে অন্যত্র পরমোৎকর্ষ-দর্শন এবং মর্য্যাদালঙ্ঘন প্রভৃতিতে দাস্য উপরস হয়। "অতিধৃষ্টতা-প্রকাশ"—চঞ্চল ব্রাহ্মণ দেহের অত্যল্প বৈবশ্যকেও বহুতররূপে প্রকাশন পূর্ব্বক সদ্গণকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াও নৃত্য করিতে করিতে নির্লজ্জভাবে শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিমার প্রতি সম্বোধন করত—'হে প্রভো! আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর'—বলিয়া আত্মরতির বিজ্ঞাপন দিলেন।

প্রেয় উপরস—(পরস্পর সখ্য না হইয়া) একজনেই সখ্য থাকিলে, কৃষ্ণবন্ধুদের প্রতি অবজ্ঞা জন্মিলে এবং যুদ্ধাতিশয় করিলে প্রেয় উপরস হয়। "একের সখ্যে"—শ্রীকৃষ্ণ নিজের বৈবাহিককে 'সুহৃৎ' বলিয়া সম্বোধন করিলে সেই রাজা ভয়ে কম্পিত হইলেন, নর্ম্মবাক্যে উপহাস করিলে তিনি স্তুতি করিলেন এবং আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করিলে তিনি সম্মুখে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন।

বৎসল উপরস—সামর্থ্যাধিক্য-জ্ঞানে, লালনাদিতে অপ্রযত্নে এবং করুণরসের অতি প্রাবল্যে বৎসল্য উপরস হয়। যথা—হে ভগিনি! যে দিন তোমার পুত্রকে পর্ব্বতাপেক্ষা প্রচণ্ডতর মল্লদিগকে উন্মথিত করিতে দেখিয়াছি, তদবধি আর আমি দীর্ঘতম যুদ্ধ রসে ব্যাপৃত থাকিলেও তাহার জন্য উদ্বেগ পাই না।

শৃঙ্গার উপরস—নায়ক-নায়িকার মধ্যে একজনের রতি হইলে এবং একজনের বহুস্থলে রতি থাকিলে 'স্থায়ি বৈরূপ্য' হয়। আলম্বন বিভাবেরই বৈরূপ্য এই স্থায়িভাবে আরোপ করা হয়। আলম্বনের কোনও স্থলে দেহের, কোথাও বা অন্তঃকরণের বিরূপতা হয়, কিন্তু স্বরূপতঃ স্থায়ীভাবের বিরূপতা হইতে পারে না। একতর রতির উদাহরণে যজ্ঞপত্নীগণের ব্রাহ্মণ-দেহ-হেতু দেহবৈরূপ্যই ছিল, এই দেহ বৈরূপ্যই ঐ জাতীয় রতিকেও বিরূপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণরতির উদ্গম করায় নাই। পক্ষান্তরে এক ব্যক্তির বহুস্থলে রতির দৃষ্টান্ত নায়িকাগত অন্তঃকরণ-বৈরূপ্যই জানিবে। উত্তম-অধম তারতম্য বিচার না থাকিলে নায়কগত ও অন্তঃকরণ-বৈরূপ্য হইতে পারে।

একত্র রতি—যজ্ঞপত্নীদের মদনার্ত্তিরূপ অগ্নি ধূমায়িত হইলে তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ মন্দ হাস্য শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক দূরীকৃত এবং সহজ কটাক্ষভঙ্গিও সংগোপিত হইয়া শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণের মনে কোনও অনির্ব্বচনীয় শান্তিমূলক ভাবের উদ্গম করাইল! (এই ব্রাহ্মণীদেহে নায়কের নায়িকাবিষয়ক রতিযুক্ত জ্ঞান নাই, কিন্তু দূতীদ্বারা নায়কের ঐরূপ জ্ঞান জন্মিলেও নায়কেরও রতি প্রাদুর্ভূ'ত হইবে, অতএব রতির ত্রিকালে আবিদ্যমানতারূপ অত্যন্তাভাব নাই বলিয়া এস্থলে উপরস হইল না। রতির বৈরূপ্যে উহার ত্রিকালব্যপিনী অসত্তাই শ্রীরূপ প্রভুর বিবক্ষিত, কিন্তু প্রাগাভাব নহে।)

অনেত্র রতি—হে গান্ধর্ব্বিকে! তুমি না সাধ্বী? সম্মুখে ধরণীতে বলদেবকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া এবং

মুকুন্দের বেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়া অদ্য তুমি কাম-কর্তৃক বিধা ভিন্না হইয়াছ !! কোনও কোনও রসতত্ত্ববিদের মতে অনেক নায়িকাতেই তুল্য অনুরাগ হইলে (দক্ষিণ) নায়কেরও শৃঙ্গার উপরস হয়।

বিভাব বিরূপতা—বৈদগ্ধ, উজ্জ্বলতা, শুচিত্ব, সুবেশত্ব-প্রভৃতির অভাবে এবং গুরুত্বাদিতে বিভাব-বৈরূপ্য হয়। গুরুত্ব বশতঃ যজ্ঞপত্নীতে বৈরূপ্য হইয়াছে। লতা, পশু, পুলিন্দীগণে এবং বৃদ্ধাগণেই বৈদগ্ধ্যাদির অভাব দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধ্যে আমার প্রভাবে লতা ও পশুতে আনন্দমাত্রকেই মধুর রতি বলিয়া ধরা হইয়াছে। বৃদ্ধাগণের হাসির জন্যই কেবল ঐরূপ বর্ণনা হয়। পুলিন্দীগণে বাস্তব রতি থাকিলেও কিন্তু জাতি-বৈরূপ্য বশতঃ রত্যাভাসই ধর্ত্তব্য। লতা ও পশুতে বৈদগ্ধ্য থাকিতেই পারে না ; বৃদ্ধাগণের বৈদগ্ধ্যের প্রাতিকূল্যই, আর পুলিন্দীগণেও অতিমাত্র বৈদগ্ধ্যের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং বৈদগ্ধীর অভাব নির্দিষ্ট হইল। আবার 'ঔজ্জ্বল্য' বলিতে আকৃতিগত ও জাতিগত যোগ্যতাই বাচ্য। তাহা তাহার অভাবও যথাযোগ্য উহ্য।

লতা—হে সখি ! শ্রীকৃষ্ণ-কটাক্ষিত এই মৃদু লতিকাসমূহ বংশীর শ্রবণে মধু ক্ষরণ করিতেছে, আবার মুকুল-ছলে পুলকাবলিও ধারণ করিয়া হৃদয়ে পল্লবিত শ্যামসুন্দর-বিষয়ক রতিরই অভিব্যক্তি করিতেছে। "পশু"—সখি ! যমুনার পুলিনে অদ্ভুত, মহানন্দিত ও বন্য হরিণীগণকে দর্শন কর—ইহারা শ্রীকৃষ্ণ কটাক্ষে পূত হইয়া অদ্য তদীয় অঙ্গে অনঙ্গ-তরঙ্গযুক্ত নয়ন নিক্ষেপ করিতেছে !! "পুলিন্দী"—ঐ দেখ, কালিন্দী পুলিনে ঐ পুলিন্দী শ্রীকৃষ্ণের সাহজিক নেত্রচাঞ্চল্য দেখিয়া পুলকাঙ্কিত দেহে বিঘূর্ণিত হইতেছে। "বৃদ্ধা"—হে গৌরি ! ঐ দেখ—এই বৃদ্ধা কজ্জল দ্বারা কেশের কলিমা-বিধান করত বিল্বফলদ্বারা স্তনোন্নতি-রচনাপূর্ব্বক কটাক্ষভঙ্গী করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে হাসাইতেছে।

যদি এই উদাহরণ একপক্ষে রতিহেতু স্থায়ি বৈরূপ্যই হয়, তথাপি ঐ উদাহরণই বিভাব-বৈরূপ্যেও সম্ভব হইতে পারে। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে বিভাবগত বৈরূপ্যই স্থায়িভাবে আরোপিত হয়। শুচিত্ব, উজ্জ্বলত্ব, বিদগ্ধত্ব ও সুবেশত্বাদি (আশ্রয়) বিভাবগত হইলেই শৃঙ্গার রসের পোষণ হয়, তদ্ভিন্ন অন্যত্র আভাস মাত্র।

অনুভাব-বৈরূপ্য—আচার-ব্যতিক্রম, গ্রাম্যতা এবং ধৃষ্টতা—এই সকলই পণ্ডিতদের মতে অনুভাব-বৈরূপ্য। "আচার ব্যতিক্রম"—কান্তের প্রতি খণ্ডিতাদি নায়িকার রোষব্যঞ্জক বচনাদিই রসশাস্ত্রোক্ত আচার। প্রিয়া-কর্তৃক পুষ্পহারাদিদ্বারা তাড়নাদিতে প্রিয়তমের মৃদুহাস্যাদি ও আচার। এবম্বিধ রোষোক্তি ও স্মিতাদির অন্য প্রকার ভাবকেই 'সময়-ব্যতিক্রম' বলে। যথা—হে হরে ! তুমি অন্য কান্তার নখ চিহ্নিত হইলেও লজ্জাত্যাগ করিয়া কৈলাসবাসিনী দাসী আমাকে কৃপাদৃষ্টি দানে গ্রহণ কর। এস্থলে অন্য-নায়িকার ভোগচিহ্ন দর্শনে নায়িকার রোষোক্তি আপেক্ষিত হইলে ও ইহার স্তুতি করণে অনুভাব-বৈরূপ্যই বুঝিতে হইবে।

গ্রাম্যতা—'বাল' শব্দাদি-বিন্যাস, বিরস কথাবিস্তার এবং কটিকণ্ডূয়ন ইত্যাদিকে বুধগণ 'গ্রাম্যত্ব' বলেন। যথা—হে গোপবালক ! কালিয়হ্রদ নিবাসী নাগকিশোরী আমাদের নীবীগ্রন্থি তুমি বিমোচন করাও কেন ? (এস্থলে 'বাল' শব্দে অবৈদগ্ধ্যের পরিচায়ক)।

ধৃষ্টতা—সম্ভোগাদির স্পষ্টরূপে প্রার্থনাদিকে 'ধৃষ্টতা' কহে। যথা—"হে গোবিন্দ ! এই কৈলাস কুঞ্জ ত' রমণীয়, তাহাতে আমি নবযৌবনা ও রম্যা, তুমি ত' বিদগ্ধ, অতএব ইহার পর আর বলিবার কি আছে ?" এই ভাবে গৌণ হাস্যাদিরও উপরসত্বের উদাহরণ বুঝিতে হইবে।

অনুরস—ভক্তাদিরূপ আলম্বন বিভাবাদি (অনুভাবাদিও) যদি কৃষ্ণসম্বন্ধ বর্জ্জিত হয়, তবে সেই বিভাবাদিজাত হাস্যাদি সপ্ত ও শান্ত রসকে 'অনুরস' বলে। এস্থলে 'ভক্ত' বলিতে পঞ্চবিধ শান্ত্যাদি ভক্তিরস পাত্রই গ্রাহ্য, 'শান্ত' কিন্তু অন্তরসশাস্ত্র মতে রুক্ষই ধর্ত্তব্য)।

হাস্যানুরস—যথা কক্খটী নাম্নী বানরী ভ্রূকুটি করিয়া এরূপ উৎকট তাণ্ডব নৃত্য করিতেছিল, যাহাতে গোপসমূহ উৎকট হাস্যে বদনশোভা বিস্তার করিয়াছিলেন।

অদ্ভুতানুরস—ভাণ্ডীর বৃক্ষের উর্দ্ধলতাসমূহে শুকপক্ষিগণের বেদান্ত শাস্ত্রের বিতণ্ডা শুনিয়া দেবর্ষি নারদ নির্নিমেষ-লোচন ও রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়াছিলেন। এইমত বীর রসাদিতেও উদাহরণ জানিতে হইবে। শান্ত ও হাস্যাদি সপ্তরস যদি কৃষ্ণাদি বিভাবাদির সহযোগে তটস্থভক্তগণে প্রাকট্য হয়, তবে তাহাও 'অনুরস' হয়।

অপরস—শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপ্রতিপক্ষ যদি হাস্যাদির বিষয় ও আশ্রয় হন, তবে সেই সেই হাস্যাদি 'অপরস' বলিয়া প্রাজ্ঞগণ-কর্ত্তৃক খ্যাত হয়। "হাস্যাপরস—জরাসন্ধ দূর হইতে চঞ্চলনয়ন শ্রীকৃষ্ণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া মুহুর্মুহু সোপ-হাস হাস্য করিয়াছিলেন। এস্থলে জরাসন্ধ ও তদনুগত অসুরস্বভাব জনের হাস 'অপরস' হইল; কোনও ভক্ত যদি ঐ উপহাস-সময়ে হাসেন, তবে তাহা কিন্তু শুদ্ধ হাস্যরস হইবে।

এইভাবে অদ্ভুত অপরসাদির দৃষ্টান্তও জানিতে হইবে। কোন কোনও উত্তম পণ্ডিত কিন্তু রসাভাস-সমূহকেও রসরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। রসাভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ভাব সকলকে, কোনও কোনও ভাবাভাস এবং রসাভাস প্রভৃতিকেও রস বলিয়াছেন। যেহেতু তাহাতেও আস্বাদনীয়তা আছে। রসাবস্থানসূচক ভারতী প্রভৃতি বৃত্তিচতুষ্টয় নাট্যশাস্ত্রের উপযোগী বলিয়া স্বকৃত 'নাটকচন্দ্রিকা' গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে।

গ্রন্থের বিস্তার ভয় বশতঃ ভক্তিরস-সাম্রাজ্যের সংক্ষেপে মাত্র সংগৃহীত হইল। ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু উত্তর বিভাগ সম্পূর্ণ। গ্রন্থও সম্পূর্ণ।

সপ্তম বিলাস

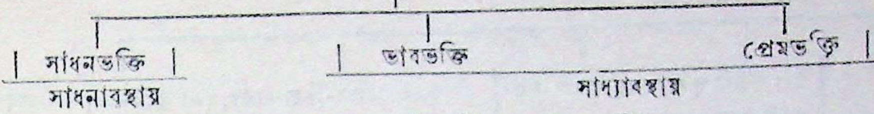
অভিধেয়তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীলরূপপ্রভুর সংক্ষিপ্ত বিবৃতি

শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুর বিবৃতি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু অপ্রাকৃত ভক্তিবিজ্ঞান গ্রন্থ, অপ্রাকৃত-ভক্তিবিজ্ঞানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রদর্শনী। ইহাতে লৌকিক, সামাজিক, আগন্তুক, নৈমিত্তিক বা অনিত্য ভক্তির কোন প্রসঙ্গ নাই। শ্রদ্ধা ও উত্তমাভক্তির অতি সুন্দর ও সূক্ষ্ম-বৈজ্ঞানিক সুষ্ঠু বিশ্লেষণ এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে শ্রীরাধাপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণই যে অখিলরসামৃত-মূর্তি, ইহা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই অখিল-রসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়াই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। শিব, শক্তি, গণেশ, সূর্য্যাদি দেবতা দূরে থাকুক, শ্রীকৃষ্ণেরই স্বাংশ-কলাদি-অবতার রাম, নৃসিংহ, বরাহ প্রভৃতি বিষ্ণু-স্বরূপেও সমস্ত অপ্রাকৃত রসের একত্র সমাবেশ নাই। একমাত্র গোকুলবীর শ্রীকৃষ্ণেই অপ্রাকৃত দ্বাদশ রস পূর্ণতমরূপে প্রকাশিত। অতএব শ্রীকৃষ্ণই পরতমতত্ত্ব এবং শ্রীমতী রাধিকাই পরদেবতা। শ্রীচৈতন্যদেবই এই গ্রন্থেরপ্রয়োজনকর্ত্তা ও সর্ব্বতোভাবে প্রেরণা-প্রদানকারী। এবং যাঁহারা মুক্তি-স্পৃহাকে অতিতুচ্ছ জ্ঞান করিয়া স্বরাট পুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়তর্পণে আকৃষ্ট হন, তাঁহারাই এই গ্রন্থ পাঠের অধিকারী। কর্ম্ম-জ্ঞান-বিচারপর মীমাংসকগণ এই গ্রন্থের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন না। চোরকে গোপন করিয়া মহানিধিকে সুরক্ষিত রাখার ন্যায় অপ্রাকৃত ভক্তিরসের কথা মীমাংসক, মায়াবাদী, কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতির নিকট হইতে ভক্তিরসকে রক্ষা করিতে হইবে। অতি বিস্তৃত গ্রন্থের অথচ অতি আবশ্যকীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয়গুলিকে সংক্ষেপে চিত্রদ্বারা সুব্যক্ত করা যাইতেছে।

ভক্তি

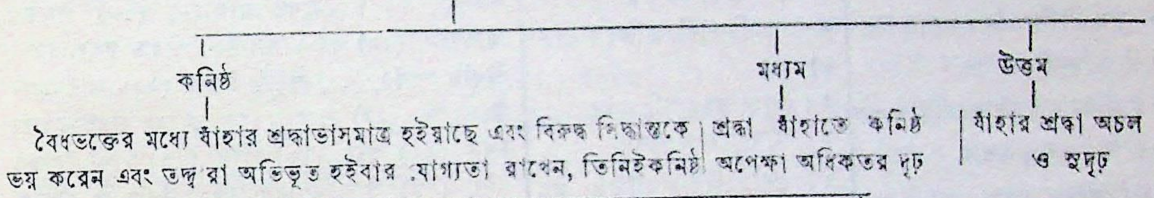
- বিদ্ধা বা অধমা
  - অন্যাভিলাষ-যুক্তা
  - কর্ম্মমিশ্রা,
  - জ্ঞানমিশ্রা,
  - যোগতপস্যাদি মিশ্রা ইত্যাদি
- শুদ্ধা বা উত্তমা
  - অন্যাভিলাষ, অন্যপূজা, নির্ভেদজ্ঞান, নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম-চেষ্টা, ফল্গুবৈরাগ্য, তপস্যা, অষ্টাঙ্গযোগ প্রভৃতি কৃত্রিম অভক্তি-চেষ্টা-দ্বারা অনাবৃত। ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ১।১।

শুদ্ধা ভক্তি



বৈধী সাধনভক্তি

যে-স্থলে কৃষ্ণে স্বাভাবিক রাগ ও রুচির দ্বারা প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল শাস্ত্রশাসন ও বিধি-দ্বারা শাসিত হইয়া জীব কৃষ্ণভক্তির অভিমুখে প্রবৃত্ত হয়, সে-স্থলে যে সাধনভক্তি তাহাই বৈধীভক্তি



কর্ম্ম-জ্ঞানাধিকার মিশ্র

ইঁহারা বর্ণাশ্রম ও কর্ম্মার্পণ দ্বারা ভক্তের ন্যায় যাহা অনুষ্ঠান করেন, তাহা বস্তুতঃ 'ভক্তি' নয়—'ভক্ত্যাভাস'। ইঁহাদের উচ্চারিত হরিনাম—'ছায়ানামাভাস'। যদি মুক্তিকামনা প্রভৃতি অন্যাভিলাষ থাকে, তবে 'প্রতিবিম্ব-নামাভাস' হয়। তখন ইঁহাদিগকে কর্ম্মী ও জ্ঞানী বলা যায়, ভক্ত বলা যায় না। শুদ্ধ ভক্তের কৃপায় ইঁহারা মঙ্গল লাভ করিতে পারেন, নতুবা পতিত হন।

কর্ম্ম-জ্ঞানাধিকার-শূন্য—

(ভাঃ ০ ১৪।৩

ইঁহারা বৈষ্ণবাপরাধ হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য করিতে করিতে ক্রমে মধ্যম ও উত্তম ভক্ত হইতে পারেন।

সেবাপরাধ (আগম-শাস্ত্রের মতে)

১। যানে আরোহণ অথবা পাদুকা পরিয়া ভগবদ্গৃহে গমন ; (২) ভগবৎপ্রীতিসাধক উৎসবাদির অকরণ ; (৩) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে প্রণাম না করা ; (৪) উচ্ছিষ্টলিপ্ত দেহে বা অশৌচে ভগবানের বন্দনাদি ; (৫) এক হস্তের দ্বারা প্রণাম ; (৬) ভগবানের সম্মুখে প্রদক্ষিণ ; (৭) ভগবানের সম্মুখে পদ-প্রসারণ ; (৮) ভগবানের সম্মুখে হস্ত-দ্বারা জানুদ্বয় বন্ধন করিয়া উপবেশন ; (৯) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে শয়ন, (১০) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে ভোজন ; (১১) মিথ্যা কথা বলা ; (১২) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা ; (১৩) পরস্পর প্রজল্প ; (১৪) শোকাভিভূত হইয়া রোদন ; (১৫) কলহ ; (১৬) কাহারও প্রতি নিগ্রহ ; (১৭) কাহারও প্রতি অযথা তোষামোদ বা অনুগ্রহ ; (১৮) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে কাহারও প্রতি নিষ্ঠুর ভাষণ ; (১৯) কম্বল বা লোমযুক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া সেবা ; (২০) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে পরনিন্দা ; (২১) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে জাগতিক লোকের স্তুতি ; (২২) অশ্লীল ভাষণ ; (২৩) অধোবায়ু পরিত্যাগ ; (২৪) বিত্তশাঠ্য ; (২৫) অনিবেদিত বস্তু ভক্ষণ ; (২৬) যে-কালে যে-যে-বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহা প্রদান না করা ; (২৭) দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে দিয়া বাকী দ্রব্য ঠাকুর-সেবায় ব্যবহার ; (২৮) শ্রীমূর্ত্তির দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া উপবেশন ; (২৯) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে অন্যকে অভিবাদন ; (৩০) গুরুদেবের সম্মুখে তাঁহার কোন সেবা না করিয়া অবস্থান ; (৩১) গুরুদেবের সম্মুখে আত্ম-প্রশংসা ; (৩২) অপর দেবতার নিন্দা। (বরাহ পুরাণোক্ত সেবাপরাধ পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

সাধনভক্তি (৬৪ অঙ্গ)

১। সদ্‌গুরুপদাশ্রয়
২। কৃষ্ণদীক্ষা ও শিক্ষা
৩। বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা
৪। সাধুগণের পথানুসরণ
৫। সদ্ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা
৬। কৃষ্ণপ্রীতির জন্য ভোগত্যাগ
৭। ভক্তিতীর্থে বাস
৮। জীবননির্ব্বাহোপযোগী সংগ্রহ
৯। একাদশীর সম্মান
১০। ধাত্রী, অশ্বত্থ, গো-বিপ্র-বৈষ্ণবের প্রতি সম্মান

এই দশটি অন্বয়ভাবে সাধনাঙ্গ। ইহাদের মধ্যে (১) গুরুপদাশ্রয়, (২) দীক্ষা ও (৩) গুরুসেবা—এই তিনটি প্রধান।

১। বহির্ম্মুখ ব্যক্তির সঙ্গ পরিত্যাগ
২। সেবা ও নামপরাধের উদ্ভব না হয়—এ বিষয়ে সতর্ক থাকা
৩। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের বিদ্বেষ ও নিন্দা শ্রবণ না করা
৪। অনধিকারী ব্যক্তিকে শিষ্য না করা
৫। বাহ্যাড়ম্বর পরিত্যাগ
৬। ব্যবহারে অকার্পণ্য
৭। শোকাদির বশীভূত না হওয়া।
৮। অন্য দেবতার নিন্দা বা অবজ্ঞা পরিত্যাগ
৯। নিজ কার্য্যের দ্বারা অন্য জীবকে উদ্বেগ না দেওয়া
১০। ভক্তিশূন্য গ্রন্থ পাঠ ও ভক্তিপরশাস্ত্রের কলা (অংশ) অভ্যাস ও ব্যাখ্যাদি বর্জ্জন।

এই দশটি ব্যতিরেক ভাবে সাধনাঙ্গ। ইহাদের মধ্যে (১) কৃষ্ণবহির্ম্মুখ সঙ্গত্যাগ (২) সেবা ও নামপরাধ বর্জ্জন, (৩) কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের বিদ্বেষ ও নিন্দা-শ্রবণ পরিত্যাগ—এই তিনটি প্রধান।

(১) বৈষ্ণব-চিহ্ন-ধারণ, (২) হরিনামাক্ষর-ধারণ, (৩) নির্ম্মাল্য-ধারণ, (৪) কৃষ্ণাগ্রে নৃত্য, (৫) দণ্ডবন্নতি (৬) অভ্যুত্থান, (৭) অনুব্রজ্যা, (৮) কৃষ্ণস্থানে গমন, (৯) পরিক্রমা, (১০) অর্চ্চন, (১১) পরিচর্য্যা, (১২) গান, (১৩) সঙ্কীর্ত্তন, (১৪) জপ, (১৫) বিজ্ঞপ্তি, (১৬) স্তবপাঠ, (১) নৈবেদ্য আস্বাদন, (১৮) পাদ্যের আস্বাদন, (১৯) ধূপ-মাল্যাদির সৌরভ গ্রহণ, (২০) শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শন, (২১) শ্রীমূর্ত্তি ঈক্ষণ, (২২) আরাত্রিক-উৎসবাদি, (২৩) শ্রবণ, (২৪) কৃষ্ণের কৃপোন্মুখতা দর্শন, (২১) স্মরণ, (২৬) ধ্যান, (২৭) দাস্য, (২৮) সখ্য, (২৯) আত্মনিবেদন, (৩০) প্রিয়বস্তু কৃষ্ণকে সমর্পণ, (৩১) কৃষ্ণোদ্দেশে অখিল চেষ্টা, (৩২) সর্ব্বভাবে শরণাপত্তি, (৩৩) তদীয়জ্ঞানে তুলসী সেবন, (৩৪) তদীয় জ্ঞানে ভগবৎ শাস্ত্রাদি সম্মান, (৩৫) তদীয়-জ্ঞানে জন্মস্থান অর্থাৎ শ্রীমায়াপুর-শ্রীমথুরাদি সেবন, (৩৬) তদীয়জ্ঞানে বৈষ্ণবসেবা, (৩৭) যথা-বৈভব-সামগ্রীর সহিত সাধুগোষ্ঠী লইয়া মহোৎসব, (৩৮) কার্ত্তিক মাসের সমাদর (৩৯) জন্মদিনাদিতে যাত্রা, (৪০) শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির পরিচর্য্যা, (৪১) রসিক জনের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদন, (৪২) সজাতীয়াশয়, স্নিগ্ধ, অথচ আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুসঙ্গ, (৪৩) নাম-সঙ্কীর্ত্তন, (৪৪) মথুরা অর্থাৎ ভগবজ্জন্মস্থানে অবস্থিতি।

ইহার মধ্যে (১) সাধুসঙ্গ, (২) নামকীর্ত্তন (৩) ভাগবত-শ্রবণ, (৪) মথুরা বাস, (৫) শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন—এই পাঁচটি ভক্ত্যঙ্গ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

১। সদ্‌গুরু পদাশ্রয় হইতে-১০। ধাত্রী, অশ্বত্থ, গো-বিপ্র বৈষ্ণবের প্রতি সম্মান।	১১। বহির্ম্মুখ ব্যক্তির সঙ্গত্যাগ হইতে ২০। ভক্তিশূন্য গ্রন্থপাঠ ও ভক্তি-শাস্ত্রের কলা (অংশ) অভ্যাস ও ব্যাখ্যানাদি বর্জ্জন।	২১। বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ, হইতে (৬৪) মথুরাবাস অর্থাৎ ভগবজ্জন্মস্থানে অবস্থিতি।

১০+১০+৪৪=৬৪, এই চৌষট্টিটি ভক্ত্যঙ্গের কতকগুলি শরীর-সম্বন্ধীয়, কতকগুলি ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধীয় ও কতকগুলি অন্তঃকরণ-সম্বন্ধীয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি একেবারে পৃথক ও কতকগুলি মিশ্রভাবাপন্ন। সাধনভক্তির অঙ্গ সকল ৬৪ ভাগে বিভক্ত হইলেও স্বরূপতঃ তাহার নয়টি অঙ্গ :—

১। শ্রবণ,	২। কীর্ত্তন,	৩। স্মরণ,	৪। পাদসেবন,	৫। অর্চ্চন,	৬। বন্দন,	৭। দাস্য,	৮। সখ্য,	৯। আত্মনিবেদন
পরীক্ষিৎ	শুকদেব	প্রহ্লাদ	লক্ষ্মী	পৃথু	অক্রুর	হনুমান	অর্জ্জুন	বলি মহারাজ

সেবাপরাধ (বরাহপুরাণাদির মতে)

(১) বিষয়ী বা রাজান্ন ভক্ষণ ; (২) অন্ধকার-গৃহে শ্রীমূর্ত্তির-স্পর্শন ; (৩) বিধি-উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারের সহিত পূজা ; (৪) বাদ্য না করিয়া মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন ; (৫) কুক্কুরাদি-জন্তুর দৃষ্টি-দূষিত ভক্ষ্য-সংগ্রহ ; (৬) পূজা-কালে মৌনভঙ্গ ; (৭) পূজা করিতে করিতে মল-বিসর্জ্জনার্থ গমন ; (৮) গন্ধমাল্য প্রদান না করিয়া পূর্ব্বে ধূপদান ; (৯) নিষিদ্ধ পুষ্পের দ্বারা পূজা, (১০) দন্তধাবন না করা ; (১১) স্ত্রী-সম্ভোগ ; (১২) রজঃস্বলা স্ত্রী স্পর্শ ; (১৩) দীপ স্পর্শ ; (১৪) শবস্পর্শ ; (১৫) রক্ত বা নীলবর্ণ, পরের অধৌত মলিনবস্ত্র পরিধান ; (১৬) শবদর্শন ; (১৭) অধোবায়ু পরিত্যাগ ; (১৮) ক্রোধপ্রকাশ ; (১৯) শ্মশানে গমন ; (২০) অজীর্ণতা ; (২১) গাঁজাপান ; (২২) অহিফেন সেবন ; (২৩) তৈল মর্দ্দন করিয়া শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শন ; (২৪) ভাগবতশাস্ত্রে অনাদর ; (২৫) অন্যশাস্ত্রের প্রবর্ত্তন ; (২৬) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে তাম্বুল চর্ব্বণ ; (২৭) এরণ্ড পত্রস্থ পুষ্পের দ্বারা অর্চ্চন ; (২৮) পীঠ বা ভূমিতে উপবেশন-পূর্ব্বক অর্চ্চন ; (২৯) শ্রীমূর্ত্তিকে স্নান করাইবার সময় বামহস্ত দ্বারা শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শন ; (৩০) অর্চ্চনে নিজের কৃতিত্বের গর্ব্ব ; (৩১) তির্য্যক পুণ্ড্রধারণ ; (৩২) পদধৌত না করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ ; (৩৩) অবৈষ্ণবের পাচিত অন্ন ভগবান্‌কে নিবেদন ; (৩৪) অবৈষ্ণবের সম্মুখে বিষ্ণুপূজা ; (৩৫) বিষ্বক্‌সেনকে পূজা না করিয়া অর্চ্চন ; (৩৬) কাপালি দর্শন করিয়া বিষ্ণুপূজা ; (৩৭) নখস্পৃষ্ট জলে শ্রীমূর্ত্তির পূজা ; (৩৮) ঘর্ম্মলিপ্ত দেহে পূজা ; (৩৯) নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন ; (৪০) ভগবানের নাম লইয়া শপথ করা ইত্যাদি অনেক সেবাপরাধ। (নামাপরাধ অন্যত্র বিশদভাবে দেওয়া হইয়াছে)।

বৈরাগ্য

যুক্তবৈরাগ্য (সম্বন্ধ-জ্ঞানযুক্ত ভক্তের)	ফল্গুবৈরাগ্য (প্রতিষ্ঠাকামী ও মায়াবাদিগণের)
কৃষ্ণই নিত্যপ্রভু—এইরূপ সম্বন্ধযুক্ত হইয়া সকল বস্তুর দ্বারা কৃষ্ণের সেবা ও কৃষ্ণের প্রীতির জন্য ভোগ-ত্যাগ। ইহা ভক্তি।	সকল বস্তুকেই প্রাপঞ্চিক মনে করিয়া হরিসেবার উপকরণেরও সেইরূপ বুদ্ধি এবং ভগবানের নাম-রূপ-গুণ পরিকর-ধাম-লীলা প্রভৃতিকে মায়াময় মনে করা। ইহা সম্পূর্ণ অভক্তি।

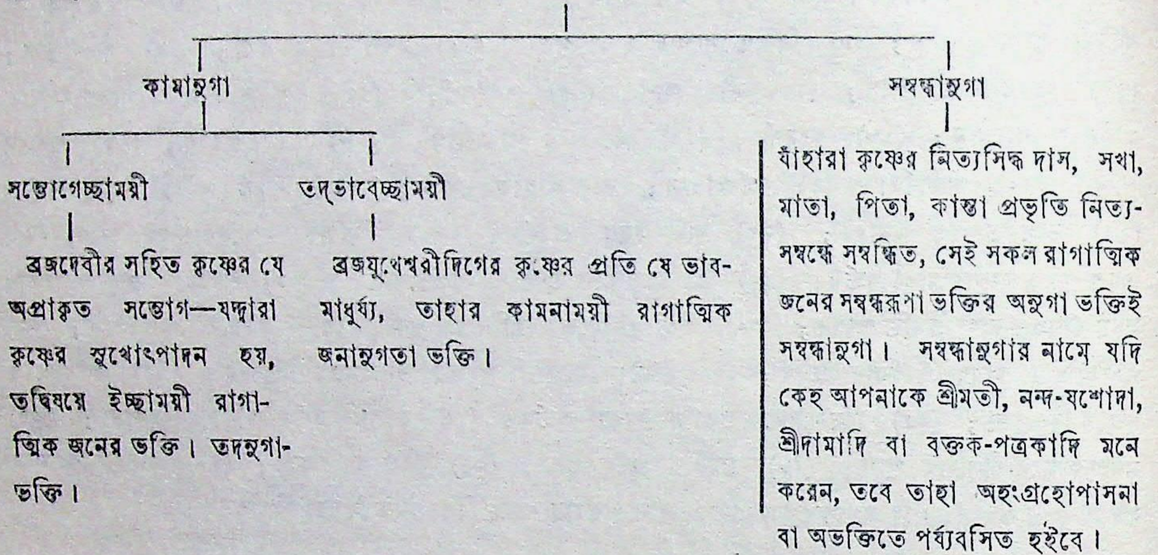
রাগাত্মিকা সাধ্যভক্তি

ইষ্ট-বিষয়ে যে স্বভাবিকী পরমাবিষ্টতা, তাহাই রাগ। তন্ময়ী যে কৃষ্ণভক্তি, তাহা রাগাত্মিকা ভক্তি। ইহা নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত ব্রজবাসী ও পুরবাসিগণেই প্রকাশিত।

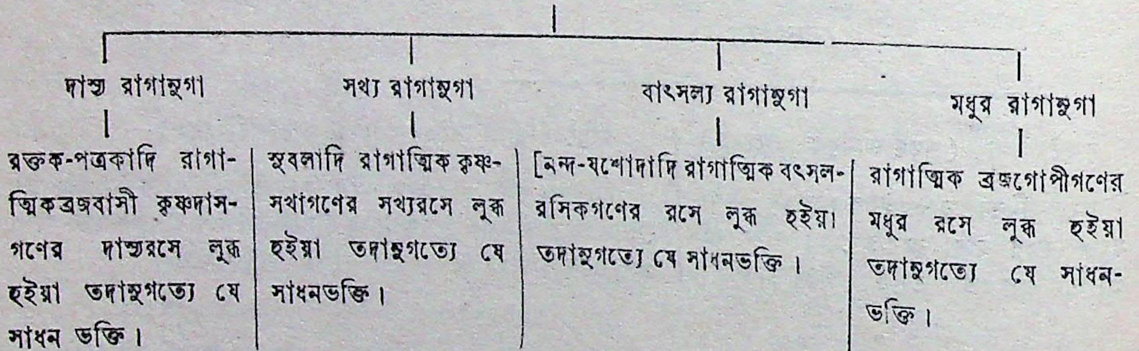
কামরূপা	সম্বন্ধরূপা
কৃষ্ণপ্রীতি বা কৃষ্ণের সুখ-সম্ভোগের জন্য অপ্রাকৃত ব্রজগোষ্ঠিগণের যে কৃষ্ণ-কামোন্মুখিনী বৃত্তি ; ইহা ব্রজ ব্যতীত অন্যত্র নাই ; মথুরায় কুব্জার কাম—কামপ্রায় মাত্র, উহা প্রকৃত কামরূপা ভক্তির উদাহরণ নহে।	"আমি কৃষ্ণের পিতা বা মাতা" ইত্যাদি সম্বন্ধের অভিমান হইতে নন্দ-যশোদাদির যে ভক্তি।

রাগানুগা সাধনভক্তি

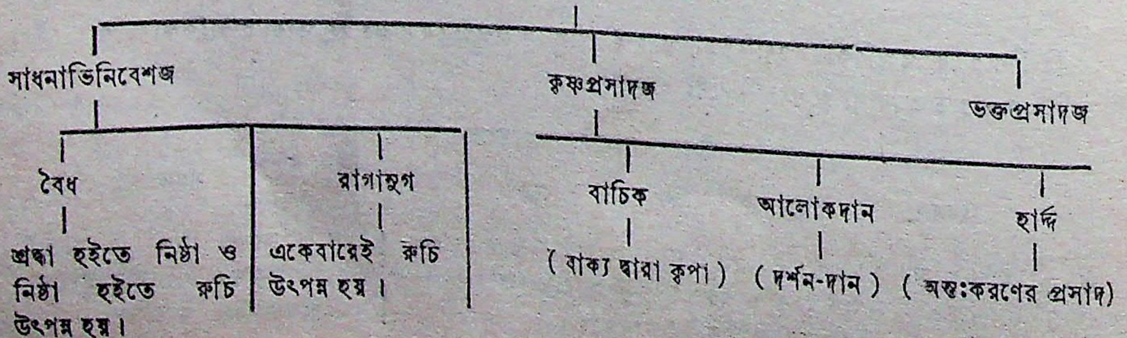
রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা। যাঁহাদের হৃদয় নির্গুণ, তাঁহাদের রাগাত্মিক ব্রজজনের বিভিন্ন প্রকারের কৃষ্ণ-সেবায় লোভ উৎপাদিত হইয়া যে ভক্তির উদয় হয়, তাহাই রাগানুগা ভক্তি। সুতরাং রাগাত্মিকা ভক্তি যত প্রকার, রাগানুগা ভক্তিও তত প্রকার।



রাগানুগা সাধনভক্তি



ভাব (স্থায়িভাব বা রতি)

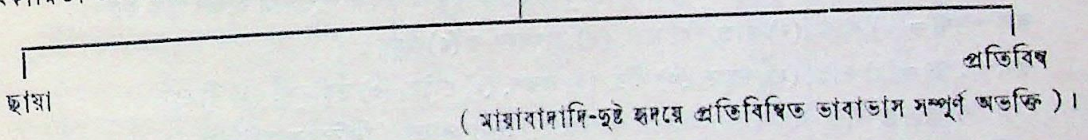


ভাবোদয়ের লক্ষণ

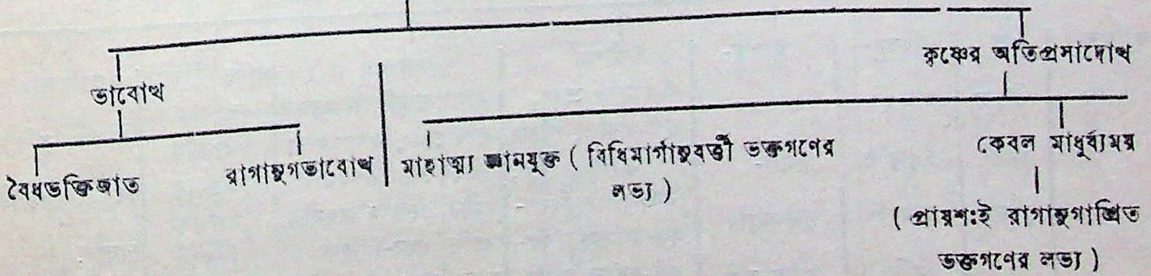
ক্ষান্তি	অব্যর্থকালত্ব	বিরক্তি	মানশূন্যতা	আশাবন্ধ	সমুৎকণ্ঠা	নাম-গানে সদা-রুচি	কৃষ্ণগুণ-বর্ণনে আসক্তি	কৃষ্ণভক্ত ও কৃষ্ণের বাসস্থানে বাসার্থ প্রীতি
(ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও অক্ষুব্ধাবস্থা) —পরীক্ষিৎ	(নিমেষকালও হরিভজন ব্যতীত ব্যর্থভাবে কর্ত্তন না করা)—ঠাকুর হরিদাস প্রভৃতি।	—রাজর্ষি ভরত	মহারাজ ভগীরথ	(অবশ্য কৃষ্ণ-কৃপা পাইব, —এইরূপ দৃঢ়-বিশ্বাসের সহিত ভজন)	(অভীষ্ট-লাভার্থ গুরুতর লোভ)			

রত্যাভাস

(ভোগ বা মোক্ষ-বাঞ্ছা গোপনে হৃদয়ে লুকাইয়া কর্ম্মী, জ্ঞানী যদি বাহ্যে ভাবের আকৃতি দেখান, তাহা অজ্ঞের চমৎকারিতা উৎপাদন করিলেও বস্তুতঃ ইহা রতি নহে, রত্যাভাস মাত্র।) ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৩।২০ ॥



প্রেম



প্রেমোদয়ের প্রায়িক ক্রম—(১) শ্রদ্ধা (২) সাধুসঙ্গ, (৩) ভজনক্রিয়া, (৪) অনর্থ-নিবৃত্তি (৫) নিষ্ঠা, (৬) রুচি, (৭) আসক্তি, (৮) ভাব (স্থায়িভাব), (৯) প্রেম।

ভাবভক্তি হইতে গাঢ়ত্বের ক্রম—ভাবভক্তি বা রতি, প্রেমভক্তি, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব।

সামগ্রী

বিভাব (রসের হেতু)	অনুভাব (কার্য্য)	সাত্ত্বিক (কার্য্যবিশেষ)	সঞ্চারী বা ব্যভিচারী (সহায়)
আলম্বন, উদ্দীপন আলম্বন — আশ্রয় (সেবক), বিষয় (সেব্য)	(১) নৃত্য, (২) বিলুণ্ঠিত, (৩) গীত, (৪) ক্রোশন, (৫) তনুমোটন, (৬) হুঙ্কার (৭) জৃম্ভন, (৮) শ্বাসবৃদ্ধি, (৯) লোকাপেক্ষাত্যাগ, (১০) লালাস্রাব, (১১) অট্টহাস (১২) উদ্ঘূর্ণা, (১৩) হিক্কা।	(১) স্তম্ভ, (২) স্বেদ, (৩) রোমাঞ্চ, (৪) স্বরভেদ, (৫) বেপথু(কম্প) (৬) বৈবর্ণ্য, (৭) অশ্রু, (৮) প্রলয়। স্নিগ্ধ, দিগ্ধ, রুক্ষ স্নিগ্ধ — মুখ্য, গৌণ ধূমায়িত জলিত দীপ্ত উদ্দীপ্ত সুদ্দীপ্ত	(১) নির্ব্বেদ, (২) বিষাদ (৩) দৈন্য, (৪) গ্লানি, (৫) শ্রম, (৬) মদ, (৭) গর্ব্ব, (৮) শঙ্কা (৯) ত্রাস, (১০) আবেগ (উদ্বেগ) (১১) উন্মাদ, (১২) অপস্মৃতি, (১৩) ব্যাধি, (১৪) মোহ, (১৫) মৃত্যু, (১৬) আলস্য, (১৭) জাড্য, (১৮) ব্রীড়া, (১৯) অবহিত্থা (ভাব-গোপন), (২০) স্মৃতি, (২১) বিতর্ক, (২২) চিন্তা, (২৩) মতি, (২৪) ধৃতি, (২৫) হর্ষ, (২৬) ঔৎসুক্য, (২৭) ঔগ্র্য, (২৮) অমর্ষ (২৯) অসূয়া, (৩০) চাপল্য, (৩১) নিদ্রা, (৩২) সুপ্তি, (৩৩) বোধ।

স্থায়িভাব বা রতিই রসের মূল। স্থায়িভাব রতির সহিত সামগ্রীর একত্র সম্মেলনে রসোৎপত্তি হয়।

রস—মুখ্য=(১) শান্ত, (২) দাস্য, (৩) সখ্য, (৪) বাৎসল্য ও (৫) মধুর।

রস—গৌণ=(১) হাস্য, (২) অদ্ভুত, (৩) বীর, (৪) করুণ, (৫) রৌদ্র, (৬) ভয়ানক, (৭) বীভৎস।

(১) **শান্তরতি**—(১) সমা (অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে) (২) সান্দ্রা (নির্ব্বিকল্প সমাধিতে)।

অধিকারী—বৈরাগ্যের দ্বারা বিষয় বর্জ্জন হইয়াছে, কিন্তু মুক্তিবাঞ্ছা দূর হয় নাই, এইরূপ তাপস-সকল।

(১) শান্তরস

স্থায়িভাব	গুণ	বিষয়-আলম্বন	আশ্রয়-আলম্বন	উদ্দীপন	অনুভাব	সাত্ত্বিকবিকার	সঞ্চারিভাব
শান্তি	শ্রীকৃষ্ণ-নিষ্ঠ-বুদ্ধিতা	চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি	সনক-সনন্দনাদি আত্মারাম-গণ	উপনিষৎ শ্রবণ, পুণ্য পর্ব্বত, পবিত্র সিদ্ধক্ষেত্র, গঙ্গা, নির্জ্জন বাস, বিষয়-ক্ষয়-কামনা, বিশ্ব-রূপ-দর্শনে আদর, জ্ঞানমিশ্র ভক্তগণের সংসর্গ ইত্যাদি।	নাসাগ্রে দৃষ্টি, অবধূতের ন্যায় চেষ্টা, নিরপেক্ষতা নির্ম্মমতা, নিরহঙ্কার, মৌন, ভগবদ্বিদ্বেষীর প্রতি দ্বেষ-রাহিত্য। জৃম্ভা, অঙ্গমোটন, ভক্তি-উপদেশ, স্তবাদি ক্রিয়া অনুভাব।	ভূপতন ব্যতীত স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক বিকার	নির্ব্বেদ, ধৃতি, হর্ষ, মতি, স্মৃতি, বিষাদ, ঔৎসুক্য, আবেগ, বিতর্ক ইত্যাদি।

(২) **দাস্যরস বা প্রীতিরস**—(১) অনুগ্রাহ্য পাত্র দাস্য, (২) **লাল্যত্ব দাস্য**।

প্রীতিরস (১) **সম্ভ্রম** (অনুগ্রাহ্য), (২) গৌরব (**লাল্য**)।

(২) সম্ভ্রম প্রীতিরস

স্থায়িভাব	গুণ	বিষয়ালম্বন	আশ্রয়ালম্বন				উদ্দীপন	অনুভাব	সাত্ত্বিক	সঞ্চারীভাব
দাস্য	সেবা	গোকুলে দ্বিভুজ কৃষ্ণ, অন্যত্র কোথাও দ্বিভুজ কোথাও চতুর্ভুজ	(১) অধিকৃত-দাস ব্রহ্মা-শিবাদি দেব-দেবী গণ।	(২) আশ্রিত কালিয় প্রভৃতি	(৩) পারিষদ উদ্ধব, দারুক, সাত্যকী প্রভৃতি	(৪) অনুগত	মুরলীধ্বনি, সহাস্যাবলোকন, গুণ-শ্রবণ প্রভৃতি।	নির্দিষ্ট স্বকার্য করণ, আজ্ঞা-প্রতিপালন, কৃষ্ণপ্রণত জনের প্রতি মৈত্রী নৃত্যাদি উদ্ভাস্বর, কৃষ্ণ-সুহৃদ্গণের প্রতি আদর অন্যত্র বিরাগ	স্তম্ভাদি সমস্ত সাত্ত্বিক ভাব	হর্ষ, গর্ব্ব, ধৃতি, নির্ব্বেদ বিষাদ, দৈন্য, চিন্তা প্রভৃতি।

(ক)	(খ)	(গ)	(ক)	(খ)
শরণাগত কালিয়, জরাসন্ধ ও বদ্ধ নৃপাদি।	জ্ঞানিচর শৌনকাদি ঋষি	সেবানিষ্ঠ চন্দ্রধ্বজ, ইক্ষাকু প্রভৃতি	পুরস্থিত, সুচন্দ্র, মণ্ডল, স্তম্ভ, প্রভৃতি	ব্রজস্থিত রক্তক, পত্রকাদি

এই সম্ভ্রম-প্রীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া প্রেম, স্নেহ, রাগাবস্থা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়।

গৌরব প্রীতিরস

স্থায়িভাব	গুণ	বিষয়ালম্বন	আশ্রয়ালম্বন লাল্যবর্গ		উদ্দীপন	অনুভাব	সাত্ত্বিক	ব্যভিচারী
গৌরব-প্রীতিই এই রসের স্থায়ি ভাব	সেবা	মহাগুরু, মহা-কীর্তি, মহাবুদ্ধি, মহাবল, রক্ষক ও পালকরূপে শ্রীকৃষ্ণ	কনিষ্ঠলাল্য সারণ, গদ প্রভৃতি	পুত্রাভিমানী প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, প্রভৃতি	কৃষ্ণের বাৎসল্য ও ঈষদ্ হাস্যাদি	নীচাসনে উপবেশন, গুরু-পথের অনুগমন, স্বেচ্ছাচারের পরিত্যাগ	পূর্ব্ববৎ	পূর্ব্ববৎ

(৩) সখ্যরস বা প্রেয়োভক্তিরস

স্থায়িভাব	গুণ	বিষয়ালম্বন	আশ্রয়ালম্বন (কৃষ্ণবয়স্যগণ) — পুরসম্বন্ধী	আশ্রয়ালম্বন (কৃষ্ণবয়স্যগণ) — ব্রজসম্বন্ধী	উদ্দীপক	অনুভাব	সাত্ত্বিক	সঞ্চারী
(প্রায় সমান পরস্পর দুই জনের যে সম্ভ্রমশূন্য বিশ্রম্ভাত্মিকা রতি)	(সম্ভ্রম-রাহিত্য)	(দ্বিভুজ মুরলী-ধর ব্রজেন্দ্র-নন্দন)	(অর্জুন, ভীমসেন, দ্রৌপদী শ্রীদামবিপ্র)	(১) সুহৃদ্ (সুভদ্র, বলভদ্র, মণ্ডলীভদ্রাদি) (২) সখা (দেবপ্রস্থ, কুসুমাপীড় প্রভৃতি) (৩) প্রিয়সখা (শ্রীদাম, সুদাম, স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি।) (৪) প্রিয়নর্ম্ম সখা (সুবল, উজ্জ্বল প্রভৃতি।)	(কৃষ্ণ বয়স, রূপ, শৃঙ্গ, বেণু, পরিহাস, পরাক্রম প্রভৃতি) গোষ্ঠে—কৌমার ও পৌগণ্ড, পুরে ও গোকুলে কৈশোর	(বাহুযুদ্ধ, কন্দুক-ক্রীড়া, দ্যূত-ক্রীড়া, আসন ও দোলা, জল-বিহার, বানরা-দির সহিত খেলা, নৃত্য-গানাদি)	দাস্যের ন্যায়, —কিছু অধিক)	(দাস্য হইতে কিছু অধিক)

সখ্যরতি প্রেম, স্নেহ, রাগকে ক্রোড়ীভূত করিয়া প্রণয় পর্য্যন্ত বর্দ্ধিতা হয়।

(৪) বৎসল রস

স্থায়িভাব	গুণ	বিষয়ালম্বন	আশ্রয়ালম্বন	উদ্দীপন	অনুভাব	সাত্ত্বিক	সঞ্চারী
(বাৎসল্য)	(স্নেহ)	(নন্দনন্দন কৃষ্ণ)	(কৃষ্ণের গুরু-বর্গ, ব্রজরাজ্ঞী, ব্রজেশ্বর, রোহিণী, মান্য-গোপীগণ, দেবকী, কুন্তী, বসুদেব, সান্দীপণি)	কৌমারাদি বয়স, রূপ, বেশ, চাপল, হাস্য প্রভৃতি)	(মস্তক-আঘ্রাণ-গ্রহণ, আশীর্ব্বাদ, আজ্ঞাদান, লালন, প্রতিপালন, হিতোপদেশ-দান, চুম্বন, আলিঙ্গন, তিরস্কার প্রভৃতি)	(স্তম্ভাদি আট-প্রকার ও স্তনদুগ্ধস্রাব —এই৯ টি)	(বাৎসল্য-রসের সমস্ত ভাব ও তৎসহ অপস্মার)

(৫) মধুর রস

স্থায়িভাব	গুণ	বিষয়ালম্বন	আশ্রয়ালম্বন	উদ্দীপন	অনুভাব	সাত্ত্বিক	সঞ্চারী
(মধুর ভক্তের প্রিয়তা)	(অঙ্গসঙ্গদান-সুখ)	(অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্যশালী নাগর শ্রীকৃষ্ণ)	(ব্রজগোপীগণ তন্মধ্যে শ্রীরাধাই শ্রেষ্ঠা)	(মুরলীধ্বনি ইত্যাদি)	(নয়নকোণে নিরীক্ষণ ও হাস্য প্রভৃতি)	(সমস্ত সাত্ত্বিক ভাবই এ রসে সুদীপ্ত)	(আলস্য ও ঔগ্র্য ব্যতীত অন্য সকল ব্যভিচারী ভাব এ রসে দৃষ্ট হয়)

রসের পরস্পর শত্রুতা, নিরপেক্ষতা ও মিত্রতা

রসের নাম	শত্রু	তটস্থ বা নিরপেক্ষ	মিত্র	মন্তব্য
১। শান্তরস	মধুর, যুদ্ধবীর, রৌদ্র ও ভয়ানক রস		দাস্য, বীভৎস, ধর্ম্মবীর ও অদ্ভুত রস	
২। দাস্যরস	মধুর, যুদ্ধবীর ও রৌদ্র		বীভৎস, শান্ত, ধর্ম্মবীর ও দানবীর	
৩। সখ্যরস	বৎসল, বীভৎস, রৌদ্র ও ভয়ানক	কোন কোনও মতে সখ্য ও বাৎসল্য তটস্থ অর্থাৎ মৈত্রী ও বৈর উভয় বর্জ্জিত	মধুর, হাস্য ও যুদ্ধবীর	
৪। বৎসলরস	মধুর, যুদ্ধবীর, দাস্য ও রৌদ্র		হাস্য, করুণ ও ভয়-ভেদক	
৫। মধুর রস	বৎসল, বীভৎস, শান্ত, রৌদ্র ও ভয়ানক		হাস্য ও সখ্য	
৬। হাস্যরস	করুণ ও ভয়ানক		বীভৎস, মধুর ও বৎসল	অদ্ভুতরস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—পঞ্চ-রসেরই মিত্র
৭। অদ্ভুত রস	হাস্য, সখ্য, দাস্য, রৌদ্র ও বীভৎস		বীর, শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য ও মধুর	
৮। বীর রস	ভয়ানক, শান্ত (কোনও মতে)		অদ্ভুত	
৯। করুণ রস	বীর, হাস্য, শৃঙ্গার ও অদ্ভুত		রৌদ্র ও বৎসল	
১০। রৌদ্ররস	হাস্য, শৃঙ্গার, ভয়ানক		করুণ ও বীর	
১১। ভয়ানক রস	বীর, শৃঙ্গার, হাস্য ও রৌদ্র		বীভৎস ও করুণ	
১২। বীভৎস রস	শৃঙ্গার, ও সখ্য		শান্ত, হাস্য ও দাস্য	

রস-মিশ্রণ—বলদেবাদির সখ্য, বাৎসল্য ও দাস্য—তিনটি মিশ্রিত। যুধিষ্ঠিরে বাৎসল্য ও সখ্য, ভীমসেনের সখ্য ও বাৎসল্য, অর্জ্জুনের সখ্য ও দাস্য. নকুল ও সহদেবের দাস্য ও সখ্য ; উদ্ধবের দাস্য ও সখ্য, অক্রুর ওউগ্রসেনাদির দাস্য ও বাৎসল্য, অনিরুদ্ধাদির দাস্য ও সখ্য।

রসের অঙ্গাঙ্গী—অঙ্গী যথা,—মুখ্য বা গৌণ যে রস অন্য রসকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ মান হয়।

অঙ্গ—যে রস অঙ্গী রসের পুষ্টি করে।

মন্তব্য—যদি অঙ্গী রসে অঙ্গ রস অধিক আস্বাদের হেতু হয়, তবেই সে অঙ্গ, নতুবা তাহার মিলন বিফল রসের সহিত শত্রুরস মিলিলে সুমিষ্ট পানীয় দ্রব্যে ক্ষার অম্লাদির সংযোগের ন্যায় বিরসতা উৎপাদন করে। এরূপ রস-বিরোধই "রসাভাস"। তবে কোন কোন স্থলে অচিন্ত্যমহাশক্তিযুক্ত মহাপুরুষ-শিরোমণিতে বিরুদ্ধ রস-সমূহের সমাবেশ আস্বাদন-চমৎকারিতার জন্যই হইয়া থাকে। অধিরূঢ় মহাভাবে বিরুদ্ধভাব সকলের মিলন হইলে বিরোধ উপস্থিত হয় না।

রসাভাস—পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন রস-দ্বয়ের যোগে রসাভাস হয়। রস অঙ্গহীন হইলে রসাভাস বলা যায়। রসাভাস—উপরস, অনুরস ও অপরস ভেদে ত্রিবিধা। তন্মধ্যে **উপরস** (উত্তম)—স্থায়িবিরূপতা, বিভাববিরূপতা, অনুভাব-বিরূপতা উপরসের হেতু। **অনুরস** (মধ্যম)—কৃষ্ণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ-বর্জ্জিত হাস্যাদি রস-সমূহ অনুরস হয়। **অপরস** (কনিষ্ঠ)—কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণের বিপক্ষেরা যদি হাস্যাদির বিষয় ও আশ্রয়তা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তখন অপরস হয়।

শান্ত রসাভাস—শ্রীকৃষ্ণে যদি ব্রহ্ম হইতে চমৎকারাধিক্য দৃষ্ট না হয়।

দাস্যরসাভাস—শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে যদি তাঁহার কোন দাসের অতিশয় ধৃষ্টতা প্রকাশ পায়।

সখ্যরসাভাস—সখা-দ্বয়ের মধ্যে একের সখ্যভাব ও অপরের দাস্যভাব হইলে।

বাৎসল্যরসাভাস—পুত্রাদির বলাধিক্য-বোধে লালনাদি না করিলে।

মধুর রসাভাস—নায়ক-নায়িকার মধ্যে একের রমণেচ্ছা, অন্যের তাহা না থাকিলে।

গৌণ রসাভাস—হাস্যাদি গৌণ রস-সমূহ যদি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-বর্জ্জিত হয়।

অতিরসাভাস—হাস্যাদি যদি শ্রীকৃষ্ণের শত্রুবর্গে হয়।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু অভিধেয়গ্রন্থ। অভিধেয় সম্বন্ধ ও প্রয়োজনের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট। অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীরাধাপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে অদ্বিতীয় সম্বন্ধরূপে প্রতিপাদন করিয়া অভিধেয়ের বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনের বর্ণন এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুরই পরিশিষ্টরূপে "উজ্জ্বলনীলমণি" গ্রন্থে প্রয়োজন-তত্ত্বের সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ প্রত্যেক অকৃত্রিম ভগবদ্ভক্তের নিত্যপাঠ্য ও নিত্যসঙ্গী। ইহা অকৃত্রিম ও মিছা-ভক্ত পরীক্ষার অদ্বিতীয় কষ্টিপাথর। ইহাতে "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং' এই প্রারম্ভিক শ্লোকেই তথাকথিত সমন্বয়-বাদের বহুরূপিণী প্রচ্ছন্ননাস্তিকতার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তির মস্তকে লগুড়াঘাত করিয়া একান্ত বাস্তবসত্যপথের অতিমর্ত্ত্য আলোকস্তম্ভ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাই যাহারা দুনিয়ার হাটে বাজারে 'ধার্ম্মিক' বা 'তত্ত্ববিদ্' প্রভৃতি নামে প্রচলিত, তাহারা রসামৃতসিন্ধুর ঐ দ্বারোদ্ঘাটক শ্লোককে আদর করিতে না পরিয়া গ্রন্থের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুকৃত উপদেশামৃত

অভিধেয়রসাচার্য্য শ্রীশ্রীলরূপগোস্বামিপ্রভু জীব জগতের প্রতি অহৈতুক কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীরূপানুগ ভজন বিষয়ে ১১টী শ্লোকে সঙ্ক্ষেপে যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, শুদ্ধভজনপ্রয়াসীর অত্যাবশ্যকীয়তা বোধে তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

১। প্রথম শ্লোকে শোকামর্ষাদি বিবিধ ভাবে আক্রান্ত মানস ব্যক্তিগণের চিত্তে শ্রীমুকুন্দের স্ফূর্ত্তি সম্ভাবনা কি প্রকারে হইতে পারে, তাহা শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি প্রতিবন্ধক বিষয়গুলি শিক্ষা মানসে এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। যথা—যে ধীর মানব বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ—এই ছয় বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হ'ন, তিনি এই সমগ্র পৃথিবীকেও শাসন করিতে পারেন।

২। দ্বিতীয় শ্লোকেও কেবল প্রাতিকূল্য বর্জ্জনের কথা। যথা—কোন বস্তুর অধিক সংগ্রহ ও সঞ্চয়, প্রাকৃত

বিষয়ে অধিক পরিশ্রম বা চেষ্টা, বৃথা বাক্যব্যয়, নিয়মের প্রতি অত্যাধিক আদর ও অপালন, কৃষ্ণভক্তিবিমুখ লোকের সঙ্গ এবং চিত্তের চঞ্চলতা বা অব্যবস্থিত ভাব—অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য—এই ছয় দোষে ভক্তি-প্রবৃত্তি নষ্ট হয়।

৩। তৃতীয় শ্লোকে জীবন যাত্রা-নির্ব্বাহ ও ভক্তির অনুশীলন—এই দুইটাই ভক্তের আবশ্যক। শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে ভক্তি-অনুশীলনের অনুকূল-ক্রিয়ার ব্যবস্থা, শেষার্দ্ধে ভক্তজীবনের ব্যবস্থা। যথা—ভক্তিসাধনে উৎসাহ, দৃঢ়-বিশ্বাস বা সঙ্কল্প, ধৈর্য্য, বিবিধ ভক্ত্যনুকুল-কর্ম্মের অনুষ্ঠান, আসক্তি ও অসৎসঙ্গত্যাগ এবং সাধুর বৃত্তি অর্থাৎ সদাচারের অবলম্বন—এই ছয়টির দ্বারা ভক্তি বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়।

৪। চতুর্থ শ্লোকে ভক্তি পোষক সংপ্রীতি কার্য্যরূপ তটস্থ লক্ষণ বলিতেছেন। যথা—পরস্পর দান ও গ্রহণ, গোপন-বিষয়ের কথন ও জিজ্ঞাসা, আহার ও আহার্য্য-প্রদান—এইরূপে প্রীতির লক্ষণ ছয় প্রকারই হয়।

৫। পঞ্চম শ্লোকে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি উপদেশ করিতেছেন। যথা—যাঁহার মুখে হে কৃষ্ণ!—এই কথা শুনা যায়, মধ্যম অধিকারী তাঁহাকে মনে মনে আদর করিবেন। যদি শ্রীসদ্গুরুপাদপদ্ম হইতে দীক্ষা-প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তবে তাদৃশ শ্রীভগবদ্ভজনকারীকে যদ্রূপ মনে মনে, তদ্রূপ প্রণতিদ্বারাও আদর করিবেন। অথবা—যাহার মুখে 'কৃষ্ণ' এই-নাম শুনা যায়, তাঁহার যদি শ্রীসদ্গুরু-পাদপদ্ম হইতে দীক্ষা হইয়া থাকে, তাহা হইলে (মধ্যম অধিকারী) তাঁহাকে মনে মনে আদর করিবেন। বাস্তব-ভগবদ্ভজনে প্রবিষ্ট অধিকারী ব্যক্তিকে (কেবল মনে মনে নহে) প্রণতি-দ্বারাও আদর বা সম্মান করিবেন। অনন্য অর্থাৎ একান্তী বা কৃষ্ণেতর-প্রতীতি-রহিত, অতএব, অপরের নিন্দাদি হইতে মুক্তহৃদয় অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমদর্শন, শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-বিজ্ঞ মহাভাগবতকে অভীষ্ট-সঙ্গ জানিয়া শুশ্রূষা অর্থাৎ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা সহকারে সমাদর করিবেন।

৬। ষষ্ঠশ্লোকে এই জগতে অবস্থিত শুদ্ধভক্তের স্বভাবে ও দেহে আপাত দৃষ্ট দোষসমূহের নিমিত্ত সেই শুদ্ধ-ভক্তের প্রাকৃত-ভাব দর্শন করা (অর্থাৎ তাঁহাতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করা) কাহারও উচিত নহে। জলের ধর্ম্ম—বুদ্‌বুদ, ফেন ও পঙ্কের বিদ্যমানতা-হেতু গঙ্গাজলের দ্রবীভূত ব্রহ্মবস্তুত্ব কখনও লোপ পায় না।

৭। তৃতীয় শ্লোকে যে-সমস্ত ভক্তিপোষক গুণাদি বর্ণিত হইয়াছে, তৎ-সহকারে সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত কৃষ্ণ-নামাদি-অনুশীলনের প্রণালী এই সপ্তম শ্লোকে বলিতেছেন। যথা—অহো! শ্রীকৃষ্ণের নাম-চরিত-প্রভৃতি-রূপ মিছরিও অবিদ্যারূপ পিত্তের দ্বারা অতিশয়-তপ্ত জিহ্বার রুচিকরী হইতে পারে না। কিন্তু, তাহাই (শ্রীকৃষ্ণনামাদি) প্রত্যহ শ্রদ্ধা বা অপ্রাকৃত-বুদ্ধির সহিত সেবিত হইলে, নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে স্বাদু হইয়া সেই রোগমূল-বিনাশক হইয়া থাকেন।

৮। অষ্টম শ্লোকে ভজন-প্রণালী ও স্থানের ব্যবস্থা। যথা—অজাতরুচি সাধক অন্য-রুচিপর রসনা ও অন্যা-ভিলাষী মনকে সাধুশাস্ত্রোপদিষ্ট ক্রম-পন্থানুসারে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কীর্ত্তন ও স্মরণাদিতে সুষ্ঠুভাবে নিযুক্ত করিয়া জাতরুচি-ক্রমে ব্রজে বাস করিয়া ব্রজবাসানুরাগি-জনের অনুগত হইয়া নিখিল কাল যাপন করিবে—ইহাই উপদেশ-সার।

৯। নবম শ্লোকে ভজনস্থান-মধ্যে শ্রীরাধাকুণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব। মথুরাপুরী শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার প্রকাশ-হেতু (অজ নারায়ণের ধাম) বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ; তাহা হইতেও শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা-নিবন্ধন শ্রেষ্ঠ; তাহা হইতেও গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন উদারপানির (শ্রীকৃষ্ণের) রমণ বা কেলিবশতঃ শ্রেষ্ঠ; এই গোবর্দ্ধন-প্রদেশেও শ্রীরাধা-কুণ্ড শ্রীগোকুলপতির [illegible]মামৃতের পরিপুর্ণ-প্লাবন হেতু শ্রেষ্ঠ। (অতএব) কোন্ ভজন-বিচার-নিপুণ জন শ্রীগোবর্দ্ধন-তটে বিরাজমান এই শ্রীকুণ্ডের সেবা না করিবেন?

১০। জগতে যত-প্রকার সাধক আছে, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীরাধাকুণ্ডতটবাসী ভজনকারী শ্রেষ্ঠ ও কৃষ্ণপ্রিয়;

তাহা এই দশম শ্লোকে দেখাইতেছেন। যথা—সত্ত্বগুণী কর্ম্মিগণ (কেবল কর্ম্মনিষ্ঠ) অপেক্ষা গুণত্রয়বর্জ্জিত চিদনুসন্ধানকারী জ্ঞানিগণ (শ্রীভগবানের ব্রহ্মাখ্য সামান্যাবির্ভাবসাম্মুখ্যাৎ) শ্রীকৃষ্ণের সমধিক প্রিয়রূপে প্রকাশ-প্রাপ্ত। তাদৃশ জ্ঞানিগণ অপেক্ষা জ্ঞানবিমুক্ত একান্ত ভক্ত বা অপ্রাকৃত শুদ্ধভক্তগণ (শ্রীসনকাদি), তাদৃশ শুদ্ধভক্তগণ অপেক্ষা একান্ত প্রেমনিষ্ঠ (শ্রীনারদাদি), তদপেক্ষা গোপসুন্দরীগণ, তদপেক্ষাও সেই শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সমধিক প্রিয়ারূপে প্রসিদ্ধা। শ্রীরাধার এইসরোবর শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীরাধার তুল্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। অতএব, কোন্ সুকৃতিমান্ জন সেই শ্রীরাধাকুণ্ড আশ্রয় না করিবেন ?

১১। শ্রীরাধাকুণ্ডের স্বাভাবিক মাহাত্ম্য-বর্ণন-দ্বারা সাধকের চিত্তে দৃঢ়তা উৎপন্ন করিতে একাদশ শ্লোকের অবতারণা। যথা—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সকল-প্রেয়সী অপেক্ষাও অধিকতর প্রেমপাত্র। শ্রীরাধাকুণ্ডও সর্ব্বতোভাবে সেইরূপই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম প্রীতিপাত্র—ইহা মুনিগণ শাস্ত্রে নির্দেশ করিয়াছেন। অন্যান্য ভক্তিসেবিগণের (সাধক-ভক্তগণের) কথা আর কি বলিব—শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠগণের পক্ষেও যে প্রেম অতি দুর্ল্লভ, এই শ্রীকুণ্ড একবারমাত্র স্নানকারীর হৃদয়েও সেই প্রেম প্রকট করিয়া দেন। সুতরাং, শ্রীরাধাকুণ্ডই সমস্ত ভজনপরায়ণদিগের বাসযোগ্য স্থান। অপ্রাকৃত ব্রজে অপ্রাকৃত জীব, অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ করিয়া, শ্রীরাধাকুণ্ডে স্বীয় গুরুরূপা সখীর কুঞ্জে পাল্যদাসী-ভাবে অবস্থিতি করত বাহে নিরন্তর নামাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীয়-সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্য্যা করাই শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রিত ব্যক্তির ভজন-চাতুরী। ইতি—উপদেশামৃত সমাপ্ত।

অষ্টম বিলাস

শ্রীজীবপ্রভুর শ্রীভক্তিসন্দর্ভের প্রতিপাদ্য বিষয়

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত শ্রীভক্তিসন্দর্ভের পুঁথির প্রত্যেক পৃষ্ঠায় পার্শ্ব-টীকারূপে শ্রীভক্তিসন্দর্ভের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ সংক্ষেপে যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।) বন্ধনীর মধ্যে "শ্রীভক্তিসন্দর্ভে"র (শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সংস্করণ) অনুচ্ছেদ-সংখ্যা প্রদত্ত হইল।

(১ অনুঃ) গ্রন্থসূচনা, অভিধেয় ও প্রয়োজনের উপদেশের আবশ্যকতা—(১-২) গুর্ব্বাশ্রয় ও গুরুপ্রতিষ্ঠা, হরিই সেব্য—(৩) সাক্ষাৎ ভক্তিদ্বারা ভজনা করিবে, জ্ঞান-কর্ম্মদ্বারা ভক্তিকে আবৃত করিবে না—(৪-৫) ভক্তির স্বরূপ-ব্যাখ্যা, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সুতরাং তদনুগামিতা—(৬) অপবর্গশব্দার্থ ভক্তি, পঞ্চমস্কন্ধ-প্রমাণ—(৬-৭) ভক্তিকর্ত্তৃক তত্ত্বের সাক্ষাৎকার—(৭-৯) ভক্তির দৌর্ল্লভ্য ; নিদিধ্যাসন, দর্শন ইত্যাদি শ্রুত্যুক্তি—(১০-১১) ভক্তিলাভের উপায়, প্রকারের বিবরণ—(১২-১৬) ভক্ত্যধিকারী হইলে স্বভাব-পরিবর্ত্তন—(১৭-১৮) কর্ম্মবিশেষরূপ অন্যদেবভজন নিষেধ—(১৮-২০) অন্যদেবতা-ভজন-নিষেধ হইলেও তাঁহাদের নিন্দা করিবে না—(২১-২২) বাসুদেবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ও কর্ত্তৃত্ব—(২৩-২৪) জ্ঞানকর্ম্ম যদি ভক্তির আনুকুল্য না করে, তবে বৃথা—(২৫-২৬) ভক্তিই অভিধেয়বস্তু—(২৭-২৮) বিরাড়ন্তর্য্যামী শ্রীনারায়ণের উপাস্যতা—(২৯-৩) নারায়ণে ভক্তিদ্বারা বাসুদেবভক্তির উৎপন্ন—(৩১-৩৩) অন্যদেব-পূজাকালে বৈষ্ণব-সংসর্গে ভক্তির উদয়ই তাহার শ্রেয়ঃফল—(৩৪-৩৯) হরিভক্তি বিনা জীবন ও দেহের বৃথাত্ব—(৪০-৪১) ভক্তির সহিত জীবন ও বাক্যাদির সাফল্য—(৪২-৪৪) জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির সহজতা ও মাহাত্ম্য—(৪৫-৪৮) জ্ঞানী যাহা পাইতে ইচ্ছা করেন, ভক্ত তাহা অনায়াসে পান—(৪৯-৫০) স্বধর্ম্মাগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিযোগ কর্ত্তব্য, তত্র নারদ-বাক্য—(৫১) হরিভজন স্বধর্ম্মাচরণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—(৫২-৫৪) মানবজন্মে হরিভজনই কর্ত্তব্য—(৫৫—৫৭) ব্যবধানান্তর রতির

কর্ত্তব্যতা—(৫৭) শ্রীভগবানের ধর্ম্মমূলতা ; মনুবাক্য-বিচার—(৫৮) শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই ভাগবতধর্ম্ম—(৫৯-৬০) ভক্তির
তন্মাত্রতা ও অব্যভিচারিতা—(৬১-৬২) শাস্ত্রের পরোক্ষবাদতা-বিচার—(৬২) কর্ম্মত্যাগের অধিকারি-নিরূপণ ;
নিঃসঙ্গ—(৬২-৬৩) কর্ম্মফলের অভাব-বিচার—(৬৪-৬৫) অভজনের ফল, কালানুগত ভজন—(৬৬-৬৭) শাস্ত্রজ্ঞানের
ফল-নিরূপণ—(৬৮-৬৯) ভক্তিহীন বৈদিক বাক্যও গ্রাহ্য নহে ; প্রভুবাক্য—(৭০-৭১) জ্ঞানমিশ্রা ও শুদ্ধা ভক্তির
উপদেশ—(৭২-৭৪) ভক্তিসম্বলিত আচার-নিরূপণ—(৭৫-৭৮) ভক্তিই মুখ্য সাধন, অন্যান্য সাধন তদঙ্গ-মাত্র ; ভক্তি-
নির্গুণ—(৭৯-৮২) জ্ঞানই ভক্তির অবান্তর ব্যাপার—(৮৩) ভক্তির উপকরণস্বরূপ অন্যান্যাঙ্গ স্বীকার করা যায়—
(৮৪-৮৫) লীলা-কথাশ্রবণ-প্রাধান্য—(৮৫) পরীক্ষিতের ভক্তি নিষ্ঠামাত্র—(৮৫) "শ্রবণ-কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য"—(৮৬-৯০)
তদ্বিষয়ে সূতোপদেশ—(৯১-৯৩) নামগ্রহণের মাহাত্ম্য—(৯৪) বর্ণাশ্রমের উদ্দেশ্য ভগবদ্ভক্তি—(৯৫-৯৬) জ্ঞানও ভক্তির
অন্তর্ভুক্ত—(৯৭) সকল সাধন ভক্তির বশ, কিন্তু ভক্তি স্বাধীন—(৯৮) ভক্তি সুলভ কিন্তু মহাফলদাতা, কিন্তু কর্ম্ম বহু
আয়াসেই তুচ্ছ ফল দেয়—(৯৯) ভক্তি ব্যতিরেকে জাত্যাদি অহঙ্কার মিথ্যা—(১০০) ভক্তিসত্ত্বে জাতিদোষ অকর্ম্মণ্য
—(১০১-১০৩) জ্ঞানপথের কষ্টকল্পতা—(১০৪) জ্ঞানও ভক্তিসাপেক্ষ—(১০৫) অনন্যভক্তি অন্যদেবনিষেধিকা—(১০৫)
সমভক্ত ও শুদ্ধবৈষ্ণবের ভেদ—(১০৫) মহাদেবকে বৈষ্ণবজ্ঞানে পূজিবেক অথবা মহাদেবে অধিষ্ঠিত ভগবান্‌কে পূজা
করিবেক—(১০৫) শিবাদি-পূজাদ্বারা ক্রমে বৈষ্ণবত্বপ্রাপ্তি, কিন্তু স্বতন্ত্র পূজাদি নিষেধ—(১০৫) ভগবদ্বিভূতিরূপে
অন্যদেবপূজা প্রসিদ্ধ—(১০৫) অন্য দেবতার অবজ্ঞা করিবে না—(১০৫) অন্য জীবের প্রতি অবজ্ঞা করিলে ভগবানের
অবজ্ঞা হয়—(১০৫) জীবাবজ্ঞার অপরাধ—(১০৫) সর্ব্বজীবে ভ্রাতৃবোধ, তৎপ্রকার—(১০৫) বৈষ্ণবদিগের পক্ষে সমদর্শনের
প্রকার—(১০৫-১০৬) ভূতানুকম্পার সহিত ভগবদর্চ্চন প্রসিদ্ধ—(১০৭—১০৮) অভক্তের অনাদর-বাক্য যোগ্য—(১০৯)
ভক্তি-বিরোধিমতপ্রকাশক মুনিদিগেরও অনাদার—(১১০) ভগবদ্ভক্তি সর্ব্বজন-সম্বন্ধে নিত্য—(১১১-১১২) নিত্যত্ব-
প্রযুক্ত ভগবদ্ভক্তির অভিধেয়ত্ব সিদ্ধ হইল—(১১৩) উপক্রমোপসংহার প্রভৃতি ষট্‌লিঙ্গদ্বারা ভক্তির অভিধেয়ত্ব স্থির—
(১১৪) চতুঃশ্লোকীতে ভক্তির অভিধেয়ত্ব—(১১৪) ভক্তির অভিধেয়ত্ব সার্ব্বত্রিক—(১১৪) ভক্তির অভিধেয়ত্ব সার্ব্বকালিক
—(১১৪) পূর্ব্ব বিচারের ব্যতিরেকোদাহরণ—(১১৫-১১৬) ভক্তিই রহস্যাঙ্গ, কর্ম্ম-জ্ঞানাদি নহে—(১১৭-১১৯) ভক্তির
সহিত কর্ম্ম ও জ্ঞান মিশ্রণপূর্ব্বক শাস্ত্রকথনের তাৎপর্য্য—(১২০-২২১) ভক্তির অশুচিঘ্নত্ব ও বিঘ্নবিনাশকত্ব—(১২২-১২৩)
দুষ্ট-জীবাদির ভয়-নিবারক ভক্তি—(১২৪-১২৬) ভক্তির অপ্রারব্ধ-পাপঘ্নত্ব—(১২৭-১২৮) ভক্তির প্রারব্ধহারিত্ব কচিৎ—
(১২৯) ভক্তির পাপবাসনাহারিত্ব—(১৩০-১৩২) ভক্তির অবিদ্যাহরত্ব, সর্ব্বপ্রীণনহেতুত্ব ও জ্ঞানবৈরাগ্যাদিগুণহেতুত্ব—
(১৩২) কর্ম্মজ্ঞানসকলের সগুণত্ব দর্শিত—(১৩৩-১৩৪) ভক্তির নির্গুণত্ব—(১৩৪) "ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বিবিধতা"—(১৩৫) ভক্তিরূপ
জ্ঞান ও ক্রিয়ার নির্গুণত্ব, কিন্তু ভক্ত্যভাবে তাহাদের সগুণত্ব—(১৩৬-১৩৭) বাসাদি ক্রিয়ার ভক্তিসংযোগে নির্গুণত্ব,
দ্রব্যের নির্গুণত্ব নহে—(১৩৮-১৪০) "ভক্তির স্বয়ংপ্রকাশত্ব ও পরমসুখরূপত্ব"—(১৪১-১৪২) নিরতিশয়ানন্দ ভগবানের
ভক্তির দ্বারা কিরূপ প্রীতি সম্ভব, তদ্বিচার—(১৪৩-১৪৪) ভক্তিযুক্ত ক্ষুদ্র বস্তুতেও ভগবৎপরিতোষ—(১৪৫-১৪৬)
ভক্তি ভগবদনুভাবিকা ও ভগবৎপ্রাপিকা—(১৪৭) মনেরও অগোচর ফলদানে ভক্তির ক্রিয়া—(১৪৭) সাধনভক্তির
মাহাত্ম্য—(১৪৮) ঐ কথা পুনরায় যমদূতোপদেশে—(১৪৯) সকৃদ্ভজনে সর্ব্বফলপ্রাপ্তি—(১৪৯) ভক্তির পরগতিপ্রাপকত্ব
—(১৫০-১৫১) জীবের গর্ভাবস্থায় হরিস্তবের মীমাংসা—(১৫১) পরগতিপ্রাপ্তিতে ভক্তির পরম্পরা-কারণত্ব—(১৫২-
১৫৩) ভক্ত্যাভাস ও অপরাধও কখন কখন মঙ্গলদায়ক হয়—(১৫৩) নামার্থবাদে অপরাধ—(১৫৩) সকল ব্যক্তির ভজনে
ফল না হওয়ার কারণ—(১৫৩) অপরাধ ক্ষয়ের জন্য ভজনের আবৃত্তি-বিধান—(১৫৩) সিদ্ধ ব্যক্তির আবৃত্তির প্রয়োজন
—(১৫৪-১৫৬) কুটিল লোকের ভগবানে বিশ্বাস হয় না—(১৫৭-১৫৮) সামান্য প্রারব্ধকর্ম্ম ভগবদ্ভক্তির ব্যাঘাত করিতে
পারে না, কিন্তু মহাপরাধ—(১৫৯) ভক্তের সুখদুঃখাভাব—(১৫৯-১৬০) মরণকালে নাম-গ্রহণ-সম্বন্ধীয় বিচার—(১৬১-
১৬২) ভক্তিই ভগবৎসাম্মুখ্যরূপ অভিধেয় বস্তু—(১৬৩-১৬৫) অনন্যভক্তির বিচার, অকাম ও অকিঞ্চন—(১৬৬-১৬৭)

ভগবান্ ও ভক্ত উভয়েই নিষ্কাম, তদ্বিচার—(১৬৮) জাতি সম্পদাদি ভগবৎপ্রীতিকরণে সমর্থ নহে—(১৬৮) অজিতেন্দ্রিয় ও দাম্ভিক ব্যক্তিদিগের ভক্তি স্বীকৃত নহে, যেহেতু তাহা জীবিকোপায়মাত্র—(১৬৯) ভক্তির নব লক্ষণ ; জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির ভিন্নতা—(১৭০) জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির অধিকারিভেদবিচার—(১৭১) জাতশ্রদ্ধশব্দের বিচার ; শ্রদ্ধাই ভক্তির এক হেতু—(১৭২) শ্রদ্ধা ভক্ত্যধিকারীর বিশেষণমাত্র, কিন্তু ভক্তির অঙ্গ নহে—(১৭২) পাপকর কাম কখনই ভক্তের সেব্য বলিয়া কথিত হয় নাই—(১৭৩) ভক্তের কর্ম্মাধিকার নাই ; ভক্তের প্রায়শ্চিত্তাভাব-ব্যবস্থা—(১৭৩) শ্রদ্ধাবানের অনন্যভক্তিতে অধিকার ও কর্ম্মাদ্যনধিকার—(১৭৩) "শ্রদ্ধার লিঙ্গনিরূপণ, আচার"—(১৭৩) শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা ও অনন্য-শ্রদ্ধার ভেদ—(১৭৪-১৭৫) কর্ম্মের ভগবৎসাম্মুখ্যত্ব-বিচার—(১৭৬) কর্ম্মের সাম্মুখ্যদ্বারভূততা, তদ্দ্বারা কেবলজ্ঞান বা কেবলভক্তির উদয়—(১৭৬) জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মসাম্মুখ্য, ভক্তিবিশেষদ্বারা পরমাত্মসাম্মুখ্য এবং পূর্ণভক্তিদ্বারা ভগবৎসাম্মুখ্য —(১৭৬) নিরাকার বা বিষ্ণ্বাকার ব্যতিরেকে অন্যাকার সাধন নিষিদ্ধ ; হিরণ্যকশিপু ও পৌণ্ড্রক—(১৭৭-১৭৮) ভক্তিতে বিধিনিষেধ বা গুণ-দোষের বিচার নাই ; ভক্তি স্বাভাবিকী—(১৭৮) শ্রী-বৈষ্ণবমতেও জীব নিত্যদাস—(১৭৯) সৎসঙ্গের প্রস্তাব ও তাহাই ভক্তির হেতু—(১৭৯) অপরাধী লোকের সাধুতে উচিত বিচার হয় না, কেবল মুনিবুদ্ধি হয় —(১৭৯) সাধারণ অসদ্বৃত্তি সৎকৃপার প্রতিবন্ধক নহে, কিন্তু অপরাধরূপ অসদ্বৃত্তিই প্রতিবন্ধক—(১৮০) সৎসঙ্গই ভক্তির স্বতন্ত্র নিদান—(১৮০) ভগবানের কৃপা হইতে সাম্মুখ্য হয়, ইহা গৌণ ; কিন্তু ভক্ত-কৃপাই মূল—(১৮০) কৃষ্ণ-কৃপা সৎকৃপাবাহনা ও সৎসঙ্গবাহনা—(১৮১-১৮৪) সাধুদিগের স্বৈরচারিতাই অন্যজীবের সৎসঙ্গের হেতু—(১৮৫-১৮৬) সৎসঙ্গ ব্যতীত ভগবদ্বিজ্ঞানের উদয় হয় না—(১৮৭) জ্ঞানিসাধু ও ভক্তসাধুর ভেদ ; ভক্তিসিদ্ধ ত্রিবিধ—(১৮৭) পার্ষদ, নির্ধূতকষায় ও মূর্চ্ছিতকষায়, এই তিনের মধ্যে প্রেমাধিক্যক্রমে মহত্ত্ব—(১৮৮) লিঙ্গদ্বারা উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ-বৈষ্ণববিচার—(১৮৮-১৮৯) উত্তম ও মধ্যম-ভাগবতের সামান্য বিচার—(১৯০) পূর্ব্ববিচারক্রম—(১৯০) সর্ব্বভূতকৃপা-দ্বারা ভাগবতোত্তমদিগের অন্য বিদ্বেষ হেতু কৃপা ; কনিষ্ঠভক্তলক্ষণ—(১৯১-১৯৮) উত্তমভাগবতলক্ষণের বিবরণ—(১৯৯) সাধন-তারতম্যে সাধকতারতম্য (অবরমিশ্র)—(২০০) ঐ মধ্যমমিশ্র সাক্ষাদ্ভক্তিবিচার—(২০১) গুণসকলের স্বতন্ত্র-ধর্ম্মজ্ঞান পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল ভজনা করিবে—(২০১) অর্চ্চনমার্গের ত্রিবিধত্ব ও ভাবমার্গবিচার—(২০১) জ্ঞানিভক্তাপেক্ষা ভাবভক্তের শ্রৈষ্ঠ্য—(২০২) রুচিপ্রধান ও বিচারপ্রধান ভক্তের ভেদ ও মার্গভেদ—(২০২) প্রীতিলক্ষণ-ভক্তীচ্ছুগণের রুচিপ্রধান মার্গ ; মন্ত্রগুরুর একত্ব—(২০২-২০৩) গুরুগ্রহণ ও পরিত্যাগ-বিচার—(২০৪). বিচারপ্রধান ভক্তদিগের শ্রদ্ধা-বর্ণন—(২০৫) বিচারপ্রধান ভক্তদিগের ভজনে যাদৃশী শ্রদ্ধা হয়—(২০৬-২০৮) শিক্ষাগুরুর বহুত্ব ও মন্ত্র-গুরুর একত্ব—(২০৯) শিক্ষাগুরুর আবশ্যকত্ব—(২১০-২১৩) সকল ব্যবহারিক গুরু পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃত্যুমোচক গুর্ব্বাশ্রয় শ্রেয়ঃ—(২১৪) গুর্ব্বাশ্রয়ান্ত উপাসনা পূর্ব্বাঙ্গ, তাহাতে জ্ঞান ও ভক্তিভেদে সাম্মুখ্য দুইপ্রকার—(২১৫-২১৬) জ্ঞান-যোগের শুকোক্ত সমাধি নিদিধ্যাসন ; অহংগ্রহোপাসনার ফল তচ্ছক্তিপ্রাপ্তি—(২১৬) ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ—(২১৭) আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির অকৈতব-সকৈতবত্ব—(২১৭) আরোপসিদ্ধা ভক্তির বিচার—(২১৭) জ্ঞানী ও ভক্তের দুষ্কর্ম্মের বিভিন্ন প্রকারের গতি-বিচার—(২১৮-২১৯) বৈদিক কর্ম্মার্পণের প্রশংসা, কর্ম্মার্পণবিধি-বিচার আরম্ভ—(২২০-২২২) কর্ম্মের কর্ম্মনিবর্ত্তকত্ব ; কর্ম্মফলের বস্তুতঃ ভগবদাশ্রয়ত্ব-বিচার—(২২৩) পূর্ব্ববিষয় মীমাংসা-মতসম্বলিত বিচার—(২২৩) শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-লক্ষণা শ্রদ্ধা ; বৈদিক কর্ম্মার্পণের ফল—(২২৪) কর্ম্মার্পণ দুই প্রকার ; ভগবৎপ্রীণন ও ভগবতি কর্ম্মত্যাগ—(২২৫) সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি, সকামা, কৈবল্যকামা ও ভক্তিমাত্রকামা ; সকামার বিচার —(২২৬-২২৭) কৈবল্যকামার বিচার ; জ্ঞান-মিশ্রা ও কর্ম্ম-জ্ঞানমিশ্রা—(২২৮) ভক্তিমাত্রকামা, তত্র কর্ম্মমিশ্রা বিচার —(২২৯) তত্র কর্ম্ম-জ্ঞানমিশ্রা, তদ্বিচার—(২৩০-২৩৩) কেবল স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির বিচার ; সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ-ভেদে কেবল কামা ও সকামা-নির্ণয়—(২৩৪) নির্গুণ স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি-নিরূপণ—(২৩৫) নির্গুণভক্তি দ্বিবিধা অর্থাৎ বৈধী ও রাগানুগা—(২৩৬) বৈধী ভেদ-নিরূপণ ; শরণাপত্তি—(২৩৬) শরণাপত্তি ষড়্বিধা, তত্র ব্যাখ্যা—(২৩৭) মন্ত্র ও শাস্ত্র-

উপদেষ্টা গুর্ব্বাশ্রয়—(২৩৭) ঐ প্রসঙ্গের প্রমাণ—(২৩৮) সাধুসেবায় গুরুর আজ্ঞা ও তদপ্রাপ্তে গুরুত্যাগ—(২৩৮) সাধুসেবাদ্বারা অন্তরঙ্গ ভক্তিনিষ্ঠালাভ—(২৩৮) সাধুসঙ্গপ্রসঙ্গে একাদশ্যাদির কর্ত্তব্যতা-বিচার—(২৩৯) বশীকরণের গৌণতা ও মুখ্যতা-বিচার—(২৩৯) ঐ বিষয়ের উদাহরণসকল—(২৪০-২৪১) সৎসঙ্গফলে বশীকরণ ঘটনা—(২৪১-২৪৩) ভগবৎসাম্মুখ্যকরণে প্রথমে সাধুসঙ্গ ; পরে সাধনাঙ্গে সাধু ও কর্ত্তব্য—(২৪৩-২৪৬) অজ্ঞানকৃত সৎসঙ্গেও ফলপ্রাপ্তি ; মহাভাগবতপ্রসঙ্গ-ফল—(২৪৭) বৈষ্ণবমাত্রসেবার মাহাত্ম্য-বিবরণ—(২৪৭-২৪৮) শ্রবণ-মাহাত্ম্যারম্ভ—(২৪৮-২৫০) নাম, রূপ ও গুণশ্রবণ-বিচার ; বিষ্ণুকথা ও বৈষ্ণব-কথাক্রমে 'নিগমকল্পতরু'-শ্লোক-মীমাংসা—(২৫১-২৫২) ঐ বিচার, 'নিবৃত্ততর্ষৈ'-শ্লোকে—"ব্যাধশব্দার্থ" পশুঘ্ন—(২৫৩-২৫৪) লীলাশ্রবণ-মাহাত্ম্য—(২৫৫-২৫৬) পুরুকথা, নাম হইতে লীলা পর্য্যন্তের ক্রমফল—(২৫৬-২৫৯) মহদাবির্ভাবিত ও মহৎকীর্ত্তিত লীলার অধিক মাহাত্ম্য—(২৬০-২৬১) শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ সর্ব্বপ্রবন্ধ-শ্রবণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—(২৬২-২৬৪) কীর্ত্তনমাহাত্ম্য আরম্ভ—(২৬৫) পূর্ব্ব-বিচারে ভাগবত আরম্ভ, [ভাগবত-] দৃষ্টি, শুক-চরিত—(২৬৫) নামাপরাধ-বিচার—পাদ্মোক্ত—(২৬৫) বৈষ্ণব বা বিষ্ণুনিন্দা-শ্রবণান্তে কর্ত্তব্য-বিচার—(১৬৫) বিষ্ণু ও শিবের অভেদতা-বিচার ও মীমাংসা—(২৬৫) নাম-কীর্ত্তনই নামাপরাধখণ্ডনে সমর্থমাত্র—(২৬৫) নামমাহাত্ম্য—(২৬৬-২৬৭) রূপকীর্ত্তন ও গুণকীর্ত্তন—(২৬৮-২৬৯) লীলাকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য—(২৬৯) নামকীর্ত্তন ও সংকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য—(২৭০-২৭২) সারগ্রাহিবৈষ্ণবের কীর্ত্তনই প্রধান—(২৭৩) ভক্তি-সাধনে ও নামগানে দেশ-কালাদি-বিচারাভাব—(২৭৩-২৭৪) কলিতে নামকীর্ত্তনের প্রাধান্যবিচার—(২৭৫-২৭৭) স্মরণ-বিচার ; নাম-স্মরণ—(২৭৮) স্মরণ পঞ্চবিধ—(২৭৮-২৭৯) জ্ঞান-সমাধি ও ভক্তি-সমাধির বিশেষণ—(২৮০-২৮৩) পাদসেবার প্রকার-নির্ণয়—(২৮৩) তীর্থ ও তুলস্যাদির মাহাত্ম্য—(২৮৩) অর্চ্চনাদি-মার্গের অধিকারী অর্থযুক্ত গৃহস্থ—(২৮৩) অর্চ্চনের আবশ্যকতা—(২৮৪) মন্ত্র ও নামের ভেদ-বিচার—(২৮৪) বৈষ্ণবমন্ত্রে সাধ্য-সিদ্ধত্যাদি-বিচার ও দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যা অপেক্ষা নাই—(২৮৪) বৈধ অর্চ্চনের হেতু ; কেবল ও কর্ম্মমিশ্রের বিচার—(২৮৫) ভগবদ্দৃষ্টিদ্বারা সর্ব্বারাধন—(২৮৫) চিদ্দুর্গা ও মায়া-দুর্গাদির ভেদ—(২৮৬) ভূতাদি-পূজার নিষিদ্ধতা—(২৮৬) গোকুলোপাসনায় রুক্মিণীনামোল্লেখ-হেতু—(১৮৬) শ্বেত-দ্বীপাখ্য-গোলোকধ্যান—(২৮৬) ভূত-শুদ্ধ্যাদির বিচার ; তত্ত্বামগত ধ্যান—(২৮৬) ধ্যাত পরিকরাদির নিত্যতা-বিচার—(২৮৬) অধিষ্ঠান-বিচার ; প্রতিমার দ্বৈবিধ্য—চলাচল—(২৮৬) আবাহন, সংস্থাপন, সন্নিধাপন, সন্নিরোধন, সকলী-করণ : শূদ্রাদির পূজাধিকার—(২৮৭-২৯৩) অধিষ্ঠান ও পাত্রবিচার, নারদবাক্য—(২৯৪-২৯৫) অর্চ্চার আধিক্যস্থাপন ; অধিষ্ঠানান্তর-বিচার—(২৯৫) উপাসনার দ্বিবিধা গতি—অধিষ্ঠান-পরিচর্য্যারূপা, সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাতার উপাসনারূপা—(২৯৬-২৯৭) নিজেষ্ট-বিচারে পূজাবিধি—(২৯৮) স্ত্রী-শূদ্রদিগের অর্চ্চনাধিকার ; অষ্টবিধা ভক্তি—(২৯৮) সর্ব্বযুগে সর্ব্ব-মূর্ত্তির উপাসনা—(২৯৯) ব্রতাদি অর্চ্চনাঙ্গ ; একাদশীর নিত্যতা—(২৯৯) একাদশীতে নিরাহার ও জাগর—(৩০০-৩০২) প্রজ্ঞার বিপরীতই অপরাধ—(৩০৩) অপরাধ ক্ষয়ের উপায়—(৩০৩) বন্দনমাহাত্ম্য—(৩০৩-৩০৪) নমস্ক্রিয়ার বিধি ও নিষেধ ; দাস্য—(৩০৫) দাস্যমাহাত্ম্য—(৩০৬) সখ্যের সেবানুকূলতা—(৩০৭-৩০৮) দাস্য অপেক্ষা সখ্যের শ্রৈষ্ঠ্য—(৩০৯) আত্মনিবেদন, তাহার বিবিধ ব্যাখ্যা—(৩০৯) আত্মনিবেদনে শরীর-রক্ষাদির ব্যাঘাত নাই—(৩১০) রাগ-শব্দের অর্থ—(৩১০) রাগাত্মিকা ও রাগানুগার বিচার—(৩১০-৩১১) রাগানুগার লক্ষণাদি—(৩১২) দাস্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি রাগানুগার প্রকার—(৩১২) বিধিনিরপেক্ষ রাগের সিদ্ধি-বিচার—(৩১২) রুচির অভাবে ও শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতি অবলম্বন বিনা ঐকান্তিকীত্বকে উৎপাত বলিতে হইবে। [৩১২ অনুচ্ছেদের অবশিষ্টাংশ হইতে ৩৪০ অনুচ্ছেদ পর্য্যন্ত প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ শ্রীল ঠাকুরের শ্রীহস্তলিখিত শ্রীভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থের পার্শ্ব-টীকায় নাই।]

———

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি প্রভুর অভিধেয় বিচার
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥ কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥ সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়। সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥ মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান। জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥ শাস্ত্র-গুরু-আত্ম-রূপে আপনারে জানান। 'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান॥ বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন'। 'কৃষ্ণ' প্রাপ্য-সম্বন্ধ, 'ভক্তি' প্রাপ্যের সাধন॥ অভিধেয়-নাম—'ভক্তি', 'প্রেম'—প্রয়োজন। পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন॥ কৃষ্ণমাধুর্য্য-সেবা-প্রাপ্তের কারণ। কৃষ্ণে সেবা করে কৃষ্ণরস আস্বাদন॥ ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে। 'সর্ব্বজ্ঞ' আসি' দুঃখ দেখি' পুছয়ে তাহারে॥ তুমি কেনে এত দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন। তোমারে না কহিল, অন্যত্র ছাড়িল জীবন॥' সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশে। ঐছে বেদ-পুরাণ জীবে 'কৃষ্ণ' উপদেশে॥ সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ। সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে, 'শ্রীকৃষ্ণ'—সম্বন্ধ॥ বাপের ধন আছে, জানে, ধন নাহি পায়। সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায়॥ 'এই স্থানে আছে ধন' বলি' দক্ষিণে খুদিবে। 'ভীমরুল-বরুলী' উঠিবে, ধন না পাইবে॥ 'পশ্চিমে' খুদিবে, তাহা 'যক্ষ' এক হয়। সে বিঘ্ন করিবে,—ধনে হাত না পড়য়॥ 'উত্তরে' খুদিলে আছে কৃষ্ণ 'অজগরে'। ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে॥ পূর্ব্বদিকে তাতে মাটী অল্প খুদিতে। ধনের ঝারি পড়িবেক' তোমার হাতেতে॥ ঐছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম্ম, 'জ্ঞান, যোগ ত্যজি'। 'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি'॥ অতএব 'ভক্তি'—কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায়। 'অভিধেয়' বলি' তারে সর্ব্ব-শাস্ত্রে গায়। ধন পাইলে যৈছে সুখ ভোগ-ফল পায়। সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায়॥ তৈছে ভক্তি-ফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয়। প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায়॥ দারিদ্র্য নাশ, ভবক্ষয়,—প্রেমের 'ফল' নয়। প্রেমসুখ-ভোগ—মুখ্য প্রয়োজন হয়॥ বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন। কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম,—তিন মহাধন॥ বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ—মুখ্য সম্বন্ধ। তাঁর জ্ঞানে অনুষঙ্গে যায় মায়াবন্ধ॥

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান। ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান॥ এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল। কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল॥ কেবল জ্ঞান 'মুক্তি' দিতে নারে ভক্তি বিনা। কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় জ্ঞান বিনা॥ কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল। এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥ তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥ চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥ জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি' মানে। বস্তুতঃ বুদ্ধি 'শুদ্ধ' নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥ কৃষ্ণ—সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার। যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥ 'কৃষ্ণ, তোমার হঙ' যদি বলে একবার। মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥ মুক্তি-ভুক্তি-সিদ্ধিকামী 'সুবুদ্ধি' যদি হয়। গাঢ়-ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥ অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন। না মাগিলেহ কৃষ্ণ তারে দেন স্ব-চরণ॥ কৃষ্ণ কহে,—'আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ। অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে,—এই বড় মূর্খ॥ আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব? স্ব-চরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব॥ কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণ-রসে। কাম ছাড়ি' 'দাস' হৈতে হয় অভিলাষে॥ সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে। নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥ কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়। সাধু সঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয়॥ কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামী-রূপে শিখায় আপনে॥ সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥ মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥ 'সাধুসঙ্গ,' 'সাধুসঙ্গ'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ পূর্ব্ব আজ্ঞা,—বেদ-ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান। সব সাধি' অবশেষে-আজ্ঞা—বলবান্॥ এই আজ্ঞাবলে ভক্তের 'শ্রদ্ধা' যদি

হয়। সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করি' সে কৃষ্ণেরে ভজয়॥ 'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব-
কর্ম্ম কৃত হয়॥ শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী। 'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ'—শ্রদ্ধা-অনুসারী॥ শাস্ত্রযুক্ত্যে
সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর। 'উত্তম-অধিকারী' সেই তারয় সংসার॥ শাস্ত্র-যুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্। 'মধ্যম-
অধিকারী' সেই মহা-ভাগ্যবান্॥ যাহার কোমল শ্রদ্ধা, সে—'কনিষ্ঠ' জন। ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে 'উত্তম'॥
রতি-প্রেম-তারতম্যে ভক্তি—তরতম। একাদশ স্কন্ধে তার করিয়াছে লক্ষণ॥ সর্ব্ব মহা-গুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে। কৃষ্ণ-
ভক্তে কৃষ্ণের গুণ, সকলি সঞ্চারে॥ কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥
অসৎসঙ্গত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার। স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর॥ এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-
ধর্ম্ম। অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈক-শরণ॥ ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য। হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' পণ্ডিত নাহি ভজে
অন্য॥ বিজ্ঞ-জনের হয় যদি কৃষ্ণগুণ-জ্ঞান। অন্য ত্যজি' ভজে, তাতে উদ্ধব—প্রমাণ॥ শরণাগতের, অকিঞ্চনের
একই লক্ষণ। তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ॥ শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ। কৃষ্ণ তাঁরে করে তৎকালে
আত্মসম॥ এবে "সাধনভক্তি"-লক্ষণ শুন, সনাতন। যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণপ্রেম—মহাধন॥ শ্রবণাদি-ক্রিয়া—তার
'স্বরূপ'-লক্ষণ। 'তটস্থ'-লক্ষণে উপজয় প্রেমধন। নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম 'সাধ্য' কভু নয়। শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে
উদয়॥ এই ত সাধনভক্তি—দুই ত' প্রকার। এক 'বৈধী ভক্তি,' 'রাগানুগা-ভক্তি' আর॥ রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের
আজ্ঞায়। 'বৈধী-ভক্তি' বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥ (চতুঃষষ্টি অঙ্গ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বর্ণিত হইয়াছে)।
সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ। মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥ সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ। কৃষ্ণ-
প্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥ 'এক' অঙ্গ, সাধে, কেহ সাধে,—'বহু' অঙ্গ। 'নিষ্ঠা' হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ॥
কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি'। দেব-ঋষি-পিতৃদিগের কভু নহে ঋণী॥ বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের
চরণ। নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥ অজ্ঞানে বা হয় যদি 'পাপ' উপস্থিত। কৃষ্ণ তাঁরে শুদ্ধ করে, না
করায় প্রায়শ্চিত্ত॥ জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি—ভক্তির কভু নহে 'অঙ্গ'। অহিংসা-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ। বৈধী-
ভক্তি-সাধনের কহিলুঁ বিবরণ। রাগানুগা-ভক্তির লক্ষণ শুন, সনাতন॥ রাগাত্মিকা-ভক্তি—'মুখ্যা' ব্রজবাসী-জনে। তার
অনুগত ভক্তির 'রাগানুগা'-নামে॥ ইষ্টে 'গাঢ় তৃষ্ণা'—রাগের স্বরূপ-লক্ষণ। ইষ্টে 'আবিষ্টতা'—তটস্থ-লক্ষণ কথন॥
রাগময়ী-ভক্তির হয় 'রাগাত্মিকা' নাম। তাহা শুনি' লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥ লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে
অনুগতি। শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥ বাহ্য, অভ্যন্তর,—ইহার দুই ত' সাধন। 'বাহ্যে' সাধক-
দেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন॥ 'মনে' নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥ নিজাভীষ্ট
কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছেত' লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হঞা॥ দাস-সখা-পিত্রাদি-প্রেয়সীর গণ। রাগমার্গে নিজ-
নিজ ভাবের গণন॥ এই মত করে যেবা রাগানুগা-ভক্তি। কৃষ্ণের চরণে তাঁর উপজয় 'প্রীতি'॥ প্রীত্যঙ্কুরে 'রতি',
'ভাব' হয় দুই নাম। যাহা হৈতে বশ হন শ্রীভগবান্॥ যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণের প্রেমের সেবন॥
"রাগভক্তি, বিধিভক্তি হয় দুইরূপ। 'স্বয়ং ভগবত্ত্বা', 'প্রকাশ'—দুইত' 'স্বরূপ'। রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং ভগবানে
পায়। বিধিভক্ত্যে পার্ষদ-দেহে বৈকুণ্ঠকে যায়॥

শ্রীরূপ শিক্ষায়—পারাপার-শূন্য গভীর ভক্তিরস-সিন্ধু। তোমায় চাখাইতে তার কহি এক 'বিন্দু'॥
এইমত ব্রহ্মাণ্ড ভরি' অনন্ত জীবগণ। চৌরাশী-লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥ কেশাগ্র-শতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ
করি। তার সম সূক্ষ্ম জীবের 'স্বরূপ' বিচারি॥ তার মধ্যে 'স্থাবর', 'জঙ্গম'—দুই ভেদ। জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থলচর
বিভেদ॥ তার মধ্যে মনুষ্য-জাতি অতি অল্পতর। তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর॥ বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্দ্ধেক
বেদ 'মুখে' মানে। বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে॥ ধর্ম্মাচারী-মধ্যে বহুত 'কর্ম্মনিষ্ঠ'। কোটি-কর্ম্মনিষ্ঠ-
মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ॥ কোটিজ্ঞানী-মধ্যে হয় একজন 'মুক্ত'। কোটিমুক্ত-মধ্যে 'দুর্ল্লভ' এক কৃষ্ণভক্ত॥ কৃষ্ণ-

ভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী, সকলি 'অশান্ত'॥ ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরু কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥ মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ। শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥ উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায়। 'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' 'পরব্যোম' পায়॥ তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন'। 'কৃষ্ণচরণ' কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥ তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেম-ফল। ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণকীর্ত্তনাদি জল॥ যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা। উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি' যায় পাতা॥ তাতে মালী যত্ন করি' করে আবরণ। অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম॥ কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে 'উপশাখা'। ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, যত অসংখ্য তার লেখা॥ 'নিষিদ্ধাচার', 'কুটীনাটী', 'জীবহিংসন'। 'লাভ', 'পূজা', 'প্রতিষ্ঠাদি' যত উপশাখাগণ॥ সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়। স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥ প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন। তবে মূলশাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন॥ 'প্রেমফল' পাকি' পড়ে, মালী আস্বাদয়। লতা অবলম্বি' মালী 'কল্পবৃক্ষ' পায়॥ তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন। সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন॥ এইত পরম-ফল 'পরম-পুরুষার্থ'। যাঁর আগে তৃণ-তুল্য চারি পুরুষার্থ॥ 'শুদ্ধভক্তি' হৈতে হয় 'প্রেমা' উৎপন্ন। অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে 'লক্ষণ'॥ অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-পূজা ছাড়ি' 'জ্ঞান', 'কর্ম্ম'। আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥ এই 'শুদ্ধভক্তি'; ইহা হৈতে 'প্রেমা' হয়। পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥ ভুক্তি-মুক্তি আদি-বাঞ্ছা যদিমনে হয়। সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥ সাধনভক্তি হৈতে হয় 'রতি'র উদয়। রতি গাঢ় হৈলে তার 'প্রেম', নাম কয়॥ প্রেম বৃদ্ধিক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয়। রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥ যৈছে ইক্ষুরস-বীজ—গুড়, খণ্ড, সার। শর্করা, সিতা-মিছরি, উত্তম-মিছরি আর॥

নবম বিলাস

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অভিধেয় বিচার

সর্ব্ব-বেদান্ত-সার নিখিল-প্রমাণ চক্রবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবত যাঁহাকে—পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, নিত্য-দেহধারী শুদ্ধ-সত্ত্বময় নাম-গুণ-রূপ ও লীলা-বিশিষ্ট স্বেচ্ছায় জনবৃন্দের চক্ষু কর্ণ মনঃ বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বৃত্তিতে অবতরণ করিয়া প্রকটিত হন বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ই আপনাকে তাদৃশরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি কোনও রূপ হেতুর বশবর্ত্তী না হইয়াই স্বীয় অসাধারণা স্বকীয়া-শক্তিরূপা ইচ্ছাকে অবলম্বন করিয়াই জনগণের শ্রবণ, নয়ন, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে অবতরণ করিয়া প্রকটিত হইয়া থাকেন। এইজন্য বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা ভক্তগণের ভগবদনুভূতি হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের ন্যায় তাঁহারই স্বরূপ-শক্তি ভক্তির ও স্বপ্রকাশতা সিদ্ধির জন্যই প্রকাশের জন্য কোনও হেতুর অপেক্ষা নাই। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ হেতু ভক্তিকে তদ্রূপা বলা হইয়াছে। শ্রীভগবানের প্রকাশের যেমন 'স্বেচ্ছা' ভিন্ন অন্য কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না, তদ্রূপ ভক্তিও কোনও কারণ না থাকিলেও স্বীয় ইচ্ছাক্রমে যথায় তথায় প্রকাশিত হন। ভাঃ ১।২।৬ শ্লোকে 'অহৈতুকী' শব্দ ভক্তির বিশেষণ দ্বারা ভক্তির কারণশূন্যতা সুব্যক্ত হইয়াছে। ঐরূপ ভাঃ ১১।২০।৮ শ্লোকে 'যদৃচ্ছা' শব্দে স্বেচ্ছাই বলিতে হইবে। অভিধানেও যদৃচ্ছা শব্দের 'স্বেচ্ছা বা স্বতঃ' এইরূপ অর্থ আছে। কেহ কেহ 'যদৃচ্ছা' শব্দের 'ভাগ্যক্রমে' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ঐ ভাগ্য শুভকর্ম্মজাত ভাগ্য নহে। কারণ শুভকর্ম্মজাত ভাগ্যের উদ্ভবে ভক্তি হইলে ভক্তি শুভকর্ম্মের অধীন হইয়া পড়েন, তাহাতে 'স্বপ্রকাশতার' হানি ঘটে। শুভ-কর্ম্ম ভাগ্যের কারণ স্বীকার না করিলে, ভাগ্য কোনও অনির্দ্দেশ্য কারণ-সম্ভূত অতএব অজ্ঞাত হওয়ায় উহা অসিদ্ধ হইয়া পড়ে;

যাহা নিজেই অসিদ্ধ, তাহা আবার অন্যের কারণ হইবে কি করিয়া? শ্রীভগবানের কৃপাকেই যদি উহার কারণ
নির্দ্দেশ করা যায় তবে ঐ কৃপার কারণ, তাহার কারণ, উত্তরোত্তর কারণানুসন্ধানের ফলে কোনও হেতুরই স্থিরতা
বা স্থায়িত্ব না থাকায় উহাতে অনবস্থা দোষ ঘটে। কিন্তু তাঁহার অহৈতুকী কৃপার ফল ধরিলে সর্ব্বত্র অপ্রকাশতাহেতু
ভগবানের বৈষম্য-দোষের প্রসঙ্গ ঘটে। উক্ত পক্ষপাতিত্ব দুষ্টনিগ্রহ ও স্বভক্ত-পালনে ভগবানের পক্ষে দোষাবহ না
হইয়া অলঙ্কারস্বরূপই হয়। শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্যরূপ-গুণ অন্য সকল গুণকে পরাজিত করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া
সর্ব্বোপরি বিরাজ করিয়া থাকে।

মহৎকৃপা বা ভক্ত-কৃপাকেও ভক্তির কারণ বলা হইয়া থাকে। ভগবৎকৃপা যেরূপ অহৈতুক বা নিরুপাধিকা,
তাঁহার ভক্তেও তদ্‌গুণ সঞ্চারিত হওয়ায় তাঁহার ভক্তকৃপাও নিরুপাধিকা বা অহেতুকী। সুতরাং এই অহৈতুকী
ভক্তকৃপাকে ভক্তির কারণ বলিয়া স্বীকার করিলে এই কৃপা যখন সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত দেখা যায় না, তখন ইহাতেও
বৈষম্য-দোষ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ভগবৎ কৃপায় যেরূপ বৈষম্য অনুচিত, ভক্তকৃপাতেও সেইরূপ বৈষম্য অনুচিত
হইলেও (ভাঃ ১১।২।৪৬) মধ্যম ভক্তের লক্ষণ-প্রসঙ্গেও যাহা বলা হইয়াছে যথা—'যিনি শ্রীভগবানে ভক্তি,
ভক্তের প্রতি মৈত্রী, অভক্তের প্রতি কৃপা এবং ভক্তদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা করেন তিনিই মধ্যম ভক্ত' এই লক্ষণানুসারে
মধ্যমভক্তে বৈষম্য বিদ্যমান আছে, এবং যেহেতু ভগবান্ ভক্তের অধীন; সুতরাং তাহার কৃপাও ভক্তকৃপার
অনুগামিনী—এই যুক্তি অনুসারে মধ্যম ভক্তের কৃপা পাইলে ভগবানেরও কৃপা হইবে—ইহাতে প্রকৃত পক্ষে কিছুমাত্র
অসামঞ্জস্য পরিদৃষ্ট হইতেছে না। কারণ, ভক্তের হৃদয়বর্ত্তিনী যে ভক্তি তাহাই ভক্তাধীন ভগবানের কৃপার মূল কারণ।
ভক্তের অন্তর্নিহিতা এই ভক্তিব্যতীত ভগবৎকৃপার উদয়ের আর কোনও প্রকার সম্ভাবনা নাই; এই জন্যই ভক্তির
প্রাক্তন ভাগ্যাদির অপেক্ষা না থাকায় ভক্তির স্বপ্রকাশকতা সিদ্ধ হইল। অর্থাৎ পূর্ব্বে ভক্তিকেই যেমন ভক্তির কারণ
বলা হইয়াছে, এস্থলেও তাহাই প্রতিপন্ন হওয়ায় ভক্তি স্বপ্রকাশ ইহা প্রমাণিত হইল। এই কারণেই "যিনি কোনও
অতি ভাগ্য হেতু ভগবৎসেবায় জাতশ্রদ্ধ হন্" এই শ্লোকে যে 'অতিভাগ্য' অর্থাৎ কোনও ভক্তের কৃপায় শুভকর্ম্ম জন্য
ভাগ্যকে অতিক্রান্ত করিয়াছে—অর্থাৎ কর্ম্ম জন্য ভাগ্য কারণ না হইয়া ভক্তকৃপা স্বতঃই উদিত হইয়াছে—এইরূপ
তত্ত্বার্থ বুঝিতে হইবে। ইহা বলা যাইতে পারে যে, ভক্তগণ যখন ঈশ্বরাধীন, তখন ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত প্রথমে
ভক্তকৃপা কি প্রকারে উদিত হইবে? ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে, ঈশ্বর নিজেই আপনার ভক্তাধীনতা স্বীকার
করিয়া নিজ ভক্তকে নিজের কৃপাশক্তি সম্প্রদান করিয়া ভক্তের তাদৃশ উৎকর্ষ বিধান করিয়াছেন। ভক্তগণের নিজ নিজ
অদৃষ্ট উপার্জ্জিত বহিরিন্দ্রিয়-ব্যাপারে ভগবৎকৃপাশক্তির প্রকাশাদিতে যদিও শ্রীভগবানের নিয়ন্তৃত্ব-শক্তিমাত্র থাকে
অর্থাৎ শ্রীভগবান্ হইতে প্রাপ্তশক্তির যথাযোগ্য ব্যবহার নিয়মিত করিবার শক্তি শ্রীভগবানেই আছে অর্থাৎ ভক্তের
এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নাই, তথাপি তাঁহার নিজ ভক্তগণের প্রতি নিজের অনুগ্রহই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইজন্য
গীতায় "মৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং" "আমার ভক্তগণ আমার প্রসাদেই আমাতে সম্যক্‌রূপে অবস্থিতা যে পরাশান্তি
তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" এখানে 'প্রসাদ' শব্দে নিজের কৃপাশক্তির দানরূপ অনুগ্রহ বুঝিতে হইবে—ইহা পূর্ব্বে বলা
হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও "স্বেচ্ছাময় চরিত্র-সমূহের দ্বারা" "স্বেচ্ছাময়" ইত্যাদি শত শত প্রমাণের দ্বারা অবগত হওয়া
যায় যে, অবতার-গ্রহণাদি কার্য্য তাঁহার অচিন্ত্য ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই ঘটিয়া থাকে, তথাপি স্থূলদৃষ্টিতে যেমন ভূভার-
হরণাদিকেই ভগবানের অবতারের কারণ বলা হইয়া থাকে, সেইরূপ নিষ্কাম-কর্ম্মাদিকে ভক্তিলাভের দ্বার বা উপায়
বলা হইয়া থাকিলেও তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না। "লোক সকল যত্নবান হইয়াও যোগ, সাংখ্য, জ্ঞান, দান, ব্রত, জপ,
যজ্ঞ, শাস্ত্রব্যাখ্যা, বেদাধ্যয়ন, সন্ন্যাসাদির দ্বারাও যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না" (ভাঃ ১১।১২।৯) ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে দান-
ব্রতাদির ভক্তিপ্রাপ্তির হেতুত্ব স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ হইলেও অন্যত্র "দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, বেদাধ্যয়ন, সংযম ও
অন্যান্য বিবিধ-শ্রেয়োজনক কার্য্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি সাধিত হয়।" (ভাঃ ১০।৪৭।২৪) এই শ্লোকের দ্বারা দান-ব্রত

তপস্যা ইত্যাদি কার্য্যকে যে ভক্তির সাধক বলা হইয়াছে। উহা জ্ঞানাঙ্গভূত সাত্ত্বিক ভক্তির ; পরন্তু ঐ দান-ব্রতাদি প্রেমাঙ্গভূত নির্গুণাভক্তির হেতু নহে। কেহ কেহ ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দান শব্দে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবোদ্দেশ্যে দান, ব্রত-শব্দে ভক্ত্যঙ্গ একাদশী প্রভৃতি ব্রত এবং তপস্যা-শব্দে ভগবৎপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ভোগাদিত্যাগ এইরূপ সাধন-ভক্তির অঙ্গ বলিয়া থাকেন। এই সমস্ত ভক্তির অঙ্গের দ্বারা ভক্তিকে সাধ্য বলায় "ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা" অর্থাৎ "ভক্তির দ্বারা সঞ্জাত ভক্তিহেতু" এই বাক্যে যেরূপ ভক্তিকেই ভক্তির হেতুরূপে বলা হইয়াছে, সেইরূপ ভক্তির উদয়ের অন্য কোন হেতুর অস্তিত্ব নাই—ইহা প্রতিপন্ন হওয়ায় সকলের সহিত সামঞ্জস্য হইয়াছে।

ভাঃ ১০।১৪।৪ শ্লোকে "যে সকল দুর্ভাগ্যলোক শ্রেয়োলাভের পথ ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞান-লাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করে, শস্যহীন তুষকে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিলেও যেমন শস্য লাভ হয় না, পরন্তু ক্লেশমাত্রই সার হয়, তাহাদেরও সেইরূপ ক্লেশমাত্রই সার হয়।" ভাঃ ১।৫।১৭—"মানব স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্ম ভজন করিতে করিতে যদি অসিদ্ধাবস্থায়ই কোনরূপ পথভ্রষ্ট হয় ; তাহা হইলেও তাহার স্বধর্ম্ম-ত্যাগের নিমিত্ত তাহার কোনও প্রকার ক্ষতি হয় না। (ভাঃ ১০।১৪।৫) "পুরাকালেও বহু বহু যোগী তোমাকে প্রাপ্ত না হইয়া নিজ নিজ লৌকিক চেষ্টা সকল তোমাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং পরে স্বীয় কর্ম্মার্পণ দ্বারা লব্ধ ও তোমার কথা শ্রবণে সঞ্জাত ভক্তিযোগ দ্বারা আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া তোমার পরমাগতি লাভ করিয়াছিলেন।"—এই সকল শাস্ত্র-প্রমাণ হইতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে—কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীর নিজ নিজ অভীষ্ট ফল লাভ করিতে হইলে তাঁহাদিগকে ভক্তি অবলম্বন করিতে হইবে ; কিন্তু ভক্তিকে স্বীয় উদ্দিষ্ট ফল প্রেম সিদ্ধির জন্য জ্ঞান, যোগ বা কর্ম্মের অপেক্ষা করিতে হয় না ; অর্থাৎ ভগবানে ভক্তি জন্মিলে তাহার পরিপক্কাবস্থায় প্রেমফল লাভ অবশ্যই হইবে। প্রেমফল লাভের জন্য অন্য কোন সাধনায় তাহার প্রয়োজন হয় না। প্রত্যুত "যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা, ব্রতাদি তপস্যার দ্বারা বা জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দ্বারা যে ফললাভ হয়, সেই সমস্তই আমার ভক্ত অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন। (ভাঃ ১১।২০।৩২-৩৩) কিন্তু ভক্তি ব্যতীত ঐ সমস্ত ফল লাভ হইলে কি হয়, তাহা শাস্ত্রে বলিতেছেন—হরিভক্তিসুধোদয় (৩।১১) "লোক-রঞ্জনের জন্য প্রাণহীন দেহের বেশভূষা-ধারণ যেরূপ নিষ্ফল, সেইরূপ ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তির উচ্চবংশে জন্ম, শাস্ত্রজ্ঞান, তপস্যা ও জপ একেবারে নিষ্ফল। এতদ্ভিন্ন কর্ম্মযোগের (যাগ-যজ্ঞাদির) অনুষ্ঠানে কাল, দেশ, পাত্র, দ্রব্য, অনুষ্ঠান,শুদ্ধি প্রভৃতির অপেক্ষা আছে, ইহাতে ত্রুটি ঘটিলে কর্ম্ম ইষ্টফলপ্রদ হয় না—ইহা সেই সেই কর্ম্মের বিধান প্রবর্ত্তক স্মৃতিতেই প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু ভক্তির পক্ষে ঐরূপ বিধান নাই। যথা—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—"হে লুব্ধক ! নামসংকীর্ত্তনাদি-রূপ ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠানে দেশের বা কালের নিয়মও নাই ; পরন্তু এই হরিনামে উচ্ছিষ্টাদির অবস্থায় নিষেধও নাই।" ভক্তির প্রসিদ্ধ সাপেক্ষত্বও নাই অর্থাৎ ভক্তি স্বীয় সিদ্ধির জন্য কোনও কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না। এই জন্যই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—(পদ্যাবলী) "হে ভৃগুবংশশ্রেষ্ঠ ! শ্রদ্ধা বা অবহেলা সহকারে একবার মাত্র সম্যকরূপে গীত হইলে এই শ্রীকৃষ্ণনাম মনুষ্য মাত্রেরই ত্রাণ করিয়া থাকেন।" কর্ম্মযোগের পূর্ব্বোক্ত বিধিনিষেধাদি থাকায় উহার ত্রুটি ঘটিলে মহান্ অনর্থ উৎপাদন করে। 'যজ্ঞাদিতে কোনও মন্ত্রের উদাত্ত, অনুদাত্ত বা স্বরিতের উচ্চারণে ভ্রম হইলে বা কোনও বর্ণ-হীনতা হইলে বা যথার্থরূপে প্রযুক্ত না হইলে সেই বাক্যরূপ বজ্র যজমানের সর্ব্বনাশ সাধন করে। যথা—ত্বষ্টা ঋষি "ইন্দ্র-শত্রু" তুমি বর্দ্ধিত হও বলিয়া যজ্ঞে আহুতি দেন, কিন্তু উচ্চারণের ত্রুটী ঘটায় 'ইন্দ্রের শত্রুর' হইবার পরিবর্ত্তে "ইন্দ্র যাহার শত্রু" অর্থাৎ ইন্দ্র যাহার বিনাশ সাধন করিবেন—এইরূপ অর্থ বোধ হওয়ায় যজ্ঞ-ফলে জাত বৃত্রাসুর ইন্দ্র কর্ত্তৃক হত হইয়াছিলেন।" উচ্চারণের ত্রুটীর জন্য মন্ত্র অভীষ্ট-সাধক না হইয়া অনিষ্ট-সাধক হইল। কর্ম্মযোগ যেরূপ দেশ-কাল-দ্রব্য-পাত্রাদির অধীনতা আছে, সেইরূপ জ্ঞানাদি সাধনও মন, বুদ্ধি ও চিত্তের শুদ্ধির অধীন। ফলাভিলাষ-রহিত কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানের দ্বারা অন্তরিন্দ্রিয়ের শুদ্ধি সম্পাদিত হইলেই অন্তঃকরণে জ্ঞানের বিকাশ ঘটে ; এইজন্য জ্ঞানে ঐ প্রকার ফল-বাসনা-শূন্য কর্ম্মের অধীনতা থাকিল। জ্ঞানযোগের সাধক দৈবযোগে যদি বিন্দুমাত্রও দুরাচারের

অনুষ্ঠান করে, তবে "নিরস্ত বমনভোজী হয়" বলিয়া শাস্ত্রে নিন্দা করা হইয়াছে। কংস, হিরণ্যকশিপু ও রাবণাদির জ্ঞানবত্তা সত্ত্বেও তাহাদিগের নিন্দা পরিদৃষ্ট হওয়ায় জ্ঞানাভ্যাসকারিগণের তত্ত্বতঃ কোনও প্রকার অসদাচরণের লেশ-মাত্রও সাধুসম্মত নহে—ইহাই প্রতীয়মান হয়। ভক্তিমার্গে হৃদ্রোগ (কামাদি) দোষদুষ্ট অধিকারীতেও পরমা (স্বতন্ত্রা বা সর্ব্বগুণাতীতা) ভক্তিদেবীর প্রথমে প্রবেশ ঘটে, পরে পরমস্বতন্ত্রা বা সর্ব্বপ্রকার বিধিনিষেধের অতীতা স্বাধীনা ভক্তি-দেবীর দ্বারা কামাদির অপগম ঘটে। ভাঃ ১০।৩৩।৩৯ "ব্রজ বধূদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসাদিক্রীড়া যে ধীরব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া গুরুমুখে শ্রবণ পূর্ব্বক অনুক্ষণ কীর্ত্তন করেন, তিনি অচিরে ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়া হৃদ্রোগ-কাম অনতিবিলম্বে দূর করিতে সমর্থ হ'ন।" এইস্থানে "ভক্তি লাভ করিয়া" এই অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ব্বে অবস্থান হেতু পূর্ব্বে কামাদি সত্ত্বেও ভক্তিলাভ, পরে কামাদির আত্যন্তিক পরিত্যাগের কথা বলা হইয়াছে। কামাদির অস্তিত্ব থাকিলেও, শাস্ত্রাদিতে "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মাম্" (গীতা ৯।৩০—৩১) "সুদুরাচার ব্যক্তিও অনন্যকাম হইয়া যদি আমার সেবা করে, তবে সে সাধুরূপে পরিণত হয়"। "আমার ভক্ত কামাদির অধীন থাকিলেও" এই সমস্ত প্রমাণ দ্বারা তাহাদেরও ভক্তিমার্গে প্রবেশাধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, পরন্তু ঐ প্রকার ভক্তের শাস্ত্রাদিতে কোথাও নিন্দালেশ পরিদৃষ্ট হয় না। অজামিলের ভক্তত্ব বিষ্ণুদূতগণ কর্ত্তৃকই নিরূপিত হইয়াছিল। "পুত্রস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া পুত্রের নাম নারায়ণ থাকায় পুত্রনাম-সঙ্কেতে ভগবন্নাম করিয়াছিলেন" ইত্যাদি শাস্ত্রোক্তি দ্বারা ভগবন্নামের আভাস মাত্রে উচ্চারণকারী অজামিলাদির ভক্তত্বের কথা কীর্ত্তিত আছে। অতএব সিদ্ধান্তিত হইল যে, কর্ম্ম-যোগাদির অন্তঃকরণ-শুদ্ধি, দ্রব্য-দেশশুদ্ধি প্রভৃতিই সাধক এবং তাহার বৈগুণ্যাদিই উহাদের বাধক; অর্থাৎ দেশকাল-পাত্র-দ্রব্যাদিশুদ্ধি যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মযোগে সিদ্ধিপ্রদ এবং অন্তঃকরণশুদ্ধি জ্ঞানযোগে সিদ্ধিপ্রদ, কিন্তু ভক্তি ব্যতীত উহারা নিষ্ফল বলিয়া ভক্তিই উহাদিগের প্রাণদায়িনী। কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদি সর্ব্বতোভাবে ভক্তিরই অধীন। একমাত্র জ্ঞানই ভক্তির সাধক ; ইহা অজ্ঞেরই উক্তি ; যেহেতু দেখা যায় যে, জ্ঞানসাধ্য মোক্ষ হইতেও ভক্তির পরমোৎকর্ষ শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। যথা "তিনি বরং মুক্তিদান করিয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তিদান করেন না" "হে মহামুনে! সিদ্ধমুক্তদিগের মধ্যে কোটি কোটিজনের মধ্যেই প্রশান্তাত্মা নারায়ণ-পরায়ণ ভক্ত বিশেষরূপে দুর্ল্লভ।" বামনাবতার শ্রীভগবান্ নিজে সর্ব্বগুণশালী হইয়াও উপেন্দ্ররূপে ইন্দ্রের কনিষ্ঠ হইয়া ইন্দ্রের সর্ব্বপ্রকার পোষণ করায় অভিজ্ঞগণের নিকট তাঁহার নিজের পরম দয়ালুত্ব প্রমাণ হইয়াছে; প্রত্যুত হীনত্ব প্রমাণ হয় নাই—সেইরূপ জ্ঞান-প্রধান শাস্ত্রবাক্যে ভক্তিকে জ্ঞানাঙ্গরূপে প্রকাশ করায় 'স্বয়ং স্বতন্ত্রা ও সর্ব্বসমর্থা হইয়াও জ্ঞানের পোষণের জন্য ভক্তিদেবীও সত্ত্বগুণাবলম্বনে জ্ঞানাঙ্গ হইয়া জ্ঞানের পোষকতা করেন—ইহাই বিদ্বানগণের অভিমত। "ভক্তিদ্বারা সঞ্জাত ভক্তিহেতু" বাক্য দ্বারা ভক্তির ফলও যে প্রেমরূপা ভক্তি ইহাই বুঝা যায় ; কারণ, ভক্তিদেবী নিজেই সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থের শিরোমণি। অতএব শ্রীভগবানের ন্যায় তাঁহার স্বরূপভূতা মহাশক্তি ভক্তিদেবীর সর্ব্বব্যাপিত্ব, সর্ব্ববশীকারিত্ব, সর্ব্বসঞ্জীবকত্ব, সর্ব্বোৎকর্ষ, পরমস্বাতন্ত্র্য এবং স্বপ্রকাশত্ব অতি অল্পমাত্রই প্রদর্শিত হইল। তাহাতে ইহাই স্পষ্টীকৃত হইল যে, এই ভক্তিবিনা অন্য কোনও বিষয়ে বা অন্যকোন উদ্দেশ্যমূলক সাধনে যাহার প্রবৃত্তি ঘটে—তাহার সম্যক দর্শনাদির যে অভাব একথা বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ অন্য কোন প্রকার সাধন-পথ অবলম্বন করিলেও তাহাতে ঐকান্তিকী নিষ্ঠামূলা ভক্তি-না থাকিলে সিদ্ধিলাভ ঘটে না—ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে এবং ভক্তি যে সকল প্রকার সিদ্ধি হইতেও গরীয়সী ইহাও দেখান হইয়াছে। অতএব সেই ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ; তল্লাভেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তদ্ব্যতিরেকে সৎশাস্ত্রানুশীলনাভাব ও বুদ্ধির অপক্কতাই কারণ জানিতে হইবে। শাস্ত্রে "কো বৈ ন সেবেত বিনা নরেতরম্" অর্থাৎ "সেই ভগবান্‌কে নরেতর প্রাণীভিন্ন আর কে ভজনা না করিয়া থাকে ?" অতএব যে মানবের মানবধর্ম্মের পূর্ণতা হইয়াছে, ভক্তি তাঁহার পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ—ইহাই প্রতিপন্ন হইল॥ ইতি মাধুর্য্যকাদম্বিনী ভক্তির সর্ব্বোৎকর্ষনামক প্রথমামৃতবৃষ্টি।

দ্বিতীয়ামৃতবৃষ্টিঃ—জ্ঞান-কর্ম্মাদির দ্বারা অমিশ্রিত ভক্তিকে শুদ্ধাভক্তি বলা হইয়াছে। এই ভক্তি কল্পলতা-সদৃশা। ইনি নিত্যা, অতএব ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, তবে ইন্দ্রিয়রূপক্ষেত্রে ইনি আবির্ভূতা হইয়া ভগবান্ ভিন্ন অন্য সর্ব্বপ্রকার ফলাভিসন্ধিত্যাগরূপ-ব্রতাবলম্বী ভব্যভক্ত-মধুব্রতগণ কর্ত্তৃক আশ্রিয়মাণা হইয়া ভগবদ্বিষয়ক আনুকূল্য-সম্পাদনরূপ মূলপ্রাণযুক্তা হইয়া স্পর্শমণির ন্যায় স্বীয় স্পর্শের দ্বারা ইন্দ্রিয়-বৃত্তির প্রাকৃতস্বরূপ লৌহত্ব ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করাইয়া চিন্ময়স্বরূপ শুদ্ধ সুবর্ণত্বে পরিণত করাইয়া অঙ্কুর ভাবের অবশেষে সাধন-সঞ্জাত দুইটী পত্র প্রসব করেন। এই দুইটী পত্রিকার প্রথমটীর নাম ক্লেশঘ্নী, দ্বিতীয়ার নাম শুভদা। সেই দুইটী পত্রের অন্তরভাগে লোভপ্রবর্ত্তক-লক্ষণ শোভাবিশেষ দ্বারা "আমি যাঁহাদিগের প্রিয়, আত্মা ও পুত্র" এই ভাঃ ৩।২৫।৩৮ শ্লোকোক্ত শুদ্ধ-সম্বন্ধজাত স্নিগ্ধতাদ্বারা উৎকর্ষযুক্ত বা উৎকৃষ্ট প্রদেশে রাগ নামক রাজারই অধিকার। অর্থাৎ স্বভাবতঃই ভক্ত ভগবানের প্রতি অহৈতুক আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তারসের প্রেমলক্ষণা রাগভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। আর উহাদের বহির্ভাগে "এই কারণেই অভয়েচ্ছুব্যক্তি সর্ব্বাত্মা হরির উপাসনা করিবেন" এই ভাঃ ২।১।৫ শ্লোকে প্রকাশিত শাস্ত্রপ্রবর্ত্তক লক্ষণ-হেতু শাসক-সুলভ পারুষ্যের আভাসবিশিষ্ট ও প্রিয়াদি শুদ্ধ-সম্বন্ধের অভাববশতঃ স্বভাবতঃ স্নিগ্ধতা-বর্জ্জিত হওয়ায় পূর্ব্বকথিত দেশ হইতে কিঞ্চিৎ অপকৃষ্টদেশে বৈধনামক অপর একজন রাজার অধিকার। অর্থাৎ শাস্ত্রাদির শাসন হেতু ভগবানে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধানা বৈধীভক্তির আবির্ভাব হয়। কিন্তু ঐ উভয় প্রকার ভক্তিরই ক্লেশঘ্নত্ব ও শুভদত্বগুণে প্রায়ই কোনও ইতরবিশেষ নাই। অর্থাৎ উভয়ভক্তিই ক্লেশনাশিনী ও মঙ্গলদায়িনী ॥

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটাই ক্লেশ; বস্তুতঃ এই ক্লেশপঞ্চক একমাত্র অবিদ্যারই বিশেষ বিশেষ প্রকার মাত্র। প্রারব্ধ বা ফলোন্মুখ, অপ্রারব্ধ, রূঢ় (বীজোন্মুখ) ও বীজ এই চারিপ্রকার পাপাদি ঐ ক্লেশেরই অন্তর্গত। (ভঃ রঃ সিঃ)॥ সমস্ত জগতের প্রীতিবিধান, সমস্ত প্রাণি কর্ত্তৃক বশ্যতাস্বীকার, দুঃখজনক বিষয়ের উপর বিতৃষ্ণা, ভগবদ্বিষয়ে সতৃষ্ণতা, আনুকূল্য, কৃপা, ক্ষমা, সত্য, সারল্য, সাম্য (সমতা), ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, মানদত্ব, অমানিত্ব ও সর্ব্বসৌভাগ্য প্রভৃতি গুণকে শুভ বলা হইয়া থাকে—কারণ, ভাঃ ৫।১৮।১২ শ্লোকে "দেবতাগণ সমস্ত গুণের সহিত ভক্তে অবস্থান করেন।" অতএব ভক্ত ঐ সমস্ত শুভগুণ সম্পন্ন হইয়া থাকেন ॥৩॥

"ভক্তি, পরমেশ্বরের অনুভূতি ও ভগবদ্ভিন্ন অন্য পদার্থে বিরক্তি—এই তিনটীরই একই সময়ে আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে।" পূর্ব্বোক্ত ক্লেশঘ্নী ও শুভদা নাম্নী পত্রিকার যুগপদ্ আবির্ভাব হইলেও তাহাদের অল্পাধিক পরিমাণে উৎপত্তির তারতম্য হেতু অশুভ নিবৃত্তির ও শুভের প্রবৃত্তিরও তারতম্য হেতু ইহাদেরও একটি নির্দ্দিষ্ট ক্রম আছে। ঐ ক্রম অতি সূক্ষ্ম ও দুর্লক্ষ্য হইলেও তাহাদের কার্য্য দর্শনরূপহেতু বা চিহ্নের দ্বারা পণ্ডিতগণ উহা স্থির করিয়া থাকেন, অর্থাৎ শাস্ত্র ও সাধুনির্দ্দিষ্ট লক্ষণের দ্বারাই ভক্তিপথে অবস্থিতি ও উন্নতির নির্দ্দেশ করা যায়॥ ৪ ॥

ভক্তিতে যিনি অধিকারী, তাঁহার প্রথমে শ্রদ্ধার উদয় হয়। ভক্তিশাস্ত্রে কথিত-বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ই ঐ শ্রদ্ধা। শাস্ত্রোক্ত বিষয়ের অনুষ্ঠানে বিশেষরূপ যত্নশীল হইয়া তদনুসারে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিবার যে সাদরস্পৃহা দেখা যায়, তাহাকেও শ্রদ্ধা বলা যায়। এই উভয়বিধ শ্রদ্ধাই আবার দুইভাগে বিভক্ত, একপ্রকার স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা, অন্য প্রকার শ্রদ্ধা কোনও কিছুদ্বারা বল পূর্ব্বক উৎপাদিতা হয়। এই শ্রদ্ধা জন্মিলে শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করিয়া সদাচার-জিজ্ঞাসা জন্মে; ঐ জিজ্ঞাসার পর সদাচার-শিক্ষার দ্বারা নিজাভিলষিত ভজনীয়ের অনুকূল উদ্দেশ্য-সমন্বিত স্নেহশীল ভক্তিপথে অভিজ্ঞ সাধুগণের সঙ্গরূপ ভাগ্যের উদয় হয়। সাধুসঙ্গের পরই ভজনক্রিয়ার আরম্ভ হয়। ভজনক্রিয়া নিষ্ঠিতা ও অনিষ্ঠিতা ভেদে দুইপ্রকার। নিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়ার শৈথিল্য বা চ্যুতির কোনও অবকাশ নাই। কিন্তু অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়াও ক্রমশঃ উৎসাহময়ী, ঘনতরলা, ব্যূঢ়বিকল্পা, বিষয়-সঙ্গরা, নিয়মাক্ষমা ও তরঙ্গরঙ্গিণী—এই ছয় প্রকারে পরিণত হইয়া অবশেষে স্বীয় আধার-স্বরূপ শ্রীভগবানে বদ্ধলক্ষ্যা হয়।

উৎসাহময়ী—বালকে প্রথম শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করিবা মাত্রই যেমন "আমার সকলের প্রশংসনীয় পাণ্ডিত্য উৎপন্ন হইয়াছে" ইহা মনে করিবামাত্র একটী উদ্যম আসিয়া যেমন প্রারব্ধ বিষয়ে প্রচুর অভিনিবেশের সঞ্চার করে, তদ্রূপ ভক্তিমার্গে প্রথমে প্রবেশ করিবামাত্র ভক্তেরও উৎসাহময়ী চেষ্টা পরিদৃষ্টা হইয়া থাকে। এইজন্য ঐ অবস্থাকে উৎসাহময়ী বলা হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

অনন্তর ঘনতরলার কথা বলা হইতেছে। আবার ঐ বালকের শাস্ত্রাভ্যাস যেমন কখনও গাঢ় ও কখনও তরল হয়—অধীত শাস্ত্রার্থে প্রবেশের অসামর্থ্য হেতু সরসতার উপলব্ধি না হওয়ায় শাস্ত্রাধ্যয়নের যত্ন শিথিল হয় এবং কখনও বা শাস্ত্রার্থের মর্ম্ম গ্রহণে আনন্দের সঞ্চার হয়। সেইরূপ ঐ প্রকার ভক্তেরও কখনও ভক্ত্যঙ্গের সম্যক্ নির্ব্বাহ হইলে ভজন-ক্রিয়ার ঘনত্ব পরিদৃষ্ট হয় এবং ঐ সমস্ত অঙ্গের যাজন-ক্রিয়ার অনির্ব্বাহত্ব হেতু কখনও বা তরলত্ব (আসক্তির শৈথিল্য) পরিদৃষ্ট হয়—একারণ এই অবস্থাকে ঘনতরলা বলা হইয়াছে।

ব্যূঢ়-বিকল্পা—"আমি কি সপরিবারে পুত্র-কলত্রাদিকে বৈষ্ণব করিয়া ভগবৎ-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া গৃহে থাকিয়াই সুখে কাল যাপন করিয়া তাঁহার ভজনা করিব, অথবা পুত্র-কলত্র সকলকেই পরিত্যাগ করিয়া বিক্ষেপ-রহিত হইয়া ধ্যেয়স্থান শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ-ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিয়া কৃতার্থ হইব? সেই সংসার-ত্যাগই যদি করিতে হয়, তবে বিষয়-ভোগের দ্বারা উহার কষ্টকরত্ব সম্যকরূপে অবগত হইয়া চরমদশায়ই উহার ত্যাগ সমুচিত, অথবা এইক্ষণেই ইহার ত্যাগ সমুচিত? অনুরাগের বেগ যতক্ষণ মন্দীভূত থাকে, ততক্ষণই শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে শাস্ত্র-বাক্যাদির বিচারের প্রয়োজন হইয়া থাকে। অতএব এই অবস্থায় ভক্তের শাস্ত্রবিচার-প্রবৃত্তি জন্মে, কিন্তু শাস্ত্রে আছে "নিজের সেই মৃত্যুরূপা স্ত্রীকে তৃণাবৃত কূপের ন্যায় সহসা দুর্লক্ষ্য বলিয়া মনে করিবে— (ভাঃ ৩।৩২।৪০) অতএব আশ্রমকে বিশ্বাসযোগ্য মনে না করিয়া "যিনি দুস্ত্যজ্য স্ত্রী-পুত্র-সুহৃদ-রাজ্যাদি উত্তম-শ্লোক হরির ভজনে অভিলাষী হইয়া যুবা হইয়াও মলবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন" ভাঃ ৫।১৪।৪৩ এই শ্লোকের 'যুবা হইয়াও মলবৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন' অতএব অবিলম্বেই সংসার ত্যাগ করাই উচিত; আবার "আমার পিতামাতা উভয়েই বৃদ্ধ" এই শাস্ত্রোক্তি হইতে পিতামাতার মৃত্যুর পরই সংসার-ত্যাগ বিহিত হইতেছে। "আবার অতৃপ্তাবস্থায় সংসার-ত্যাগ করিয়া তাহার চিন্তা করিতে করিতে মৃত্যু হইলে অতি ভয়ঙ্কর অন্ধকারময় লোকে গমন করে" এই ভগবদ্বাক্যের দ্বারা সংসার-ত্যাগের সংকল্প বলবান্ হয় নাই। সম্প্রতি কোনওরূপে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকি, তাহার পরে যথাসময়ে বনে প্রবেশ করিয়া অথবা ধ্যেয় স্থান শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিত হইয়া অষ্টপ্রহরই শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়াই যাপন করা যাইবে। ভাঃ ১১।২০।৩০—"এই ভক্তিপথে জ্ঞান বা বৈরাগ্য কোনটীই শ্রেয়োজনক হয় না" অতএব বৈরাগ্য দ্বারা ভক্তি জন্মিতে পারে না বলিয়া ভক্তিজনকত্বেই বৈরাগ্যের দোষ দর্শন করা হইয়াছে, কিন্তু ভক্তি উৎপন্না হইলে তৎপরে বৈরাগ্য দোষনীয় নহে, কারণ, ঐরূপ বৈরাগ্যের দ্বারা ভক্তিরই অনুভব হওয়ায় উহার ভক্তিরই অধীনত্ব প্রমাণিত হইতেছে। "সেই ভিক্ষুক যে যে আশ্রমেই গমন করিলেন, সেই সেই আশ্রমকেই অন্নের দ্বারা পরিপূর্ণ দেখিতে পাইলেন" এই সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়ের দ্বারা সন্ন্যাসাশ্রমেও জীবিকা-নির্ব্বাহের অভাব না থাকায় কখনও বা বৈরাগ্য অবলম্বনই স্থির হইল। আবার "যতক্ষণ ভক্তি না জন্মে, ততক্ষণই ত গৃহ কারাগৃহের তুল্য" অর্থাৎ ভক্তি জন্মিলে সংসারের বন্ধনশক্তি বা মোহকরী শক্তি থাকে না।" অতএব কখনও বা গার্হস্থ্যাশ্রমে অবস্থানই নিশ্চয় করিয়া—"আমি হরিকথা-কীর্ত্তনের দ্বারা বা শ্রবণের দ্বারা কি সেবাকেই অবলম্বন করিব? না অম্বরীষাদির ন্যায় অনেকাঙ্গ-সম্পন্না ভক্তির যাজনা করিব?" ভজন-ক্রিয়ার এইরূপ নানাপ্রকার বিকল্পের (সংশয়-জনিত বিতর্কের) উদয় হইতে থাকিলে তাহাকে ব্যূঢ়-বিকল্পা কহে ॥ ৭ ॥

বিষয়-সঙ্গরা—শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—"যাহাদের চিত্ত বিষয়ে লিপ্ত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি অত্যন্ত সুদূরাবহ"—পশ্চিমদিকে ধাবমান বস্তু কখনও কি পূর্ব্বদিক্ গমনকারী লোক লাভ

করিতে পারে ? এই হেতু বস্তু সকল বলপূর্ব্বক আমাকে নিজ নিজ বিষয়ে আসক্ত করিয়া আমার ভজনাসক্তি শিথিল করিয়া দিতেছে, অতএব ঐ সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া নামের আশ্রয় গ্রহণ করিব" এইরূপে কোনও কোনও বিষয় ত্যাগ করিবার কালেও ভোগ ঘটায়, যথা,—ভাঃ ১১।২০।২৮ "অধীশ্বর হইয়া পরিত্যাগ সত্ত্বেও সেই অনন্ত কামনার ঘৃণা সহকারে উপভোগ করিয়া থাকে" ভগবৎ-কথিত এই বাক্যের উদাহরণস্থল হইয়া সেই সেই ভোগ্য বিষয়ের সহিত সঙ্গর বা যুদ্ধ হওয়ায় কখনও বা বিষয়ের পরাজয় হয়, কখন বা নিজের পরাজয় ঘটে। ভজনক্রিয়ার এই অবস্থাকে বিষয়-সঙ্গরা কহে ॥ ৯ ॥

নিয়মাক্ষমা—এই অবস্থায় ভজনে শ্রদ্ধার বিবৃদ্ধি বশতঃ নিয়মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়, কিন্তু বিষয়াসক্তির নাশ না হওয়ায় বৈষয়িক প্রয়োজনের বলবত্তা হেতু ভজন-নিয়মের সম্যক্ প্রতিপালন ঘটে না। বলা বাহুল্য যে, ভজনের রসাস্বাদনের অসামর্থ্যই ইহার কারণ। জিহ্বায় ইক্ষুরসের মিষ্টতার অনুভূতি হইতে আরম্ভ করিলে যেমন ইক্ষু-চর্ব্বণ-ত্যাগ দুঃসাধ্য, সেইরূপ ভজনে মিষ্টতার আস্বাদ অনুভূত হইতে আরম্ভ করিলে উহার ত্যাগ কোনওরূপে সম্ভবপর হয় না। ইহার লক্ষণ—এই অবস্থায় প্রবর্ত্তক সাধক এই প্রকার সঙ্কল্প করেন যে, অদ্য হইতে আমি লক্ষ পরিমাণ হরিনাম গ্রহণ করিব, এতগুলি করিয়া প্রণতির অনুষ্ঠান করিব, এই প্রকারে শ্রীভগবানের ভক্তবৃন্দের সেবা করিব, যে বাক্যে ভগবৎসম্বন্ধ নাই, সেইরূপ বাক্যোচ্চারণ করিব না এবং যাহারা গ্রাম্যবার্ত্তার অলোচনা করেন, তাহাদের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিব। প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ এইরূপ নিয়মের সঙ্কল্প করিয়াও যথাকালে নিয়ম প্রতিপালন করিতে অক্ষম হইবার এই প্রকার অবস্থাকে "নিয়মাক্ষমা" নামে অভিহিত করা যায়। বিষয়-সঙ্গরায় ও নিয়মাক্ষমার মধ্যে প্রভেদ এই যে, বিষয়-সঙ্গরায় বিষয় ত্যাগ করার সামর্থ্য থাকে না ; নিয়মাক্ষমায় ভক্তির উৎকর্ষ সাধন করিবার সামর্থ্য থাকে না।

তরঙ্গরঙ্গিণী।—ভক্তির স্বভাব যে, যাঁহাতে ভক্তি অবস্থান করেন, তাঁহার প্রতি সকল লোকেরই স্বাভাবিক অনুরক্তি জন্মিয়া থাকে। "জনানুরাগের ফলেই সম্পদ লাভ হইয়া থাকে" পদ্মপুরাণ-বাক্যে ইহা পূর্ব্বতন মনীষিগণও বলিয়াছেন। ভক্তিজাত এই সমস্ত লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদিরূপ বিভূতি সকল ভক্তিরূপ কল্পলতার উপশাখা মাত্র। এই উপশাখাগুলিকেই ভক্তি-মহাসাগরের তরঙ্গরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ভক্ত এই অবস্থায় তাহার ভজন -ক্রিয়াকে নানারূপে রঙ্গ বা ক্রীড়া করিতে দেখেন, এই জন্যই এই অবস্থাকে তরঙ্গ-রঙ্গিণী নামে অভিহিত করা হইয়াছে॥ ইতি ভক্তির শ্রদ্ধাদি ক্রমত্রয়ের কথন পূর্ব্বক ভজন-ক্রিয়া-ভেদ-কথন-নামক দ্বিতীয়ামৃতবৃষ্টি।

তৃতীয়ামৃত বৃষ্টি। অনর্থ-নিবৃত্তি। অনর্থ—চতুর্ব্বিধ ; যথা—দুষ্কৃতোত্থ ; সুকৃতোত্থ ; অপরাধোত্থ ; এবং ভক্ত্যুত্থ। **দুষ্কৃতোত্থ**—পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফলে দুঃখজনক বিষয়ে অনুরাগ, দ্বেষ বা আসক্তির কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চক্লেশ। **সুকৃতোত্থ**—বিবিধ প্রকার ভোগের অভিনিবেশকে সুকৃতোত্থ অনর্থ বলে। পূর্ব্বজাত সৎকর্ম্মের বা সকাম পুণ্য কর্ম্মের ফলে অনিত্য ইন্দ্রত্ব প্রভৃতি সুখই এই সুকৃতোত্থ অনর্থ। যাবৎ ভুক্তিমুক্তি-বাঞ্ছারূপা পিশাচী হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত কি প্রকারে হৃদয়ে অভিসুখের অভ্যুদয় হইবে ?

অপরাধোত্থ অনর্থ—বলিতে নামাপরাধকেই গ্রহণ করা হইয়াছে—উহা দ্বারা নামাপরাধকেই গ্রহণ করা হইয়াছে—উহা দ্বারা সেবাপরাধ লক্ষ্য করা হয় নাই! কারণ, বিচার-বুদ্ধিশালী সজ্জনগণ সেবাপরাধের নিবর্ত্তক নাম ও স্তোত্রাদির পাঠ ও নিরন্তর ভগবৎসেবার দ্বারা প্রতিদিন জাত সেবাপরাধের উপশম করায় উহার অঙ্কুরীভাব বা আবির্ভাব ঘটিতে পারে না। কিন্তু যেহেতু নামবলে ও স্তোত্রাদিপাঠে সেবাপরাধের নিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, তজ্জন্য সেবাপরাধ বিষয়ে সাবধানতার শিথিলতা ঘটিলে ঐ সকল সেবাপরাধই নামাপরাধে

পরিণত হইয়া থাকে। এইজন্য শাস্ত্রে আছে যে "নামের বলে পাপে বুদ্ধি হইলে তাহাতেও নামাপরাধ হইয়া
থাকে।" এইস্থানে নাম শব্দদ্বারা পাপোপশমক যাবতীয় ভক্তির অঙ্গ উপলক্ষণে কথিত হইয়াছে অর্থাৎ
সমস্ত ভক্তিই নাম শব্দদ্বারা বোধ্য। কেহ যদি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপনাশ করিব মনে করিয়া প্রায়শ্চিত্তবলে
পাপে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহার পাপক্ষয় হয় না; বরং পাপের গাঢ়তাই প্রকাশিত হয়। যদি বলা যায়
যে, "হে উদ্ধব! আমার এই ধর্ম্মের আরম্ভমাত্রেই পরিসমাপ্তি না হইলেও অনুমাত্রও ধ্বংস নাই।" এবং এই
"দশাক্ষর মন্ত্র জপ-মাত্রেই সিদ্ধিদান করিয়া থাকে।" এই সকল শাস্ত্র-বাক্য বলে আনুষঙ্গিক তত্তৎ ভক্তি-অঙ্গের
অনুষ্ঠান না করিলে অথবা অঙ্গহানি করিলে নামাপরাধের প্রাপ্তি ঘটুক। এমতাবস্থায় ভক্তির মহিমাবলে
শাস্ত্রবিহিত ভক্ত্যঙ্গের আচরণ না করায়, অথবা অঙ্গ হানি করায় "নাম্নোবলাদিত্যাদি" প্রমাণে নামাপরাধ প্রসঙ্গ
হইতেছে। তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে, না—তাহা হইতে পারে না। "নাম্নোবলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধি"
এই শ্লোকে পাপবুদ্ধি শব্দের অর্থ এই যে, পাপ করিবার ইচ্ছা প্রভৃতি। পূর্ব্বোক্ত স্থলে অসাবধানতা প্রযুক্ত
হওয়ায় পাপকার্য্যে প্রবৃত্তি না থাকায় নামাপরাধ হইল না। বিশেষতঃ যাহা করিলে নিন্দা প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি
শাস্ত্রে বিধান করেন, তাহাই পাপ। কর্ম্মমার্গে যেমন কর্ম্মের অঙ্গ-বৈকল্য হইলে তাহার নিন্দা শুনা যায়;
ভক্তিমার্গে সেরূপ নিন্দা কোন স্থলেও দৃষ্ট হয় না; অতএব পূর্ব্বোক্ত স্থলে অপরাধের আশঙ্কা করা যায়
না। বরং শাস্ত্রে কথিত আছে যে, ভাঃ—১১।২।৩৪-আত্মজ্ঞানহীন পুরুষের সম্বন্ধে আত্মলাভের জন্য যে সমস্ত
উপায় শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, সেই সকল উপায়কেই ভাগবত-ধর্ম্ম বলে। এই ধর্ম্মাবলীকে আশ্রয়
করিয়া মানব এই পথে মুদিতনেত্রে ধাবমান হইলেও পদস্খলিত হইয়া বা পতিত হইয়া প্রমাদগ্রস্ত হয় না।"
এই স্থলে "নিমীলন করিয়া" এই শব্দের দ্বারা কর্ত্তৃব্যাপাররূপ লিঙ্গের দ্বারা অর্থাৎ কর্ত্তারই অনুষ্ঠিত কর্ম্ম-
বিশেষ এই লক্ষণের দ্বারা নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিয়া এবং 'ধাবন' শব্দে বেগবশতঃ (সহজ গতিনির্দ্দিষ্ট) পাদ-
বিক্ষেপের স্থল অতিক্রম করিয়া—এই প্রকার অক্ষরার্থের প্রতীতি হয়; সুতরাং চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিও যদি পাদক্ষেপের
স্থল অতিক্রম করিয়া গমন করে, তাহাতেও তাহার পদস্খলন বা পতন নাই—এইরূপ অর্থেরই বোধ
হইতেছে। অতএব উক্ত শ্লোকদ্বয়ের অর্থ—কোনও ব্যক্তি ভাগবদ্ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া তাহার সমস্ত অঙ্গ জ্ঞাত
থাকিয়াও অজ্ঞের ন্যায় কোনও কোনও অঙ্গ লঙ্ঘন করিয়াও মূলধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত
অথবা ফলচ্যুত হইবে না। 'নিমীলন' শব্দের দ্বারা শ্রুতি ও স্মৃতিবিষয়ে অজ্ঞান—ইহা সঙ্গত হয় না; কারণ, নেত্র
বা দৃষ্টিশক্তি থাকিতেও তাহার নিমীলনের কথা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ সাধু শাস্ত্র ও গুরূপদেশ বিষয়ে
জ্ঞান থাকিলেও অনুরাগের প্রাবল্য বশতঃ বা কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ বশতঃ সাধারণ বিধির সঙ্কোচ বা
লঙ্ঘন করিলেও ভক্ত প্রত্যবায়গ্রস্ত হন না—কামাচার বশতঃ কোনও বিহিত ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠানের
শৈথিল্য বুঝাইতেছে না। এই জন্যই 'ধাবন' ও 'নিমীল্য' এই দুই পদের দ্বারা দ্বাত্রিংশৎ প্রকার সেবাপরাধের
অভাব অঙ্গীকৃত হইয়াছে—এ কথাও বলা যাইতে পারে না; যেহেতু "শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক কথিত সেই
সকল উপায়কেই আশ্রয় করিয়া" এইরূপ বলা হইয়াছে। "যানারোহন করিয়া বা পাদুকা ধারণ করিয়া ভগবদ্-
গৃহে গমন করা" ইত্যাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে। সেবাপরাধ-বিষয়েও "যে দ্বিপাদ পশু শ্রীহরির নিকট অপরাধ
করে" এরূপ আচরণের নিন্দাই শ্রুত হয়। বহুকাল পূর্ব্বেই হউক বা সম্প্রতিই হউক যদি নামাপরাধ সকল অজ্ঞানতঃ
অনুষ্ঠিত হয় এবং পরে তাহার ফলরূপ চিহ্নের দ্বারা ঐরূপ অপরাধের অনুষ্ঠানের অনুমান করা হয়, তবে অবিশ্রান্ত প্রযুক্ত
নামের দ্বারা ভক্তিনিষ্ঠার উৎপত্তি ঘটিলে ঐ সকল অপরাধের ক্রমশঃ উপশম ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যদি ঐ
সকল অপরাধ জ্ঞানপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, তবে কোথাও কোনরূপ বিশেষত্ব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কিরূপ
বিশেষ তাহা বলিতেছেন। যথা—"সৎ বা সাধুগণের নিন্দা" দশ প্রকার নামাপরাধের মধ্যে প্রথম অপরাধ।

নিন্দা শব্দের দ্বারা দ্বেষ, দ্রোহ প্রভৃতি উপলক্ষিত হইয়াছে। অনন্তর দৈবাৎ ঐরূপ অপরাধ ঘটিলে "হায় হায় আমি কি পামর, আমি সাধুগণের নিকট অপরাধ করিলাম" এইরূপ অনুতপ্ত ব্যক্তি "অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তি অগ্নির দ্বারাই শান্তি লাভ করিয়া থাকে" এই ন্যায় অনুসারে "আমি যাঁহাদিগের নিকট অপরাধ করিয়াছি, তাঁহাদিগের পদতলে পতিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিব" এই প্রকার বিষণ্ণচিত্তে প্রণতি, স্তুতি ও সম্মানাদির দ্বারা সেই কৃতাপরাধের উপশমন করিবে। প্রোক্ত উপায়ে কেহ যদি কাহাকেও প্রসন্ন করিতে না পারেন, তবে বহুদিন ধরিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহার অভিপ্রেত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁহার অনুবৃত্তি করিবেন। অপরাধ নিতান্ত গুরুতর হইলে যাঁহার নিকট অপরাধ হয়, তাঁহার কোপের যদি কোনওরূপে কোন নিবৃত্তি না ঘটে, তবে "আমার আচরিত ভক্তের প্রতি যে অপরাধ, তাহা কোনও রূপে ক্ষীণ হইল না, অতএব কোটি কোটি নরকে আমাকে পতিত হইতে হইবে। হায়! আমাকে ধিক্!!" এই প্রকারে নির্ব্বেদ সহকারে সর্ব্বপ্রকার কার্য্যত্যাগ করিয়া নাম-সঙ্কীর্ত্তনকেই অবিচ্ছেদে সম্যক্-প্রকারে আশ্রয় করিতে হইবে। এই মহাশক্তিধর নামসঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা কোনওকালে অবশ্যই অনুন্নত ব্যক্তির উদ্ধার হইবে। কিন্তু যদি এরূপ বুদ্ধির উদয় হয় যে "নামাপরাধী ব্যক্তির নামাশ্রয়ের দ্বারাই পাপ-মুক্তি ঘটিয়া থাকে"—শাস্ত্রে যখন এই কথা আছে তখন বারংবার পাদপতনাদির দ্বারা নিজের লাঘব স্বীকার না করিয়া অপরাধ-মোচনের পরমোপায়স্বরূপ নামসঙ্কীর্ত্তনকেই আশ্রয় করা যাউক" তাহা হইলে পূর্ব্ববৎ নামবলে পাপ-প্রবৃত্তির কারণ ঘটায় পুনরায় নামাপরাধের উদ্ভব হইল। যদি এরূপ আপত্তি হয় যে "কৃপালু, অকৃতদ্রোহী, সর্ব্ব-প্রাণীর প্রতি সহিষ্ণু" ব্যক্তিকেই শাস্ত্রে সম্পূর্ণ বৈষ্ণবধর্ম্মযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; অতএব ঐরূপ ব্যক্তিগণের নিন্দা করিলেই অপরাধ হইয়া থাকে, ঐরূপ লক্ষণহীন ব্যক্তির নিন্দায় বৈষ্ণবাপরাধ হয় না। তদুত্তরে—শাস্ত্রে যখন "দুরাচার ব্যক্তিও অনন্যচিত্ত হইয়া ভগবদ্ভজন করিলে তিনি সাধু" বলিয়াছেন, তখন "সর্ব্বাচার-বিবর্জ্জিত শঠবুদ্ধি-ব্রাত্য জগদ্বঞ্চক" ইত্যাদি প্রকরণোক্ত বচনের দ্বারা তাদৃশ দুরাচারগণও যে ভগবদ্ভজনপরায়ণ হইলে সাধুনামে অভিহিত হইবেন—একথা (কৈমুতিক ন্যায়ানুসারে) বলাই বাহুল্য। কোনও মহাভাগবতের নিকট মহাপরাধ করিলেও তাঁহার অনুপম ক্ষমাশীল-স্বভাববশে যদিও তিনি কুপিত না হন, তথাপি অপরাধীব্যক্তি নিজের শোধনের জন্য প্রণামাদিদ্বারা যাঁহার নিকট অপরাধ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনাদি দ্বারা তাঁহার অনুবর্ত্তন করিবেন। কারণ "মহাপুরুষের পদধুলি-সমূহের দ্বারা নিরস্ততেজ" ইত্যাদি সাধুবাক্যের দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে যে, মহাপুরুষের ক্রোধ-সঞ্চার না হইলেও তাঁহাদিগের চরণরেণু-সমূহ অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা না করিয়া অপরাধোচিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। দুর্জ্ঞেয় কোনও কারণবশতঃ অথবা বিনা কারণেও কৃপাদৃষ্টিতে সমর্থ স্বতন্ত্রস্বভাব কোনও ভাগবতশ্রেষ্ঠ কখনও কখনও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অসাধারণ কৃপার উপযুক্ত হইতে পারে—এরূপ কোনও মর্য্যাদার অস্তিত্ব অসম্ভব। অর্থাৎ এই পতিতপাবন মহাপুরুষগণ কোনও প্রকারে অর্চ্চিত না হইয়াও—পরন্তু কোথাও কোথাও অত্যাচারিত ও অবমানিত হইয়াও পতিতের প্রতি অহৈতুক কৃপামৃত বর্ষণ করিয়া থাকেন। যেরূপ মহাভাগবত শ্রীজড়ভরতকে রাজা রহূগণ শিবিকাবহনে নিযুক্ত করিয়া কটুক্তি বিষ বর্ষণ করিলেও তিনি তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন। পাষণ্ডী-দৈত্যগণ তাঁহাকে হিংসা করিতে উদ্যত হইলেও চেদিরাজ উপরিচর বসু তাঁহাদিগের প্রতি কৃপা করিয়াছিলেন। মহাপাপী মাধাই ললাটে আঘাত দ্বারা রুধিরপাত করিলেও পরমদয়াময় শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কৃপা করিয়াছিলেন। এ স্থানে যেরূপ নামাপরাধের মধ্যে "সাধুগণের নিন্দা" বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হইল, এইরূপ "গুরুর অবজ্ঞা" প্রভৃতি নামাপরাধের বিষয়ে জানিতে হইবে।

শ্রীবিষ্ণু হইতে শ্রীশিবের নামরূপাদি বিষয়ে ভেদ-চিন্তন—স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র ভেদে চৈতন্য দ্বিবিধ। তন্মধ্যে সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বর নামক চৈতন্য স্বতন্ত্র-চৈতন্য। অস্বতন্ত্র-চৈতন্য দেহমাত্রব্যাপী শক্তি-

বিশিষ্ট এবং ঈশ্বরের অধীন জীব-নামক চৈতন্য। ঈশ্বর-চৈতন্যও মায়া-স্পর্শপরিশূন্য ও লীলায় মায়াস্পর্শ স্বীকার
করিয়াছেন এই—দুই প্রকার। মায়াস্পর্শ-পরিশূন্য চৈতন্য শ্রীনারায়ণাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, যথা ভাঃ
১০৷৮৮৷৫—"প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ নির্গুণ পুরুষ হরি। তিনি সর্ব্বদৃক্ এবং সকলের উপদেষ্টা, তাঁহাকে ভজন
করিলে জীব নির্গুণ হয়।" "স্বীকৃত-মায়াস্পর্শ ঈশ্বর-চৈতন্য"—শ্রীশিবাদি নামে অভিহিত হয়েন। যথা ভাঃ ১০৷৮৮৷৩—
"বৈকারিকতৈজস ও তামস—এই তিন প্রকার অহঙ্কার দ্বারা সংবৃত এবং সর্ব্বদা মায়াশক্তিযুক্ত তত্ত্বই শিব।" এস্থানে
গুণসংবৃত চিহ্নহেতু জীবও গুণাবৃত বলিয়া তাঁহাকে জীব বলিয়া আশঙ্কা করা উচিত নহে। যেহেতু ব্রহ্মসংহিতায়
বলা হইয়াছে—"বিকার-বিশেষের যোগে দুগ্ধই দধিরূপে পরিণত হয়; সুতরাং দুগ্ধ হইতে দধির পৃথক্ অস্তিত্ব
না থাকিলেও দধি যেমন দুগ্ধ পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারে না; সেইরূপ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু সংহারাদি কার্য্যের
জন্য তমোগুণ অঙ্গীকার করিয়া শম্ভুরূপে অবতীর্ণ হন বলিয়া শম্ভু গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হইতে ভিন্ন একটী স্বতন্ত্র ঈশ্বর
নহেন; আবার শম্ভুও বিষ্ণু পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারেন না। আমি সেই মায়াতীত বিষ্ণু অংশী আদিপুরুষ
গোবিন্দকে ভজনা করি।"অন্যত্র বহু পুরাণ ও আগমাদিতেও শিবের ঈশ্বরত্ব প্রসিদ্ধ আছে। ভাগবতে "সত্ত্বং রজস্তম
ইতি প্রকৃতের্গুণা" এই শ্লোকে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহাররূপে কার্য্যভেদে শ্রীহরিও হরি-বিরিঞ্চি-হর সংজ্ঞা ধারণ করেন—
ইহা বলা হইয়াছে; উহা হইতে সাধারণত ব্রহ্মারও যে ঈশ্বরত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহা ঈশ্বরাবেশ বশতঃই হইয়া
থাকে—ইহা বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মসংহিতায়ও বলা হইয়াছে—"সূর্য্য যেমন (সূর্য্যকান্ত পদ্মরাগাদি) সকল
প্রস্তরেই নিজের তেজের কিয়দংশ প্রকাশ করেন, সেইরূপ সেই পরমেশ্বরেরই স্বীয় শক্তির প্রকাশেই ব্রহ্মা জগদণ্ডের
বিধানকর্ত্তা হইয়া থাকেন।" শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—"পার্থিব দারু হইতে ধুম, ধুম হইতে বেদময় যজ্ঞাদির আধার
অগ্নি জাত হন; সেইরূপ তমোগুণ হইতে রজঃ ও রজোগুণ হইতে সত্ত্বের আবির্ভাব হইলে ব্রহ্মদর্শন হইয়া থাকে।"
এই শ্লোকে তমোগুণ হইতে শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইলেও প্রকৃত পক্ষে ধূমস্থানীয় রজোগুণে শুদ্ধতেজ-স্থানীয় ঈশ্বরের উপলব্ধি
হয় না। আবার প্রজ্বলিত অগ্নি স্থানীয় সত্ত্বগুণে শুদ্ধ তেজস্বরূপ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইলেও দারু স্থানীয় তমো-
গুণের অভ্যন্তরে অন্তর্নিহিতভাবে ঈশ্বরের উপলব্ধি হয়। কাষ্ঠ-মধ্যে যেরূপ অব্যক্তভাবে অগ্নিতত্ত্ব বর্ত্তমান—
ঘর্ষণাদির দ্বারা উহার বাহ্য প্রকাশ ঘটে, সেইরূপ তমোগুণেরও অভ্যন্তরে ঈশ্বরানুভব অব্যক্ত ভাবে বিদ্যমান।
তমোগুণের কার্য্য যে সুষুপ্তি—তাহাতে যেমন নির্ভেদ জ্ঞানসুখের অনুভব ঘটে উহাও তদ্রূপ; এই সকল এই ভাবে
বিচার করিয়া তত্ত্বনির্ণয় করিতে হইবে। অনন্তর ঈশিতব্য বা ঈশ্বরের অধীন চৈতন্য স্বীয় অবস্থাভেদে দুই
প্রকার; অবিদ্যা কর্ত্তৃক আবৃত ও অনাবৃত। তন্মধ্যে আবৃত-চৈতন্য দেব-মনুষ্য-তির্য্যগাদি। অনাবৃত-চৈতন্যও
দুই প্রকার—ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যশক্তি কর্ত্তৃক অনাবিষ্ট ও আবিষ্ট। তন্মধ্যে **অনাবিষ্ট**-চৈতন্যও স্থূলতঃ দ্বিবিধ—জ্ঞান-
ভক্তি সাধনবশে ঈশ্বরে **লীন ও অলীন**। লীন অবস্থাটী শোচনীয়; অলীন অবস্থায় শ্রীভগবানের মাধুর্য্য আস্বাদন
করা যায়; অতএব তাহাতে আনন্দময়ত্ব হেতু তাহা শোচনীয় নহে। **আবিষ্ট** চৈতন্যও চিদংশভূত জ্ঞানাদি ও
মায়াংশভূত সৃষ্ট্যাদি ঐশ্বর্য্যশক্তিদ্বারা আবিষ্ট হওয়ায় দুইপ্রকার। উহার মধ্যে প্রথম প্রকারের চতুঃসনাদি, দ্বিতীয়
প্রকারের ব্রহ্মাদি। এইরূপে চৈতন্যের একরূপত্ব হেতু বিষ্ণু ও শিবের অভেদই সিদ্ধ হইতেছে। নিষ্কাম সাধকগণ
কর্ত্তৃক নির্গুণত্ব ও সগুণত্ব হেতুই তাঁহাদিগের উপাস্যত্ব ও অনুপাস্যত্ব বিচার করিতে হইবে। চৈতন্যের পার্থক্য
হেতুই বিষ্ণু ও ব্রহ্মাদির ভেদ। কোনও কোনও পুরাণবচনে যে বিষ্ণু হইতে ব্রহ্মার অভেদ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে,
তাহা সূর্য্যের ও তদাবিষ্ট সূর্য্যকান্তমণির অভেদের ন্যায় বুঝিতে হইবে। কোনও কোনও মহাকল্পে কোনও
ঈশ্বরাবিষ্ট জীবই শিব হইয়া থাকেন। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"কখনও কখনও ব্রহ্মার ন্যায় হরেরও জীবত্ব
উক্ত হইয়াছে।" অতএব "যিনি দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণকে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতার সহিত সমান মনে করেন, তিনি
নিশ্চয়ই পাষণ্ডী হইয়া থাকেন।" এই যে শাস্ত্রবচন, ইহা ব্রহ্মসাহচর্য্যেই সঙ্গত হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্মার যেমন

নারায়ণ হইতে পার্থক্য আছে, তদ্বৎ কল্পবিশেষে সাধারণ জীব যখন সংহারকর্ত্তা হয়েন, তখনই এই বচনের অর্থের সুসঙ্গতি হইয়া থাকে।

যাঁহারা এই সমস্ত তত্ত্ব এইরূপ ভাবে পর্য্যালোচনা করেন নাই, তাঁহারাই "বিষ্ণুই ঈশ্বর, শিব ঈশ্বর নহেন, শিবই ঈশ্বর বিষ্ণু ঈশ্বর নহেন, আমরা বিষ্ণুর অনন্য ভক্ত—শিবকে দেখিব না, আমরা শিবের অনন্য ভক্ত—বিষ্ণুকে দেখিব না" এইরূপ বিবাদগ্রস্ত-মতি-সম্পন্ন হইয়া অপরাধ করেন। এইরূপ অপরাধ জন্মিলে কালক্রমে এই অপরাধিগণের যদি কখনও এই সকল তত্ত্বজ্ঞ সাধুর সঙ্গ ঘটে এবং ঐ সাধু কর্তৃক এই ব্যাপারে প্রবোধিত হইলে তাঁহাদিগের শিবকে শ্রীভগবানের স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রতীতি ঘটিলে নাম-কীর্ত্তনের দ্বারা তাঁহাদিগের ঐ অপরাধের ক্ষয় হয়।

শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দা—এইরূপ "এই সমস্ত শ্রুতি ভগবদ্ভক্তির কথার ইঙ্গিতও করিতেছেন না, পরন্তু এই শ্রুতিগুলি বহির্মুখিনী হয়" এই বলিয়া জ্ঞানকর্ম্ম প্রতিপাদিকা শ্রুতিসকলের যে মুখে নিন্দা করা হইয়াছে, সেই মুখেই সেই শ্রুতি সকলকেও সেই শ্রুতির অনুষ্ঠাতা ব্যক্তিবর্গকে পুনঃ পুনঃ অভিনন্দন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে নাম-সংকীর্ত্তনের অনুষ্ঠান করা যায়, তবেশ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দনরূপ চতুর্থ অপরাধ হইতে ত্রাণ লাভ করা যায়। কারণ, যদি ঐরূপে শ্রুতি বা শ্রুতিপরা সচ্ছাস্ত্রাদির নিন্দারূপ অপরাধের আচরণকারী ব্যক্তিগণ কোনওরূপ পূর্ব্বসুকৃতিজনিত ভাগ্যবশেই ঐ শ্রুত্যাদির তত্ত্বাভিজ্ঞ সাধুগণকর্তৃক প্রবোধিত হইয়া বুঝিতে পারে যে, ঐ পরমকারুণিক শ্রুত্যাদি-শাস্ত্রসকল ভক্তিমার্গে অনধিকারী স্বেচ্ছাচারপরায়ণ বিষয়ে অত্যাসক্ত ব্যক্তিগণকেই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথে আরোহণ করাইতে উদ্যত হইয়াছেন, তখনই তাঁহাদিগের পূর্ব্বকৃত শ্রুত্যাদি-সচ্ছাস্ত্রের নিন্দারূপ অপরাধের এই প্রকারে ক্ষয়ের সম্ভাবনা ঘটে। ফলতঃ শ্রুত্যাদি সচ্ছাস্ত্রের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রুতিনিন্দারূপ অপরাধের ক্ষয়ের সম্ভাবনা ঘটে না। এইরূপ অন্যান্য নামা-পরাধের উদ্ভব ও নিবৃত্তির বিষয়েও বুঝিতে হইবে॥

ভক্তিপথে আগত ঐ অপরাধসকলও মূলশাখা হইতে উপশাখার ন্যায় উদ্গত হইয়া ভক্তির দ্বারাই ধনাদি লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠাদি উৎপাদনপূর্ব্বক নিজবৃত্তিসকল দ্বারা সাধকের চিত্ত উপরঞ্জিত করিয়া নিজ নিজ বৃদ্ধিদ্বারা ভক্তিরূপা মূল শাখাকেও কুণ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়। সেই চতুর্ব্বিধ অনর্থের নিবৃত্তিও পঞ্চপ্রকার, যথা—একদেশবর্ত্তিনী, বহুদেশবর্ত্তিনী, প্রায়িকী, পূর্ণা ও আত্যন্তিকী। তাহার মধ্যে "গ্রামদগ্ধ, পটভগ্ন" ইত্যাদি ন্যায়-অনুসারে অপরাধ-জাত অনর্থ-সমূহের নিবৃত্তি ভজনক্রিয়ার অনন্তর "একদেশবর্ত্তিনী"; ভজন ক্রিয়ার পরিপাকে নিষ্ঠার উৎপত্তি হইলে ঐ অনর্থনিবৃত্তি "বহুদেশবর্ত্তিনী"; শ্রীভগবানে রতি উৎপন্ন হইলে উহা "প্রায়িকী"; প্রেমের উৎপত্তি হইলে "পূর্ণা" এবং ভগবৎপাদপদ্ম লাভ হইলে "আত্যন্তিকী" অনর্থনিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। চিত্রকেতুর ভগবৎপ্রাপ্তি হইলেও তিনি মহাদেবের নিকট অপরাধী হইয়াছিলেন কিরূপে? ইহার উত্তরে—"চিত্রকেতুর যে তাৎকালিক মহদপরাধের কথা শুনা যায় তাহা বাস্তবিক নহে, প্রাতীতিক মাত্র। কারণ, ঐরূপ অপরাধে বৃত্রত্বপ্রাপ্তির পরও প্রেমসম্পত্তি থাকাতে পার্ষদত্বের ও বৃত্রত্বের বৈশিষ্ট্যের অভাবই সিদ্ধ হইতেছে। ভগবৎপার্ষদ জয়-বিজয়ের অপরাধের কারণও তাঁহাদিগের প্রেমবিজৃম্ভিতা স্বেচ্ছা। তাঁহাদের ঐরূপ ইচ্ছা হওয়ায় তাঁহারা প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, "হে প্রভো! আপনার যুদ্ধেচ্ছা পরিপূর্ণ করিতে পারে—অন্যত্র এরূপ বলবান্ কাহাকেও দেখিতেছি না। আমাদের বল থাকিলেও আপনার প্রতিকূল নহি। অতএব কোনও প্রকারে আমাদিগকে আপনার বিরোধী করিয়া লইয়া আমাদিগের সহিত যুদ্ধসুখ অনুভব করুন। আপনার স্বতঃ পূর্ণতার বিন্দুমাত্র হ্রাস ঘটে—ইহা আমরা সহ্য করিতে অসমর্থ, অতএব আপনার ভক্তবাৎসল্যকে লঘু করিয়াও আমাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করুন—যেহেতু আমরা আপনার দাস ও কিঙ্কর।" যদি কোনও কালে প্রসঙ্গজাত এইরূপ মানসিক বাসনাময় অপরাধ মনে উঠে, তবে বিচারপরায়ণ বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারাই ঐ মানসিক ভাবকে জয় করিতে হইবে। এইরূপ দুষ্কৃতোত্থ অনর্থসমূহেরও ভজন ক্রিয়ার অনন্তর

প্রায়িকী, নিষ্ঠার উৎপত্তি হইলে পূর্ণা, আর শ্রীভগবানে আসক্তি জন্মিলে আত্যন্তিকী নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। তথা ভক্তি হইতে জাত প্রতিষ্ঠাদি অনর্থসমূহেরও ভজনক্রিয়ার আরম্ভের পর একদেশবর্ত্তিনী, নিষ্ঠা হইলে পূর্ণা এবং রুচি জন্মিলে আত্যন্তিকী নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে—ইহাই বহুদর্শী অনুভবপরায়ণ সাধকগণ সম্যক বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন। সুতরাং ভজনক্রিয়ার আরম্ভ হইলেও উহাতে দার্ঢ্য জন্মিলে ক্রমশঃ সর্ব্বপ্রকার অনর্থের নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে, পরন্তু ভজনে শৈথিল্য হইলে অনর্থসমূহ বলবত্তর হইয়া ক্রমশঃ ভজনেচ্ছাকে গ্রাস করিয়া বসে। ভজন ক্রিয়ার দ্বারা কি প্রকারে অনর্থ নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে, তাহারই ক্রম প্রকাশিত হইল, ফলতঃ ভজনক্রিয়ার অভাবে যে অনর্থনিবৃত্তি হয় না, ইহা বলাই বাহুল্য ॥ ৪ ॥

নামের আরম্ভেই অনর্থের নিবৃত্তি হউক—তৎসম্বন্ধে বলিতেছেন। যদি বল যে, "নামরূপ-সূর্য্য একবার উদিত হইলেই অখিল তমোরাশির ন্যায় পাপরাশিকে ধ্বংস করেন।" অথবা "যাঁহার নাম একবারমাত্র শ্রবণ করিলে কদাচারী চণ্ডালও সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে।" ইত্যাদি—শাস্ত্রে শত শত প্রমাণ বিদ্যমান্; পরন্তু অজামিলাদির উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে এক নামাভাসেই অবিদ্যাপর্য্যন্ত সর্ব্বানর্থের নিবৃত্তি হইয়া ভগবৎপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অতএব ভগবদ্ভক্তগণের অনর্থ-নিবৃত্তি সম্বন্ধে যে ক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হয় নাই। ইহা সত্য; কারণ নামের যে এতাদৃশী শক্তি আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরন্তু নামে অপরাধী ব্যক্তিগণের প্রতি অপ্রসন্নতা বশতঃ নাম যে ঐ সকল ব্যক্তিতে নিজশক্তি প্রকাশ করেন না, তাহাই ঐ প্রকার দুষ্টতা ও অনর্থাদির অস্তিত্বের কারণ জানিতে হইবে। কিন্তু এইরূপে নামাপরাধশীল ব্যক্তিগণকেও যমদূতের আক্রমণের শক্তি নাই। কারণ, শাস্ত্রেই আছে যে—"তাদৃশ ব্যক্তিগণ যমকে ও তাঁহার পাশধারী দূতগণকে স্বপ্নেও দর্শন করেন না।" "তাহার যমাদির দ্বারাও শুদ্ধি নাই" শাস্ত্রের এই যম অর্থে যোগাদি যমনিয়মাদি বুঝিতে হইবে। নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ পরম ধনবান্ প্রভু যদি অপরাধী স্বজনকে প্রতিপালন না করেন, পরন্তু তাহার প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন, তবে তাহার ফলে ঐ ব্যক্তির ক্রমশঃ দুঃখ-দারিদ্র্য-মালিন্য-শোকাদিই ঘটিয়া থাকে; পরন্তু অনাত্মীয়জনগণ কর্ত্তৃক তাহারা কদাচ পালিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। এস্থানেও ঐ প্রকার বুঝিতে হইবে। আবার যেমন পুনর্ব্বার নিজ প্রভুর মনের অভিরুচি অনুসারে অনুবৃত্তি করিলে অর্থাৎ তাঁহার মনোভাব অবগত হইয়া তাঁহার তুষ্টিসম্পাদনের চেষ্টা করিলে তাহার ফলে নিজ প্রভু সন্তুষ্ট হইলে তাঁহার অনুগ্রহে দুঃখ-দারিদ্র্যাদি ক্রমশঃ দূরীভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভগবদ্ভক্ত, শাস্ত্র-গুরু প্রভৃতি অকপটে সেবিত হইলে ক্রমশঃ সেই নামেরই অনুগ্রহে দুরিতাদিরও ক্রমশঃ বিনাশ ঘটিয়া থাকে। এ বিষয়ে আর কোনও বিবাদ বা মতভেদ পরিদৃষ্ট হয় না। যদি কেহ বলেন যে, আমার ত কোনও প্রকার নামাপরাধ নাই—তদুত্তরে বলা যাইতে পারে—ফলের দ্বারাই ফল-কারণ, আধুনিক বা প্রাচীন নামাপরাধের অনুমান হইয়া থাকে। বহুল নামকীর্ত্তন সত্ত্বেও প্রেমচিহ্নাদির অনুদয়ই উক্ত ফল। কারণ, শাস্ত্রেই বলা হইয়াছে যে,—"বহুল হরিনাম গ্রহণ করিলেও যাহার নেত্রে প্রেমাশ্রু, গাত্রে রোমহর্ষ ও হৃদয়ে বিক্রিয়া প্রভৃতি সাত্ত্বিক-বিকার পরিদৃষ্ট না হয়, তাহার হৃদয় পাষাণের সারভাগ সদৃশ কঠিন বলিয়া মনে করিতে হইবে।" (ভাঃ ২।৩।২৪)॥ অর্থাৎ এইরূপ পরিদৃষ্ট হইলে তাহার নামাপরাধ আছে—ইহা অনুমান করিতে হইবে। ভঃ রঃ সিঃ—নামাপরাধ প্রসঙ্গে—"হে বিপ্রেন্দ্র! ভগবানের নামের প্রতি যে সকল অপরাধ আচরিত হইলে মানবের সকল প্রকার সুকৃতি নষ্ট করে এবং অপ্রাকৃতে প্রাকৃত বুদ্ধি করায়, এই সমস্ত অপরাধ কি?' তদুত্তরে—"শ্রীভগবানের নাম-গুণাদি সদ্য প্রেমপ্রদানকারী হইলেও শ্রুত ও কীর্ত্তিত হইয়াও ভগবদ্‌সম্বন্ধীয় তীর্থাদি সদ্য সিদ্ধিপ্রদ হইলেও বহুকাল সেবিত হইলেও এবং তন্নিবেদিত ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, মাখন তাম্বূলাদি সদ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তরঙ্গের নিবর্ত্তক হইলেও পুনঃ পুনঃ আস্বাদিত ভুক্ত হইয়াও—এই সমস্ত দ্রব্যই পরমচিন্ময়-স্বরূপ-সত্ত্বেও প্রাকৃতের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। শ্রীভগবন্নামের প্রতি যে গুরুতর অপরাধ বশতঃ এইরূপ

হইতে পারে, সেই অপরাধগুলি কি—এই বিষয়ে উৎকম্প ও বিস্ময় সহকারে প্রশ্ন করা হইতেছে। যদি এইরূপই হয়, তবে নামাপরাধকারী ব্যক্তির ভগবদ্বৈমুখ্যই উচিত হওয়ায় এইরূপ বলা হইয়াছে; অতএব তাহার গুরুপাদাশ্রয় ভজন-ক্রিয়াদিও ত সম্ভবপর হয় না। ইহা সত্য। কিন্তু প্রবল জ্বরে অরোচকত্ব বিদ্যমান থাকায় যেমন অন্নাদির গ্রহণ সম্ভবপর হয় না, তদ্রূপ নামাপরাধের প্রবলতা থাকিলে ও যে পুরুষের শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভজন-ক্রিয়ার অবকাশ থাকে না—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু জ্বর জীর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলেও উহার বেগ হ্রাস হইলে যেমন অন্নাদি কিঞ্চিৎ রুচিকর হয়, তদ্রূপ বহুদিন ভোগের পর নামাপরাধেরও বেগ কিঞ্চিৎ ক্ষীণ ও মৃদু হইলে ভগবদ্ভক্তিতে কিঞ্চিৎ রুচি জন্মিয়া থাকে; এইরূপে তাদৃশ পুরুষের ভক্তিতে অধিকার জন্মে—ইহা সিদ্ধ হইতেছে। তাহার পর যেরূপ দুগ্ধান্নাদি পুষ্টিকর খাদ্য জীর্ণজ্বরবিশিষ্ট পুরুষকে সর্ব্বতোভাবে পোষণ করে না, কিন্তু কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পোষণ করে মাত্র; পরন্তু জ্বরজনিত গ্লানি ও কৃশতা দূর করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু কালক্রমে ঔষধ-পথ্যাদি উপযুক্তরূপে সেবিত হইলে তাহাতেও সমর্থ হয়, সেইরূপ তাদৃশ ভক্তির অধিকারীতেও কালে ক্রমশঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সকলই প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব আদৌ, শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থের নিবৃত্তি, নিষ্ঠাদি যে ক্রমের কথা শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, তাহা সঙ্গতই হইয়াছে। কেহ কেহ নামকীর্ত্তনাদিকারী ভক্তগণের প্রেমচিহ্নের বিকাশ-দর্শন না করিয়া এবং পাপে প্রবৃত্তি-দর্শন করিয়া কেবল যে তাহাদের নামাপরাধের কল্পনা করিয়া থাকেন তাহা নহে, পরন্তু ব্যবহারিক বহুদুঃখ দর্শন করিয়া তাহাদিগের প্রারব্ধ-নাশের অভাবও কল্পনা করিয়া থাকেন; অর্থাৎ ঐরূপ ভক্তগণের প্রারব্ধ-কর্ম্মই তাহাদের পাপে প্রবৃত্তির ও বহুদুঃখপ্রাপ্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। নিরাপরাধ বলিয়া নির্দ্ধারিত অজামিলেরও স্বপুত্রের নামগ্রহণ ব্যাপারে ও প্রতিদিন বহুবার নামাহ্বান-সময়ে প্রেমাভাব এবং দাসীসঙ্গাদি পাপে প্রবৃত্তি দর্শন করা যায় এবং প্রারব্ধ অভাবেও যুধিষ্ঠিরাদির বহুবিধ দুঃখ দর্শন করা যায়। অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ফলবান্ বৃক্ষেও প্রায় যেরূপ যথাকালে ফল ধরে, সেইরূপ নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন হইলেও নাম যথাকালেই আপনার অনুগ্রহের প্রকাশ করিয়া থাকেন। তবে ঐ সকল ভক্তের পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ ক্রিয়মান পাপরাশি বিষদন্তবিহীন সর্পের দংশনের ন্যায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাঁহাদের রোগ-শোকাদি দুঃখও প্রারব্ধের ফল নহে। কারণ, শাস্ত্রে শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—যে "যাহার প্রতি আমি অনুগ্রহ প্রকাশ করি—আমি ক্রমশঃ তাহার ধন হরণ করি, ধন হরণ করিলে এই দুঃখ-দুঃখিত অধন ব্যক্তিকে তাহার আত্মীয়গণ পরিত্যাগ করিয়া থাকে।" (এমতাবস্থায় নিরাশ্রয় হইয়া ভগবানকেই একমাত্র আশ্রয় বলিয়া গ্রহণ করে।) অন্যত্রও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"নির্ধনত্বরূপ মহারোগ আমারই অনুগ্রহের লক্ষণ।" ফলতঃ স্বভক্তের মঙ্গলবিধান-কর্ত্তা শ্রীভগবান্ ভক্তের দৈন্য ও উৎকণ্ঠাদির বর্দ্ধনের নিমিত্ত তাহাকে স্বেচ্ছানুসারে দুঃখ প্রদান করিয়া থাকেন; সুতরাং ভক্তের কর্ম্মফলের অভাব বশতঃ ঐ সমস্ত দুঃখাদিকে তাহার প্রারব্ধের ফল বলা যায় না। ইতি সর্ব্বগ্রহপ্রশমিনী নামক তৃতীয়ামৃত বৃষ্টি ॥৩॥

চতুর্থ্যমৃতবৃষ্টিঃ—পূর্ব্বে অনিষ্ঠিতা ভজন-ক্রিয়ার ছয়টী বিভাগ প্রদর্শিত হইয়া নিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়ার কথা আলোচনা না করিয়াই অনর্থনিবৃত্তির কথা আলোচিত হইয়াছে। কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে—"যাঁহার কথার শ্রবণ ও কীর্ত্তনের দ্বারা ত্রিজগৎ পবিত্র হয়, সেই সাধুগণের সুহৃদ্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বকথা-শ্রবণকারী ব্যক্তিগণের হৃদয়ের অন্তরস্থ হইয়া তাঁহাদিগের সমস্ত অমঙ্গলই নষ্ট করিয়া থাকেন। নিত্য ভাগবতের সেবার দ্বারা অমঙ্গলসমূহ নষ্টপ্রায় হইলে উত্তমশ্লোক ভগবানে নৈষ্ঠিকী ভক্তি জন্মিয়া থাকে।" (ভাঃ ১।২।১৭-১৮)॥ ইহাতে যে প্রথমে অনিষ্ঠিতা ভক্তির কথা বলিয়া পরে নৈষ্ঠিকী ভক্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত দুই প্রকার ভক্তির কথার মধ্যে "অমঙ্গলের নাশ করেন" এই কথা দ্বারা অনর্থের নিবৃত্তির কথাই কথিত হইয়াছে। আবার "অভদ্র নষ্ট প্রায়" দ্বারা অমঙ্গলের কোনও অংশের যে নিবৃত্তি হয় না, ইহাও সূচিত হইয়াছে। অনিষ্ঠিতা-অবস্থায় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির দ্বারা

সমগ্র অমঙ্গল বিদূরিত হয় না। ঐ অবস্থায়ও ভজন-ক্রিয়ায় বাধা না ঘটিলে ক্রমে নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হয়। অতএব উক্ত ভাগবতীয় ক্রমানুসারে অধুনা নিষ্ঠিতা ভক্তির কথা বিবৃত হইতেছে।

যাহাতে নিষ্ঠা বা নৈশ্চল্য উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকে নিষ্ঠিতা বলে। প্রত্যহ চেষ্টা করিলেও অনর্থ-দশাতে লয়, বিক্ষেপ, প্রতিপত্তি, কষায় ও রসাস্বাদ এই পাঁচটি অন্তরায়ের দুর্ব্বারত্ব প্রযুক্ত ভক্তির নৈশ্চল্য সিদ্ধ হয় না। অনর্থ-নিবৃত্তির পর ঐ পাঁচটী অন্তরায় বা বিঘ্ন নিবৃত্তপ্রায় হওয়ায় ভক্তির নৈশ্চল্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব লয়াদির অভাবকেই নিষ্ঠার চিহ্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে কীর্ত্তন, শ্রবণ ও স্মরণের কালে কীর্ত্তন অপেক্ষা শ্রবণে ও শ্রবণ অপেক্ষা স্মরণে উত্তরোত্তর নিদ্রার উদ্গমের নামই 'লয়'। কীর্ত্তন-শ্রবণাদির সময় ব্যবহারিক বিষয়ের আলোচনা বা স্মরণাদির দ্বারা সম্পর্ক থাকিলে তাহাকে 'বিক্ষেপ' কহে। লয়-বিক্ষেপ না থাকিলেও কখনও কখনও যে শ্রবণ কীর্ত্ত-নাদিতে অসামর্থ্য জন্মে, তাহাকে 'অপ্রতিপত্তি' কহে। শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি সাধনকালে ক্রোধ-লোভ-গর্ব্বাদির যে সংস্কার, তাহাকে 'কষায়' কহে। বিষয় সুখোদয়কালে কীর্ত্তনাদিতে মনের অনভিনিবেশের নাম 'রসাস্বাদ'। ভাঃ ১।২।১৯—"নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হইলে তখন রজস্তমো ভাবাদি ও কামলোভাদির দ্বারা চিত্ত অনাবিদ্ধ হইয়া সত্ত্বগুণে স্থিতিলাভ করিয়া প্রসন্ন হয়।" 'চ'কারের সমুচ্চয়ার্থ ধরিয়া তখনও রজস্তমোভাবাদির অস্তিত্ব বুঝা যায়। কিন্তু "ইহাদের দ্বারা চিত্ত অনাবিদ্ধ হইয়া" ইহা দ্বারা—ভাবাবস্থার লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐগুলি ভক্তির বাধক না হইয়া উহার অবাধকরূপে অবস্থান করিয়া থাকে। নিষ্ঠা সাক্ষাদ্ভক্তিবিধায়িনী ও তদনুকূল বস্তুবিষয়িনীভেদে দ্বিবিধা। তন্মধ্যে সাক্ষাদ্ভক্তি অনন্ত প্রকার হইলেও স্থূলতঃ কায়িকী, বাচিকী ও মানসী এই ত্রিবিধা। কাহারও কাহারও মতে প্রথমে কায়িকী, পরে বাচিকী ও তৎপরে মানসী ভক্তিতে নিষ্ঠা জন্মিয়া থাকে। ভক্তগণের মধ্যে ওজঃ ও বলের স্থিতির তারতম্যানুসারে কোনও ভক্তে ঐ প্রকার সংস্কারের বিরুদ্ধতা-বশতঃ ভগবদুন্মুখ্যের আধিক্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; এ নিমিত্ত কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, এবিষয়ে কোনওরূপ ক্রম নাই। অমানিত্ব, মানদত্ব, মৈত্রী ও দয়াদি ভক্তির অনুকূল বস্তু। ভক্তিনিষ্ঠার অভাবেও কোনও কোনও শমপ্রকৃতি ভক্তেও ঐ সকল গুণে নিষ্ঠা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। আবার কোথাও কোথাও কোনও কোনও উদ্ধত ভক্তে ভক্তিনিষ্ঠা সত্ত্বেও ঐ সকল গুণে নিষ্ঠা পরিদৃষ্ট হয় না। তথাপি ঐ সকল গুণের অস্তিত্বে ভক্তিতে নিষ্ঠা ও ঐ সকল গুণের অভাবে ভক্তিনিষ্ঠার অভাব যে বালকের নিকটই বাস্তবিক বলিয়া প্রতীতি জন্মাইতে সমর্থ তাহা নহে, পরন্তু বিজ্ঞজনগণের নিকটও ঐরূপ প্রতীতি উৎপাদন করিয়া থাকে। কারণ, শাস্ত্রোক্তিই আছে যে, "নৈষ্ঠিকী-ভক্তির উদয় হইলে চিত্ত রজস্তমোভাবাদি ও কামলোভাদির দ্বারা অনাবিদ্ধ হইয়া সত্ত্বগুণে স্থিতিলাভ করিয়া প্রসন্ন হয়।" ফলতঃ শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদিতে শৈথিল্য ও প্রাবল্য অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতা ভক্তি জন্মিয়াছে কিনা তাহা জানিবার পক্ষে অপরিহার্য্য অর্থাৎ শ্রবণাদিতে যত্নের প্রাবল্য পরিদৃষ্ট হইলে নিষ্ঠিতা ভক্তি জন্মিয়াছে ও তাহার অভাবে ভক্তি অনিষ্ঠিতা ইহা বুঝিতে হইবে। ইহাই ভক্তিনিষ্ঠার সম্বন্ধে সংক্ষেপ-বিচার-প্রণালী। ইতি নিষ্যন্দবন্ধুরা-নামক চতুর্থামৃতবৃষ্টিঃ॥

পঞ্চম্যমৃতবৃষ্টি। অনন্তর অভ্যাসরূপ-অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত ভক্তিকাঞ্চনমুদ্রা স্বতেজে ধারণকারী ভক্তের হৃদয়ে ভক্তিতে রুচি উৎপন্ন হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির একটী হইতে অন্যটীতে বিলক্ষণ ভাবে যে রোচকত্ব, উহার নাম রুচি। রুচি উৎপন্ন হইলে পূর্ব্বদশার ন্যায় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির মুহুর্মুহু অনুশীলনেও লেশমাত্র শ্রমের উপলব্ধি হয় না। এই রুচি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে ভক্তের ব্যসন অর্থাৎ অত্যন্ত আসক্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। ফলতঃ তৎকালে ভগবৎপ্রসঙ্গ ব্যতীত যে কাল অতীত হয়, সেই কাল নিতান্ত ব্যর্থ অতীত হইল বলিয়া বোধ জন্মে॥১

নিত্য শাস্ত্রাধ্যয়নরত ব্রাহ্মণ-বালকের কালক্রমে শাস্ত্রার্থে প্রবেশ ঘটিলে শাস্ত্রে রুচি সঞ্জাত হইলে তখন শাস্ত্রানুশীলনে কোনও শ্রমবোধ হয় না। বস্তুতঃ সিদ্ধান্তপক্ষে পৈত্তিক-বৈগুণ্যদ্বারা রসনা দূষিত হইলে মিশ্রি অরুচিকর বোধ হইলেও উহাই যে ঐরূপ পিত্তবৈগুণ্যনাশকর ঔষধ—ইহা বিবেকী ব্যক্তিগণের মত, সুতরাং উহাই

পুনঃ পুনঃ সেবিত হইলে ক্রমে ক্রমে উহাই মিষ্ট বলিয়া অনুভূত হইতে যেমন রুচি জন্মে, তদ্রূপ অবিদ্যাদি কর্ত্তৃক বিশেষরূপে দূষিত জীবের অন্তঃকরণের শ্রবণাদি ভক্তি পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের দ্বারা অবিদ্যাদিদোষ প্রশমিত হইলে শ্রবণাদিরূপা ভক্তিতে রুচি জন্মে ॥ ২ ॥ রুচি দ্বিবিধ; বস্তুবৈশিষ্ট্যাপেক্ষিণীও বস্তুবৈশিষ্ট্যানপেক্ষিণী। প্রথমটী বস্তুর অর্থাৎ শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির বৈশিষ্ট্য, যথা—কীর্ত্তনের সুস্বরাদি অর্থাৎ সুরতাললয়াদির বিশুদ্ধি, বর্ণিত ভগবচ্চরিত্রের যথোপযুক্ত গুণ, অলঙ্কার-ধ্বন্যাদির বিশুদ্ধি। পরিচর্য্যাদির যথোপযুক্ত নিজাভীষ্টানুযায়ী দেশ-কাল-পাত্র-দ্রব্যাদির শুদ্ধির—অপেক্ষা করে। অর্থাৎ ভগবানের লীলাদি-কীর্ত্তনে ভাবোপযোগী সুর-তাল-লয় না থাকিলে, ভগবচ্চরিত্র-বর্ণনাকালে অলঙ্কারের মাধুর্য্য, বর্ণনার কৌশল এবং পূজাদিতে নিজাভিপ্রায়ানুযায়ী পবিত্র দেশ, উপযুক্ত কাল, শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি, পুষ্পাদি উপকরণের মনোরমতা প্রভৃতি না হইলে কোনও কোনও ভক্তের তাহাতে রুচি জন্মে না। এই রুচিকেই বস্তুবৈশিষ্ট্যাপেক্ষিণী-রুচি বলা হইয়াছে। ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়া কি কি ও কীদৃশ ব্যঞ্জন আছে, এই প্রকার প্রশ্নই মন্দক্ষুধার পরিচায়ক; এইরূপ রুচিও তদ্রূপ। কারণ, অন্তঃকরণে যৎকিঞ্চিৎ দোষের লেশমাত্র থাকিলেও কীর্ত্তনাদিতে উক্ত প্রকার বৈশিষ্ট্যের অপেক্ষা হইয়া থাকে; অতএব তাদৃশী রুচিও অন্তঃকরণের দোষের আভাসরূপা বলিয়া জানিতে হইবে। দ্বিতীয়প্রকারের রুচি শ্রীভগবানের নামরূপাদির উপক্রমেই বলবতী হইয়া থাকে, বস্তুবৈশিষ্ট্যে উহা অত্যন্ত প্রৌঢ়া বা উল্লাসময়ী হইয়া থাকে এবং উহাতে অন্তঃকরণের বৈগুণ্যজনিত দোষের গন্ধমাত্রও থাকে না জানিতে হইবে। ৩॥ অহো সখে! কৃষ্ণনামামৃত ত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত দুষ্পরিগ্রহযোগক্ষেমবার্ত্তাবিষয়ে নিমগ্ন হইতেছ? অথবা তোমাকেই বা কি বলিব, আমাকেই ধিক! কারণ, পাপাচারী আমি শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণ-প্রসাদে এই বস্তু নিজ বস্ত্রগ্রন্থিনিবদ্ধ মহারত্নের ন্যায় প্রাপ্ত হইয়াও ইহার মর্ম্ম না বুঝিয়া মিথ্যা সুখলেশের ন্যায় সচ্ছিদ্র কাণা কড়ির অন্বেষণে ইতস্ততঃ চারিদিকে এতকাল ভ্রমণ করিয়া অন্য ব্যাপার-পারাবার মধ্যে বৃথাই আয়ুক্ষয় করিলাম। ভক্তি-সাধনের কোনও অঙ্গকেই অঙ্গীকার না করিয়া শক্তির অভাবেরই পরিচয় প্রদান করিলাম। হায় হায়, আমার এইরূপ চরিত্র—সেই আমার রসনাও মিথ্যা কটু গ্রাম্য প্রলাপবাক্যকে অমৃতের ন্যায় এতকাল লেহন করিয়া শ্রীভগবানের নাম ও গুণের বার্ত্তাতে অলসের ন্যায় অবস্থান করিতেছিল। হায় হায়! শ্রীভগবৎকথা শ্রবণের আরম্ভেই নিদ্রা যাইয়া এবং তৎক্ষণাৎ যদি আবার কোনও গ্রাম্যবার্ত্তা আরম্ভ হইত, তবে তৎক্ষণাৎ জাগরিত হইয়া উৎকর্ণ হইয়া থাকিয়া আমি বহুবার সাধুগণের সমাজকে কলঙ্কিত করিয়াছি। এই দুষ্পূর উদরের পূর্ত্তির জন্য জরঠ হইয়াও এমন কি দুষ্কর্ম্ম আছে যে, যাহার আচরণের জন্য উদ্যম করি নাই? জানি না আমার এই দুষ্কৃতের ফলভোগ করিতে আমাকে কোন্ নরকে কতকাল বাস করিতে হইবে।" ভক্ত এইরূপে নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া কোনও দিন বা এই পৃথিবীর মধ্যে মহোপনিষৎ কল্পবল্লীফলের সারভূত প্রভুর চরিতামৃত সারঙ্গের ন্যায় পুনঃ পুনঃ আস্বাদন ও অভিবাদন করিতে করিতে বার্ত্তান্তর পরিত্যাগ করিয়া সাধু-সমাজে উপবেশন ও অবস্থান করিয়া ভগবদ্ধামে প্রবেশ করিয়া নির্ম্মল ভগবৎসেবানিষ্ঠ হইয়া তাহাতে মনঃসংযোগ করিয়া অনভিজ্ঞ লোককর্ত্তৃক উন্মনার ন্যায় পরিদৃষ্ট হইয়া ভক্তজনগণের ভজনানন্দ-রূপ নৃত্যের অধ্যায় অধ্যয়ন করিবার জন্য রুচিরূপা-নর্ত্তকী কর্ত্তৃক উভয় হস্তে গৃহীত হইয়া তাহা শিক্ষা করিয়া অননুভূতপূর্ব্ব পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। কালে কালে যখন ভাব ও প্রেমরূপ নটগুরুদ্বয় ইঁহাকে নাচাইতে আরম্ভ করিবে, তখন যে ইনি কি অবস্থায় উপনীত হইয়া কি আনন্দলাভ করিবেন, কে তাহার সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারিবে? ইতি—উপলব্ধাস্বাদ-নামক পঞ্চম্যমৃতবৃষ্টি।

ষষ্ঠ্যমৃতবৃষ্টি। অনন্তর সেই ভজনবিষয়া রুচি পরম প্রৌঢ়তমা হইয়া যখন ভজনীয় শ্রীভগবান্‌কেই বিষয়ে পরিণত করেন, তখন তাহাকে 'আসক্তি' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই আসক্তি ভক্তিকল্প-লতার স্তবকের ভাব প্রাপ্ত হইয়া অবিলম্বেই ভাব ও প্রেমরূপ পুষ্প ও ফল উৎপন্ন হইবেন তাহা জানাইয়া দেন। রুচি

ভজন-বিষয়া এবং আসক্তি ভজনীয়-বিষয়া—এই যে লক্ষণ তাহা তত্তদ্‌বিষয়ের প্রাধান্যেই জানিতে হইবে। বস্তুতঃ উভয়েই উভয়কে বিষয়ে পরিণত করিয়া থাকেন। কারণ, রুচিই পরিপক্কাবস্থায় আসক্তিতে পরিণত হয়। আসক্তি ভক্তের অন্তঃকরণ-মুকুরকে এরূপভাবে মাজ্জিত করেন যে, তাহাতে সহসা প্রতিবিম্বিত হইলে শ্রীভগবান্ অবলোকিতের ন্যায়ই প্রতীয়মান হয়েন। "হায়! আমার চিত্ত বিষয়-সমূহের দ্বারা আক্রান্ত হইল, আমি ইহাকে শ্রীভগবানে নিযুক্ত করি," ভক্তের এরূপ চেষ্টার ফলে তাঁহার যে চিত্ত বিষয় হইতে নিক্রান্ত হইয়া পূর্ব্বদশায় অর্থাৎ রুচি জন্মিলে শ্রীভগবানের রূপ ও গুণাদিতে প্রবেশলাভ করে, আসক্তি জন্মিলে সেই চিত্তই চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই আপনা হইতেই ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ভগবদ্রূপগুণাদি হইতে নিক্রান্ত হইয়া চিত্ত কিরূপে কখন বার্ত্তান্তরে প্রবিষ্ট হইল—প্রাপ্তনিষ্ঠ ভক্ত যেমন অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হন না; সেইরূপ কখন কিরূপে যে নিজের চিত্ত বার্ত্তান্তর ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবদ্রূপগুণাদিতে অভিনিবিষ্ট হইল—এই যে আসক্তি ইহা অনাসক্ত ভক্ত লক্ষ্য করিতে পারেন না, কিন্তু আসক্তিশীল ভক্ত তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন। রুচিতে বার্ত্তান্তর হইতে মনকে নিগ্রহ করিয়া আনিতে হয়, আসক্তিতে তাহা স্বভাবতঃই ঘটিয়া থাকে; রুচিতে মনে বহুকালব্যাপী শ্রীভগবদ্রূপ-লীলাদির ধ্যান হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ অবস্থার ছেদ হইয়া থাকে—আসক্তিতে ঐ ধ্যানের গাঢ়তা সম্পাদিত হয়। ১।

আসক্তি-সমন্বিত ভক্তের আচরণ বিবৃত হইতেছে—ঐরূপ ভক্ত প্রাতেই কোনও সাধুর দর্শন লাভ করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—"আপনি কোন্ স্থান হইতে আগমন করিলেন?" আপনার কণ্ঠে শ্রীশালগ্রামশিলার সুন্দর সম্পুট লম্বিত রহিয়াছে, আপনি অনুচ্চস্বরে ধীরে ধীরে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করায় নামামৃত আস্বাদনে আপনার রসনা ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে, আপনি মাদৃশ দুর্ভাগার নয়নপথবর্ত্তী হইয়া না জানি কি কারণেই আমাকে আনন্দিত করিতেছেন। আপনি কোন্ কোন্ তীর্থে ভ্রমণ করিয়া কোন্ কোন্ মহাত্মার দর্শনলাভ করিয়া কোন্ কোন্ ভক্তশ্রেষ্ঠের ভগবদনুভবের আস্পদীভূত হইয়া আত্মাকে এবং অপরকে কৃতার্থ হইয়াছেন?" এইরূপ সদালাপে কিয়ৎকাল যাপন করিয়া পুনরায় অন্যত্র কোনও ভগবত-পাঠককে দেখিয়া বলেন "আপনার কক্ষ-দেশস্থ মনোহর পুস্তকের বিলক্ষণ শ্রী দর্শন করিয়া আপনাকে শ্রীভাগবত-পুরাণবিদ্ বলিয়া বোধ হইতেছে, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া দশমস্কন্ধের একটী পদ্য পাঠ করিয়া তাহার ব্যাখ্যারূপ অমৃতবৃষ্টির দ্বারা আমার শ্রবণবৃত্তিরূপ-চাতকীকে জীবন দান করুন।" এইরূপে সেই শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া রোমাঞ্চিত-গাত্র হইয়া অন্যত্র গমন করিয়া সাধু-সমাজে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "হায়, এইবার আমি কৃতার্থ হইব; কারণ, এই সভাই সদ্যই আমার সমস্ত দুষ্কৃত ধ্বংস করিবেন" এই বলিয়া তথায় ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। প্রণাম-বিনীত তিনি সেই সভায় শ্রেষ্ঠ ভক্ত কর্ত্তৃক স্নেহভরে আদৃত হইয়া সসঙ্কোচে তাঁহার নিকট উপবেশন করিয়া বলিলেন, "হে ত্রিভুবনস্থ জীববৃন্দের মহাভব-রোগ-বিনাশক ভিষকৃশিরোমণে! আপনি মহাদীন এই অধমের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া রোগ নিরূপণান্তর এরূপ মহারসায়ন ঔষধ-পথ্যের আদেশ করুন, যাহাতে আমার অভীষ্টের পুষ্টি সম্পাদিত হয়।" এইরূপে অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহার কৃপা-ভিক্ষা করিয়া তাঁহার কৃপা-দৃষ্টি ও উপদেশামৃত লাভে আনন্দিত হইয়া পাঁচ ছয় দিন তাঁহার চরণ-পরিচর্য্যায় অতিবাহিত করিলেন। কখনও বা প্রেমভরে বনে বনে ভ্রমন করিতে করিতে "যদি আমাতে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি থাকে, তবে দূর হইতে যে কৃষ্ণসার মৃগ আমাকে দর্শন করিতেছে, উহা নিশ্চয়ই আমার অভিমুখে তিন চারিপদ আগমন করিবে, নচেৎ আমাকে পশ্চাতে রাখিয়া চলিয়া যাইবে." এইরূপে মৃগ-পশু-পক্ষিগণের স্বাভাবিক চেষ্টাকেও ভগবদনুগ্রহ ও নিগ্রহের লক্ষণরূপে বোধ করেন। গ্রাম-প্রান্তে অস্ফুটবাক্ বিপ্রবালকগণকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে সনকাদিঋষির ন্যায় মনে করিয়া "আমি কি ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাইব?" এইরূপ প্রশ্ন করিয়া তাহাদের অস্পষ্ট উত্তরকে কখনও দুর্ব্বোধ, কখনও

সুখবোধ্য বলিয়া মনে করেন। কখনও বা গৃহমধ্যগত থাকিয়া মহাধনগৃধ্নু কৃপণ বণিকের ন্যায় "আমি কোথায় যাইব, কি করিব, কি উপায়ে আমার সেই অভীষ্ট বস্তু হস্তগত হইবে ?" এইরূপ ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া কখন ও পরিম্লানবদনে চিন্তা করিতে থাকেন, কখও বা নিদ্রা যান, কখনও বা উঠেন, কখনও বা বসেন। পরিজনেরা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মূকবৎ অবস্থান করেন। কখনও বা অবহিত্থা অবলম্বন করেন। বন্ধুগণ তখন "ইনি সম্প্রতি ছন্নবুদ্ধি হইয়াছেন" ইহা বলিতে থাকেন, অজ্ঞ প্রতিবেশিগণ—"ইনি স্বভাবতঃই জড়", মীমাংসকগণ—"ইনি মূর্খ", বৈদান্তিকগণ—"ইনি ভ্রান্ত", কর্ম্মিগণ—"ইনি ভ্রষ্ট", ভক্তগণ "ইনি মহাসারবস্তু প্রাপ্ত হইয়াছেন", ভক্তাপরাধিগণ—"ইনি দাম্ভিক" এই কথা বলিয়া থাকেন। তখন এই ভক্তপ্রবর লৌকিক মানাপমান-বিচার-বিরহিত হইয়া ভগবদাসক্তিরূপ স্বর্গ-মন্দাকিনী-প্রবাহে পতিত হইয়া উক্তপ্রকার বিবিধ চেষ্টা করিতে থাকেন॥ ইতি মনোহারিণী নামক ষষ্ঠ্যমৃতবৃষ্টি॥

সপ্তম্যমৃত বৃষ্টি—ঐ আসক্তিই পরম-পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া ভাব-নাম ধারণ করিয়া থাকেন। উহার অপর পর্য্যায় রতি। এই ভাবই সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই স্বরূপভূত শক্তিত্রয়ের কন্দলী ভাব বা মুকুলিত অবস্থা। ইহাকেই "ভক্তিকল্পলতার উৎফুল্ল পুষ্প-নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে; উহার বাহ্যপ্রভাবই সকলের সুদুর্ল্লভা, আভ্যন্তরী প্রভায় মোক্ষকেও তুচ্ছ পদার্থে পরিণত করিয়া থাকে। ইহার একটি পরমাণু অর্থাৎ সামান্য মাত্রও সমস্ত তমঃ সমূলে উন্মূলিত করিয়া থাকে। এই ভাব-কুসুমের পরিমল প্রস্তুত হইয়া সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্‌কে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক প্রকট করাইয়া থাকে। অধিক কি, ভাবদ্বারা বাসিত চিত্তবৃত্তিরূপা তিল-বিততি দ্রবীভূত হইয়া সদ্যই শ্রীভগবানের অখিল অঙ্গকে স্নেহসিঞ্চিত করিতে সমর্থ হয়। এমন কি, ঐ ভাব আবির্ভূত হইয়া নিজ আধার চণ্ডাল হইলেও তাঁহাকে ব্রহ্মাদিরও নমস্য করিয়া তুলেন। ঐ ভাব উদিত হইলে ব্রজরাজনন্দনের অঙ্গসমূহের শ্যামলিমা, তদীয় অধর ও নেত্রপ্রান্তাদির অরুণিমা; তাঁহার বদন-সুধাকরের মৃদুহাস্যের ধবলিমা, তাঁহার বস্ত্র ও ভূষণাদির পীতিমা প্রভৃতির অনুভব করিয়া আসন্ন সময়ে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া নয়নযুগলের অজস্র অশ্রুবর্ষণের দ্বারা আত্মাকে অভিষিক্ত করিয়া থাকেন। তখন তাদৃশ ভক্ত তাঁহার মুরলীর মধুর গীতধ্বনি, তাঁহার নূপুরাদির সিঞ্জিতধ্বনি, তদীয় মধুর কণ্ঠের সৌস্বর্য্য এবং তদীয় চরণ-পরিচর্য্যা বিষয়ে তৎকৃত সাক্ষাৎ নিদেশ শুনিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিবার জন্যই যেন স্থানে স্থানে ক্ষণে ক্ষণে উহার অনুসন্ধান করিয়া শ্রবণদ্বয়কে কখনও উর্দ্ধে ও কখনও নিম্নে স্থাপিত করিয়া নিশ্চল হইয়া অবস্থান করেন। এইরূপ কখনও বা তাঁহার করকিশলয়ের স্পর্শ কিরূপ তাহা যেন অনুভব করিয়াই রোমাঞ্চিতগাত্র হয়েন। কখনও বা তাঁহার অঙ্গগন্ধ আঘ্রান করিয়া প্রফুল্ল-নাসিকাদ্বয়ের দ্বারা ক্ষণে ক্ষণে শ্বাস গ্রহণ করিয়া পরম পুলকিত হইয়া থাকেন। কখনও কখনও বা তাঁহার অধর-সুধা কি আমার আস্বাদ করিবার সৌভাগ্য হইবে—এইরূপ মনে করিয়া যেন তাহা প্রাপ্ত হইয়াই রসনাকে চরিতার্থা বোধ করিয়া উল্লসিত হইয়া নিজের ওষ্ঠাধর লেহন করিতে আরম্ভ করেন। কখনও বা তাঁহার স্ফূর্ত্তি হওয়ায় তাঁহাকে যেন সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার চিত্তে হর্ষের আবির্ভাব হয়। ফলতঃ তৎকালে, কখনও তিনি তদীয় মাধুর্য্যাস্বাদ-সম্পত্তিলাভে মত্ত হইয়া যান, আবার কখনও বা উহার তিরোভাবে বিষণ্ণ ও গ্লানিযুক্ত হন—এইরূপে সঞ্চারী ভাবের দ্বারা আত্মাকে অলঙ্কৃত করিয়া তখন তিনি শোভা পাইয়া থাকেন। তাঁহার বুদ্ধি অস্খলিতভাবে এই একমাত্র উদ্দেশ্যকে ধারণ করিয়া জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় শ্রীভগবানের স্মৃতিপথের পথিক হইয়া অবস্থান করেন। তখন তাঁহার আমি (অহন্তা অর্থাৎ জীবভাব অভীপ্সিত সেবোপযোগী সিদ্ধদেহে প্রবেশপূর্ব্বক এই বর্ত্তমান সাধক-শরীর যেন প্রায়শঃ ত্যাগ করিয়াই অবস্থান করিয়া থাকে। তাঁহার মমতা তখন তদীয় চরণারবিন্দ-মকরন্দের মধুকর হইবার উপক্রম করে। এই অবস্থায় সেই ভক্ত মহারত্ন-প্রাপ্ত কৃপণের ন্যায় জনগণ হইতে

ভাব গোপন করিলেও—উল্লসিত ললাট দর্শনে যেমন অন্তর্ধনের কথা বলা যায়, সেইরূপ তিনি ক্ষান্তি-বৈরাগ্যাদির সম্পদীভূত হওয়ায় তদ্বিষয়ে জ্ঞানবান্ সাধুগোষ্ঠীর বিদিত হয়েন, কিন্তু অন্যত্র বিক্ষিপ্ত ও উন্মত্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া তিনি সাধারণের তুচ্ছতা প্রাপ্ত হন্। ঐভাব আবার রাগভক্ত্যুত্থ ও বৈধভক্ত্যুত্থ ভেদে দ্বিবিধ। প্রথমটী জাতি ও প্রমাণের আধিক্য হেতু মহিমাজ্ঞানে অনাদর বশতঃ সমানতা ও তদপেক্ষা অধিক্যবশতঃ অত্যন্ত গাঢ় হইয়া থাকে। দ্বিতীয়টী জাতি ও প্রমাণের দ্বারা কিঞ্চিৎ ন্যূনতা হেতু ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-সমন্বিত মমতাবত্ত বশতঃ তাদৃশ গাঢ় হয় না। এই দ্বিবিধ ভাব দ্বিবিধ ভক্তের দ্বিবিধ চিদ্বাসনাযুক্ত হৃদয়ে স্ফুরিত হইয়া দ্বিবিধরূপে আস্বাদিত হইয়া থাকেন। রসাল, পনস, ইক্ষু ও দ্রাক্ষাদিতে উত্তরোত্তর-প্রবিষ্ট ঘন রসের ন্যায়—উহাতে পৃথক্ পৃথক্ মাধুর্য্যবত্তা বিদ্যমান। এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ভাব আস্বাদন-কারী ভক্তগণ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্যভাব-যুক্ত হইয়া পঞ্চ-প্রকারের হইয়া থাকেন। শান্তভক্তে শান্তি, দাস্যভক্তে প্রীতি, সখায় সখ্য, পিতৃমাতৃভাবযুক্ত ভক্তে বাৎসল্য এবং প্রেয়সী-ভাবযুক্ত ভক্তে প্রিয়তা—এইরূপ নামভেদ জানিতে হইবে। পুনরায় এই পঞ্চবিধ ভাব নিজ নিজ শক্তি দ্বারাই বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবরূপ প্রজাসকলকে প্রাপ্ত হইয়া নিজের-ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত স্থায়ী-ভাবরূপ নৃপতি হইয়া ঐ সমস্ত প্রজা-পুঞ্জের সহিত মিলিত হইয়া শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও উজ্জ্বলরূপে বৈশিষ্ট্যভেদে রসরূপে পরিণত হন। "স্বয়ং ভগবান্ই ঐ রস, এবং পুরুষ রসস্বরূপ তাঁহাকে লাভ করিয়াই আনন্দময় হন"—ইহা শ্রুতিকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। যেরূপ নদনদী তড়াগাদিতে জল থাকিলেও সমুদ্রই যেমন সর্ব্বজলের আশ্রয়-স্বরূপ জলনিধি, তদ্রূপ ঐ রস শ্রীভগবানের অন্যান্য অবতারে বা অবতারীতে আবির্ভূত হইলেও সেই সেই অবতারে বা অবতারীতে স্বয়ং সম্পূর্ত্তি লাভ করিতে না পারিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছেন। সেই ভগবান্ই ভাবের প্রথম পরিণতিতে প্রকাশিত হইয়া প্রেম জন্মিলে সাক্ষাৎ মুক্তরস-স্বরূপ রূপে রসিকভক্ত কর্ত্তৃক অনুভূত হন। ২॥ ইতি পরমানন্দ-নিষ্যন্দিনী নামক সপ্তম্যমৃত বৃষ্টি॥ ৭॥

অষ্টম্যমৃত বৃষ্টি—ভক্তি কল্পলতার সাধনাখ্য যে দুইপত্র পূর্ব্বে লক্ষিত হইয়াছে, ইদানীং তাহা হইতে অতি চিক্কণ তাদৃশ কীর্ত্তনাদিময় ভাবকুসুমসংলগ্ন অনুভাব-নামক বহুপত্র সহসা আবির্ভূত হইয়া শোভা বিস্তার করিয়া ভাবকুসুমকে পরিণাম প্রাপ্ত করাইয়া পুনর্ব্বার তৎকালেই প্রেমনামক ফল উৎপন্ন করে। পরন্তু এই ভক্তি-কল্পবল্লী আশ্চর্য্য চরিত্র-সম্পন্না। ইহার পত্র, স্তবক, পুষ্প ও ফল পরিণত হইয়াও নিজ নিজ স্বরূপকে পরিত্যাগ না করিয়াই সকলেই নিত্য নব নব আকারেই শোভা পাইতে থাকে। ভক্তের যে চিত্তবৃত্তি শত সহস্রভাগে বিভক্ত হইয়া মমতা রজ্জুর দ্বারা পূর্ব্বে তাঁহার আত্মা, আত্মীয়, গৃহ-বিত্তাদিতে নিবদ্ধ ছিল, এখন সেই সকল চিত্তবৃত্তিকে অবহেলাক্রমে উন্মুক্ত করিয়া মায়িকী হইলেও তাহাদিগকে মহারসকূপস্পর্শকারী পদার্থসমূহের ন্যায় নিজ শক্তির দ্বারা সাকার চিদানন্দ জ্যোতির্ম্ময়রূপে পরিণত করিয়া—সর্ব্বত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মমতাবলীকেও নিজ শক্তির দ্বারা তথাভূত করিয়া তাহাদিগের সহিত যিনি তাহাদিগকে শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-মাধুর্য্যে আবদ্ধ করেন, সেই প্রেম মহাসূর্য্যের ন্যায় উদিত হইয়া নিখিল পুরুষার্থরূপা নক্ষত্রমণ্ডলীকে সহসা বিলাপিত করিয়া থাকেন। ফলভূত ঐ প্রেমের যে আস্বাদ্যমান রস, তাহা সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা অর্থাৎ আনন্দ-ঘন-স্বভাব-বিশিষ্ট। ঐ রসের পরমপুষ্টিকারিণী যে শক্তি, তাহা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ঐ রস আস্বাদন করিতে আরম্ভ করিয়া ভক্ত যে আর কোনও বিঘ্নকে গ্রাহ্য করেন না—একথাও কি আর বলিতে হইবে? ঐ অবস্থায় তিনি মহাবলশালী যোদ্ধার ন্যায় অতিশয় আবেশে বিচারশূন্য মহাধন-লোলুপ তস্করের ন্যায় নিজেরও শুভাশুভ বিষয়ে বিচার করেন না। চতুর্ব্বিধ পরমস্বাদু ও অপরিমিত অন্ন দিবারাত্র পুনঃ পুনঃ ভোজন করিলেও ক্ষুধার শান্তি ঘটে না। এরূপ দুর্দ্দমনীয়া যদি কোনও ক্ষুধার অস্তিত্ব সম্ভবপর হয়, তবে তিনি সেই ক্ষুধার সদৃশ উৎকণ্ঠার দ্বারা সূর্য্যের ন্যায় তাপবিস্তার

করিয়া তৎক্ষণাৎই আবার শ্রীভগবানের অপরিমিত রূপ, গুণ ও মাধুর্য্যের স্ফূর্ত্তি ঘটায় সেই সমস্ত আস্বাদ করাইয়া কোটিচন্দ্রের ন্যায় শীতলতা বিস্তার করেন। উৎকণ্ঠার প্রাবল্য এবং শান্তির মাধুর্য্য একই সময়ে এই উভয় বিরুদ্ধ-ভাব বিস্তারকারী এই অদ্ভুত প্রেম আপনার আধাররূপ ভক্তে উদিত হইয়া ও ঈষৎ বৃদ্ধি পাইয়া প্রতিমুহূর্ত্তেই শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারাকাঙ্ক্ষী ভক্তের উৎকণ্ঠারূপ শল্যকে মহাদাহক অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করার উৎকণ্ঠার প্রাবল্য ঘটায় স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীভগবদ্রূপ ও লীলার মাধুর্য্যেও তাঁহার তৃপ্তি হয় না। তখন তাঁহার নিকট আত্মীয়-স্বজনগণ জলশূন্য অন্ধকূপের ন্যায়—গৃহ কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যের ন্যায়, যাহা কিছু আহার তাহা মহাপ্রহারের ন্যায়, সজ্জনকৃত প্রশংসা সর্প-দংশনের ন্যায়, প্রাত্যহিক কৃত কর্ত্তব্য মৃত্যুবৎ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মহাভারের ন্যায়, সুহৃদ্গণের সান্ত্বনা বিষদৃষ্টির ন্যায়, সর্ব্বদা জাগরণের অবস্থা অনুতাপ-সাগরের ন্যায়, কদাচিৎ নিদ্রা আসিলেও তাহাও জীবন-ধ্বংসকারিণী যন্ত্রনায় ন্যায়, নিজের শরীর-ধারণকেও মূর্ত্তিমান ভগবন্নিগ্রহের ন্যায়, প্রাণর্ত্ত, পুনঃ পুনঃ ভর্জ্জিত ধান্যের ন্যায়—অধিক কি পূর্ব্বে যাহা সর্ব্বদাই একান্ত অভিলষিত বলিয়া মনে হইত, তাহাই এখন মহা উপদ্রবের ন্যায় বোধ হয় এবং শ্রীভগবচ্চিন্তাকেও আপনার ছেদকের ন্যায় বোধ হয়। তদনন্তর ঐ প্রেমই চুম্বকের ভাব প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণলৌহের ভাবপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিয়া কোনও সময় ঐ ভক্তকে দর্শন করাইয়া দেয়। শ্রীভগবান্ও তখন স্বীয় সৌন্দর্য্য, সৌরভ্য, সৌস্বর্য্য, সৌকুমার্য্য, সৌরস্য, ঔদার্য্য ও কারুণ্য প্রভৃতি স্বরূপভূত পরমমঙ্গলময় গুণসকলকে নিজ ভক্তের নয়নাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করেন। ঐ সকল গুণ পরম মধুর ও নিত্য নূতন হওয়ায় প্রেমসহকারে উহার আস্বাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ভক্তের হৃদয়ে প্রতিক্ষণ বর্দ্ধমানা মহতী উৎকণ্ঠা জন্মে এবং পরিশেষে তাহাতেই এমন এক আনন্দ মহোদধির আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে যে, অতিশয়োক্তিপূর্ণ কোনও কবিবাক্যেও তাহার নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হয় না। অর্থাৎ কোনও প্রকার বৈষয়িক আনন্দের সহিত এই অপ্রাকৃত আনন্দ সাগরের তুলনা হইতে পারে না ॥ ১ ॥

মূল তত্ত্ব এই যে, অহঙ্কারের দুইটী বৃত্তি আছে—অহন্তা ও মমতা। জ্ঞানের দ্বারা উহার লয় হইলে জীবের মোক্ষ হয় এবং দেহগেহাদি বিষয়ে উহার স্থিতি ঘটিলে জীবের বন্ধন ঘটিয়া থাকে। আমি প্রভুর নিজ জন, সেবক—সপরিকর রূপ, গুণ ও মাধুর্য্যের মহাসাগর প্রভু ভগবান্ আমার সেব্য—এই প্রকারে শ্রীভগবানের পার্ষদ-রূপ বিগ্রহ প্রভৃতি ভগবদ্বিগ্রহাদি বিষয়ে যে প্রেম জন্মে, সেই প্রেমকেই বন্ধ ও মোক্ষের অতীত পুরুষার্থচূড়ামণি নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। তাহার ক্রম যথা—অহন্তা ও মমতা ব্যবহারিকী বৃত্তিতে অত্যন্ত গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে "আমি সংসারে থাকিয়াই বৈষ্ণব হইব, প্রভু ভগবান্ই আমার সেব্য হউন" এইরূপ যথাভিমত শ্রদ্ধাকণিকা জন্মিলে উহার পারমার্থিকত্ব-গন্ধ-প্রযুক্ত এরূপ জীবের ভক্তিতে অধিকার জন্মে। তদনন্তর সাধুসঙ্গ ঘটিলে পারমার্থিক গন্ধের গাঢ়তা জন্মে, তৎপরে অনিষ্ঠিতা ভজন-ক্রিয়ার আরম্ভ হইলে অহন্তা ও মমতার পরমার্থ-বস্তুতে একদেশরূপিণী এবং ব্যবহারিক বিষয়ে পূর্ণা বৃত্তি জন্মে। ভজনক্রিয়ায় নিষ্ঠা জন্মিলে উহার বৃত্তি পরমার্থ-বিষয়ে বহু দেশব্যাপিনী ও ব্যবহারিক বিষয়ে প্রায়িকী হয়। রুচি উৎপন্ন হইলে ঐ বৃত্তি পরমার্থ-বিষয়ে আত্যন্তিকী ও ব্যবহারিক বিষয়ে একদেশব্যাপিনী হইয়া থাকে। পরে আসক্তি উৎপন্ন হইলে ঐ বৃত্তি পরমার্থ-বিষয়ে পূর্ণা ও ব্যবহারিক বিষয়ে গন্ধমাত্রাবশিষ্টা হইয়া থাকে। তদনন্তর ভাবের উদয় হইলে ঐ বৃত্তি পরমার্থ-বিষয়ে আত্যন্তিকীই থাকিয়া যায়, পরন্তু ব্যবহারিক বিষয়ে বাধিতানুবৃত্তি-ন্যায়ে আভাসময়ী হইয়া থাকে। প্রেমাবির্ভাবে উক্ত বৃত্তিদ্বয় পরমার্থ বিষয়ে পরমাত্যন্তিকী ও ব্যবহার বিষয়ে একেবারে সম্বন্ধ রহিত হইয়া থাকে। এই প্রকার ভজনক্রিয়ার আরম্ভে ভগবদ্ধ্যান বার্ত্তান্তর-গন্ধযুক্ত ও ক্ষণিক হইয়া থাকে, নিষ্ঠা হইলে সেই ধ্যানে বার্ত্তান্তরের আভাস মাত্র থাকে, রুচি জন্মিলে ঐ ধ্যান বার্ত্তান্তররহিত হইয়া বহুকালব্যাপী হইয়া থাকে। আসক্তি জন্মিলে সেই ধ্যান অতিমাত্র গাঢ় হইয়া থাকে। ভাবে ধ্যান মাত্রই ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। প্রেমেও স্ফূর্ত্তির বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে এবং শ্রীভগবদ্দর্শন হইয়া থাকে। ইতি পূর্ণ মনোরথ নামক অষ্টম্যমৃত বৃষ্টি। আর্ত্তাদি ব্যক্তি চতুষ্টয়ের প্রধানীভূতাভক্তি। লৌকিক ও বৈদিক নিখিল কর্ম্মার্পণ করে। গুণীভূতা ভক্তিতে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী ফলসিদ্ধির জন্য বৈদিক (লৌকিক নহে) কর্ম্মাদি অর্পণ করেন। ইহা প্রকৃত ভক্তি নহে। কেবলা ভক্ত্যধিকারী ভগবৎ সুখানুসন্ধানমূলে অনন্যাভক্তি যাজন করেন। ইহা শুদ্ধ প্রেমপ্রদানকারিণী।

ভজন সন্দর্ভ চতুর্থ বেত্ত সমাপ্ত।